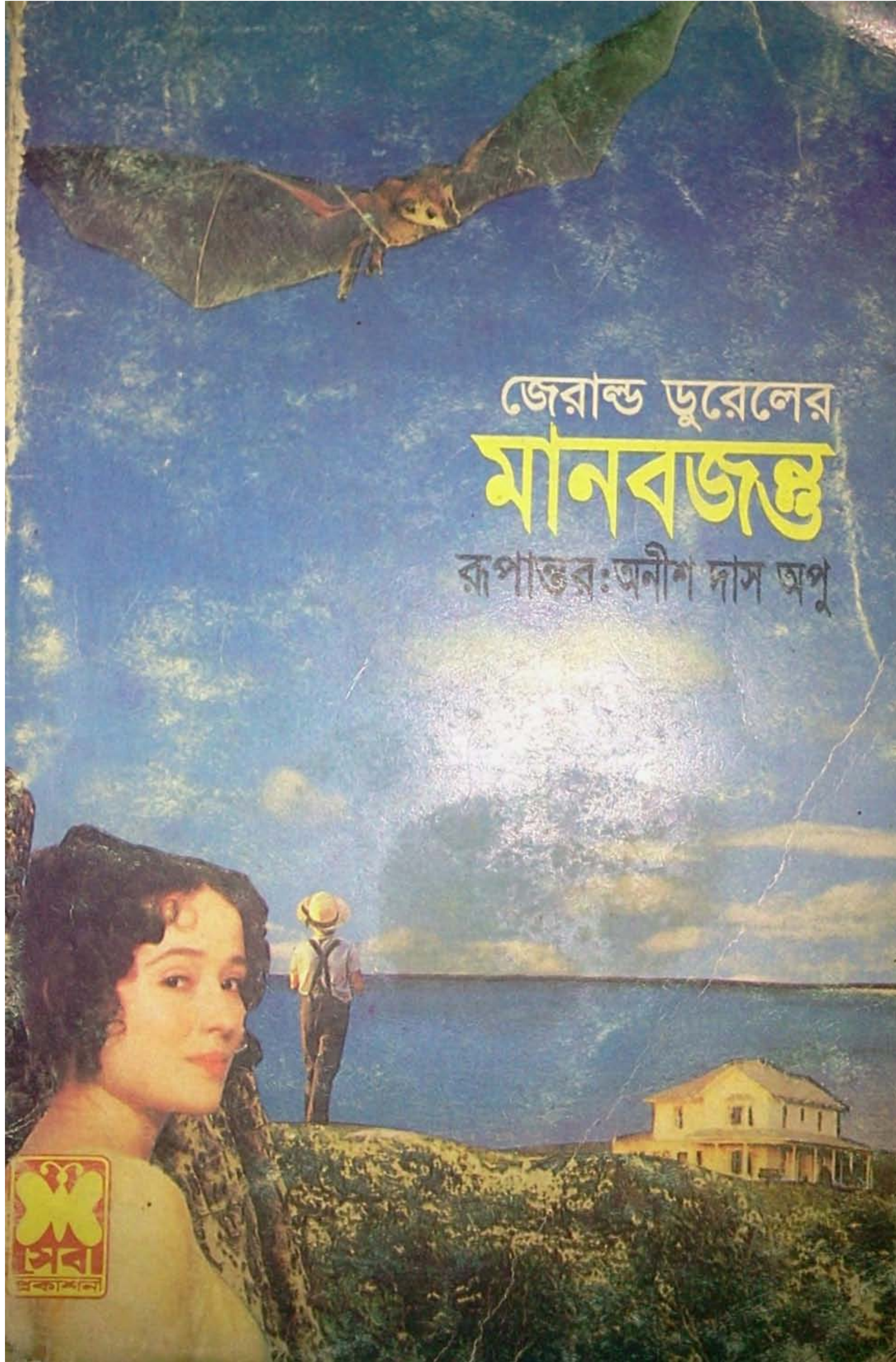

জেরাল্ড ডুরেলের
মানবজন্তু
রূপান্তর: অনীশ দাস অপু
সেবা
প্রকাশনী

অ্যাডভেঞ্চার

মানব জন্তু

অনীশ দাস অপু

কর্ফু নামে গ্রীসের এক আশ্চর্য সুন্দর দ্বীপে একটি পরিবারের পাঁচ বছরের অবস্থানের গল্প এটি। গল্পের নায়ক দশ বছর বয়সের গ্যারী ওরফে জেরাল্ড ডুরেল। নিজের পরিবারের সঙ্গে কর্ফু দ্বীপের প্রাণীকুল নিয়ে চমৎকার আরেকটি পরিবার গড়ে তুলেছিলেন তিনি। সে পরিবারের সদস্য ছিল ব্যাঙ, কাছিম, বাদুড়, প্রজাপতি, অক্টোপাস, গেকো, বিছা, কবুতর সহ আরও অনেক প্রাণী। এদের নিয়ে মজার মজার সব ঘটনা ঘটিয়েছেন গ্যারী। শুধু এরা নয়, গ্যারীর সাহিত্য বিশারদ বড় ভাই ল্যারী, বন্দুক বাজ মেজ ভাই লেসলি এবং সবসময় প্রসাধন নিয়ে ব্যস্ত একমাত্র বোন মার্গোও যে সব অদ্ভুত কাণ্ড সৃষ্টি করেছে তার বর্ণনা পড়ে হাসতে হাসতে খুন হয়ে যাবেন। এছাড়াও পরিচিত হবেন আরও আজব কয়েকটি চরিত্রের সঙ্গে। থাক...আগেই সব বলে দিয়ে পড়ার আনন্দটা মাটি করতে চাই না। পড়ুন এবং উপভোগ করুন।



সেরা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

এক

এক ফুঁয়ে মোমবাতি নিভিয়ে দেয়ার মত হুস্ করেই যেন ফুরিয়ে গেল জুলাই মাস। সারাক্ষণ মুখ ভার করা আকাশ নিয়ে হাজির হলো আগস্ট। ঝরঝর ঝরতে শুরু করল বৃষ্টি, বাতাস পেয়ে মাঝে মাঝে পালের মত ফুলে উঠল ধূসর রঙের বৃষ্টির চাদর। বুর্নমাউথ সী-ফ্রন্টের কাঠের কুটিরগুলো বৃষ্টিতে ভিজে চুপচুপে, নিরীহ মুখ করে দেখছে সবজে-ধূসর সাগরের ফেনাতোলা ঢেউ, আছড়ে পড়ছে শান বাঁধানো বেলাভূমিতে। শঙ্খচিলের দল শহরের আকাশে অনেকক্ষণ ওড়াউড়ির পর এখন বাড়ির ছাদে নেমে পড়েছে, অলস ভঙ্গিতে বসে রয়েছে ডানা গুটিয়ে। এমন বাজে আবহাওয়ায় কারই বা বাইরে যেতে মন চায়।

জেরাল্ড ডুরেলদের পরিবারও বেজায় বিরক্ত এমন অবিরাম বর্ষণে। বর্ষা এলে ওদের একটা না একটা অসুখ লেগেই থাকে। বালক ডুরেলের সর্দি সারছে না কিছুতেই। নাক বন্ধ বলে বেচারাকে মুখ হাঁ করে শ্বাস নিতে হচ্ছে। ছিঁচকাঁদুনে বৃষ্টিতে বেরুবার জো নেই, সবাই ঘরে বসে আছে। ডুরেল মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে শামুকের খোলায় লেবেল লাগাতে ব্যস্ত। ওর শখ ডিম, শামুক, কাছিম ইত্যাদির খোলা জোগাড় করা। ওর মেজ ভাই লেসলি কুঁজো হয়ে বসে আগুন পোহাচ্ছে। বর্ষার সময় কান ফেটে রক্ত বের হয় বলে সে কানে তুলো গুঁজে রেখেছে। এ সময়টাতে মার্গো, ওদের বোন, খুব বিব্রত থাকে তার ব্রণ সমস্যা নিয়ে। ওদের মা-ও সুস্থ নন। বর্ষাকালে তাঁর বাতের ব্যথাটা চাগিয়ে ওঠে। একমাত্র বহাল তবিয়তে রয়েছে বড় ভাই ল্যারী। তবে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের অসুস্থতার কারণে তার মেজাজ খাপ্পা হয়ে আছে।

প্রসঙ্গটি উত্থাপন করল ল্যারী নিজেই। অন্য সবাই যে যার শারীরিক সমস্যা নিয়ে এত বিরক্ত এবং বিব্রত যে অন্য কিছু নিয়ে ভাববার সময় কোথায় তাদের। ল্যারী অবশ্য সব সময় আগ বাড়িয়ে যে কোন বিষয় নিয়ে কথা বলতে যায়। নিজেকে সে 'সবজান্তা' জাতীয়

কিছু ভাবে, নিত্য নতুন আইডিয়া উদ্ভাবন করতে এবং পটিয়ে-পাটিয়ে সেগুলো অন্যের মাথায় ঢোকাতে তার জুড়ি নেই। ফলাফল যদি নেতিবাচক হয়, গোটা ব্যাপার অস্বীকার করে বসে ল্যারী, আলগোছে কেটে পড়ে ঘটনাস্থল থেকে।

সারাদিন অবিরাম বৃষ্টিতে আজ কোথাও যেতে পারেনি ল্যারী, চেহারায় ভয়ানক বিরক্তির ছাপ ফেলে শুধু পায়চারি করেছে। তবে বোঝা যাচ্ছিল কিছু একটা ফন্দি আঁটছে সে মনে মনে। ডুরেলের ধারণাই সত্যি হলো। মা'র ওপর হামলা চালাল ও, যেন সব কিছুর জন্যে তিনিই দায়ী।

'এমন বিশ্রী আবহাওয়া আমরা সহ্য করে চলেছি–কোন্ দুঃখে?' হঠাৎ ফুঁসে উঠল ল্যারী, হাত তুলল বৃষ্টিস্নাত জানালার দিকে। 'বাইরের অবস্থা দেখো...আর আমাদেরও কি দশা। মার্গোর মুখখানা ফুলে উঠেছে লাল পরিজের মত...লেসলি তার দুই কানে চোদ্দ বস্তা তুলো গুঁজে রেখেছে...গ্যারীর (জেরাল্ড ডুরেলের ডাক নাম) গলার স্বর শুনলে মনে হয় যেন জন্ম থেকে ফাটা বাঁশি বাজাচ্ছে...আর তুমি, তুমি তো ধ্বংসের একেবারে শেষ সীমায় চলে গেছ, দিন দিন বুড়ি হয়ে চলেছ।'

রাজপুতনার সহজ রন্ধনপ্রণালীর পাতা থেকে মুখ তুললেন মা, পাত্তা না দেয়ার ভঙ্গিতে বললেন, 'কথাটা ঠিক বলিসনি।'

'আমি ঠিকই বলেছি,' ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে উঠল ল্যারী, 'তোমাকে আইরিশ কাজের বেটিদের মত লাগে...আর তোমার পরিবার যেন উঠে এসেছে মেডিকেল এনসাইক্লোপেডিয়ার ছবি থেকে।'

মা ল্যারীর বকবকানি আমল দেয়ার প্রয়োজন বোধ করলেন না, শুধু পুত্রধনের দিকে কটমট করে একবার তাকিয়ে, যথেষ্ট শাসন করা হয়েছে ভেবে সন্তুষ্টচিত্তে আবার মন দিলেন পড়ায়।

'আমরা উজ্জ্বল সূর্যালোক চাই,' ভাঙা রেকর্ড বাজিয়েই চলেছে ল্যারী, 'তুই কি বলিস, লেস?...লেস!...অ্যাই লেস!'

লেসলি কানের ফুটো থেকে তুলো বের করে ল্যারীর দিকে তাকাল। 'কিছু বললে আমায়?'

'দেখলে তো!' উল্লাস প্রকাশ পেল ল্যারীর কণ্ঠে, ঘুরল মা'র দিকে, 'নিজের চোখেই তো দেখছ নিজের সন্তানের অবস্থা। কানের কাছে কামান না দাগলে শুনতে পায় না। তাহলেই বোঝো, কি নরকে আছি আমরা! এক ভাই কানে শোনে না, আরেকজনকে শত বোঝানোর চেষ্টা করলেও বোঝে না। সব এই পচা আবহাওয়ার দোষ। এখান

থেকে আমরা মুক্তি চাই···চাই এমন কোথাও যেতে যেখানে কচি ঘাসের মত বেড়ে উঠতে পারব।' শেষের দিকে ঘোষণার মত শোনাল তার কণ্ঠ।

'যেতে পারলে তো ভালই হত,' অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন মা।

'আজ সকালে জর্জের চিঠি এসেছে–লিখেছে কর্ফু একটা চমৎকার জায়গা। বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে আমরা গ্রীসে চলে যাই না কেন?'

'যেতে চাইলে যাবি,' বই পড়তে পড়তে মন্তব্য করলেন মা।

মা এত সহজে রাজি হয়ে যাবেন ভাবতেই পারেনি ল্যারী, বিস্মিত গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কবে?'

এতক্ষণে টের পেলেন মা কৌশলগত একটা ভুল করে ফেলেছেন তিনি, 'রাজপুতনার সহজ রন্ধনপ্রণালী' আস্তে নামিয়ে রাখলেন।

'বুদ্ধিটা যেহেতু তোর, তাই তুই আগেই চলে যা না ওখানে,' ভেবেচিন্তে জবাব দিলেন মা। 'জায়গাটা ভাল লাগলে সব কিছু ঠিকঠাক করে আমাদের চিঠি লিখবি। আমরাও চলে যাব।'

নিরাসক্ত চোখে মাকে দেখল ল্যারী। 'স্পেনে যাবার পরামর্শ দেয়ার সময়ও তুমি একই কথা আমাকে বলেছ। সেভিলে খামোকা দুটো মাস বসে থেকে ভেরেন্ডা ভেজেছি আমি তোমাদের অপেক্ষায়। তুমি খানকয়েক চিঠি লেখা ছাড়া আর কিছুই করোনি। না, এবার গ্রীসে গেলে সবাইকে সাথে নিয়ে যাব।'

'তুই বড্ড বাড়িয়ে বলিস, ল্যারী,' সরল গলায় বললেন মা। 'তবে হুট করে আমি কোথাও যেতে পারব না। আগে এ বাড়িটার একটা ব্যবস্থা করতে হবে।'

'ব্যবস্থা? কিসের ব্যবস্থা? বিক্রি করে দিলেই ল্যাঠা চুকে যায়।'

'তা আমি মরে গেলেও পারব না,' শুকনো গলায় মা বললেন, মর্মাহত হয়েছেন ল্যারীর কথায়।

'কেন?'

'কারণ, ভাল করেই জানিস, বাড়িটা মাত্র কিনেছি আমি।'

'চেহারা-সুরত ভাল থাকতে থাকতে এ মাল ঝেড়ে দাও। নইলে পরে কেউ কিনবে না বলে দিলাম।'

মা প্রথমে খানিক গাঁইগুঁই করলেও শেষে ল্যারীর পরামর্শ মেনে নিলেন, বিক্রি করে দিলেন বাড়ি। আর ডুরেলরা ইংল্যান্ডের অসহ্য বর্ষার হাত থেকে রক্ষা পেতে অভিবাসী পাখির মত উড়াল দিলেন

কর্ফুর উদ্দেশে।

এবার পথে খুব বেশি মাল সঙ্গে নিলেন না ডুরেল পরিবার, একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ছাড়া। তবে কাস্টমস ইন্সপেকশনে ওদের ব্যাগ যখন খোলা হলো, ভেতরের লটবহর দেখে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল কাস্টমস কর্তৃপক্ষের। ট্যুরিস্ট ব্যাগে যে এত বিচিত্র জিনিস থাকতে পারে, জানা ছিল না তাদের। মার্গোর লাগেজ খুলে দেখা গেল ওর মধ্যে জামা-কাপড় ছাড়াও আছে 'কিভাবে স্লিম হবেন' জাতীয় তিনটি বই, বেশ কিছু ছোট বোতল, যার মধ্যে রয়েছে ব্রণ দূর করার 'অব্যর্থ' ওষুধ! লেসলির সুটকেসে পাওয়া গেল কয়েক জোড়া পুলওভার এবং এক জোড়া ট্রাউজার দিয়ে মোড়ানো দুটি রিভলভার, একটি এয়ার-পিস্তল, 'নিজেই নিজের বন্দুক তৈরি করুন' শিরোনামের একটি বই, বড় বোতল বোঝাই তেল। তাও ফাটা বোতল। তেল চুইয়ে পড়ে জামা-কাপড়ের বারোটা বেজে গেছে। ল্যারী নিয়ে এসেছে দুই ট্রাঙ্ক বোঝাই বই আর একটা ব্রিফকেস। ওতে ওর জামা-কাপড় ঠাসা। মা'র লাগেজ আরও বিচিত্র। ওটা দু'অংশে ভাগ করা। এক অংশে জামা-কাপড়, অন্যভাগে রান্না আর বাগান করার ওপর রাজ্যের বই। আর জেরাল্ড ডুরেল নিয়েছেন প্রাকৃতিক ইতিহাসের ওপর চারটে বই, একটি প্রজাপতি ধরার জাল, একটা কুকুর সেই সাথে এক বোতল শুঁয়াপোকাও।

যাত্রাপথে ওদের পার হতে হলো ফ্রান্স, সুইটজারল্যান্ড এবং ইটালি। ফ্রান্সেও প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে। দেশটাকে ম্লান আর বিমর্ষ লাগল। তবে সুইটজারল্যান্ড যেন ক্রিসমাস কেক। আর ইটালিতে লোকজনের ভিড় বড্ড বেশি। ডুরেলদের ছোট জাহাজ ইটালির সমুদ্র বন্দর থেকে যাত্রা শুরু করল কর্ফুর উদ্দেশে। রাতের বেলা কেবিনে ঘুমিয়ে পরদিন সকালবেলা গোটা পরিবার চলে এলেন ডেকে, নিসর্গ দেখতে।

ঝকঝকে নীল সাগর, ভোরের মিষ্টি আলোয় ঝলমল করছে। তরতর করে এগিয়ে চলেছে জাহাজ, ঢেউয়ের মাথায় সাদা ফেনা রেখে যাচ্ছে পেছনে, যেন ময়ূর পুচ্ছ, ঝিলমিলে বুদ্বুদসহ। আকাশের রঙ ম্লান, পুব দিগন্তে হলদে একটা আভা ফুটে আছে। সামনে চকোলেট রঙের জমিনের আভাস, কুয়াশায় প্রায় ঢাকা, তীরে জমে আছে ফেনার স্তূপ। ওটাই কর্ফু। পাহাড়গুলোর সঠিক আকার দেখার চেষ্টায় চোখ ব্যথা করে ফেলল ওরা, তীক্ষ্নদৃষ্টিতে খুঁজে বেড়াল উপত্যকা, চুড়ো, খাদ এবং বেলাভূমি। কিন্তু কোন কিছুই পরিষ্কার দেখতে পেল না, ছায়া ছায়া লাগল শুধু। এমন সময় দিগন্ত থেকে উঁকি দিল সূর্য, মুহূর্তে

আকাশ রূপ নিল গাঢ় নীল পর্দায়, চোখের পলকে সাগরের চেহারাও যেন বদলে গেল। সাগরের অগণিত, অসংখ্য ঢেউ যেন এক মুহূর্তের জন্যে ঝলসে উঠল, তারপর ওগুলোর রঙ হয়ে উঠল গাঢ় বেগুনি, সাথে সবুজের ছোঁয়া। ফিতের মত কাঁপতে কাঁপতে দ্রুত উধাও হয়ে গেল কুয়াশা, ডুরেলদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল দ্বীপ, সেই সাথে জলপাই রঙের পাহাড়পর্বতগুলো, যেন কোঁচাকনো বাদামী কম্বলের নিচে থেকে আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠেছে। তীরে হাতির দাঁতের মত ধবধবে সাদা বেলাভূমি ভাঁজ খেয়ে আছে, ওখানে ছড়ানো-ছিটানো সোনালি, লাল আর সাদা রঙের ছোট-বড় অসংখ্য বোল্ডার। উত্তর অন্তরীপ ঘুরল ডুরেলদের জাহাজ, চোখে পড়ল মরচে রঙ বিশাল এক পাহাড়ের দেয়াল, তাতে অনেকগুলো বিশাল আকারের গুহা। বড় বড় ঢেউয়ের কবলে পড়ে কিছুক্ষণ নাচানাচি করল জাহাজ ওদিক থেকে যাবার সময়। পাথরের ওপরে সগর্জনে আছড়ে পড়ছে ঢেউ। অন্তরীপ ঘোরার সময় পাহাড়সারি পড়ে রইল পেছনে, দ্বীপের ঢাল ক্রমে দৃশ্যমান হয়ে উঠল, আকাশের পটভূমিকায় ফুটে উঠল কালো সাইপ্রেসের ঝাড়। বে-র কাছে সাগর রঙ পেয়েছে প্রজাপতির মত নীল, জাহাজের এঞ্জিনের শব্দ ছাপিয়ে ওদের কানে ভেসে এল তীরের ধারে ঘুর্ঘুরে পোকাদের ঐকতান।

দুই

কাস্টমস ছাউনির ভিড়-ভাট্টা *ঠেলে* ডুরেলরা বেরিয়ে এলেন জেটিতে। চমৎকার ঝকঝকে সকাল! খাড়া ঢালের ওপর শহর, সারি সারি রঙ-বেরঙের বাড়ি-ঘর, ছিটিয়ে আছে বিক্ষিপ্তভাবে, দূর থেকে হাজারো প্রজাপতির ডানার মত লাগল। ওদের পেছনে উপসাগরের কাঁচের মত স্থির জল, চোখ ঝলসানো নীল নিয়ে ঝলমল করছে। দ্রুত হাঁটা দিল ল্যারী, সতর্ক চোখ পোর্টারদের ওপর। ওরা ওর ট্রাঙ্ক দুটো বইছে। ল্যারীর পেছনে গাটাগোট্টা, বেঁটে লেসলি, তার সাথে মার্গো, মসলিন কাপড়ে খসখসে শব্দ তুলে আর সেন্টের গন্ধে চারদিক সুবাসিত করে হাঁটছে। ওদের মা পিছিয়ে পড়লেন, কাছের একটা ল্যাম্পপোস্টে গিয়ে

দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হলেন। ওখানে, ওদের কুকুর রজার, পেছনের ঠ্যাং আকাশে তুলে ছরছর শব্দে তলপেটের চাপ খালাস শুরু করে দিয়েছে।

ল্যারী ঘোড়ায় টানা দুটো সুদৃশ্য ক্যাব ভাড়া করল। একটাতে লাগেজ চাপিয়ে অন্যটাতে উঠে বসল। তারপর চারপাশে চোখ বোলাল চিরাচরিত বিরক্তির ভঙ্গিতে।

'কি ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল সে। 'সবাই দাঁড়িয়ে আছ যে?'

'দাঁড়িয়ে আছি মা'র জন্যে,' জবাব দিল লেসলি। 'দেখছ না রজার কি কাণ্ড শুরু করেছে।'

'ওহ্, যত যন্ত্রণা!' ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে উঠল ল্যারী, ক্যাব থেকে মুখ বাড়িয়ে ডাক দিল, 'চলে এসো, মা। জলদি!'

'আসছি রে,' বললেন বটে মা তবে আসতে পারলেন না। কারণ ল্যাম্পপোস্ট ছেড়ে নড়তে চাইছে না রজার।

'ওই কুত্তাটাকে নিয়ে হয়েছে যত জ্বালা,' বিরক্ত হলো ল্যারী। 'সব জায়গায় কোন না কোন ঝামেলা বাধাবেই।'

'রজারকে গালি দিয়ো না,' মুখ বাঁকাল মার্গো, 'ওর কি দোষ...কেন, তোমার জন্যে নেপলসে আমরা এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে ছিলাম, মনে নেই?'

'সে তো আমার পেটটা হঠাৎ গড়বড় শুরু করে দিয়েছিল বলে,' ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল ল্যারী।

'রজারেরও বোধহয় একই সমস্যা হয়েছে,' আশঙ্কা প্রকাশ করল মার্গো।

এমন সময় মা এলেন প্রায় ছুটতে ছুটতে। সমস্যা হলো রজারকে ক্যাবে তুলতে গিয়ে। এ ধরনের বাহনে কোনদিন চড়েনি সে, সন্দেহের চোখে ঘোড়ার গাড়িটাকে দেখতে লাগল। অনেক কসরৎ করে ওকে তোলা হলো, ঠেলে দেয়া হলো ভেতরে, ক্লান্তির চোটে কুকুরের মত হ্যা-হ্যা করে হাঁপাতে লাগল সবাই। ঘোড়াটা ডুরেলদের কারবার দেখে বোধহয় ভয় পেয়ে গেছিল, হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দৌড় শুরু করে দিল, তাল সামলাতে না পেরে ওরা ডিগবাজি খেয়ে পড়ে গেল মেঝেতে, ওদের নিচে চাপা পড়ে রজারের সে কি ত্রাহি চিৎকার!

'ছোঃ, যাত্রার শুরুতেই বিঘ্ন,' ঠিকঠাক হয়ে বসে চরম বিতৃষ্ণা নিয়ে কথাটা বলল ল্যারী। 'কোথায় ভেবেছিলাম রাজকীয়ভাবে আমাদের যাত্রা শুরু হবে, আর সেখানে কিনা এমন দশা...শহরে ঢুকতে হচ্ছে মধ্যযুগের ফকিরদের মত।'

'বেশিক্ষণ ফকিরের মত লাগবে না,' মাথার হ্যাট ঠিক করতে করতে মোলায়েম গলায় মা বললেন। 'আমরা শীঘ্রি পৌঁছে যাব হোটেলে।'

ক্যাব ছুটে চলল শহরের দিকে, ডুরেলরা যে যার সীটে বসে ল্যারীর পরামর্শ মোতাবেক চেহারায় আভিজাত্যের ভাব ফোটানোর চেষ্টা করছেন। তবে রজারের ওদিকে নজর নেই, লেসলি ওকে থাবা মেরে ধরে আছে বলে খুবই অস্বস্তি বোধ করছে, চোখ ঘুরিয়ে এপাশ-ওপাশ দেখছে। ভাবখানা এমন–দম বন্ধ হয়ে মারা যাচ্ছি তো!

একটা গলিতে ঢুকল ঘোড়ার গাড়ি। চারটে বেজিকে দেখা গেল শুয়ে আছে রাস্তায়, রোদ পোহাচ্ছে। ওদেরকে দেখে শক্ত ও আড়ষ্ট হয়ে উঠল রজার, কটমট করে তাকাল, তারপর গম্ভীর গলায় ঘেউ ঘেউ করে উঠল। বেজিগুলোর প্রতিক্রিয়া হলো মারাত্মক। ভয় তো পেলই না, উল্টো দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে, চিৎকার করতে করতে ক্যাবের পিছু পিছু ছুটল। রাজকীয় পোজ দেয়া মাথায় উঠল, মারমুখী বেজিদের ছুটে আসতে দেখে ভয়ে সিটিয়ে গেলেন ডুরেলরা। রজার ঘেউ ঘেউ করেই চলেছে, ওঁরা ক্যাব থেকে বেরিয়ে এসে হাতের কাছে বই আর পত্রিকা যা পেল ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারতে শুরু করলেন বেজিগুলোকে লক্ষ্য করে। কিন্তু তাতে নিবৃত্ত করা গেল না দলটাকে, বরং আরও হিংস্র হয়ে উঠল ওরা। একেকটা গলি পার হচ্ছে ক্যাব, সেই সাথে বেজিদের সংখ্যা বেড়ে চলল। শেষে মূল রাস্তায় পড়ার পর রক্ষা। ওখানে ডজন দুই কুকুর জটলা পাকাচ্ছিল। কুকুরগুলোকে দেখে সটকে পড়ল বেজির দল। কুকুরগুলো তখন বেজিদের অসমাপ্ত কাজটা সমাপ্ত করার দায়িত্ব নিল। ক্যাবটাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে গলা ফাটিয়ে ঘেউ ঘেউ শুরু করল।

'আরে, বসে বসে সবাই তামাশা দেখছে যেন,' গাঁক গাঁক করে উঠল ল্যারী। 'কেউ কিছু করছে না কেন?'

'অন্যের সমালোচনা না করে তুমি নিজে কিছু করছ না কেন?' পাল্টা জবাব দিল লেসলি। সে রজারকে সামলাতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে।

উঠে দাঁড়াল ল্যারী, হতভম্ব ক্যাব ড্রাইভারের হাত থেকে একটানে ছিনিয়ে নিল চাবুক, তারপর সাঁই করে মারল কুকুরদের গায়ে। কিন্তু লাগল না, সপাং করে ঘাড়ের পেছনে বাড়িটা খেলো লেসলি।

'তামাশা পেয়েছ, না?' খেঁকিয়ে উঠল সে, টকটকে লাল চেহারা

নিয়ে ফিরে তাকাল বড় ভাই'র দিকে।

'অ্যাক্সিডেন্ট,' সাফাই গাইবার চেষ্টা ল্যারীর, 'আসলে অনেক দিন প্র্যাকটিস নেই তো…ঘোড়ার চাবুক হাতে নিয়েছি বহুদিন পর।'

'তাই বলে যাকে তাকে মেরে বসবে…' কিছুতেই রাগ পড়ছে না লেসলির।

'ল্যারী বললই তো, অ্যাক্সিডেন্ট। রাগ করিসনে, বাবা,' মা ছেলেকে শান্ত করার চেষ্টা করেন।

ল্যারী আবার চাবুক কষাল কুকুরগুলোকে লক্ষ্য করে। টার্গেট মিস হয়ে এবার উড়ে গেল মা'র হ্যাট।

'তুমি দেখছি কুত্তাগুলোর চেয়েও বেশি যন্ত্রণা দিতে শুরু করেছ,' বলল মার্গো।

'সাবধান!' মা মেঝে থেকে হ্যাট কুড়িয়ে আবার মাথায় চাপালেন, শক্ত করে ধরে রাখলেন যাতে বাড়িতে আবার উড়ে না যায়। 'কার গায়ে লাগে। তুই চাবুকটা বরং রেখে দে।'

এমন সময় ক্যাব ব্রেক কষল রাস্তার ধারে, একটা হোটেলের সামনে। হোটেলের দরজায় একটা সাইনবোর্ড, তাতে লেখা 'পেনশন সুইসি'। কুকুরগুলো কিন্তু গেল না, ঘিরে রইল ক্যাব। হাঁপাচ্ছে সব ক'টা। খুলে গেল হোটেলের দরজা, বেরিয়ে এল মস্ত গোঁফঅলা এক পোর্টার। রাস্তার দিকে তাকিয়ে তার চোখ বড় বড় হয়ে উঠল। রজারকে ক্যাবে তুলতে যেমন পরিশ্রম হয়েছে, নামাতেও একই রকম ঝামেলা পোহাতে হলো ডুরেলদের। কারণ খুব ওজন।

হোটেলে পৌছার আনন্দে রাজকীয় পোজের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে লাফ মেরে ক্যাব থেকে নেমে এল ল্যারী। পেভমেন্টে দাঁড়িয়ে, নাচের ভঙ্গিতে চাবুক চালাল বার কয়েক, কুকুরগুলো ওকে এগোতে দেখে সভয়ে পথ ছেড়ে দিল, বীরদর্পে পা বাড়াল ল্যারী। ওর পেছন পেছন এলেন পরিবারের অন্য সদস্যরা। রজার কিছুতেই ওদের কাছে থাকতে চাইছে না, ঘেউ ঘেউ করে কুকুরদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে। বহু কষ্টে ওকে নিয়ে হলঘরে ঢুকলেন ওরা। দড়াম করে সদর দরজা লাগিয়ে দিল পোর্টার, হেলান দিয়ে দাঁড়াল কবাটের গায়ে। মুখ সাদা, গোঁফটা অল্প অল্প কাঁপছে।

ওদের দেখে এগিয়ে এল ম্যানেজার, চোখে প্রশংসা এবং কৌতূহল। মা কথা বললেন ম্যানেজারের সাথে, তাঁর হ্যাটটা সরে গেছে মাথার একপাশে, একহাতে ধরে আছেন গ্যারীর শুঁয়াপোকার

বোতল।

'আহ্!' মিষ্টি করে হাসলেন মা, যেন ওদের আগমন পৃথিবীর সবচে' স্বাভাবিক ঘটনাগুলোর একটি। 'আমি মিসেস ডুরেল। আমাদের জন্যে রুম বুক করে রেখেছেন তো?'

'জ্বী, ম্যাডাম,' রজারের কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে দাঁড়িয়ে বলল ম্যানেজার। রজার এখনও ঘেউ ঘেউ করেই চলেছে। 'দোতলায়...ব্যালকনি সহ চারটে রুম।'

'বাহ্, বেশ!' উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন মা। 'চলো সবাই। লাঞ্চের আগে একটু রেস্ট নিয়ে নিই।'

তারপর রাজকীয় ভঙ্গিতে দলটাকে নেতৃত্ব দিয়ে ওপরে উঠে গেলেন মা।

খানিক পর ওঁরা আবার নেমে এলেন নিচে, ঢুকল বেশ বড়সড় প্রায় অন্ধকার ডাইনিং রুমে। ঘরে বেশ কিছু পটে জন্মানো পাম গাছ আর ভাঙাচোরা কয়েকটি ভাস্কর্য চোখে পড়ল। সবগুলোর গায়ে ধুলো জমে আছে পুরু হয়ে। গোঁফঅলা পোর্টার ওদের খাবার পরিবেশন করল। সে এ হোটেলের হেড ওয়েটারও বটে। খাবারের মেন্যু সাধারণ হলেও রান্নার স্বাদ মন্দ নয়। ওঁরা চেটেপুটে খেলেন। কফি আসার পর ল্যারী তৃপ্তির ঢেকুর তুলে হেলান দিয়ে বসল তার চেয়ারে।

'রান্না ওদের খারাপ নয়, মা,' বলল সে। 'কিন্তু জায়গাটা কেমন লাগল বললে না?'

'রান্না ঠিকই আছে,' সায় দিলেন মা। তবে শেষ প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গেলেন ইচ্ছে করেই।

'লোকগুলোকে আমার খারাপ লাগেনি, বেশ আন্তরিক,' বলে চলল ল্যারী। 'ম্যানেজার নিজে জানালার কাছে আমার বিছানা পেতে দিয়েছে।'

'কিন্তু আমি তার কাছে খবরের কাগজ চেয়েও কোন সহযোগিতা পাইনি,' অভিযোগ করল লেসলি।

'খবরের কাগজ?' অবাক হলেন মা। 'খবরের কাগজ দিয়ে কি করবি?'

'বাথ রুমের জন্যে...ওখানে কাগজ-টাগজ কিচ্ছু নেই,' বলল লেসলি।

'শ্‌শ্‌শ্‌!' ঠোঁটে আঙুল ছোঁয়ালেন মা। 'এ সব আলোচনা খাবার টেবিলে বসে নয়।'

'তুই তো কানা তাই দেখতে পাসনি,' বলে উঠল মার্গো। 'প্যানের পাশেই টিস্যুর ছোট একটা বক্স ছিল।'

'আহ্, মার্গো!' আঁতকে উঠলেন মা।

'এ নিয়ে এত ফিসফিসানির কি আছে? বাক্সটা তুমিও দেখোনি?'

হি-হি করে হেসে উঠল ল্যারী। বলল, 'তুই ব্যাপারটা বুঝতে পারিসনি, মার্গো। লেসলি যে জিনিস খুঁজছে, সেটা মুখ মোছার টিস্যু নয়। তার দরকার ইয়ে...কি বলে...প্রাকৃতিক কর্ম সম্পাদনের পরের কাজটার জন্যে টিস্যু।'

মার্গোর চেহারা লাল হয়ে গেল লজ্জা আর ঘেন্নায়।

'তার মানে,...তার মানে...মাই গড!' গুঙিয়ে উঠল সে।

'আমি ভেবেছি মুখ মোছার টিস্যু। তাই ও দিয়ে...' কথা শেষ করতে পারল না, চোখ ছাপিয়ে জল এল, দ্রুত ডাইনিং রুম ছেড়ে পালাল ও।

'ভীষণ অস্বাস্থ্যকর ব্যাপার,' নাক কোঁচকালেন মা। 'মেয়েটা না জেনে কাজটা করেছে। এখন আবার অসুখ না বাধিয়ে বসে। টাইফয়েড হবার আশঙ্কা ছেড়ে দেয়া যায় না।'

'না জেনেই মানুষ ভুল করে। আগে জানা থাকলে কেউ ভুল করত না,' বিজ্ঞের মত মন্তব্য করল লেসলি।

'ঠিক বলেছিস, বাছা, তবে এ নিয়ে আর কথা নয়। এখন আমাদের কাজ একটাই–যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটি ভাল বাসা খুঁজে বের করা।'

দোতলায় মার্গো তখন প্রায় পাগলের মত হয়ে উঠেছে। সাবান দিয়ে মুখ ধুচ্ছে, দাঁত ব্রাশ করছে, সংক্রামক নাশক ওষুধ ছিটাচ্ছে গায়ে।

মিসেস ডুরেল সারাটা বিকেল ব্যয় করলেন মেয়ের পেছনে। মেয়েকে নানাভাবে পরীক্ষা করলেন। কোন রোগের চিহ্ন ফুটছে কিনা শরীরে। মার্গোর ধারণা, সে একাধিক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়বে। ওদের ভাগ্য খারাপই বলতে হবে, হোটেলটার পাশেই স্থানীয় কবরখানা। কাজেই মার্গো নিশ্চিত হয়ে গেছে গোরস্থানের সমস্ত জীবাণু আস্তানা গেড়েছে ওদের হোটেলে। মিসেস ডুরেলও শঙ্কিত। অবশ্য তাঁর ছেলেরা এ সব নিয়ে ভাবিত নয়। তারা রাস্তার দিকে মুখ ফেরানো ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে কবরখানায় মুর্দা নিয়ে যাবার দৃশ্য দেখছে। একের পর এক লাশ আসছেই। কয়েকটা লাশ দেখার পর ওরা বুঝে

ফেলল কর্ফু দ্বীপে স্বজন হারানোর শোকে আক্রান্ত মানুষদের আসল নজর থাকে কে কার মুর্দাকে অন্যজনের চেয়ে বর্ণাঢ্য সাজে সাজিয়ে দাফন করতে পারে সেদিকে। ক্যাবগুলো বেগুনি আর কালো কাপড়ে মোড়ানো, ঘোড়াগুলোও. বিশাল চাঁদোয়া আর পাখির পালক দিয়ে সুসজ্জিত। এত ওজন নিয়ে কিভাবে গাড়ি টানছে সেটাই বিস্ময়ের ব্যাপার। মুর্দার শোক-সন্তপ্ত আত্মীয়-স্বজন ছয়-সাতটি ক্যাবে বোঝাই, একটিতে মুর্দা। লাশের গাড়ি সবার সামনে, তাতে বিশাল এক কফিন, এত বাহারি রঙ, দেখে মনে হয় প্রকাণ্ড জন্মদিনের কেক। সাদা, বেগুনি, লাল-নীল রঙে সাজানো কফিন, ওপরে সোনা-রুপোর ঝালর টাঙানো, কফিনের হাতল পেতলের, সূর্যের আলো পড়ে ঝিকিয়ে উঠছে বার বার। গ্যারী হাঁ করে তাকিয়ে থাকলেন কফিনের দিকে। এত চমৎকার জিনিস জীবনে দেখেননি তিনি। মরতে হলে এভাবেই মরা উচিত, ভাবলেন গ্যারী। সুসজ্জিত ঘোড়া, শত শত ফুলের তোড়া, আর শোক-সন্তপ্ত অভিজাত চেহারার আত্মীয়-স্বজন। মৃত্যুর পর এমন রাজকীয় অভ্যর্থনা পেলে এখনই মরতে আপত্তি নেই গ্যারীর। তিনি ব্যালকনির ওপর ঝুঁকে, মুগ্ধ চোখে কফিনের সারি দেখতে লাগলেন।

লাশ নিয়ে একেকটা দল চলে যাচ্ছে, তাদের হাহাকার আর ঘোড়ার খুরের আওয়াজ ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসছে। আর প্রতিবার মা উত্তেজিত হয়ে উঠছেন।

'এ স্রেফ মহামারীর লক্ষণ,' ঘোষণা করলেন তিনি, রাস্তায় উঁকি দিলেন উদ্বেগ নিয়ে।

'ধ্যাৎ, কি যে বলো তুমি!' বলল ল্যারী।

'কিন্তু এত লাশ একসাথে...ব্যাপারটা অস্বাভাবিক।'

'মৃত্যুর মাঝে অস্বাভাবিক কিছু নেই...প্রতিদিনই কেউ না কেউ মরছে।'

'তা মরছে। কিন্তু কোন কারণ ছাড়া এ ভাবে মাছির মত মরে না মানুষ।'

'হতে পারে লাশগুলো একসাথে কবর দেয়ার জন্যে এতদিন ওরা সংরক্ষণ করে রেখেছিল,' উদাস ভঙ্গিতে বলল ল্যারী।

'বোকার মত কথা বলিস না,' ধমকে উঠলেন মা। 'এখানকার পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থায় নিশ্চয়ই কোন সমস্যা আছে।'

'মাই গড!' আঁতকে উঠল মার্গো। 'আমাকে তাহলে নির্ঘাত কোন রোগে ধরবে।'

'তোকে রোগে ধরবে কি করে তাই তো আমার মাথায় আসছে না,' বলল লেসলি।

'এ প্রসঙ্গ এখন থাক,' মা বললেন। 'ডাক্তার এলে বোঝা যাবে সব। ল্যারী, ডাক্তারকে একটা ফোন কর্ না।'

'এখানে ডাক্তার-ফাক্তার নেই, মা,' সাফ বলে দিল ল্যারী। 'আর থাকলেও কেউ আমাকে ডাক্তারের খোঁজ দেবে বলে মনে হয় না।'

'ঠিক আছে,' কঠোর শোনাল মা'র কণ্ঠ। 'যেখানে ডাক্তার পর্যন্ত নেই সেখানে আমাদের থাকা চলে না। এ শহরেই আর থাকব না। চলে যাব শহরের বাইরে, গ্রামের কোন বাড়িতে। চলো, এক্ষুণি বাড়ি খোঁজার অভিযান শুরু করে দিই।'

সেদিন নয়, পরদিন সকালে ডুরেল পরিবার নেমে পড়লেন বাড়ি খুঁজতে। সাথে থাকল হোটেল গাইড মি. বিলার। ছোটখাট, মোটাসোটা মানুষ, কুঁতকুঁতে চোখ, চকচকে গাল। সব সময় বিনয়ী হাসি ফুটে আছে চোখের তারায়। বাড়ি খোঁজার অভিযানে তাকে আমন্ত্রণ জানানো হলে এক কথায় রাজি হয়ে গেল সে। কিন্তু বিলার তো জানে না মিসেস ডুরেল কি জিনিস। কেউ তাঁর সাথে বাড়ি খুঁজতে না বেরুলে বুঝতেই পারবে না কি ভয়ানক খুঁতখুঁতে স্বভাবের মহিলা। মিসেস ডুরেলকে সন্তুষ্ট করা প্রায় অসম্ভব একটি ব্যাপার। মি. বিলার গোটা দ্বীপ চষে বেড়াল ওদের নিয়ে, কত রঙের আর আকারের যে বাড়ি দেখাল, শেষের দিকে হিসেবই থাকল না। কিন্তু মিসেস ডুরেলের একটি বাড়িও পছন্দ হলো না। মি. বিলারের লিস্টের শেষ বাড়ি দেখেও যখন তিনি বামে আর ডানে মাথা নাড়লেন, হতাশ হোটেল-গার্ড ধপ করে বসে পড়ল সিঁড়িতে, রুমাল বের করে মুখ মুছতে লাগল। ঘেমে নেয়ে গেছে বেচারা।

'ম্যাডাম ডুরেল,' দম ফিরে পেয়ে অবশেষে বলল সে, 'আমার চেনা-জানা সবগুলো বাড়িই আপনাকে দেখিয়েছি। একটাও পছন্দ হলো না। আসলে আপনি কি চাইছেন বলুন তো, ম্যাডাম? এ বাড়িগুলোর সমস্যা কি?'

মিসেস ডুরেল অবাক হয়ে তাকালেন তার দিকে।

'লক্ষ করেননি আপনি?' জিজ্ঞেস করল সে। 'ওগুলোর একটাতেও বাথরুম নেই।'

'মি. বিলার ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে রইল মার দিকে।

'কিন্তু, ম্যাডাম,' গুঙিয়ে উঠল সে, 'বাথরুম দিয়ে কি

আর একটাও কথা না বলে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে হোটেলে ফিরে এলেন মা।

ওই দিনই সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি, একটা গাড়ি ভাড়া করে নিজেরাই বাড়ি-অভিযানে বেরিয়ে পড়বেন। তাঁর বিশ্বাস, এ দ্বীপের কোথাও না কোথাও বাথরুমঅলা বাড়ি অপেক্ষা করছে তাঁর জন্যে। ছেলে-মেয়েরা অবশ্য তাদের মা'র মত অত আশাবাদী নয়। কাজেই বাড়ি খুঁজতে যাবার ব্যাপারে দু'পক্ষে একটু তর্ক-বিতর্ক এবং মন কষাকষি হলো, পরে দেখা গেল ব্যাটালিয়ন নিয়ে মা সগর্বে বেরিয়ে পড়েছেন অভিযানে।

ট্যাক্সি স্ট্যান্ডটা মূল স্কোয়ারে। সেখানে হাজির হতেই ট্যাক্সির ভেতর থেকে দলে দলে বেরিয়ে এল ট্যাক্সি ড্রাইভাররা, শকুনের মত ঘিরে ধরল ওদের। একজন অপরজনকে সামনে আসতে দিতে চাইছে না, আস্তিন টেনে ধরছে, দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে চোদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার করছে। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হলো ডুরেলদের ধরে ছিঁড়ে খাবে। যদিও ওদের সাথে কেউ তর্ক করছে না, কিন্তু গ্রীকদের মেজাজ মর্জির সাথে পরিচয় নেই বলে স্বাভাবিক ভাবেই ভয় পেয়ে গেলেন ওঁরা।

'ওদের কিছু বলছিস না কেন, ল্যারী?' কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন মা। দানব এক ড্রাইভার প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছে তাঁর ওপর, হাত ধরে টানাটানি করছে।

'বলো ওদের বিরুদ্ধে তুমি ব্রিটিশ কনসালে নালিশ করবে।' চেঁচামেচির আওয়াজ ছাড়িয়ে উচ্চকিত গলা শোনা গেল ল্যারীর।

'ওতে কাজ হবে না,' হাঁপাচ্ছেন মা। 'বল্ যে ওদের ভাষা আমরা বুঝতে পারছি না।'

ফ্যাকাসে চেহারা নিয়ে বোকা বোকা হাসি মুখ করে দাঁড়িয়ে ছিল মার্গো; এবার এগিয়ে গেল ড্রাইভারদের ভিড়ের দিকে।

'আমরা ইংরেজ,' চেঁচিয়ে বলল সে। 'আমরা গ্রীক ভাষা বুঝি না।'

'ওই ব্যাটা আবার আমাকে ধাক্কা দিলে চোখ গেলে দেব,' বলল খর্বাকৃতির ল্যারী, রাগে লাল হয়ে গেছে মুখ।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, বাপু। মাথা গরম করিসনে,' এখনও হাঁপাচ্ছেন মা আর বিশালদেহী ড্রাইভারের সাথে ধস্তাধস্তি করছেন। সে মাকে তার গাড়িতে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে। 'আমার মনে হয় ওরা আমাদের কোন ক্ষতি করবে না।'

হঠাৎ সমস্ত চিৎকার চেঁচামেচি থেমে গেল ভয়ঙ্কর এক গর্জন শুনে, মেঘ ডাকার মত গুরুগম্ভীর গলায়—যেন ভেতরে বসানো আছে আগ্নেয়গিরি—ধমকে উঠে গাল দিয়ে বসল। বাংলা করলে দাঁড়াবে সম্ভবত এ রকম: 'অই ব্যাটা! দ্যাহোস না মানুষগুলা তগো কথা বুঝে না?'

ফিরে তাকালেন ডুরেল পরিবার। ফুটপাথের পাশে পুরানো একটি ডজ পার্ক করা, হুইলের পেছনে বসে আছে বেঁটেখাট, শক্তপোক্ত গড়নের এক লোক। ঢালের মত বুক তার, হাত না যেন হাতুড়ি, মাংসল, চওড়া মুখ, মাথায় একটা ক্যাপ। সে গাড়ির দরজা খুলে নামল, হনহন করে এগিয়ে এল ডুরেলদের দিকে। ড্রাইভারদের ভিড়টার দিকে তাকাল কঠোর দৃষ্টিতে, তাকে দেখে চুপ হয়ে গেছে সবাই।

'অরা আপনেগো বিরক্ত করতাছে?' জিজ্ঞেস করল সে মাকে।

'না, না,' তাড়াতাড়ি জানালেন মা। 'ওদের কথা আসলে আমরা বুঝতে পারছি না।'

'আপনেগো ভাষা জানে এমন কাউরে খুঁজতাছিলেন, ঠিক না?' বলল আগন্তুক। 'এইগুলারে বিশ্বাস করবেন না। সব হালায় জোচ্চোর ...আমার কতায় কিছু মনে কইরেন না...এরা পারলে নিজেগো মায়েরেও ঠকায়। দাঁড়ান এক মিনিট। হালাগো টিট কইরা দিতাছি।'

ঘুরে দাঁড়াল সে ড্রাইভারদের দিকে, গ্রীক ভাষায় ঘেউ ঘেউ করে কি যেন বলল। চেহারা দেখে মনে হলো ড্রাইভারদের আত্মা উড়ে গেছে। অসন্তোষ, ঘৃণা আর রাগ নিয়ে পিছু হটল দলটা, বিড়বিড় করতে করতে ফিরে গেল যে যার গাড়িতে।

'আপনেরা যাইবেন কই?' মিসেস ডুরেলের দিকে ঘুরল আগন্তুক।

'বাড়ি খুঁজছি আমরা'। দেখাতে পারবেন?' জানতে চাইল ল্যারী।

'অবশ্যই পারমু। যেহানে যাইতে চাইবেন লইয়া যামু।'

'আমরা যে বাড়িটি খুঁজছি,' গলায় জোর দিয়ে বলল মা, 'তাতে বাথরুম থাকতে হবে। আছে এ রকম বাড়ি?'

লোকটার প্রকাণ্ড মুখে চিন্তার ভাঁজ পড়ল, চোখ পিটপিট করে কি যেন ভাবল খানিক। তারপর বলল 'বাথরুম? আপনেরা বাথরুমঅলা বাড়ি খুঁজতাছেন?'

'এখন পর্যন্ত একটাও এ রকম বাড়ি চোখে পড়েনি আমাদের,' বললেন মা।

'একটা বাথরুমঅলা বাড়ির খোঁজ অবশ্য আমি জানি,' বলল লোকটা। 'তবে বাড়িটা মনে হয় আপনেগো লাইগা বেশি বড় হইয়া যাইব।'

'বাড়িটা আমাদের দেখাবেন, প্লীজ?' সাগ্রহে জানতে চাইলেন মা।

'ঠিক আছে। চলেন। উইঠা পড়েন গাড়িতে।'

গাড়ির ভেতরে জায়গা প্রচুর, ওদের বসতে সমস্যা হলো না। স্টিয়ারিং-হুইলের পেছনে নিজের আসনে বসল ড্রাইভার, গিয়ার এনগেজ করতেই পেল্লায় গর্জন ছাড়ল ডজ। তারপর ছুটে চলল ভয়ানক গতিতে। শহরের বাইরে, আঁকা-বাঁকা, সরু রাস্তা দিয়ে চলল গাড়ি। রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়া আর গাধার কোন অভাব নেই। কান ফাটানো শব্দে হর্ন বাজিয়ে চলল ড্রাইভার। পিলে চমকানো আওয়াজে তটস্থ হয়ে রাস্তা ছেড়ে অনেকেই লাফিয়ে উঠল ফুটপাথে। ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করছে ড্রাইভার। গাড়ি চালাতে চালাতে ডুরেলদের সাথে আলাপ জুড়ে দিল সে। যতবার সে ঘাড় ঘুরিয়ে ওদের দিকে তাকাল, ততবার গাড়িটা প্রবল ঝাঁকি খেলো, যেন মাতাল হয়ে গেছে।

'আপনেরা ইংরেজ? আমিও তাই ভাবছিলাম...ইংরেজদের সব সময় বাথরুম দরকার হয়...আমার বাড়িতেও বাথরুম আছে...আমার নাম স্পাইরো, স্পাইরো হাকিয়াও পুলোস...পরিচিতজনরা অবশ্য ডাকে স্পাইরো আমেরিকান...আমি কিছুদিন আমেরিকায় ছিলাম কিনা...জ্বী, আট বছর ছিলাম শিকাগোতে...ওইখানেই তো ইংরেজি বলা শিখলাম...গেছিলাম টাকা বানাইতে...আট বছর পর নিজেরে জিগাইলাম...স্পাইরো, বহুত টাকা বানাইছো। অহন দ্যাশের পোলা দ্যাশে ফির্যা যাইবা না?' ফির্যা আইলাম গ্রীসে...এই গাড়িটা নিয়া আইছিলাম...এই দ্বীপের সেরা গাড়ি...এমন গাড়ি আর কারও কাছে পাইবেন না...ইংরেজ ট্যুরিস্টরা হগলডি আমারে চেনে, এখানে আইলেই আমারে খোঁজে...জানে জালিয়াতি আর দুই নাম্বারীর মধ্যে আমি নাই...ইংরেজগো পছন্দ করি আমি...ভাল লোক, দিল দরিয়া মানুষ...খোদা জানে, গ্রীক না হইলে আমি ইংরেজ হইয়া জন্ম নিতে চাইতাম।'

লোকটার বকবকানি ডজের যাত্রীদের খারাপ লাগছে না। শত হলেও মানুষটা তাদের একটা বিপদ থেকে রক্ষা করেছে।

স্পাইরো গাড়ি নিয়ে ঢুকে গেল ধুলো বোঝাই একটা রাস্তায়, পেছনে প্রকাণ্ড ধুলোর মেঘ রেখে ছুটছে। অবশ্য রাস্তার দু'পাশে

সবুজের কমতি নেই। দু'ধারেই প্রচুর গাছ-পালা, কিছু গাছে লাল রঙের ফল ঝুলে আছে। বেশ কিছু আঙুর খেত চোখে পড়ল। তাতে থোকায় থোকায় ফলে আছে আঙুর। সবুজ বেত গাছও আছে প্রচুর। জেব্রা স্ট্রাইপের বেতের ডগায় সবুজ পাতা বাতাসে উড়ছে পতাকার মত। অবশেষে একটা পাহাড়ের চুড়োয় এসে, প্রচুর ধুলো উড়িয়ে, ব্রেক কষল গাড়ি। নেমে পড়ল স্পাইরো।

'ওই যে আপনেগো বাড়ি,' মোটা তর্জনী নেড়ে দেখাল সে। 'ওই বাড়িতে আপনেরা মনের মত বাথরুম পাইবেন।'

গাড়ির ভেতর এতক্ষণ চোখ বন্ধ করে ছিলেন মা, স্পাইরোর মাতালের মত চালানো চোখ মেলে দেখার সাহস পাচ্ছিলেন না, এবার মিটমিট করে তাকালেন। পাহাড়ের পাশে একটা কাঠামোর দিকে ইঙ্গিত করছে স্পাইরো। সত্যি ওটা একটা বাড়ি, ঝিলমিলে সাগরের বুক থেকে যেন উঠে এসেছে। ওটার চারপাশে, পাহাড় এবং উপত্যকার নৈসর্গিক সৌন্দর্য শ্বাসরুদ্ধকর। ঢালের মাঝামাঝি জায়গায় ঋজু, নিটোল শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সাইপ্রেস গাছের একটি সারি, ঘিরে আছে গোলাপী স্ট্রবেরি রঙের একটি বাড়িকে, সীমাহীন সবুজের মাঝখানে টুকটুকে রসাল ফলের মত। সাইপ্রেসের ঝাড় বাতাসে দুলছে মৃদু-মন্দ, যেন ওরা আসবে জেনে গাঢ় নীল আকাশটাকে আরও গাঢ় করে দেয়ার চেষ্টায় ব্যস্ত।

তিন

বাড়িটি ছোট, বর্গাকৃতির; সামনে খুদে একটা বাগানও আছে। বাড়িটির জানালাগুলোর রঙ এক সময় বোধহয় চকচকে সবুজ ছিল, সূর্যতাপ রঙটাকে ঝলসে দিয়েছে। কয়েকটাতে আবার চিরও ধরেছে। বাগানে লম্বা ঘন্টা ফুলের ঝোপই বেশি, ফ্লাওয়ার বেডগুলো জটিল জ্যামিতিক প্যাটার্নে সাজানো, তাতে সাদা পাথর বসানো। বেডগুলোর চেহারা একেকটার একেক রকম। কোনটার আকার তারার মত, কোনটা বাঁকা হয়ে আছে আধখানা চাঁদের রূপ নিয়ে, আবার কয়েকটা তেকোনা

কিংবা গোলাকার। সবগুলো বেড়েই ফুটে আছে ফুল। বেশির ভাগই গোলাপ। একেকটা কি বিশাল! বড় প্লেটের মত লাল টকটকে। কতগুলো গোলাপ দুধের মত সাদা, ঝলমল করছে, যেন সদ্য ফুটেছে। আছে মেরীগোল্ডের ঝোপ, ছোট ঝুল-বারান্দার সামনে ঝুলছে বুগেনভেলিয়ার ঝাড়। লণ্ঠন আকারের ম্যাজেন্টা রঙ-এর ফুল ফুটে আছে ওতে। বাতাসে শুকোতে থাকা শত ফুলের গন্ধ, কানে ভেসে আসে পোকাদের গুঞ্জন। বাড়িটিকে দেখা মাত্র ভালবেসে ফেললেন ডুরেল পরিবার। এমন একটি বাড়িই যেন খুঁজছিলেন সবাই মনে মনে। যেন বাড়িটি ওদের আগমনের অপেক্ষাতেই ছিল। মনে হলো নিজের বাড়িতে ফিরে এসেছেন ওঁরা।

ডুরেল পরিবারকে এখন নেতৃত্ব দিচ্ছে ক্যাব ড্রাইভার স্পাইরো। সে বলেছে তার ওপর যেন নির্দ্বিধায় ভরসা রাখে সকলে। কারণ এ দ্বীপের সবাই তাকে চেনে। ডুরেলদের যে কোন কাজ সহজেই করে দিতে পারবে সে।

'আপনেগো কিস্যু ভাব্‌তে হইবো না,' মিসেস ডুরেলকে আশ্বাস দিল সে। 'সব আমার ওপর নিশ্চিন্তে ছাইড়া দেন।'

স্পাইরো ওদের নিয়ে বাজারে গেল কেনাকাটা করতে, এক ঘণ্টা শরীরের ঘাম ঝরিয়ে, তর্জন-গর্জন করে সে সাকুল্যে একটি জিনিসের দাম দুই ড্রাকমা (গ্রীসের মুদ্রা) কমাতে পারল। ডুরেলদের টাকা এখনও ইংল্যান্ড থেকে এসে পৌঁছায়নি, জানে স্পাইরো। ভরসা দিয়েছে ও নিয়ে ভাবতে হবে না। প্রয়োজনে ব্যাংক ম্যানেজারের সাথে কথা বলবে কেন টাকাটা পৌঁছুতে দেরি হচ্ছে। সে ব্যাংকেও গেল, ধমক-ধামক দিল বেচারা ম্যানেজারকে। কিন্তু টাকা সময়মত না পৌঁছালে ম্যানেজারের কি করার আছে। ডুরেলদের হোটেলের বিল স্পাইরো পরিশোধ করল, ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে মাল-পত্তর পৌঁছে দিল নতুন বাড়িতে, মুদির জিনিসপত্রও নিজের পয়সায় কিনল, পরে টাকাটা দিলেই চলবে।

অল্প সময়ের মধ্যে ডুরেল পরিবার বুঝে নিলেন কর্ফু দ্বীপে স্পাইরোর প্রভাব অসামান্য। তাকে সবাই চেনে, অনেকেই সমীহ করে চলে। যেখানেই গাড়ি থামিয়েছে স্পাইরো, অন্তত ডজনখানেক লোক তার নাম ধরে ডেকেছে, সালাম দিয়েছে, হাত ধরে টেনে নিয়ে গেছে গাছের নিচে পাতা টেবিলে, কফি পান করার অফার দিয়েছে। পুলিশ, চাষাভুসো, পাদ্রী, যার সাথেই চলার পথে দেখা হয়ে যাচ্ছে স্পাইরোর,

প্রত্যেকেই হাসিমুখে কুশল জানতে চাইছে তার। জেঁলে, মুদি দোকানদার, ক্যাফের মালিক–কার সাথে খাতির নেই স্পাইরোর। প্রত্যেকে তাকে আপন ভাই'র মত দেখে, এমনভাবে 'ওহ্, স্পাইরো!' বলে যেন সে একটা দুষ্টু কিন্তু মিষ্টি খোকা। লোকে তার সততাকে সম্মান করে, বেপরোয়া আচরণকে সমীহের চোখে দেখে আর সবচে' শ্রদ্ধা করে তার সাহসকে। সরকারী প্রশাসনে লাল ফিতার দৌরাত্ম্যকে মোটেই পাত্তা দেয় না স্পাইরো। আর এ ব্যাপারটাই সাধারণের মনে তাকে হিরোর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।

এ দ্বীপে আসার পর ডুরেলদের লিনেন আর অন্যান্য জিনিস বোঝাই দুটো সুটকেস কাস্টমস আটক করেছে। নতুন বাড়িতে ওঠার পর বিছানার চাদর পাতবেন কি দিয়ে, এ নিয়ে যখন ভাবনায় পড়ে গেলেন মিসেস ডুরেল, সুটকেস দুটো কিভাবে উদ্ধার করা যায় সে ব্যাপারে স্পাইরোর কাছে পরামর্শ চেয়ে বসলেন তিনি।

'এই কথাটা আপনে আমারে আগে কইলেন না কেন!' সব শোনার পর রাগে গনগনে হয়ে উঠল স্পাইরোর চেহারা। 'কাস্টমসের লোকগুলা সব হারামজাদা। লন, কাইল আপনেগো ওইহানে লইয়া যামু, তারপর হালাগো টিট করমু। অগো বেবাকতেরে (সবাইকে) আমি চিনি, অরাও আমারে চিনে। আমার ওপর সব ছাইড়া দেন–আমি দেখতাছি।'

পরদিন সকালে ডুরেল পরিবারকে নিয়ে কাস্টমস অফিসে চলে এল স্পাইরো। মিসেস ডুরেলের ছেলে-মেয়েরাও এসেছে কারণ তারা মজা থেকে বঞ্চিত হতে রাজি নয়। স্পাইরো ক্রুদ্ধ ভালুকের মত দুপদাপ পা ফেলে ঢুকে পড়ল অফিসে।

'এনাগো জিনিসপত্তর কই?' ডুরেলদের দেখিয়ে বেঁটে কাস্টমস অফিসারের দিকে তাকিয়ে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে উঠল সে।

'সুটকেস দুটোর কথা বলছেন?' যতদূর সম্ভব শুদ্ধ ইংরেজি বলার চেষ্টা করল লোকটা।

'তাইলে আর কই কি?'

'আছে এখানে,' সতর্ক ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল অফিসার।

'আমরা ওগুলা নিয়া যাইতে আইছি,' খেঁকিয়ে উঠল স্পাইরো। 'সুটকেস রেডি করেন।'

ঘুরে দাঁড়াল সে, বেরিয়ে গেল অফিস থেকে লাগেজ বইবার লোক খুঁজতে। খানিক পর ফিরে এসে দেখে কাস্টমস অফিসার মিসেস

ডুরেলের কাছ থেকে চাবি নিয়ে একটা সুটকেসের ডালা খুলে ফেলেছে। ভয়ানক রেগে গেল স্পাইরো, ঝড়ের গতিতে এগিয়ে এল, এক থাবড়ায় বন্ধ করল ডালা, ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল অফিসার, তার হাত চাপা পড়েছে।

'ওই মিয়া, সুটকেস খুললেন ক্যান?' গর্জন ছাড়ল স্পাইরো।

অফিসার ডালার নিচ থেকে বের করে এনেছে হাত, আহত জায়গাটা ডলতে ডলতে বিকৃত চেহারা নিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করল সুটকেসের জিনিস পরীক্ষা করে দেখা তার ডিউটি।

'ডিউটি?' মুখ ভেংচাল স্পাইরো। 'ডিউটি বলতে আপনে কি বোঝেন, অ্যাঁ? ডিউটি মানে সরল ফরেনারগো ওপর হামলা করা? হেগো লগে স্মাগলারগো মতন ব্যবহার করা? এই আপনেগো ডিউটি? এমন ডিউটির খ্যাতা পুড়ি।'

এক মুহূর্ত বিরতি দিল উত্তেজিত স্পাইরো, ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে, তারপর দু'হাতে দুই সুটকেস তুলে পা বাড়াল দরজার দিকে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। 'আপনের নাড়ি-নক্ষত্র হক্কল আমার জানা, ক্রিস্টাকি। আমারে ডিউটি চিনাইতে আইয়েন না। ডিনামাইট দিয়া মাছ মারনের লাইগা আপনের বারো হাজার ড্রাকমা জরিমানা হইছিল, সেই কথা ভুইলা গেছেন? আমি কিন্তু ভুলি নাই। কাজেই আমারে ডিউটি শিখাইতে আইবেন না।'

বিজয়ী বেশে কাস্টমস অফিস থেকে চলে এল ডুরেল পরিবার। তাদের কোন লাগেজ খোলা হয়নি। 'কাস্টমসের হারামজাদারা মনে করে এই দ্বীপটা হেগো বাপ-দাদার সম্পত্তি,' এখনও রাগ যায়নি স্পাইরোর। ফেরার পথে কাস্টমসের চোদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার করে চলল সে।

অল্প দিনের মধ্যে ডুরেল পরিবারের কাছে স্পাইরোর ভাবমূর্তি ট্যাক্সি ড্রাইভার থেকে চ্যাম্পিয়নের ভূমিকায় রূপান্তরিত হলো। সে হয়ে উঠল, গ্যারীর ভাষায় ওদের 'গাইড, ফিলজফার অ্যান্ড ফ্রেন্ড'। ডুরেল পরিবার এতই নির্ভরশীল হয়ে পড়ল স্পাইরোর ওপর, যে কোন কাজে, যে কোন পরিকল্পনায় তার উপস্থিতি হয়ে উঠল অনিবার্য। ষাঁড়ের মত গাঁক গাঁক করে চেঁচায় স্পাইরো, যাকে-তাকে ধমক দেয়–ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করেন ওঁরা। স্পাইরো ডুরেলদের শিখিয়ে দেয় কিভাবে জিনিসপত্রের দরদাম করতে হবে, সব সময় ছেলে-মেয়েদের ওপর সতর্ক নজর রাখে সে, বিশেষ কোন বিষয় মিসেস ডুরেলের জানার

প্রয়োজন মনে করলে সাথে সাথে বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়। ওঁরা কিছু মনে করেন না। বরং স্পাইরোকে মনে হয় দেবদূতের মত, যে এক গাদা ভীরু মনের ছেলে-মেয়েকে সমস্ত বিপদ থেকে সযত্নে আগলে রেখেছে। মিসেস ডুরেলের রীতিমত ভক্ত বনে গেছে স্পাইরো, ইদানীং, খোলাখুলিই তাঁর প্রশংসা করে বসে। হেঁড়ে গলায় মিসেস ডুরেলের প্রশংসা করে সে ভদ্রমহিলার সামনে বসেই। মিসেস ডুরেল বিব্রত বোধ করলেও উপভোগ করেন ব্যাপারটা।

'যে কামই করবা ভাইবা চিন্তা করবা,' চেহারা গম্ভীর করে চার ভাই-বোনকে বলে সে। 'তোমগো মা যেন দুশ্চিন্তায় না পড়েন সেদিকে খেয়াল রাখবা।'

'কেন স্পাইরো?' বিশুদ্ধ বিস্ময় ল্যারীর কণ্ঠে। 'মা আমাদের জন্যে এমন কি করেছে যে তার জন্যে আমরা ভাবতে যাব?'

'ছিঃ ছিঃ মাস্টার লোরী,' আঁতকে ওঠে স্পাইরো। 'মায়রে নিয়া অমন কথা কইতে নাই।'

'ও ঠিকই বলেছে, স্পাইরো,' এবার লেসলির পালা, 'তুমি যতটা মনে করো আমাদের মা তত ভাল নয়।' লেসলির ঠাট্টা ধরতে পারে না স্পাইরো, রীতিমত রেগে যায় সে। 'ওইভাবে কইতে নাই। ওইভাবে কইতে নাই।' ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করতে থাকে। 'খোদা সাক্ষী, তোমগো মত একটা মা পাইলে তারে আমি সকাল-বিকাল একশোবার সালাম করতাম।'

মিসেস ডুরেলের প্রতি সামান্য এক ট্যাক্সি ড্রাইভারের ভক্তির বহর দেখে মুগ্ধ হন ওঁরা। লোকটাকে আরও বেশি ভাল লেগে যায়।

গোলাপী বাড়িটিতে থেকে গেলেন ওরা। আস্তে ধীরে পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে। মার্গো মাঝে মাঝে ভীষণ খাটো সুইম-সুট পরে জলপাই ঝোপের আড়ালে চলে যায় সূর্য-স্নানে। ঠিক তখন নির্জন ওই জায়গায় ভোজবাজির মত হাজির হয়ে যায় সুদর্শন চাষীর ছেলেরা। হয়তো একটা মৌমাছি ওর মাথার কাছে বিরক্তিকর ভঙ্গিতে উড়ে বেড়াচ্ছে, সোৎসাহে তারা পোকাটাকে তাড়ানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিংবা ডেক চেয়ারে শুয়ে দুলুনি খেতে চাইছে মার্গো, দশটা হাত এগিয়ে যায় সাহায্যের জন্যে। তবে মা অর্থাৎ মিসেস ডুরেল মোটেই পছন্দ করতে পারেন না কন্যার সূর্য-স্নান।

'তুই যে সুইম-সুট পরিস ওতে কতটুকুই বা শরীর ঢাকা থাকে?' আপত্তি জানান মা।

'আহ্, মা, দাদী নানীদের মত কথা বোলো না তো,' অধৈর্য শোনায় মার্গোর কণ্ঠ। 'জীবনটাকে উপভোগ করতে শেখো। শত হলেও এ পৃথিবীতে এসেছ মাত্র একবারের জন্যে।'

মেয়ের যুক্তির কাছে হেরে যান মা। আর কিছু বলতে পারেন না।

ল্যারীর বিশাল ট্রাঙ্কগুলো বয়ে নিয়ে আসতে গলদঘর্ম হয়ে গিয়েছিল তিনটে ছেলে। এর মধ্যে একটা এত বড় যে জানালা দিয়ে দড়ি বেঁধে টেনে ওঠাতে হয়েছে। সেদিন পুরোটা দিন ল্যারীর কেটেছে ট্রাঙ্ক খুলে তার মাল-সামান বের করতে। এত বই যে ঘর বোঝাই হয়ে গেল। ঢোকাও যায় না, বেরুনোও যায় না। বইয়ের পাহাড়ের মধ্যে কোনমতে একটু জায়গা করে ল্যারী বসে গেল টাইপ রাইটার নিয়ে। শুধু খাওয়ার সময় উঠল।

এ বাড়িতে আসার দ্বিতীয় দিন সকালে খিঁচানো মেজাজ নিয়ে বিছানা ছাড়ল ল্যারী। কোন এক উজবুক চাষা ঝোপের সাথে তার গাধাটাকে বেঁধে রেখে গেছে, খানিক পর পর গলা বাড়িয়ে বিকট সুরে ডেকে চলেছে জন্তুটা। সাত সকালে অমন হেঁড়ে গলার গান কার ভাল লাগে?

'তুমিই বলো, মা! ব্যাপারটা কি হাস্যকর নয় যে ভবিষ্যৎ বংশধররা আমার কাজের সাথে পরিচিত হবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে স্রেফ এক গর্দভের জন্যে, যে গর্দভ ওই অসহ্য জানোয়ারটাকে আমার জানালার কাছে বেঁধে রেখে আমাকে সৃষ্টিশীল কাজ থেকে বঞ্চিত করছে?' এক নিশ্বাসে বলে গেল ল্যারী।

'তা তো বটেই,' সায় দিলেন মা। 'তোকে বিরক্ত করলে তুই ওটাকে ভাগিয়ে দিচ্ছিস না কেন?'

'মাই ডিয়ার মাদার, আমি ভাবতেও পারি না আমার মূল্যবান সময় নষ্ট করব একটা গাধার পেছনে "হট হট" করে দৌড়ে। আমি ওটাকে ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্সের একটা ভল্যুম ছুঁড়ে মেরেছি, তুমি এরচে' বেশি কি আশা করো আমার কাছ থেকে?'

'অসহায় জানোয়ারটাকে বেঁধে রাখা হয়েছে। ও নিজের বাঁধন নিজে খুলবে কি করে?' ভুরু কোঁচকাল মার্গো।

'বাড়ির ধারে ওরকম নোংরা জানোয়ার বেঁধে রাখার বিরুদ্ধে আইন থাকা উচিত। তোমরা কেউ ওটাকে ছেড়ে দাও না?'

'আমরা ছাড়তে যাব কেন? ও তো আর আমাদের ডিস্টার্ব করছে না,' বলল লেসলি।

'তোদেরকে নিয়ে এই এক জ্বালা,' তেতো গলায় বলল ল্যারী। 'এ পরিবারে "গিভ অ্যান্ড টেক"-এর চর্চা নেই। নেই কারও প্রতি কারও সহমর্মিতা।'

'আমাদের জন্যে তোর যে কত সহমর্মিতা সেটাও সবারই জানা, ভাইয়া,' ঠোঁট ওল্টাল মার্গো।

'সব দোষ তোমার, মা,' কঠিন গলায় বলল ল্যারী। 'তুমি আমাদের স্বার্থপর করে তুলেছ।'

'কক্ষনো না!' প্রতিবাদ করলেন মা। 'তোরা নিজেরাই একেকটা স্বার্থপরের ডিপো হয়ে উঠেছিস।'

'কারও গাইডেন্স ছাড়া এতটা স্বার্থপর হওয়া সম্ভব নয়,' নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকল ল্যারী।

শেষে মিসেস ডুরেল তাঁর ছোট ছেলেকে সহ গিয়ে গাধাটার রশি খুলে দিলেন, তাড়িয়ে নিয়ে গেলেন পাহাড়ের নিচে।

লেসলি এদিকে এক কাণ্ড ঘটিয়ে বসেছে। সে তার বাক্স খুলে রিভলভার বের করেছে এবং বেডরুমের জানালা দিয়ে শুরু করে দিয়েছে টার্গেট প্র্যাকটিস। তার টার্গেট হলো পুরানো একটা টিনের ক্যান। গুড়ুম গুড়ুম কয়েকবার আওয়াজ হতে টেবিল ছেড়ে উঠে এল ল্যারী। বেজার মুখে ছোট ভাইকে বলল প্রতি পাঁচ মিনিট পরপর গুলির শব্দে বাড়ির ভিত পর্যন্ত কেঁপে উঠলে সে কিভাবে লেখায় মন দেবে? লেসলি মুখ অন্ধকার করে জানাল সে প্র্যাকটিস করছে। এখন প্র্যাকটিস বন্ধ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। শুনে বাঁকা হাসি ফুটল ল্যারীর মুখে। বলল, তার মনে হচ্ছে প্র্যাকটিস নয়, ইন্ডিযানরা বিদ্রোহ করেছে, আর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে লেসলি। মিসেস ডুরেল ভয় পেয়ে গেলেন। দুই ভাইয়ের কথা কাটাকাটি থেকে এখনই হয়তো মারামারি বেধে যাবে। তিনি লেসলিকে খালি রিভলভার দিয়ে প্র্যাকটিস করতে বললেন। লেসলি তাঁকে আধঘণ্টা ধরে বোঝানোর চেষ্টা করল তা কিছুতেই সম্ভব নয়। শেষে ব্যর্থ হয়ে ক্যানটাকে দূরে নিয়ে গেল সে, প্র্যাকটিস করার জন্যে। গুলির আওয়াজ আগের মত কানে লাগছে না বলে ল্যারীও খুশি মনে ফিরে গেল নিজের কাজে।

চার ভাই-বোনের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখার পাশাপাশি মিসেস ডুরেল ঘরদোর পরিষ্কার করার কাজও চালিয়ে গেলেন। বাড়িটি নানা ভেষজের সুগন্ধে ভরপুর, সেই সাথে মিশে আছে রসুন আর পেঁয়াজের তীব্র গন্ধ। রান্নাঘর বোঝাই নানা সাইজের পাত্রে। ওগুলো সরাতে ঘাম

ছুটে গেল তাঁর। রান্নাঘর পরিষ্কার করার পর হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন তিনি, বাগানে গিয়ে আগাছা সাফ করায় মন দিলেন।

জেরাল্ড ডুরেল ওরফে গ্যারীকে সবচে' বেশি আকর্ষণ করেছিল এ বাড়ির বাগান। ওদের কুকুর রজারকে নিয়ে বাগান ঘুরতে বেরুলেন বালক গ্যারী। জানোয়ারটাকে নিয়ে ঝামেলাই হলো তাঁর। যা করতে নিষেধ করা হবে সেটার প্রতিই যেন তার বেশি আগ্রহ। গ্যারী পইপই করে মানা করলেন, ভুলেও যেন ভিমরুলের চাকে খোঁচা না মারে রজার, চাষাদের কুকুরগুলোর দিকে যেন গেটের ফাঁক দিয়ে কটমট করে না তাকায়, ঘণ্টা ফুলের ঝোপের ধারে চরে বেড়ানো মুরগীগুলোকে যেন তাড়া না করে। অথচ এ কাজগুলো করতেই বেশি উৎসাহ রজারের।

বাগানটাকে গ্যারীর মনে হয়েছে রূপকথার রাজ্য। এত ফুলের সমারোহ আগে কখনও দেখেননি তিনি। শুধু কি ফুল, কত যে বিচিত্র কীট-পতঙ্গ আছে বলে শেষ করা যাবে না। পুরু, সিল্কের মত গোলাপ ফুলের পাপড়িতে বাসা বেঁধেছে কাঁকড়ার মত দেখতে ছোট ছোট মাকড়সা, গ্যারী ধরার চেষ্টা করতেই পিলপিল করে চারপাশে ছড়িয়ে গেল। ওদের স্বচ্ছ শরীর একেবারে ফুলের রঙ-এর সাথে মিশে থাকে, আর কত বিচিত্র রঙ! গোলাপী, মদের মত লাল, হাতির দাঁতের মত সাদা, মাখন-হলুদ। গোলাপের বোঁটা ঘিরে থাকে সবুজ এঁটেল পোকা, ওখানে গয়াল পোকারা ঘুরে বেড়ায় নতুন রঙ করা খেলনার মত; পোকাগুলোর গায়ের রঙ ফ্যাকাসে লাল, তাতে বড় বড় কালো ফুটকি। এ ছাড়া আপেল-লাল গয়াল পোকাও আছে, বাদামী ফুটকি গায়ে; আছে কমলা রঙা গয়াল পোকা। ওদের গায়ে ধূসর-কালো রঙের ফোঁটা। এরা সুযোগ পেলেই হামলে পড়ে সবুজ এঁটেল পোকাদের ওপর, ধরে খেয়ে ফেলে। আছে আরও কত বিচিত্র পোকা, নাম জানেন না গ্যারী। হামিংবার্ডের দল অবিশ্বাস্য দ্রুততার সাথে লাফিয়ে নামছে রাস্তায়, আবার উড়াল দিচ্ছে শূন্যে। সাদা নুড়ির মাঝে দল বেঁধে ছুটছে বড় কালো পিঁপড়ের দল, টেনে নিয়ে যাচ্ছে মরা কেন্নো, কেউ বা গোলাপের পাপড়ি অথবা শস্য সহ ঘাস। ঘণ্টা ফুলের ঝোপে একটানা কোরাস গায় ঝিঁঝির দল। সব মিলে মুগ্ধ হবার মত পরিবেশ।

গ্যারীর মনে হলো দরজার বাইরে বিপুল এক সম্পদের ভাণ্ডার পেয়ে গেছেন তিনি, যা সারাজীবন ধরে লুটেপুটে নিলেও শেষ হবে না। ঝোপের ওপর রঙিন পাখা মেলে উড়ে বেড়ানো প্রজাপতির দিকে

হাঁ করে তাকিয়ে থাকলেন। যত দিন গেল, পতঙ্গ জীবনের পারিপার্শ্বিকতাকে যেন আরও ভাল করে চিনতে শিখলেন। টের পেলেন অন্য রকম এই জগতের মাঝে সহজে ডুবে যাওয়া যায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেতে লাগল কীট-পতঙ্গের জীবন বিশ্লেষণ করার কাজে। পাশে বসে থাকল রজার নির্লিপ্ত চেহারা নিয়ে। ধীরে ধীরে প্রকৃতির এক অপূর্ব, অজানা অধ্যায়ে প্রবেশ করলেন গ্যারী, শিখলেন অনেক কিছু।

আবিষ্কার করলেন কাঁকড়া-মাকড়সারা গিরগিটির মত যখন-তখন শরীরের রঙ বদলাতে পারে। একদিন লাল টকটকে একটা গোলাপ থেকে একটা মাকড়সা তুলে নিয়ে সাদা আরেকটা গোলাপের ওপর বসিয়ে দিলেন। খানিকপর দেখলেন মাকড়সার গায়ের রঙ আস্তে আস্তে ফ্যাকাসে হয়ে উঠছে। দিন দুই পরে ওটাকে সাদা গোলাপের পাপড়ির ওপর একখণ্ড মুক্তোর মত লাগল।

ঘণ্টাফুলের ঝোপের শুকনো পাতায় আরেক ধরনের মাকড়সার খোঁজ পেয়ে গেলেন তিনি। মাকড়সাটা ছোট, কিন্তু ভারি ধূর্ত আর হিংস্র স্বভাবের। পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকে ওটা, সূর্যের আলো পড়ে জ্বলজ্বল করে চোখ, মাঝে মাঝে রোমশ পায়ে ভর দিয়ে উঁচু করে শরীর, ইতিউতি তাকায়। সৌভাগ্যক্রমে কোন মাছি যদি এসে বসে পাতায় সূর্য তাপ পাবার আশায়, স্থির হয়ে যায় মাকড়সা। তারপর, যেন আকারে বেড়ে যাচ্ছে পাতাটা, এমনভাবে সামনে এগোয় সে, ধীরে ধীরে, তাকে ঠাহর করে কার সাধ্য, মাঝে মাঝে থেমে পড়ে। তারপর, যখন শিকারের কাছাকাছি চলে এসেছে মাকড়সা, থেমে দাঁড়ায়, ধীরে ধীরে টানটান করে রোমশ পা, লাফ দেয়ার জন্যে প্রস্তুত। কাজটা এত নিঃশব্দে এবং আলগোছে করে মাকড়সা যে পাতার ওপর বসে ঝিমুতে থাকা মাছি কিছুই টের পায় না। হঠাৎ শিকারের ওপর লাফ দিয়ে পড়ে শিকারী, মরণ আলিঙ্গনে বেঁধে ফেলে। গ্যারী এই মাকড়সাদের এভাবে শিকার করতে অনেকবার দেখেছেন। কখনও টার্গেট মিস হয়নি।

ছোটখাট এই ব্যাপারগুলো দারুণ আনন্দ দেয় ছোট্ট গ্যারীকে। মাঝে মাঝে বাড়িতে ঢুকে উঁচু গলায় ঘোষণা করেন অমুকদিন গোলাপের ওপর কালো যে কেন্নোটাকে হাঁটতে দেখেছেন আদৌ ওটা কেন্নো ছিল না। বলে যান গয়াল পোকাদের সম্পর্কে অথবা লেসের মত ডানাঅলা মাছিদের কথা। এগুলোর ডানার রঙ যেন সবুজ কাঁচ,

বড় বড় চোখ তরল সোনা। একবার এ রকম একটা মাছিকে গোলাপ গাছের পাতায় ডিম পাড়তে দেখে গ্যারী কি যে খুশি! খানিক বিরতি দিয়ে পরপর বেশ কয়েকটা ডিম পাড়ল ওটা, শ্যাওলার মত একটা আস্তরণ পড়ে গেল পাতার ওপর। তারপর মাছিটা উড়ে গেল।

বিচিত্র বর্ণের আর রঙের এই বাগানে গ্যারীর সবচে' আনন্দের দিন হলো যেদিন একটা কেওড়ার বাসার সন্ধান পেয়ে গেলেন। অনেকদিন কেওড়ার বাসা খুঁজেছেন, পাননি। কাজেই হঠাৎ যেদিন খোঁজ মিলে গেল, খুশিতে দম বন্ধ হবার জোগাড় হলো গ্যারীর। ছোট একটা গর্তে কেওড়াটা থাকে। গর্তটা হয়তো নিজেই তৈরি করেছে। গর্তের ওপর গাছের একটা শুকনো ছাল ছিল। সরিয়ে ফেলতেই গ্যারী দেখতে পেলেন গর্তের মধ্যে গুটিসুটি মেরে পড়ে আছে কেওড়াটা, পেটের নিচে কতগুলো সাদা ডিম। মুরগী মা'র মত তা দিচ্ছিল ডিমগুলোকে, গাছের ছাল সরাতে সূর্যের আলো পড়ল গায়ে, কিন্তু ওটা নড়ল না একটুও। ডিমগুলো গুনতে পারলেন না গ্যারী, ধারণা করলেন বেশি হবে না। হতে পারে সব ডিম এখনও পাড়েনি কেওড়াটা। সাবধানে গর্তের মুখ আবার ছাল দিয়ে ঢেকে দিলেন তিনি।

তারপর থেকে তাঁর একমাত্র কাজ হলো গর্ত পাহারা দেয়া। গর্তের চারপাশে ইঁটের দেয়াল তুলে দিলেন যাতে কেউ অনুপ্রবেশ করতে না পারে। তবু সাবধানের মার নেই ভেবে লাল কালি দিয়ে একটা নোটিশ বোর্ড লিখে দেয়ালের পাশে, একটা লাঠিতে ঝুলিয়ে দিলেন। পরিবারের লোকজন যেন এদিকে না আসে সেজন্যে এই ব্যবস্থা। ভুল ইংরেজিতে যা লিখলেন তার ভুল বাংলা করলে এ রকম দাঁড়াবে; শাবধান! কেওড়ার বাসা–নীরবতা বানছোনিয়ো।

এরপর প্রতি এক ঘণ্টা পর পর গিয়ে মা কেওড়াকে দেখে আসতে লাগলেন গ্যারী। দশ মিনিট করে বসে থাকেন গর্তের ধারে। এর বেশি সময় থাকার সাহস করতে পারেন না যদি বিরক্ত হয়ে ওটা বাসা ছেড়ে চলে যায়। অবশেষে মা কেওড়ার পেটের নিচের ডিমের স্তূপ বড় হতে শুরু করল, গ্যারী যে বারবার তার ঘরের ছাদ সরিয়ে তাকে উঁকি মেরে দেখছেন এ ব্যাপারটিতেও বোধহয় ওটা একসময় অভ্যস্ত হয়ে গেল। গ্যারীর বিশ্বাস, কেওড়া-মা তাঁকে দেখলে এখন চিনতে পারে। নইলে গ্যারীকে দেখামাত্র শুঁড় তুলে নাড়াবে কেন?

তবে গ্যারীর দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, ডিম ফুটে বাচ্চা হবার দৃশ্য দেখতে পেলেন না সেটা রাতে ঘটার কারণে। গ্যারীর ধারণা, মা

কেওড়া লজ্জায় বাচ্চা ফুটায়নি তিনি তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছেন বলে। তবে বাচ্চাগুলো হয়েছে বেশ সুন্দর। সাদা ধবধবে, পলকা শরীর, মা'র কোলের নিচে গাদাগাদি করে শুয়ে আছে কেউ, কোনটা নড়াচড়া করছে, কেউ বা হাঁটছে পায়ের ফাঁকে, দু'একটা অতিমাত্রায় সাহসী শিশু মা'র শুঁড় বেয়ে ওঠার চেষ্টা করল। দৃশ্যটা মুগ্ধ চোখে দেখলেন গ্যারী।

পরদিন সকালে গিয়ে দেখেন বাসা খালি। কেওড়া পরিবার ছত্রভঙ্গ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সারা বাগানে। খানিক পরে একটা বাচ্চা দেখতে পেলেন গ্যারী। বেশ বড়সড়। গোলাপের পাপড়ির মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। ঘুমাচ্ছে। গ্যারী খোঁচা দিতে শুঁড় খাড়া করল বাচ্চাটা। গ্যারীর মনে হলো বাচ্চাটা আসলে তাকে সালাম করছে। খুশি হয়ে গেলেন তিনি। বাসা ছেড়ে ওদের চলে আসার অপরাধ ক্ষমা করে দিলেন।

গ্যারীদের বাসার বাগানের সামনে দিয়ে প্রতিদিন সকাল এবং সন্ধ্যায় কতগুলো ধুমসী চাষী মেয়ে যাতায়াত করে। সাথে থাকে পিঠে স্যাডল চাপানো গাধার দল। মেয়েগুলো রঙ মেখে সঙ সেজে থাকে, হি-হি হো-হো করে হাসে। কি যে বলে ওরাই জানে। মাঝে মাঝে নানা উপহার নিয়ে আসে গ্যারীর জন্যে। ফল-পাকড়ই বেশি। প্রথমে ওদের কথার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে না পারলেও ইদানীং ভাষাটা অত দুর্বোধ্য মনে হয় না গ্যারীর কাছে। একদিন নিজেই ওদের ভাষায় কথা বলে, চাষী মেয়েগুলোকে অবাক করে দিলেন তিনি।

এতদিনে মেয়েগুলোর নামও মুখস্থ করে ফেলেছেন, জানেন কার সাথে কার কি সম্পর্ক; কারা বিবাহিতা, কাদের বিয়ের কথা চলছে এ সবও অজানা নয় গ্যারীর। জলপাই ঝোপের মাঝে ছোট কুটিরে ওদের বাস, জেনে গেছেন। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে রজারকে নিয়ে ওদের বাড়ি যান। গেলে মেয়েগুলো নিশ্চয়ই খুশি হবে, চেয়ার পেতে বসতে দেবে গ্যারীকে, খেতে দেবে মিষ্টি ফল। ফল খেতে খেতে ওদের সাথে গল্প করতে পারবেন তিনি।

কর্ফু দ্বীপের যাদু যেন ধীরে ধীরে পরাগ রেণুর মত ছড়িয়ে পড়ল ডুরেল পরিবারের ওপর। প্রতিটি দিন এত শান্ত, স্নিগ্ধ, কেবলই মনে হতে থাকে শেষ না হোক এদিনের। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মেই নেমে আসে রাত, কালো চামড়ার মত। ডুরেল পরিবার অপেক্ষায় থাকে কখন ভোর হবে, সূচনা ঘটবে ঝলমলে, বর্ণিল আরেকটি দিনের।

চার

সকালবেলাটা অদ্ভুত লাগে জেরাল্ড ডুরেলের। বেডরুমের বিশাল জানালাগুলো ভোরের সূর্যের প্রথম সোনালি আলোয় ঝলমল করে ওঠে। সকালের তাজা বাতাস বয়ে নিয়ে আসে রান্নাঘরের কাঠ-কয়লার গন্ধ, মোরগের কক্করো কো, দূরাগত কুকুরের ডাক আর তৃণভূমিতে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া ছাগলের পালের গলায় বাঁধা ঘণ্টির রিনরিনে শব্দ।

ডুরেল পরিবার নাস্তা করেন বাগানে, ছোট কমলালেবুর গাছের নিচে বসে। আকাশের চেহারা তখন নীলকান্তমণির মত স্বচ্ছ, দুপুরের চোখ ঝলসানো নীলে উদ্ভাসিত নয়। ফুলগুলো আধ-ঘুমন্ত, গোলাপ পাপড়িতে মুক্তোর মত শিশির, মেরিগোল্ডও জেগে ওঠেনি ঘুম থেকে। ডুরেলরা নাস্তা সারেন চুপচাপ, ধীরে সুস্থে। ওই সময়টা কথা বলতে কারোই তেমন ইচ্ছে করে না। কফি, টোস্ট আর ডিম দিয়ে নাস্তা পর্ব শেষ হলে আলোচনায় মেতে ওঠেন তাঁরা—কে কি করবেন, কেন করবেন বা কাজটা অমুকের করাটা আদৌ ঠিক হবে কিনা। বালক ডুরেল ভুলেও তাঁর পরিবারের এসব অর্থহীন বিতর্কে অংশ নেন না। তিনি বেশ আছেন নিজেকে নিয়ে। আগেভাগেই তাঁর ঠিক করা আছে সারাদিনের রুটিন। তাই যত দ্রুত সম্ভব খেতে থাকেন তিনি।

'ওভাবে গপগপ করে গিলছিস কেন? বিষম খাবি তো।' দেশলাই'র কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচাতে খোঁচাতে মন্তব্য করে ল্যারী।

'আস্তে খা,' বিড়বিড় করেন মা, 'তাড়াহুড়োর কিছু নেই।'

তাড়াহুড়োর কিছু নেই? যেখানে ডুরেলদের কুকুর রজার জেরাল্ড ডুরেলের জন্যে দাঁড়িয়ে আছে বাগানের গেটে, আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে কখন গ্যারী আসবেন?

তাড়াহুড়োর কিছু নেই? ঝিঁঝি পোকার দল জলপাই গাছের ঝোপে কোরাস ডাকতে শুরু করেছে। গ্যারীকে যেতে হবে না সেখানে?

তাড়াহুড়োর কিছু নেই? অপূর্ব এই সুন্দর সকালে, তারার মত

উজ্জ্বল এই দ্বীপের অজানা কত জিনিস আবিষ্কার করার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছেন গ্যারী। মা ওঁর গোপন ব্যস্ততার কথা কি করে জানবেন? মা কেন, পরিবারের কেউই গ্যারীর এই ব্যাপারটা বুঝতে চাইবে না। আর তাদের ব্যাখ্যা করার ইচ্ছেও নেই গ্যারীর। তাড়াতাড়ি খেতে গিয়ে অবান্তর প্রশ্নের মুখোমুখি হতে চান না গ্যারী। তাই আস্তে আস্তে খেতে থাকেন।

খাওয়া শেষে চেয়ার থেকে যেন পিছলে নেমে পড়েন তিনি, সোজা চলে যান রজারের কাছে। খুশি হয়ে ওঠে রজার তাঁকে দেখে। এখানে একটু মজা করেন গ্যারী কুকুরটাকে নিয়ে।

রজার আশায় থাকে গ্যারী তাকে নিয়ে লোহার গেট খুলে পেছনের জলপাই ঝোপে ঢুকবেন। কিন্তু গ্যারী করেন কি, রজারকে বলেন আজ আর তাঁর বাইরে যেতে ইচ্ছে করছে না। সাথে সাথে রজার প্রবল আপত্তি নিয়ে শরীরের পেছনের অংশ ঝাঁকাতে শুরু করবে, নাক ঘষতে থাকবে গ্যারীর হাতে। গ্যারী বলেন, না, তিনি আজ বেরুবেন না। কারণ, আকাশের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে বৃষ্টি হবে। তিনি ঝলমলে আকাশের দিকে উদ্বেগ নিয়ে তাকাবেন। রজারও কান খাড়া করে আকাশের দিকে চাইবে, তারপর অধৈর্য ভঙ্গিতে মুখ ফেরাবে গ্যারীর দিকে। গ্যারী তখন বলবেন, এখন বৃষ্টি হচ্ছে না বটে, তবে খানিক পরে বৃষ্টি শুরু হবার সম্ভাবনা যথেষ্টই। কাজেই বাইরে যাবার বদলে বাগানে বসে বই পড়া অনেক নিরাপদ। হতাশ রজার তখন গেটের ওপর একটা থাবা রেখে তাকাবে গ্যারীর দিকে, ওপরের ঠোঁট তুলে সাদা দাঁত দেখাবে, অনুগ্রহ প্রার্থীর মত হাসি ফোটাবে মুখে (গ্যারীর কাছে অন্তত তাই মনে হয়)। এটাই হলো রজারের ট্রাম্প কার্ড, গ্যারীর মন জয় করার মোক্ষম অস্ত্র। গ্যারীর তখন মায়া লাগবে, তিনি তাঁর দেশলাই বাক্স আর প্রজাপতি ধরার জাল নিয়ে বেরিয়ে পড়বেন গেট খুলে, পেছন পেছন খুশিতে আত্মহারা রজার। ঘেউ ঘেউ করতে থাকবে সে, যেন নতুন দিনকে স্বাগত জানাচ্ছে।

দ্বীপ আবিষ্কারের ওই দিনগুলোতে রজার ছিল গ্যারীর সার্বক্ষণিক সঙ্গী। দু'জনে মিলে দূরে, অনেক দূরে চলে যেতেন, আবিষ্কার করতেন প্রত্যন্ত অঞ্চলের জলপাই-বাগান। শ্যামা পাখিরা যেখানে নাচানাচি করত, সুগন্ধি গাছের সেই রাস্তা ধরে তাঁরা হাঁটতেন। ঢুকে পড়তেন সরু সরু উপত্যকায়, ওখানে সাইপ্রেস গাছের সারি রহস্যময়, ভূতুড়ে ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। গ্যারী শিশির ভেজা গাছ বাইতে গিয়ে

পিছলে পড়ে গেলে রজার গলা দিয়ে অদ্ভুত শব্দ করত। যেন হাসছে। কোন জিনিস, হতে পারে সেটা পিঁপড়ের বাসা, পাতার ওপর বসে থাকা কেন্নো, মাকড়সার জাল বাঁধার দৃশ্য–এধরনের কোন বিষয় গ্যারীকে আকর্ষণ করলে তিনি ওটাকে নিয়ে গবেষণায় বসে পড়তেন। আর রজার চুপচাপ তাঁর পাশে বসে থাকত যতক্ষণ না গ্যারীর গবেষণা শেষ হয়। তবে রজারের যদি মনে হত গ্যারী দেরি করছেন, উঠে দাঁড়াত সে, গা ঘেঁষে আসত মনিবের, মৃদু গোঙানির মত ডাক ছেড়ে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলত। তারপর লেজ নাড়াতে থাকত। বিষয়টি তেমন জরুরী মনে না হলে উঠে পড়তেন গ্যারী, আর উল্টোটা ঘটলে শুধু ভুরু কুঁচকে তাকাতেন রজারের দিকে। তাতেই রজার বুঝে যেত আরও সময় নেবেন গ্যারী। তখন খাড়া কান দুটো ঝুলে পড়ত তার, লেজ দোলানো বন্ধ হয়ে যেত, কাছের ঝোপের আড়ালে গিয়ে শুয়ে পড়ত। গ্যারীর দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকত যেন গ্যারীর আচরণে খুব আহত হয়েছে।

গ্যারী রজারকে নিয়ে অনেক জায়গায় ঘুরতে যেতেন। এভাবে ঘোরাঘুরির কারণে গ্রামাঞ্চলের অনেকের সাথে তাঁর পরিচয় হয়ে যায়। এদের একজন ছিল ফুটবলের মত গোল মুখের এক তরুণ। মাথায় গোলমাল ছিল তার, সবসময় একটা শতচ্ছিন্ন জামা আর উজ্জ্বল নীল রঙের সার্জের ট্রাউজার (যা সে মুড়ে রাখত হাঁটু পর্যন্ত) পরে থাকত। মাথায় থাকত কিনারাহীন বাউলার হ্যাট, ওটার কোন ছিরিছাঁদ ছিল না। গ্যারীদের দেখা মাত্র জলপাই ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসত সে, অদ্ভুত টুপিটা তুলে শুভেচ্ছা জানাত। তার গলার স্বর ছিল বাচ্চাদের মত–রিনরিনে, মিষ্টি। ছেলেটা গ্যারীদের দিকে ভাবলেশশূন্য চেহারা নিয়ে তাকিয়ে থাকত। গ্যারী কোন মন্তব্য করলে শুধু মাথা ঝাঁকাত। এভাবে মিনিট দশেক দাঁড়িয়ে থেকে চলে যেত সে। বিনীত ভঙ্গিতে হ্যাট তুলে, বাউ করে ঢুকে পড়ত গাছ-গাছালির মধ্যে। এ ছাড়া আগাথি নামের এক মহিলার কথাও বলা যায়।

আগাথি ছিল ভয়ানক মোটা তবে হাসিখুশি স্বভাবের। পাহাড়চুড়োয়, ছোট একটি কুটিরে থাকত সে। গ্যারী তাকে সব সময় দেখেছেন ঘরের বাইরে বসে উল বুনছে। আগাথির বয়স সত্তরের কোঠায় হলেও চুল ছিল কুচকুচে কালো আর ঝলমলে। যত্নের সাথে চুলে বিনুনী করে রাখত আগাথি। সারাক্ষণ উল বুনত আর উঁচু গলায়, কর্কশ স্বরে গান গাইত।

আগাথির কাছে গ্যারী অনেক পল্লী গীতি শিখেছিলেন। এগুলো কৃষকরা গাইত। টিনের একটা পুরানো বাক্সের ওপর বসে, আগাথির বাগানের আঙুর অথবা পমগ্রানিট (দাড়িম্ব ফল) খেতে খেতে বৃদ্ধার সাথে গলা মেলাতেন গ্যারী। একটু পরপর গ্যারীর তাল-লয় ঠিক করে দিতে থামতে হত আগাথিকে। একটার পর একটা গান গেয়ে যেতেন দু'জনে। শেষের গানটা সব সময়ই হত মর্মস্পর্শী। করুণ সুরে গানটা গাইত আগাথি দু'হাতে বুক চেপে, কালো চোখ জোড়া হয়ে উঠত ম্লান এবং বিষণ্ণ। আবেগে তার থুতনি কেঁপে উঠত বারবার। গানের শেষ লাইনটা গাইবার পর গ্যারীর দিকে ঘুরে তাকাত সে, জামার খোঁট দিয়ে নাক মুছত।

'আমরা খুব বোকা, তাই না?' বলত আগাথি গ্যারীকে। 'গান গেয়ে সময় নষ্ট করছি। এসো, এক গ্লাস মদ পান করা যাক।'

আগাথিকে পছন্দ করতেন গ্যারী, তবে সবচে' পছন্দ করতেন বুড়ো ইয়ানিকে। ছাগল চরাত সে। বয়সের ভারে কুঁজো হয়ে গেছে, নাকটা ঈগলের মত বাঁকানো, আর ঠোঁটের ওপর মস্ত গোঁফ। এক বিকেলে বুড়োর সাথে পরিচয় গ্যারীর।

সেদিন খুব গরম পড়েছে, রজারকে নিয়ে গ্যারী যথারীতি বেরিয়ে পড়েছেন অভিযানে। পাথরের একটা দেয়ালের ফোকরে লুকানো বড় একটা গিরগিটিকে খুঁচিয়ে বের করার চেষ্টা করছিলেন তিনি। ঘণ্টাখানেক খোঁচাখুঁচির পর ব্যর্থ হয়ে রণে ভঙ্গ দিলেন গলদঘর্ম গ্যারী। ক্লান্ত শরীর নিয়ে শুয়ে পড়লেন সাইপ্রেস গাছের ছায়ায়। হঠাৎ ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পেলেন। ছাগলের গলায় বাঁধা থাকে এমন ঘণ্টা। একটু পর ছাগলের দলটাকে দেখা গেল। গ্যারীর পাশ দিয়েই গেল ওরা। যাবার সময় হলুদ চোখে, শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ, মৃদু ডাকল, তারপর হাঁটা দিল। ছাগলদের গলায় বাঁধা ঘণ্টার টুংটাং আওয়াজ বেশ ভাল লাগছিল গ্যারীর। দলটা যাবার খানিক পর হাজির হলো তাদের রাখাল। ততক্ষণে ঘুম এসে গেছে গ্যারীর চোখে। গ্যারীকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা, বাদামী রঙের জলপাই কাঠের লাঠিতে ভর করে ঝুঁকল, ঝোপের মত ভুরুর নিচে ছোট চোখ জোড়া ভয়ঙ্কর লাগছিল। ঘাসের ওপর দিড়িম করে পা ফেলল সে।

'শুভ বিকেল,' কর্কশ গলায় বলল বুড়ো, 'আপনিই তো সেই বিদেশী…ইংরেজ ছোট সাহেব?'

কর্ফু দ্বীপের গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের কাছে সমস্ত ইংরেজরাই ছিল

জমিদারের মত। তারা ছোট সাহেব, বড় সাহেব সম্বোধন করত। গ্যারীর ততক্ষণে ঘুম ছুটে গেছে। তিনি বেশ একটা ভাব নিয়ে বললেন বুড়োর অনুমান সত্য। তিনি ছোট সাহেবই বটে।

'একটা কথা বলি, ছোট সাহেব,' বলল বুড়ো। 'এখানে দয়া করে শোবেন না। এই গাছের নিচে শোয়া ভাল না।'

সাইপ্রেসের দিকে চোখ তুলে চাইলেন গ্যারী, তবে গাছগুলোকে তাঁর মোটেই বিপজ্জনক মনে হলো না। জানতে চাইলেন বুড়ো কেন তাকে শুতে নিষেধ করছে।

'এখানে বসতে পারেন। তাতে অসুবিধে নেই। কারণ সাইপ্রেস ঠাণ্ডা জলের মত ছায়া দেয়। তবে সমস্যা এখানেই। ছায়ার নিচে বসলে আপনার শুতে ইচ্ছে করবে এবং শুলে ঘুমিয়ে পড়বেন। কিন্তু মনের ভুলেও সাইপ্রেসের ছায়ায় ঘুমাবেন না।'

বিরতি দিল বুড়ো, গোঁফে তা দিচ্ছে, গ্যারী কারণ জিজ্ঞেস করলে আবার শুরু করল:

'কেন? কারণ জানতে চাইছেন? কারণ এখানে ঘুমালে ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর নিজেকে আর খুঁজে পাবেন না। অন্য মানুষ হয়ে যাবেন। এজন্যেই তো বলছি, কালো সাইপ্রেসগুলো ভারী বিপজ্জনক। আপনি যখন ঘুমাবেন, তখন আপনার মগজে সাইপ্রেসের শিকড় গজাবে এবং আপনার মগজ ওরা চুষে নেবে। ঘুম থেকে উঠে আপনি পাগল হয়ে যাবেন, মাথাটা হুইশলের মত ফাঁকা লাগবে।'

গ্যারী প্রশ্ন করলেন, এ ঘটনা কি শুধু সাইপ্রেসের বেলায় ঘটে, নাকি অন্য গাছের নিচে ঘুমালেও অমন হতে পারে।

'না, শুধু সাইপ্রেস,' জবাব দিল বুড়ো। মুখ তুলে কটমট করে তাকাল সাইপ্রেসের মগডালে, যেন দেখতে চায় গাছগুলো তার কথা শুনছে কিনা। 'একমাত্র সাইপ্রেসই মগজ চুরি করে। কাজেই সাবধান, ছোট সাহেব, এখানে মনের ভুলেও ঘুমাবেন না।'

মৃদু নড় করল সে, অগ্নিদৃষ্টি বর্ষণ করল আবার সাইপ্রেসের ঝাড়ের দিকে, যেন কঠিন কিছু বলবে, তারপর পা বাড়াল পাহাড়ের দিকে। ওখানে তার ছাগলগুলো চরছে।

ইয়ানির সাথে ভাব হয়ে গেল জেরাল্ড ডুরেলের প্রায়ই তার কাছে যাওয়া-আসার জন্যে। ছোট একটা কুটিরে বাস করে ইয়ানি। ডুরেল তার বাড়িতে গেলে ফল খেতে দেয় আর সাবধানে পথ চলার জন্যে নানা উপদেশ ঝাড়ে।

তবে যে লোকটিকে জেরাল্ড ডুরেলের কাছে সবচে' অদ্ভুত এবং আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল সে কাঁচ-পোকা মানব। নামটা ডুরেলের দেয়া। লোকটাকে তিনি প্রথম দেখেন প্রত্যন্ত এক পাহাড়ী গ্রামের নির্জন রাস্তায়। লোকটা রাখালি বাঁশি বাজাচ্ছিল, মাঝে মাঝে নাকি সুরে দু'এক লাইন গানও গাইছিল। তার বাঁশির সুর শুনে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন গ্যারী। লোকটা মোড় ঘুরতেই তাকে দেখতে পেলেন।

লোকটার চেহারা ধারাল, শেয়াল-শেয়াল একটা ভাব আছে। গাঢ় বাদামী রঙের চোখ। সে চোখ প্রায় ভাষাহীন। লোকটা বেঁটে, হালকা-পাতলা গড়ন, ঘাড় আর কোমর ভীষণ সরু। দেখে মনে হয় ঠিকমত খেতে পায় না। সবচে' মজার হলো তার পোশাক। মাথায় চওড়া কিনারার হ্যাট। এক সময় হয়তো রং সবুজ ছিল, ধুলো, মদের দাগ আর সিগারেট পোড়ার দাগে আসল রংটা প্রায় হারিয়ে গেছে। হ্যাটের ব্যান্ডে সে গুঁজে রেখেছে নানা রকম পাখির পালক। বাজ পাখির নখও আছে ওতে। তার জামাটা ছেঁড়া, ঘামের দাগ তাতে। ঘাড়ে একটা রুমাল বেঁধেছে সে, ঝলমলে নীল সাটিনের। গায়ের কোটটা কালো তবে ওটার কোন আকার নেই। নানা জায়গায় অসংখ্য তাপ্পি, কনুই'র ধারে আবার সাদা কাপড় লাগানো। তাতে গোলাপ কুঁড়ির ছবি আঁকা। কাঁধের তাপ্পিটা ত্রিভুজ আকারের, লাল টকটকে, সাদা ফুটকিসহ। কোটের পকেটগুলো ফুলো ফুলো, বেশিরভাগ জিনিস বেরিয়ে আছে: চিরুনি, বেলুন, সন্ন্যাসীদের রঙিন ছবি, জলপাই কাঠে খোদাই করা সাপ, উট, কুকুর আর ঘোড়া; সস্তা আয়না, একগোছা রুমাল; আর লম্বা পাউরুটি। লোকটার ট্রাউজারেও কোটের মত তাপ্পি বোঝাই। পায়ে চামড়ার জুতো, ফুটো দিয়ে বেরিয়ে আছে আঙুল। জুতোয় আবার সাদা-কালো রঙের ফুল আঁকা। প্রকৃতির এই অদ্ভুত সৃষ্টিটির পিঠে কতগুলো বাঁশের খাঁচা, তার মধ্যে প্রচুর কবুতর আর মুরগীর বাচ্চা। এ ছাড়া কয়েকটা ঝুলিও রয়েছে। এক হাতে সে বাঁশি ধরে আছে, অন্য হাতে বেশ কিছু সুতো বাঁধা। সুতোয় ঝুলে আছে অনেকগুলো কাঁচ-পোকা, সূর্যের আলোয় সোনালি-সবুজ গা ঝকমক করছে। কাঁচ-পোকাগুলো লোকটার হ্যাটের পাশে উড়ছে, পালাতে চাইছে। কিন্তু শক্ত ভাবে বাঁধা বলে পারছে না। একটা পোকা লোকটার হ্যাটের ওপর কয়েক সেকেন্ডের জন্যে বসল। তারপর আবার দলের অন্য সদস্যদের সাথে মেরি গো-রাউন্ডের মত মহড়া দিতে শুরু করল হ্যাটের চারপাশে।

জেরাল্ড ডুরেলকে দেখে লোকটা অর্থাৎ কাঁচ-পোকা মানব দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপর হনহন করে হেঁটে আসতে লাগল ওদের দিকে। মাথার হ্যাট আগেই খুলে নিয়েছে, বাউ করছে গ্যারীদের দিকে চেয়ে। রজার এমন অদ্ভুত পোশাক পরা মানুষ জীবনে দেখেনি। সে তার বিস্ময় প্রকাশ করল ঘেউ ঘেউ করে। লোকটা ওদের দিকে তাকিয়ে হাসল, আবার মাথায় চাপাল হ্যাট, হাড্ডিসার হাত বাড়িয়ে দিল হ্যান্ডশেক করার জন্যে। অভিভূত গ্যারী হ্যান্ডশেক করলেন লোকটার সাথে। জানতে চাইলেন সে কোন উৎসবে যোগ দিতে যাচ্ছে কিনা। প্রবল বেগে মাথা ঝাঁকাল লোকটা, বাঁশি তুলে নিল মুখে, মিষ্টি একটা সুর তুলল। বাঁশি বাজাতে বাজাতে কয়েক পা সামনে বাড়ল সে, তারপর দাঁড়িয়ে পড়ল। কাঁধের ওপর আঙুল তুলে পেছন দিকটা ইঙ্গিত করল। ওদিক থেকে সে এসেছে। হাসল সে, পকেটে থাবড়া মেরে গ্রীকদের মত তর্জনী আর বুড়ো আঙুল এক করে ইশারা করল টাকা দরকার তার। গ্যারী বুঝে গেলেন লোকটা বোবা। ইশারা-ইঙ্গিতেই এর সাথে কথা বলতে হবে। তিনি এবার ইশারায় লোকটার সাথে কথা শুরু করে দিলেন। লোকটা দক্ষ নির্বাক অভিনেতার মত গ্যারীর সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেল। গ্যারী জানতে চাইলেন কাঁচ-পোকা দিয়ে সে কি করবে আর এগুলো ওভাবে সুতো দিয়ে বেঁধে রেখেছেই বা কেন। লোকটা হাত দিয়ে ছোট ছেলেদের আকার বোঝাল, তারপর সুতোয় বাঁধা একটা কাঁচ-পোকা খুলে নিয়ে মাথার চারপাশে ঘোরাতে লাগল। কাঁচ-পোকাটা যেন সাথে সাথে ফিরে পেল জীবন, লোকটার হ্যাটের চারদিকে বৃত্তাকারে উড়ে বেড়াতে শুরু করল। লোকটা গ্যারীর দিকে তাকিয়ে হাসল দাঁত বের করে। আকাশের দিকে হাত তুলল সে তারপর নাক দিয়ে অদ্ভুত শব্দ করতে লাগল। দৌড় দিল এবার, আবার ফিরে এল। যে কোন গণ্ডমূর্খও বুঝতে পারবে এ্যারোপ্লেন সেজেছে সে। তারপর কাঁচ-পোকাগুলোকে ইঙ্গিত করল সে, হাত তুলে বাচ্চাদের আকার বোঝাল, পোকাগুলোকে ধরে ঝাঁকি দিতে ওগুলো তার মাথার চারপাশে উড়তে শুরু করল।

গ্যারীর প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে গেছে লোকটা, ধপ করে বসে পড়ল ধুলোময় রাস্তার ওপর। তারপর আবার বাঁশিতে সুর তুলল, মাঝে মাঝে নাক দিয়ে নাকি সুরে গানও গাইল। গানের কথা কিছুই বুঝতে পারলেন না গ্যারী। তবে গান গাইবার সময় লোকটা চোখেমুখে এমন ভাব ফুটিয়ে তুলল, মনে হচ্ছিল খুব সিরিয়াস কিছু

গাইছে সে। গান শেষ করে বাঁশিটি পুরল সে পকেটে, গ্যারীর দিকে একবার তাকাল অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে, তারপর কাঁধ থেকে ছোট একটা ঝোলা নামাল। খুলল। খুশি আর বিস্ময় নিয়ে গ্যারী দেখলেন ওটার মধ্যে বেশ কয়েকটা কাছিম। লোকটা কাছিমগুলো ছেড়ে দিল রাস্তায়। ওগুলোর খোল তেল চকচকে, সামনের পায়ে লাল তীর আঁকা। ধীরে ধীরে খোলের নিচ থেকে মাথা বের করল ওরা, চুপচাপ বসে রইল। হাঁ করে ওগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলেন গ্যারী। তাঁকে দারুণ ভাবে আকর্ষণ করল চায়ের কাপের সাইজের একটা কাছিম। অন্যগুলোর চেয়ে এটা বেশি চটপটে। খোলটা চেস্ট নাট রঙের। চোখজোড়া ঝকঝকে। খুব সাবধানে হাঁটছিল ওটা। অনেকক্ষণ ওটাকে দেখলেন গ্যারী। মনে মনে ভাবলেন কাছিমটাকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারলে সবাই খুব খুশি হবে। এমন একটা জিনিস জোগাড় করার জন্যে অভিনন্দিতও হতে পারেন। গ্যারীর পকেটে পয়সা নেই। কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই ধর্তব্যের মধ্যে আনলেন না। তিনি ধরেই নিয়েছেন লোকটাকে পরদিন বাড়িতে এসে টাকা নিতে বললেই সে রাজি হয়ে যাবে। লোকটা যে তাকে না-ও বিশ্বাস করতে পারে এটা তাঁর মাথাতেই এল না। গ্যারী ধরেই নিয়েছেন যেহেতু তিনি ইংরেজ আর এ দ্বীপের অধিবাসীরা ইংরেজদের অত্যন্ত সমীহের চোখে দেখে এবং নিজেদের চেয়েও ওদেরকে বিশ্বাস করে কাজেই এ লোকটি বাকিতে তাঁকে কাছিমটি দিয়ে দেবে। তিনি কাঁচ-পোকা মানবকে খুদে কাছিমটির দাম জিজ্ঞেস করলেন। সে দুই হাত ওপরে তুলে দশ আঙুল ছড়িয়ে দেখাল। এদিক-ওদিক মাথা নাড়লেন গ্যারী, নিজের অজান্তে লোকটাকে অনুকরণ করে হাত তুললেন। দুই আঙুল দেখালেন। আঁতকে ওঠার ভান করে চোখ বুজল লোকটা, আপত্তির ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল, তারপর নয় আঙুল দেখাল। গ্যারী তিন আঙুল তুললেন। লোকটা আবার মাথা নাড়ল, কি যেন ভাবল, তারপর ছয় আঙুল দেখাল। জবাবে গ্যারী মাথা নেড়ে পাঁচ আঙুল তুললেন। কাঁচ-পোকা মানব দীর্ঘশ্বাস ফেলল, চেহারা করুণ করে বসে রইল। দু'জনেই চুপচাপ তাকিয়ে থাকল কাছিমগুলোর দিকে। ওগুলো রাস্তার ওপর ইতস্তত ঘুরছে। কাঁচ-পোকা মানব হঠাৎ ছোট কাছিমটার দিকে ইশারা করে আবার ছয় আঙুল তুলল। গ্যারী আপত্তি জানালেন, দেখালেন পাঁচ আঙুল। রজার এবার হাই তুলল। এমন নীরব দামাদামীতে বিরক্তি ধরে গেছে তার। লোকটা কাছিমটাকে তুলে নিল, গায়ে হাত বুলিয়ে অভিনয় করে

দেখাল ওটার খোল কত নরম আর চকচকে, কিভাবে ওটা মাথা উঁচু করে, নখ বের করে। কিন্তু গ্যারী ধৈর্যের প্রতিমূর্তি হয়ে বসে রইলেন। শেষে হাল ছেড়ে দিল লোকটা কাঁধ ঝাঁকিয়ে। গ্যারীর হাতে তুলে দিল কাছিম, দেখাল পাঁচ আঙুল।

গ্যারী তখন বললেন তাঁর কাছে টাকা নেই, কাঁচ-পোকা মানবকে পরদিন আসতে হবে তাঁদের বাড়িতে পাওনা বুঝে নিতে। মাথা দোলাল লোকটা, যেন বাকিতে জিনিস দেয়ার মত স্বাভাবিক ব্যাপার পৃথিবীতে নেই। কাছিম হাতে পেয়ে গ্যারী খুবই উত্তেজিত, বাড়ির সকলকে নতুন জিনিসটাকে দেখানোর আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল। কাঁচ-পোকা মানবকে ধন্যবাদ দিলেন তিনি, বিদায় জানিয়ে ছুট দিলেন বাড়ির উদ্দেশে। জলপাই ঝোপের ধারে এসে ব্রেক কষলেন। এ রাস্তা দিয়েই তিনি সাধারণত যাতায়াত করেন। নিজের নতুন সম্পত্তিটিকে পরীক্ষা করতে লাগলেন গভীর আগ্রহ নিয়ে। এত সুন্দর কাছিম জীবনে দেখেননি গ্যারী, হলপ করে বলতে পারেন। যে দামে তিনি কিনেছেন এটার দাম তার দ্বিগুণই হবে। খুব জিতেছেন গ্যারী। আদর করে কাছিমের আঁশঅলা মাথায় হাত বোলালেন, তারপর সযত্নে রেখে দিলেন পকেটে। পাহাড় থেকে নামার আগে তাকালেন পেছন ফিরে। কাঁচ-পোকা মানব রাস্তায়, আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। বাঁশি বাজাচ্ছে সে শরীর দুলিয়ে।

কাছিমের নাম রাখা হলো একিলিস। দারুণ বুদ্ধি একিলিসের মাথায়। দ্রুত পোষ মেনে গেল। অল্প সময়ের মধ্যে নিজের নামটা শিখে ফেলল একিলিস। দু'একবার তার নাম ধরে ডাকলেই হলো, গুটিগুটি পায়ে চলে আসবে। খেতে বেশ ভালবাসে একিলিস। লেটুস, আঙুর, ড্যান্ডেলিয়ন (এক ধরনের তামাটে রং-এর ফুল) ইত্যাদি খায়। তবে তার খুব পছন্দ আঙুর, রজারেরও। ফলে রজারের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠল সে। একিলিস বসে থাকে গলা বের করে, রস ঢেলে দিতে হয় মুখে। চিবুক বেয়ে পড়তে থাকে আঙুরের রস।

দৃশ্যটা ঈর্ষা এবং রাগ নিয়ে দেখে কাছে বসা রজার। তার মুখ দিয়ে লালা ঝরতে থাকে। রজারকেও কম খাবার দেয়া হয় না। কিন্তু তার ধারণা এত সুস্বাদু একটা খাবার কাছিমটাকে দেয়া স্রেফ অপচয়। খাওয়া শেষ হলে গ্যারী একিলিসের ধারে না থাকলে রজার চলে আসবে তার সামনে, জিভ বের করে ঠোঁট চাটতে থাকবে। একিলিসের গায়ে লেপটানো রস চেটে খাওয়ার ইচ্ছে। একিলিস তখন কামড়ে

ধরবে রজারের নাক। তবে রজার ওর শরীর চাটতে থাকলে বিরক্ত হয়ে ওকে ছেড়ে দেবে। খোলের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে বসে থাকবে চুপচাপ। রজারকে ওখান থেকে সরিয়ে না নেয়া পর্যন্ত নড়বেই না।

আঙুর একিলিসের পছন্দের খাবার হলেও সবচে' প্রিয় খাদ্যটি হলো স্ট্রবেরী। স্ট্রবেরী দেখলেই হলো, পাগল হয়ে যায় একিলিস। বারবার আগু-পিছু করতে থাকে, মাথা বের করে দেখে তাকে স্ট্রবেরী দেয়া হচ্ছে কিনা, বোতামের মত চোখে মিনতি ফুটিয়ে তাকিয়ে থাকে। যেন বলতে চায়–আমাকে একটু স্ট্রবেরী দাও না! মটরদানা সাইজের স্ট্রবেরী সে গপ করে মুখে পুরে নেয়। তবে বড় আকারের হ্যাজেল নাট দিলে সে যে কাণ্ডটি করে তা সত্যি মজার।

প্রথমে বাদামটা মুখে পুরবে সে, তারপর ছুটবে ফ্লাওয়ার বেডগুলোর দিকে, নিরাপদ এবং নির্জন আশ্রয়ের সন্ধানে। ওখানে গিয়ে মুখ থেকে ফলটা ফেলে দেবে একিলিস, তারপর আয়েশ করে খাবে। খাওয়া শেষে আবার আসবে আরেকটা বাদাম পাবার আশায়।

স্ট্রবেরী খেতে যেমন পছন্দ একিলিসের, মানুষের সাহচর্যও সমান উপভোগ করে সে। বাগানে কেউ বই পড়ার জন্যে বা সূর্য-স্নান করতে গেলে একিলিস চলে আসবে তার কাছে। পায়ের কাছে বসে নিশ্চিন্তে ঘুম দেবে। ঘুমোবার সময় তার মাথাটা বেরিয়ে আসে খোল ছেড়ে, মুখটা ঝুলে থাকে মাটিতে। কেউ সূর্য-স্নান করার জন্যে কম্বল বিছিয়ে শুয়ে থাকলে একিলিস মনে করে তার সাথে ওই মানুষটি খেলা করবে। সে সুড়সুড় করে কম্বলে শোয়া মানুষটির দিকে এগিয়ে যায়, এক মুহূর্ত তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর শরীর বেয়ে উঠতে শুরু করে। উরু বেয়ে পেটে উঠে যায় একিলিস। সুড়সুড়ি লেগে একিলিসকে ঠেলে সরিয়ে দেয়া হলেও সে হাল ছেড়ে দেয়ার পাত্র নয়। আবার আসে, আবার গা বেয়ে ওঠার চেষ্টা করে। সূর্য-স্নান তখন মাথায় ওঠে। ডুরেল পরিবারের কাছে একিলিসের এই খেলা মাঝে মাঝে রীতিমত অত্যাচার মনে হয়। তাদের নালিশ আর হুমকির মুখে গ্যারী বাধ্য হন সূর্য-স্নানের সময় একিলিসকে তালা মেরে রাখতে।

একদিন একটি ঘটনা ঘটল। বাগানের গেট খোলা ছিল। হঠাৎ দেখা গেল একিলিস নেই। কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সাথে সাথে সার্চ-পার্টি গঠন করা হলো। ডুরেল পরিবারের সদস্যরা, যাঁরা খানিক আগেও একিলিসের গোষ্ঠী উদ্ধার করছিলেন এবং গ্যারীকে হুমকি-ধামকি দিচ্ছিলেন, তাঁরা সকলে কাছিমটার আকস্মিক অন্তর্ধানে

বিচলিত হয়ে নেমে পড়লেন ওটার সন্ধানে। জলপাই ঝোপের আশপাশে খোঁজ চলল। সবাই ডাকছেন, 'একিলিস…স্ট্রবেরী, একিলিস…একিলিস…স্ট্রবেরী…' অবশেষে একিলিসিকে পাওয়া গেল। একটা পরিত্যক্ত কুয়োর মধ্যে পড়ে আছে। কুয়োর দেয়াল ভাঙা, ফাটলে শ্যাওলা জন্মেছে বহু আগে। একিলিস নির্ঘাত ফুটো দিয়ে পড়ে গেছে। মরে গেছে বেচারা। তবু মার্গো স্ট্রবেরী ঢুকিয়ে দিল একিলিসের মুখে, কিন্তু কোন সাড়া পেল না। শোকাহত ডুরেল পরিবার ছোট একটা স্ট্রবেরী গাছের নিচে, বাগানে কবর দিলেন একিলিসকে। ল্যারী কাঁপা গলায় নিজের লেখা কয়েক ছত্র শোক গাঁথা পাঠ করল। আর রজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় সারাক্ষণ ওদের সাথে বসে রইল।

একিলিসের মৃত্যুর কিছুদিনের মধ্যে গ্যারী কাঁচ-পোকা মানবের কাছ থেকে আরেকটা প্রাণী পেয়ে গেলেন। এবারেরটা কবুতর। একেবারে বাচ্চা। জোর করে দুধ-রুটি খাইয়ে দিতে হয়। কবুতরটার লালচে, কোঁচকানো চামড়া ঠেলে সবে হলদে পালক বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। ল্যারী মোটাসোটা, কুৎসিত বাচ্চাটার নাম দিল কোয়াসিমোডো। গ্যারী আপত্তি করলেন না। অনেকদিন ওটাকে খাইয়ে দিতে হলো। তারপর নিজে নিজে খেতে শিখল কোয়াসিমোডো। গায়ের পালকগুলো বড় হলো। ওটার মাথায় হলুদ রঙের একটা নকশা, যেন উইগ পরে আছে। নকশাটা বেশ বিচারক বিচারক একটা ভঙ্গি এনে দিল ওটার চেহারায়।

কোয়াসিমোডোর বাবা-মা নেই, পক্ষী-জীবন সম্পর্কে কে তাকে শিক্ষা দেবে। শেষে কোয়াসিমোডোর মনে ধারণা বদ্ধমূল হলো সে আসলে পাখি নয়, মানুষ। ফলে উড়তে অস্বীকার করল। সবখানে হেঁটে বেড়ায় কোয়াসিমোডো। টেবিলে বা চেয়ারে ওঠার ইচ্ছে হলে ওগুলোর নিচে এসে দাঁড়াবে, গলা বাড়িয়ে বাকবাকুম শুরু করবে। থামবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে টেবিলে বা চেয়ারে ওঠানো হয়। ডুরেলরা যা-ই করেন, সবকিছুর প্রতি অসীম কৌতূহল কোয়াসিমোডোর। এমনকি ওদের সাথে সকাল বা সান্ধ্য ভ্রমণেও যেতে চায় সে। একসাথে হাঁটবে। তখন দাঁড়িয়ে পড়তে হয় ডুরেলদের। হয় ওকে কাঁধে তুলে নিতে হবে (কাঁধে তোলার ঝুঁকি আছে, যখন-তখন কাপড় নষ্ট করে দিতে পারে কোয়াসিমোডো) নতুবা পেছন পেছন আসার সুযোগ দিতে হবে। আর কোয়াসিমোডোকে নিয়ে হাঁটতে গেলে গতি মন্থর করতেই হবে। তাল মিলিয়ে না চলে উপায়

নেই। কারণ ফেলে গেলে কোয়াসিমোডো করুণ গলায় ডাকাডাকি শুরু করে দেবে, যেন সব হারানোর বেদনায় হাহাকার করছে। পেছন ফিরলে দেখা যাবে কোয়াসিমোডো লেজ উঁচিয়ে পড়িমরি করে দৌড়ে আসছে, বুকটা বারবার উঠছে-নামছে। চেহারা ম্লান। মানুষের অমানবিক আচরণে মর্মাহত।

কোয়াসিমোডোর জন্যে খাঁচা বানানো হলেও সে ওটাতে শুতে চায় না। তাকে বাড়ির ভেতর শোয়াতে হবে। আর শোয়ার জন্যে মার্গোর বিছানা তার প্রথম পছন্দ। তবে শেষ পর্যন্ত তার শোয়ার জায়গা হলো ড্রইংরুমের সোফায়। কারণ মার্গো রাতের বেলা এপাশ-ওপাশ করার সময় জেগে ওঠে কোয়াসিমোডা, লাফিয়ে পড়ে মার্গোর ওপর, বাকবাকুম শুরু করে দেয়। ঘুমের বারোটা বেজে যায় মার্গোর।

ল্যারীই আবিষ্কার করল কোয়াসিমোডোর সঙ্গীত প্রতিভা। কোয়াসিমোডো সঙ্গীত শুধু পছন্দই করে না, ওয়ালজ এবং মিলিটারি মার্চের আলাদা সুরও চিনতে পারে। সাধারণ মিউজিক বাজানো হলে গ্রামোফোনের ধারে হেলেদুলে চলে আসবে কোয়াসিমোডো, চোখ আধবোজা হয়ে যাবে, মৃদু বাকুমবাকুম করবে গানের তালে। আর সুরটা যদি হয় ওয়ালজ নৃত্যের, গ্রামোফোনের চারপাশে ঘুরে ঘুরে নাচতে শুরু করবে কোয়াসিমোডো। নাচ মানে ডিগবাজি খাওয়া, শরীর মোচড়ানো আর অনবরত বাকবাকুম করে যাওয়া। আর যদি বাজানো হয় মিলিটারি মার্চ, কোয়াসিমোডোর তখন অন্য চেহারা। আঙুলের ডগায় ভর করে দাঁড়িয়ে যাবে সে, বুক টানটান, তারপর বীরের মত সারা ঘরে হাঁটতে শুরু করবে, একই সাথে গলার স্বর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠবে। যেন বিপদে পড়েছে, বিপদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। তবে ওয়ালজ এবং মিলিটারি মার্চের মিউজিক শুনলেই শুধু সে এরকম আচরণ করে, অন্য কোন গানে তার ভাবান্তর ঘটে না। মাঝে মাঝে গ্রামোফোন না বাজলে সে নিজে নিজেই ঘুরে ঘুরে ওয়ালজ নাচতে থাকে।

একদিন সকালে কোয়াসিমোডো সোফার কুশনের মাঝখানে ডিম পাড়ল। চকচকে, সাদা ডিম। আর ডিম পাড়ার পরপর তার মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠল। কেউ ধরতে গেলেই তাকে ঠোকর মারে কোয়াসিমোডো। দিন কয়েক পর আরেকটা ডিম পাড়ল সে। এবার তার আচরণ হয়ে উঠল আরও বুনো এবং হিংস্র। ডুরেলদের সাথে এমন ব্যবহার করতে লাগল যেন ওঁরা তার আজন্ম শত্রু।

গ্রামোফো নের সঙ্গীতও আর তাকে আকর্ষণ করে না। বাড়ি ছেড়ে সে বসে থাব ল জলপাই গাছের ডালে। ওখানে আরেকটা কবুতর ছিল। পুরুষ ক তর। কোয়াসিমোডোকে দেখে সে মনের আনন্দে বাক-বাকুম শুরু ক র দিল। ডুরেলরা সর্বশেষ ওই গাছে কোয়াসিমোডোকে দেখেছেন । এরপর আর ওটার খোঁজ পাননি।

কাঁচ- -পোকা মানব মাঝে মাঝে আসতে লাগল ডুরেলদের বাড়িতে। কখনও নিয়ে এল ব্যাঙ, কখনও বা পা ভাঙা চড়ুই। এক বিকেলে গ্যারী কাঁচ-পোকা মানবের সমস্ত কাঁচ-পোকা কিনে নিলেন। ছেড়ে দি লেন বাগানে। পরের ক'টা দিন ডুরেলদের বাড়ি বোঝাই হয়ে থাকল ক াচ-পোকায়। বিছানায়, বাথরুমে কোথায় নেই ওরা? রাতের বেলা বা তির গায়ে সেঁটে থেকে এক নাগাড়ে ডাকতে লাগল, চুনির মত মাঝে মা ঝে খসে পড়ল ডুরেলদের কোলে।

কাঁচ -পোকা মানবের সাথে জেরাল্ড ডুরেলের শেষ দেখা এক সন্ধ্যাবেল ায়। পাহাড়চুড়োয় বসে ছিলেন তিনি। কাঁচ-পোকা মানব বোধহয় কোন উৎসবে যাচ্ছিল, হাঁটার সময় টলছিল। বোঝা যায় মদ গিলেছে। বাঁশিতে করুণ একটা সুর তুলেছিল সে। কাঁচ-পোকা মানবকে দেখে চেঁচিয়ে উঠলেন গ্যারী, হাত নাড়লেন। পেছন না ফিরেই সে হাত তুলে বিদায় জানাল গ্যারীকে। আস্তে আস্তে এগিয়ে চলল মো ড়ের দিকে। সাঁঝের আকাশের পটভূমিতে, মোড় ঘোরার আগ মুহূর্তে কাঁ াচ-পোকা মানব যেন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

গ্যারি দূর থেকেও তার পালক গোঁজা দোমড়ানো-মোচড়ানো হ্যাট দেখতে পেলেন পরিষ্কার, কোটের ফোলা পকেট, পিঠের বাঁশের খাঁচায় পোরা ঘু মন্ত কবুতর আর মাথার চারপাশে উড়ে বেড়ানো কাঁচ-পোকাদে রও দেখা গেল। কাঁচ-পোকা মানব তারপর মোড় ঘুরে চলে গেল দৃষ্টি সীমার বাইরে। আকাশে তখন উঁকি দিচ্ছে চাঁদ, রুপোলি পালকের মত। আর বাঁশির সুর ক্রমে ডুবে যাচ্ছিল সাঁঝের আবছা অন্ধকারে ।

পাঁচ

স্ট্রবেরী পিঙ্ক ভিলা অর্থাৎ নিজেদের বাড়িতে মোটামুটি থিতু হ'য়ে বসার পর মা একদিন বললেন গ্যারী দিন দিন বখাটে হয়ে যাচ্ছে, কাজেই তার লেখাপড়া করা দরকার। কিন্তু প্রত্যন্ত এই গ্রীক দ্বীপে সে সুযোগ কোথায়? সাধারণত কোন সমস্যা দেখা দিলে ডুরেল পরিবার মীটিং-এ বসে পড়েন সমাধানের জন্যে। এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না। প্রত্যেকেই যে যার বক্তব্য তুলে ধরলেন, পরামর্শ দিলেন অমুক কাজটা করা গ্যারীর জন্যে ফরজ। কিন্তু একজনের পরামর্শ অপর জনের পছন্দ না হওয়ায় সে আবার নিজের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে চাইল। ফলে গ্যারীর ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত মানুষগুলো হট্টগোল করেই যেতে লাগলেন।

'পড়ালেখা করার প্রচুর সময় পাবে ও,' বলল লেসলি। 'তাছাড়া ও তো পড়তে পারে, তাই না? আমি ওকে বন্দুক চালাতে শেখাব। আর ওকে যদি একটা নৌকা কিনে দেয়া হয় তাহলে নৌকা চালানোও শেখাতে পারব।'

'কিন্তু নৌকা চালানো শিখে ও করবেটা কি?' মা বললেন। 'যদি না গ্যারী মার্চেন্ট নেভী বা ওরকম কিছুতে যোগ দেয়।'

'আমার মনে হয় ওর নাচ শেখাটা দরকার,' মন্তব্য করল মার্গো। 'না হলে বড় হয়ে ও স্রেফ একটা হাবা হবে।'

'নাচ পরে শিখলেও চলবে, বাছা। ওর দরকার অঙ্ক আর ফরাসী ভাষাটা শেখা...এমন বিশ্রী ওর উচ্চারণ।'

'সাহিত্য,' দৃঢ় গলায় ঘোষণা করল ল্যারী। 'এটাই ওর একমাত্র দরকার, সাহিত্যে কঠিন ভিত। বাকিটা এমনি এমনি হয়ে যাবে। ওকে প্রতিদিনই কিছু না কিছু পড়ার ব্যাপারে উৎসাহ যুগিয়ে চলেছি আমি।'

'কিন্তু তুই ওকে র‍্যাবেলেইস পড়াচ্ছিস। এইটুকু বয়সে এই বই পড়া কি উচিত হচ্ছে? কঠিন হয়ে যাচ্ছে না?' অনুযোগ করলেন মা।

'ওটা তো মজার জিনিস,' হালকা গলায় বলল ল্যারী। 'সেক্স

সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা এখনই পেয়ে যাচ্ছে গ্যারী।'

'সেক্স নিয়ে তোর ম্যানিয়া আর গেল না,' মুখ বাঁকাল মার্গো। 'আমরা কি নিয়ে কথা বলছি, আর উনি তার মধ্যে নিয়ে এলেন সেক্স!'

'গ্যারীর আসলে দরকার স্বাস্থ্যকর বাইরের জীবন; ও যদি গুলি চালাতে পারে আর নৌকা চালাতে জানে...' শুরু করল লেসলি।

'ওহ্, বিশপের মত কথা বলবি না তো,' ধমক দিল ল্যারী।

'তোকে নিয়ে একটাই সমস্যা—নিজে যা ভাল মনে করিস সেটাই সবার ওপর চাপিয়ে দিতে চাস। অন্যদের কথা শুনতেই চাস না,' মুখ গোমড়া করল লেসলি।

'তোর প্রত্যাশার পরিধি এত কম যে শুনে কোন লাভ নেই,' বলল ল্যারী।

'ব্যস। ব্যস,' বাধা দিলেন মা। 'এ নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি চাই না।'

'ভাইয়াটা কোন যুক্তি মানতে চায় না,' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে লেসলি বলল।

'কথাটা ভুল,' প্রতিবাদ করল ল্যারী। 'আমি এ পরিবারের সবচে' যুক্তিবাদী মানুষ।'

'বুঝলাম। কিন্তু ঝগড়া করে তো আর সমস্যার সমাধান করা যাবে না, বাছা। আমাদের দরকার এমন কাউকে যে গ্যারীকে শেখাতে পারবে, তার ভেতর উৎসাহ যুগিয়ে তুলতে পারবে।'

'ওর উৎসাহ আছে শুধু একটা ব্যাপারে,' তেতো গলায় বলল ল্যারী। 'অ্যানিম্যাল লাইফ। প্রাণী জীবন সম্পর্কে ওর এতই উৎসাহ যে এ ব্যাপারে ওকে উৎসাহ যোগানোর আর কারোর দরকার হবে না। ওর জন্য এখানকার জীবনযাত্রা বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে...এই তো সকালে বলা সিগারেট ধরাতে যাচ্ছি, প্যাকেট থেকে তোঁ করে বেরিয়ে এল মস্ত এক ভোমরা।'

'আর আমার গায়ে লাফিয়ে পড়েছে একটা ঘাস ফড়িং,' অভিযোগ করল লেসলি।

'এসব ঘটনার সমাপ্তি টানা দরকার,' মন্তব্য করল মার্গো। 'আমার ড্রেসিং টেবিলে দেখেছি পোকা কিলবিল করছে। মাগো!'

'কিন্তু বেচারা তো কারও ক্ষতি করার জন্যে ওগুলো ঘরে নিয়ে আসে না,' সান্ত্বনার সুরে বললেন মা। 'এ সব ব্যাপারে ওর আগ্রহের জন্যেই...'

'ভোমরার কামড় খেলেও কিছু মনে করতাম না যদি এতে গ্যারীর

উপকার হত,' বলল ল্যারী। 'কিন্তু ওর তো দিন দিন অবনতি হচ্ছে। চোদ্দতে পড়ার আগেই পোকা-মাকড়রা ওকে গ্রাস করে ফেলবে।'

'দু'বছর বয়স থেকেই দেখছি এসবের প্রতি ওর আগ্রহ। কই, পোকা-মাকড়দের ওকে গ্রাস করার কোন সম্ভাবনা তো দেখছি না।' ছেলের পক্ষ নেন মা।

'সে যাক। তুমি যদি ওর মাথায় পড়াশোনার নামে অনর্থক কিছু তথ্য ঢোকাতে চাও তাহলে জর্জকে খবর দিলেই হয়। কাজটা ও ভালই পারবে।' বলল ল্যারী।

'বেশ তো,' খুশিতে চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল মা'র, 'তাহলে শিগ্গির ওকে খবর দে। পড়াশোনা যত দ্রুত শুরু করা যায় ততই মঙ্গল।'

খোলা জানালার ধারে বসে, রজারের ঘাড় জড়িয়ে ধরে নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পরিবারের সদস্যদের বাতচিৎ আগ্রহভরে শুনছিলেন জেরাল্ড ডুরেল। শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো জর্জ ওঁকে পড়াবে। কিন্তু জর্জকে চিনতে পারলেন না গ্যারী। অবশ্য পড়ার ভীতি খুব বেশি শঙ্কিত করে তুলতে পারল না তাকে। কারণ সাঁঝ হয়ে এসেছে, বাতাস ভারী ফুলের গন্ধে, এমন দিনে গ্যারী কি ঘরে বসে থাকার পাত্র? তিনি নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবিত না হয়ে রজারকে নিয়ে ছুটলেন বাগানে, বৈঁচি ফলের ঝোপে পোকা খুঁজতে।

জর্জের পরিচয় জানা গেল শীঘ্রি। সে ল্যারীর পুরানো বন্ধু। সে-ই ল্যারীকে লিখেছিল কর্ফু দ্বীপে আসার জন্যে। জর্জের কারণেই কর্ফুতে আসা। সে জায়গাটা সম্পর্কে এমন ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বর্ণনা করেছিল, ল্যারীর মনে ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায় কর্ফু ছাড়া আর কোন জায়গা তাদের বাসযোগ্য নয়। সে-ই জর্জকে এবার নিয়োগ করা হলো জেরাল্ড ডুরেলকে 'শিক্ষিত' করে তোলার কাজে।

ডুরেলদের বাড়ি এল জর্জ। পরিচয় হলো গ্যারীর সাথে। শুরুতেই একজন অপরজনকে সন্দেহের চোখে দেখতে লাগল। জর্জ ভয়ানক লম্বা আর রোগা। মূর্তিমান তালপাতার সেপাই। সরু, রোগা, কংকালের মত মুখে বাদামী দাড়ি, চোখে কাছিমের খোলের তৈরি বড় চশমা। কণ্ঠ গভীর এবং বিষণ্ন। খোঁচা দিয়ে কথা বলা তার অভ্যাস। জোকস বলার সময় শেয়ালের মত ধূর্ত এক টুকরো হাসি ফোটে তার দাড়ির আড়ালে। কিন্তু আর কেউ হাসে না তার রসিকতা শুনে।

চেহারা কঠিন করে জর্জ বসল গ্যারীকে পড়াতে। দ্বীপে পাঠ্য বই

লাইব্রেরী প্রায় খালি করে নিয়ে এল গ্যারীর জন্যে। ইয়া মোটা মোটা বই। অন্ধকার মুখে, ধৈর্যের সাথে সে গ্যারীকে বহু পুরানো পিয়ার্স সাইক্লোপেডিয়া'র পেছনের প্রচ্ছদে আঁকা ম্যাপ বোঝাতে শুরু করল। ইংরেজি পড়াল ওয়াইল্ড থেকে গিবন। ফরাসী ধরল 'লো পেতিত লারুস' থেকে। আর গ্যারী অঙ্ক কষলেন নিজের স্মৃতি শক্তির ওপর ভরসা রেখে। তবে গ্যারী সত্যিকার মজা পেলেন প্রাকৃতিক ইতিহাস পড়ে। প্রকৃতি সম্পর্কে জেরাল্ড ডুরেলের আগ্রহ বরাবরই প্রবল। কাজেই সেই বিষয়টি যখন পড়ানো শুরু হলো, গ্যারী আগ্রহ নিয়ে পড়তে লাগলেন ওটা। সকালে উঠে তিনি শুধু প্রাকৃতিক ইতিহাসই পড়লেন, অন্যগুলোর দিকে ফিরেও তাকালেন না।

প্রতিদিন সকালে, ঘড়ি ধরে ঠিক ন'টার সময় জর্জ আসে জলপাই বাগানের রাস্তা ধরে। পরনে থাকে শর্টস্। স্যান্ডেল আর কিনারা ক্ষয়ে যাওয়া বিরাট একটা স্ট্র হ্যাট। এক বগলের নিচে বই চেপে, অন্য হাতে ওয়াকিং স্টিক বাগিয়ে গটগট করে হেঁটে আসে গ্যারীর শিক্ষক।

'সুপ্রভাত। আমার বিশ্বাস শিষ্য তার গুরুর জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে, ঠিক না?' ঠিক এই কথাটাই বলে সে প্রতিবার গ্যারীকে।

গ্যারী ছোট ডাইনিং-রুমটাকে পড়ার ঘর বানিয়েছেন। সূর্যের আলোয় চোখ ঝলসে যায় বলে বন্ধ থাকে জানালা। জর্জ টেবিলে বসেই বইপত্র গোছাতে শুরু করে পড়ার রুটিন অনুযায়ী। তীব্র তাপে অস্থির মাছির দল দেয়াল বাইতে থাকে ধীরগতিতে কিংবা অলসভাবে উড়ে বেড়ায় ঘরে। একটানা গুঞ্জন চলে তাদের। বাইরে ডাক শোনা যায় ঘুর্ঘুর পোকাদের। নতুন দিনের আগমনে উল্লসিত যেন। তবে এসব দিকে খুব একটা নজর নেই জর্জের। সে 'দেখি, দেখি' বলে গ্যারীর রুটিনে চোখ বোলাতে থাকে। 'আচ্ছা, আজ তা হলে অঙ্ক করার দিন। আমরা কোন্ অঙ্কটা যেন ধরেছিলাম? ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তিন জনের একটা দেয়াল তুলতে এক হপ্তা লাগলে ছ'জনের ক'দিন সময় লাগবে। এই অঙ্কটা কষার পেছনে আমরা দেয়াল তোলা লোকগুলোর মতই সময় ব্যয় করেছি। কিন্তু এটাকে নিয়ে আবার কাজে লাগতে হবে। তুমি বোধহয় লোকগুলোর সমস্যাটা ধরতে পারোনি, তাই না? এসো, দেখি। আরেকবার সমস্যাটা নিয়ে মাথা ঘামানো যাক।'

এরপর জর্জ আরেকটা অঙ্ক কষতে বলবে গ্যারীকে। এবারের সমস্যা কেওড়া নিয়ে। দুটো কেওড়ার যদি আটটি পাতা খেতে এক হপ্তা সময় লাগে তাহলে চারটে কেওড়ার একই পরিমাণ পাতা খেতে কদিন সময় লাগবে?

কেওড়াদের পাতা ভক্ষণের অসাধ্য সমস্যা সমাধানে যখন গলদঘর্ম গ্যারী, জর্জ ওই সময় ব্যস্ত অন্য কাজে। খুব ভাল তরবারি চালাতে জানে সে। ওই সময় স্থানীয় কৃষক-নৃত্যও শিখছিল সে। গ্যারীকে অঙ্ক কষতে দিয়ে জর্জ তরবারি প্র্যাকটিসে নেমে যায়। কিংবা বলা যায় তরবারি প্র্যাকটিসের পাশাপাশি ডান্স প্র্যাকটিসও করে ঘরের মধ্যে। গ্যারী অঙ্ক কষবেন কি, হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন তাঁর শিক্ষকের দিকে।

তরবারি এবং ডান্স প্র্যাকটিস দুই-ই একসাথে কিছুক্ষণ চালিয়ে হঠাৎ স্থির হয়ে যায় জর্জ। চোখে ফুটে ওঠে কাঠিন্য। তারপর কাল্পনিক শত্রুকে উদ্দেশ্য করে আবার শুরু হয়ে যায় তার তরবারি চালনা। অদৃশ্য শত্রুকে কচুকাটা করে ক্ষান্ত দেয় সে। আর তার দিকে তাকিয়ে থাকা গ্যারীর মুখের হাঁ-টা ক্রমে বড় হতেই থাকে। অঙ্ক তাঁর মাথায় উঠেছে। জর্জ কল্পনায় শত্রু নিধন করলেও গ্যারী যেন সত্যি সত্যি তাঁর শিক্ষকের হাতে ইস্পাতের তরবারির ঝলকানি দেখতে পান।

প্রাকৃতিক ইতিহাস ছাড়াও ভূগোলের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল গ্যারীর। জর্জের নিজেরও পছন্দের বিষয় এটি। দু'জনে মিলে বড় বড় ম্যাপ আঁকেন, পাহাড় আঁকেন। তারপর ওতে রং করেন। নিজেদের আঁকা পাহাড়-পর্বত-নদ-নদীর দিকে তাকিয়ে নিজেরাই মুগ্ধ হয়ে যান। গ্যারীর মতে, বরফ ঢাকা পাহাড়ের যে ছবি তিনি এঁকেছেন, ওটার তুষার শুভ্র গা'র দিকে তাকালে নাকি আপনা-আপনি শীত লেগে ওঠে। তাঁদের বাদামী রঙের, সূর্য তাপে দগ্ধ মরুভূমি বোঝাই থাকে উট আর পিরামিড। তাঁদের আঁকা ট্রপিক্যাল ফরেস্ট এত ঘন যে জঙ্গলের ভেতর জাগুয়ার, সাপ বা গরিলাদের অস্তিত্ব খুঁজে বের করতে বেগ পেতে হয়। নদীগুলো চওড়া আর ফরগেট মি নট ফুলের মত নীল। তাতে ক্যানো আর কুমির বোঝাই। তাদের আঁকা সাগরে ঘুরে বেড়ায় সুবোধ তিমির দল আর তাদের শিকার করার জন্যে থাকে ঝাঁকে ঝাঁকে তিমি শিকারী জাহাজ। অসংখ্য হারপুন নিয়ে তারা তিমিদের বিরতিহীন ভাবে তাড়া করে ফেরে। গ্যারী আর জর্জ আঁকেন এস্কিমোদের ছবি, তুষার ভালুক আর পেঙ্গুইনের ছবি। ছবিগুলোর

দিকে তাকিয়ে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠেন কিশোর গ্যারী। ভীষণ বাস্তব মনে হতে থাকে তাঁর ছবিগুলো।

প্রথম প্রথম ইতিহাস পড়তে মজা পেতেন না জেরাল্ড ডুরেল। জর্জই তার মাঝে ইতিহাস নিয়ে কৌতূহলের সৃষ্টি করে। গ্যারীকে দারুণভাবে আকর্ষণ করে হ্যানিবাল। হ্যানিবালের বিশাল হস্তীবাহিনী তাঁকে মুগ্ধ করে তোলে। গ্যারী জেনে অবাক হন, হ্যানিবাল তাঁর হাতিদের সেবায় বিশেষ এক লোক রেখেছিলেন। তাঁর কাজ শুধু হাতিদের দেখাশোনা আর খাওয়ানো নয়, ঠাণ্ডা পড়লে বিশালদেহী প্রাণীগুলোর জন্যে গরম পানির বোতলের ব্যবস্থা করাও। এই তথ্য অবশ্য জর্জের আবিষ্কার। জর্জ তাকে জানায়, কলম্বাস আমেরিকার মাটিতে পা দিয়ে নাকি প্রথমেই বলেছিলেন, 'গুড হেভেনস, ওই দ্যাখো...একটা জাগুয়ার।' জর্জের দাবি, বেশির ভাগ ইতিহাসবিদ এই তথ্যটি জানেন না। আর ইতিহাসে এমন মজার মজার জিনিস আছে জানার পর গ্যারী এ বিষয়টির প্রতি বিশেষ আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

তবে রজারের ভাল লাগত না এসব। রজারের ধারণা ছিল, গ্যারী খামোকা সময় নষ্ট করছেন। অবশ্য রজার গ্যারীকে ছেড়ে কোথাও যেত না। পড়ার সময় টেবিলের নিচে মাথা রেখে ঘুমাত। মাঝে মাঝে গ্যারীর বই টেনে নেয়ার শব্দে জেগে উঠত। লেজ নাড়তে নাড়তে হাই তুলত। কিন্তু গ্যারীকে পড়ায় মনোনিবেশ করতে দেখে আবার ঘুমিয়ে পড়ত। রজারের উপস্থিতি মেনে নিয়েছিল জর্জ। কারণ রজার কোনদিন বেয়াদবি করেনি জর্জের সাথে, গ্যারীকেও বিরক্ত করত না। মাঝে মাঝে বাইরে, চাষাদের পোষা কুকুরের ঘেউ ঘেউ চিৎকারে গভীর ঘুম ভেঙে গেলে রাগ দেখাতে চাপা গর্জন ছাড়ত রজার। তারপর বিব্রত ভঙ্গিতে তাকাত গ্যারীদের দিকে তাঁরা বিরক্ত হয়েছেন বুঝতে পেরে। লেজ গুটিয়ে ভীত চোখে ঘরের চারপাশে চাইত রজার।

কবুতর কোয়াসিমোডো কয়েকদিনের জন্যে যোগ দিয়েছিল গ্যারীদের লেখাপড়া চর্চায়। চুপচাপ বসে থাকত সে গ্যারীর কোলে। মাঝে মাঝে আপন মনে বাকুম বাকুম করত। সারাটা সকাল এমনিতর চলত। তবে গ্যারী একদিন রেগে যাবার পর কোয়াসিমোডোকে তাঁর ঘরে আর ঢুকতেই দেননি।

সবে চমৎকার একটা ম্যাপ আঁকা শেষ করেছেন গ্যারী, ধাক্কা মেরে এক বোতল সবুজ কালি ফেলে ওটার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছিল

পাখিটা। কাজটা ইচ্ছাকৃত নয়, হঠাৎ ঘটে গেছে বুঝতে পারলেও কোয়াসিমোডোর ওপর ভয়ানক বিরক্ত হলেন গ্যারী। তারপর থেকে ওটাকে আর ঘরে ঢুকতে দিতেন না তিনি। পুরো এক হপ্তা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে করুণ সুরে বিলাপ করে গেল কোয়াসিমোডো, কিন্তু মন গলল না গ্যারীর। তবে মাঝে মাঝে যে খারাপ লাগত না, এমন নয়। কোয়াসিমোডোর আর্তনাদে কখনও কখনও বিচলিত হয়ে উঠতেন তিনি। তখন এক নজর তাকাতেন ওটার উজ্জ্বল সবুজ লেজের দিকে, তারপর মন শক্ত করে আবার মন দিতেন পড়ায়।

কাছিম একিলিসও একবার গ্যারীর সঙ্গী হয়েছে। তবে ঘরে বন্দী থাকতে তার ভাল লাগেনি। সে সারাক্ষণ ঘরের মধ্যে ঘুরঘুর করেছে আর দরজায় নখ দিয়ে আঁচড় কেটেছে। এক সময় অধৈর্য হয়ে গ্যারী বাধ্য হয়ে ওকে ছেড়ে দিয়েছেন।

গ্যারীর সঙ্গী বলতে থাকল শুধু রজারই। গ্যারী অবশ্য মজা পান অঙ্ক নিয়ে হিমশিম খাওয়ার সময় রজারের নরম পশমঅলা পিঠে পা রাখতে। ওতে তাঁর বিশ্রামের কাজ চলে। তবে চঞ্চল হয়ে ওঠে মন জানালার শাটারের ফাঁক গলে বেরিয়ে আসা ঝলমলে সূর্য রশ্মি দেখে। মনে পড়ে যায় বাইরে কত কি মজার জিনিস অপেক্ষা করছে তাঁর জন্যে।

গ্যারীর ছটফটানির কারণ বুঝতে পারে জর্জ। ছাত্রকে নিয়ে নিজেই বেরিয়ে পড়ে প্রকৃতি দেখতে এবং চেনাতে। মাঝে মাঝে সে বড়, পশমী তোয়ালে নিয়ে হাজির হয়ে যায় গ্যারীদের বাড়িতে। দু'জনে মিলে স্নানে যায়। জলপাই-বাগানের রাস্তাটা সাদা ধুলোয় ঢাকা। যেন মখমলের কার্পেট। ওই রাস্তা ধরে এগোতে থাকেন তাঁরা, তারপর একটা গোট-ট্র্যাকে (এ রাস্তায় ছাগল-ভেড়ার চলাফেরা বেশি) ঢুকে পড়ে। এই রাস্তাটা সোজা চলে গেছে কতগুলো খর্বাকৃতির পাহাড়চুড়োর দিকে। পাহাড়ের পরেই সাগর। ছোট, নির্জন, আধখানা চাঁদ আকৃতির সৈকত। তাতে সাদা বালি। তীরে আবার জলপাই গাছ আছে, শীতল ছায়া দেয়। খুদে পাহাড়চুড়ো থেকে সাগরের পানি দারুণ স্থির এবং স্বচ্ছ মনে হয়। ছয় ফুট গভীর পানিতে সবকিছু পরিষ্কার দেখা যায়। মাছ সাঁতার কাটে, পাথরের গায়ে লেগে থাকা বায়ু পরাগের রঙিন শুঁড় কিলবিল করে। সন্ন্যাসী কাঁকড়ার দলের দৌড়াদৌড়ি, এসব কিছু আয়নার মত ঝকঝকে।

জলপাই গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে জামা কাপড় ছাড়েন গ্যারী এবং

জর্জ। তারপর নেমে পড়েন উষ্ণ, উজ্জ্বল পানিতে। মুখ নিচু করে সাঁতার কাটেন। পছন্দের কিছু চোখে পড়লে মাঝে মাঝে ডুব দিয়ে তুলে আনেন তা। হয়তো একটা শামুকের খোলা বা একটা সন্ন্যাসী কাঁকড়া। পানির তলায় পাঁজরের আকারের কালো রঙের রিবন-উইড ছড়ানো। ওই আগাছার মধ্যে সি-স্লাগ নামে এক ধরনের শামুকের বাস। ছয় ইঞ্চি লম্বা শামুকগুলো সসেজের মত দেখতে। গায়ে খোল সামান্যই। চামড়া মোটা আর বাদামী। ঢেউয়ের তালে মৃদু দুলতে থাকে। মুখ দিয়ে পানি টেনে নিয়ে পেছন দিয়ে ওটা বের করে দেয় ওরা। পানির সাথে ঢুকে পড়ে নানা সামুদ্রিক গুল্ম, মাছ ইত্যাদি। ওগুলো অবশ্য বেরিয়ে যেতে পারে না। সি-স্লাগদের পেটে হজম হয়ে যায়। কুঁড়ের বাদশা সি-স্লাগরা খুব কমই নড়াচড়া করে। গ্যারীর মনে হয় এদের জীবনে কোন বৈচিত্র নেই। শুধু বালির ওপর ঢেউয়ের তালে দুলতে থাকে আর মাঝে মাঝে একঘেয়ে ভঙ্গিতে পানি শুষে নেয়।

তবে সাগরের সবচে' কুৎসিত এই প্রাণীটিকে নিয়ে মজার একটা খেলা আবিষ্কার করে ফেললেন গ্যারী। পানির ওপর তোলা হলে আত্মরক্ষার জন্যে এরা শরীরের সামনে এবং পেছনের অংশ দিয়ে পিচকারির মত তীব্র বেগে পানি ছোঁটাতে থাকে। আর এটাতেই মজা পেয়ে গেলেন গ্যারী। মাঝে মাঝেই ওগুলোকে নিয়ে পানিতে ভেসে ওঠেন তিনি। আবার ডুব দেন সাগরে। এভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে যায় তাঁর পানির নিচে রোমাঞ্চকর এক জীবন আবিষ্কারের নেশায়।

ছয়

এক উষ্ণ, স্বপ্নময় বিকেলে, ঘুর্ঘুরে পোকারা ছাড়া আর সবাই ঘুমুচ্ছে। রজারকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন জেরাল্ড ডুরেল। পাহাড়ে চড়বেন।

জলপাই ঝোপের রাস্তা মাড়িয়ে ছুটলেন দু'জনে। বেশ গরম পড়েছে। বাতাস স্থির। ধবধবে সূর্যালোকে ঝলসে যায় চোখ। জঙ্গল পার হয়ে পাহাড় বাইলেন গ্যারী ও রজার। নগ্ন, পাথুরে চুড়োয় উঠে হাঁপাতে লাগলেন। তাঁদের পায়ের নিচে দুপুরের ঘুমে যেন আচ্ছন্ন দ্বীপ,

তীব্র উত্তাপে ঝলসাচ্ছে। জলছবির মত। ধূসর সবুজ জলপাই গাছ। কালো সাইপ্রেসের ঝাড়, সাগর তীরের বহুরঙা পাথর, দুধ সাদা কোমল সাগর, সব মিলে অপূর্ব একটি দৃশ্য। গ্যারীদের পাহাড়ের ঠিক নিচে অগভীর ছোট্ট বে, আধখানা চাঁদের মত বেঁকে আছে। ওপর থেকেও পরিষ্কার দেখা গেল বে'র তলা। ঝলমল করছে বালু। ম্লান নীলচে পানি কাঁচের মত স্বচ্ছ। সাদা লাগছে ওপর থেকে।

পাহাড় বেয়ে ঘেমে গেছেন গ্যারী। রজার জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে। গ্যারী ঠিক করলেন পাহাড়ে আর চড়বেন না। বরং গোসল করলে মন্দ হয় না। দ্রুত নেমে এলেন নিচে।

খুদে বে খালি, জনশূন্য। এবং নীরব। সূর্যের আলোয় ঝকমক করছে। পানিটা গরম। জামাকাপড় খুলে সাগরে নেমে পড়লেন গ্যারী। বে'র বালু খুঁড়তে শুরু করলেন। পেয়ে গেলেন ছোট নুড়ি, সবুজ স্বচ্ছ কাচের বোতল ইত্যাদি। ওগুলোই তাঁর কাছে মূল্যবান সম্পদের মত। রজারকে জিনিসগুলো দিলেন গ্যারী। সে চুপচাপ মনিবের কাণ্ড দেখছিল। কি করবে বুঝতে পারছে না। গ্যারীর দেয়া নুড়ি আর বোতল মুখে নিয়ে বসে রইল। যেই দেখল গ্যারী নিজের কাজে ব্যস্ত, মুখ থেকে জঞ্জালগুলো পানিতে ফেলে দিল। বড়সড় দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বসে থাকল আগের মত।

পানিতে কিছুক্ষণ হুটোপুটি করে তীরে উঠে এলেন গ্যারী, শুয়ে পড়লেন একটা পাথরখণ্ডের ওপর। গা শুকোচ্ছেন। রজার বার দুই নাক ঝাড়া দিয়ে পানিতে লাফিয়ে পড়ল। নীল ডানার ব্লেনির (এক ধরনের মাছ) পিছু লাগল। ব্লেনিগুলো তাড়া খেয়ে লুকিয়ে পড়ল পাথরের খাঁজে, কয়েকটা এই পাথর থেকে ওই পাথরে ছোটাছুটি করে বেড়াল। হাঁপাতে হাঁপাতে রজার খুঁজল মাছগুলোকে। পরিষ্কার পানিতে দেখা যাচ্ছিল ওগুলোকে। রজার ধরবেই ওদেরকে। কিন্তু ডাক দিলেন গ্যারী। গা শুকিয়ে গেছে তাঁর। জামাকাপড়ও পরে ফেলেছেন। অনিচ্ছা নিয়ে ফিরে এল রজার বার বার পেছন ফিরে তাকাতে তাকাতে। ব্লেনিগুলো নীল ডানা দুলিয়ে স্বচ্ছ পানিতে দিব্যি ভেসে বেড়াচ্ছে। গ্যারীর কাছে এসে গা ঝাড়া দিল রজার। আরেকবার গোসল করিয়ে দিল বেচারাকে।

সাঁতার কেটে বেশ আরাম লাগছে গ্যারীর। ঝরঝরে হয়ে গেছে শরীর, ঘুম পাচ্ছে। গায়ে শুকিয়ে গেছে লবণ। রজারকে নিয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন তিনি। কিছুদূর গিয়ে টের পেলেন খিদেয় চোঁ চোঁ

করছে পেট। হিসেব করতে বসলেন, সবচে' কাছে কাদের কুঁড়ে এবং কোথায় গেলে খাবার পাওয়া যাবে। সবচে' কাছে থাকে লিওনোরা। তার বাসায় গেলে সে গ্যারীকে ডুমুর আর রুটি খেতে দেবে। সেই সাথে নিজের কন্যার স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সর্বশেষ খবর শোনাতে গিয়ে কানের পোকা নাড়িয়ে দেবে গ্যারীর। লিওনোরার মেয়ের এক চোখে ছানি পড়েছে, কর্কশ-কণ্ঠী আর ভয়ানক ঝগড়াটে। মেয়েটাকে দু'চোখে দেখতে পারেন না গ্যারী। তার স্বাস্থ্য নিয়েও মাথাব্যথা নেই তাঁর। তাই সিদ্ধান্ত নিলেন লিওনোরার বাড়িতে যাবেন না। যদিও বুড়ির বাগানের ডুমুরের তুলনা হয় না। কিন্তু রসালো ডুমুরের বদলে যে প্যাঁচাল সহ্য করতে হবে তার কথা ভেবে শিউরে উঠলেন তিনি। আর যদি জেলে টাকি'র বাড়িতে যান—সে সম্ভবত ভাত খেয়ে ঘুম দিয়েছে, গ্যারীর সাড়া পেলে ঘরদোর কাঁপিয়ে চেঁচিয়ে উঠবে, 'ভাগ! ডেঁপো ছোকরা!' ক্রিস্টফার পরিবারের কাছেও যাওয়া যায়। কিন্তু তারা গ্যারীকে খেতে দিয়ে রাজ্যের প্রশ্ন শুরু করবে: ইংল্যান্ড কি কর্ফুর চেয়ে বড়? ও দেশে কত লোকের বাস? তারা কি সবাই জমিদার? ট্রেন দেখতে কেমন? ইংল্যান্ডে কি গাছ জন্মায়? বিরতিহীনভাবে এ রকম প্রশ্ন চলতেই থাকবে। গ্যারী জবাব দিতে গিয়ে কিছুই খেতে পারবেন না। সকাল হলে গ্যারী মাঠ আর আঙুরের ঝোপ পেরিয়ে পৌঁছে যেতেন ফিলোমিনার বাড়িতে। ওখানে বরফের মত ঠাণ্ডা তরমুজ জুটত। কিন্তু এখন ঘুমের সময়। বেশির ভাগ কৃষক দরজা বন্ধ করে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। সমস্যাটা গুরুতর। আর খাবারের কথা যতই ভাবছেন, খিদেটা ততই যেন চাগিয়ে উঠছে। হাঁটার সময় রেগে গিয়ে নুড়িতে লাথি মারলেন গ্যারী। একটা নুড়ি টক করে লাগল রজারের গায়ে। সে গুঙিয়ে উঠে আহত দৃষ্টিতে তাকাল গ্যারীর দিকে।

হঠাৎ বুদ্ধিটা মাথায় এল গ্যারীর। ইয়ানির কাছে গেলে কেমন হয়? ইয়ানি, সেই বুড়ো মেষপালক। পাহাড়ের ওপর থাকে। ধবধবে সাদা একটা কুটিরে। গ্যারী জানেন ইয়ানি দুপুরে বারান্দায় ঘুমায়। চেঁচামেচি করে ওর ঘুম ভাঙানো সম্ভব। ইয়ানিকে জাগাতে পারলে আর পেটপুজোর কথা চিন্তা করতে হবে না। ইয়ানির কথা মনে পড়তে খুশি হয়ে উঠলেন গ্যারী। ইয়ানির ছাগলদের নিয়মিত যাতায়াতের ফলে তৈরি আল ধরে হাঁটতে লাগলেন তিনি। পাহাড় ঘুরে নেমে এলেন উপত্যকায়। দূর থেকে বিশাল জলপাই ঝোপের আড়ালে ঝিলিক দিল ইয়ানির সাদা বাড়ি। বাড়ির কাছাকাছি আসতে দাঁড়িয়ে পড়লেন গ্যারী,

একটা নুড়ি ছুঁড়ে মারলেন রজারকে। এটা রজারের প্রিয় খেলা। গ্যারী নুড়ি ছুঁড়বেন, রজার ওটা কুড়িয়ে আনবে। তবে খেলাটা শুরু হলে বার বার নুড়ি ছুঁড়তে হবে, না হলে রজার দাঁড়িয়ে চিৎকার শুরু করবে। আবার নুড়ি না ছোঁড়া পর্যন্ত রজার অমন করতেই থাকবে। রজার ছুঁড়ে দেয়া পাথরটা মুখে তুলে নিয়ে এল, রাখল গ্যারীর পায়ের কাছে। তারপর পিছিয়ে গেল প্রত্যাশা নিয়ে, কান দুটো খাড়া, ঝিকমিক করছে চোখ। শক্ত হয়ে উঠেছে মাংসপেশী, অ্যাকশনের জন্যে প্রস্তুত। কিন্তু আর নুড়ি ছুঁড়লেন না গ্যারী। তাকালেনও না রজারের দিকে। অবাক হলো রজার, পাথরটাও শুঁকল সাবধানে, তারপর তাকাল গ্যারীর দিকে। মৃদু শিস দিতে দিতে আকাশ দেখছেন গ্যারী। পরীক্ষামূলক হাঁক ছাড়ল রজার, তাতেও গ্যারী ফিরছেন না দেখে গলা ফাটিয়ে ঘেউ ঘেউ শুরু করে দিল। টানা চিৎকার ছড়িয়ে পড়ল জলপাই ঝোপ আর প্রান্তরে।

ওকে পাঁচ মিনিট চেঁচানোর সুযোগ দিলেন গ্যারী। রজারের বিকট চিৎকারে, এতক্ষণে নিশ্চয়ই জেগে উঠেছে ইয়ানি ভেবে সন্তুষ্ট চিত্তে তিনি নুড়িটা আবার ছুঁড়ে মারলেন কুকুরটার দিকে। রজার মনের সুখে ছুটল পাথর কুড়িয়ে আনতে, গ্যারী রওনা হয়ে গেলেন ইয়ানির বাড়িতে।

গ্যারী যেখানে ভেবেছিলেন ইয়ানিকে সে জায়গাতেই দেখলেন। তার বাড়ির সামনে, আঙুর লতায় ছাওয়া গ্যারীর মাথা ছুঁই ছুঁই লোহার একটা মাচা, ওটাই বারান্দা। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে দেখলেন তিনি, সেখানে কাঠের একটা চেয়ারে বসে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে বুড়ো। রজারের চিৎকার চেঁচামেচি তার গভীর ঘুমে ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনি এক বিন্দু। চেয়ারটা মাচার দেয়ালে বিপজ্জনক ভঙ্গিতে হেলান দিয়ে রাখা। ইয়ানির হাতজোড়া শরীরের পাশে ঝুলছে, পা ছড়ানো, তামাক আর বয়সের কারণে কমলা এবং সাদা হয়ে আসা বিখ্যাত গোঁফখানা নাক ডাকার তালে তালে কাঁপছে। যেন অদ্ভুত এক সামুদ্রিক আগাছা, বাতাসের ধাক্কায় উঠছে আর নামছে। খাটো হাতের মোটা মোটা আঙুলগুলো মাঝে মাঝে ঝাঁকি খাচ্ছে। নখের রঙ হলুদ। ইয়ানির বাদামী মুখে পাইন গাছের ছালের মত অসংখ্য দাগ আর তার ভাবলেশহীন চোখ শক্ত ভাবে বন্ধ। কটমট করে বুড়োর দিকে তাকালেন গ্যারী, মনে মনে প্রার্থনা করলেন ইয়ানির যেন ঘুম ভাঙে।

কিন্তু কাজ হলো না প্রার্থনায়। জাগল না বুড়ো। চিন্তায় পড়ে গেলেন গ্যারী। বুড়োর ঘুম ভাঙা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন নাকি সময় নষ্ট

না করে লিওনোরার কাছে যাবেন তার প্যাচাল শুনতে? একটু পর রজার এসে হাজির গ্যারীকে খুঁজতে খুঁজতে। কান খাড়া, জিভ বের হয়ে আছে চোয়ালের ফাঁক দিয়ে। গ্যারীকে দেখে খুশিতে লেজ নাড়ল সে। হঠাৎ স্থির হয়ে গেল রজার, খাড়া হয়ে উঠল গোঁফ, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে এগোল সামনে। মৃদু গা কাঁপছে। কিছু একটা দেখতে পেয়েছে রজার। গ্যারীও দেখতে পেলেন ওটাকে। একটা ধূসর রোগা বেড়াল, বসে আছে ইয়ানির চেয়ারের নিচে, সবুজ চোখে, অশুভ দৃষ্টিতে দেখছে ওদের। গ্যারী বেড়ালটাকে ধরার আগেই লাফ দিল রজার। অভ্যস্ত ভঙ্গিতে সড়াৎ করে চেয়ারের নিচ থেকে সরে গেল বেড়ালটা, ছুটল মাচার পেছনে, আঙুরের ঝোপে। এক লাফে উঠে গেল সে ঝোপের মাথায়, রজারের দিকে তাকাল কটমট করে। তারপর থুথু ছিটাল।

হতাশায় এবং ক্রোধে অস্থির রজার বেড়ালটার এহেন আচরণে খুবই অপমান বোধ করল। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে হাঁক ছাড়তে শুরু করল সে, বেড়ালটাকে ভয় দেখাচ্ছে। রজারের চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল ইয়ানির। চোখ মেলে চাইল সে, প্রবল বেগে দুলে উঠল চেয়ার, হাত বাড়িয়ে ভারসাম্য রক্ষার বৃথাই চেষ্টা করল ইয়ানি। দড়াম করে চারটি পা নিয়ে মেঝের ওপর পড়ল চেয়ার।

'ওরে আমার খোদা!' আঁতকে উঠল ইয়ানি। 'আমাকে বাঁচাও!'

উদভ্রান্ত চোখে চারপাশে চাইল সে, আবিষ্কার করল চিৎকারের উৎস। তারপর গ্যারীর দিকে নজর গেল। তিনি উঠে বসেছেন দেয়ালের ওপর।

ইয়ানিকে মিষ্টি হাসি দিলেন গ্যারী, যেন কিছুই হয়নি এমন ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলেন ভাল ঘুম হয়েছে কিনা। উঠে দাঁড়াল ইয়ানি, মুচকি হেসে খানিকক্ষণ চুলকে নিল পেট।

'অ, ছোট সাহেব, আপনি।' বলল ইয়ানি, 'আপনিই তাহলে আমার ঘুমের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছেন। বসুন, বসুন।' ধুলো ঝেড়ে গ্যারীকে পেতে দিল চেয়ার। 'আপনাকে দেখে খুব খুশি হয়েছি, ছোট সাহেব। এসেছেন ভাল হয়েছে। এক সাথে আমরা এখন খাব, পান করব। কি বলেন? যা গরম পড়েছে! বোতলখোলা গরম একেই বলে।'

মস্ত হাই তুলল ইয়ানি, দাঁত নেই তার। বাচ্চাদের মত মাঢ়ী। তারপর ঘরের দিকে ফিরে চেঁচাতে লাগল, 'আফ্রোদিতি... আফ্রোদিতি...ওঠ, বুড়ি...বিদেশী মেহমান এসেছেন...ছোট সাহেব... কিছু খাবার দিয়ে যা...শুনছিস?'

'শুনছি গো শুনছি,' ভোঁতা কণ্ঠ শোনা গেল বন্ধ দরজার পেছন থেকে।

খিকখিক হাসল ইয়ানি, মোচে তা দিতে দিতে কাছের জলপাই ঝোপের দিকে পা বাড়াল। আড়াল হয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্যে। তারপর ট্রাউজারের বোতাম লাগাতে লাগাতে ফিরে এল, বসল গ্যারীর পাশে।

'আজ গাস্তরিতে যাবার কথা ছিল ছাগলগুলোকে নিয়ে। কিন্তু এমন গরম পড়েছে···পাথর তেতে আছে তাপে। পাথরে ঘষে সিগারেট জ্বালাতে পারবেন। তাই আর বেরুইনি। বসে বসে টাকি'র পাঠানো নতুন সাদা মদ গিলেছি। খোদা, কি স্বাদ···ড্রাগনের রক্তের মত তেজী আর মাছের মত কোমল···আহ, কি মদ! তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি টেরই পাইনি!'

বুক কাঁপিয়ে শ্বাস ফেলল ইয়ানি, পকেট হাতড়ে তামাকের টিন আর পাতলা সিগারেটের কাগজ বের করল। কাগজে তামাক পুরে, তারপর মুড়ে দ্রুত সিগারেট বানিয়ে ফেলল। মস্ত একটা টিনের লাইটার জ্বালল ইয়ানি। সিগারেট ধরিয়ে চুপচাপ কিছুক্ষণ ধোঁয়া ছাড়ল। ফের পকেটে হাত ঢোকাল, বের করে আনল জলপাই তেল ভরা ছোট একটা বোতল। 'দেখুন আজ সকালে পাথরের নিচ থেকে এই শয়তানটাকে ধরেছি। দারুণ জিনিস। জাত যোদ্ধা।'

বোতলটার ছিপি শক্ত করে আটকানো। সোনালি তেলের তলানিতে, গাদের ওপর শুয়ে আছে চকলেট-বাদামী রঙের একটা বিছা। ওটার লেজ পিঠের ওপর খাড়া হয়ে আছে তরবারির মত। মরে গেছে বিছাটা শ্বাস বন্ধ হয়ে। লাশের চারপাশে ফিকে রঙের খড়ের মত কি যেন।

'দেখেছেন,' বলল ইয়ানি। 'ওটা ওর বিষ। বিষে ভরা ছিল ব্যাটা।'

গ্যারী জানতে চাইলেন বিছাটাকে তেলের মধ্যে চুরিয়ে রাখার অর্থ কি। আবার খিকখিক হাসল ইয়ানি, গোঁফে আরেকবার তা দিল। 'সারা জীবন এ সব জিনিস সংগ্রহ করার পরেও এটার অর্থ বুঝতে পারলেন না, ছোট সাহেব?' অবাক দেখাল তাকে। 'ঠিক আছে। বলছি তাহলে। এই বিষ আপনার কাজে লাগবে। প্রথমে বিছাটাকে জ্যান্ত অবস্থায় ধরতে হবে। তবে খুব সাবধানে, যেন গায়ে চাপটাপ না লাগে। তারপর ওটাকে জ্যান্ত অবস্থায়—আবার বলছি—জ্যান্ত অবস্থায় তেলের বোতলে ভরবেন। বোতলের মধ্যেই থাকবে ওটা। ওখানেই মরতে দিন

ওটাকে। তেলটা ইতিমধ্যে বিছার বিষে মাখামাখি হয়ে যাবে। এরপর যদি কোনদিন ওটার জাত ভাই (খোদা না করুক) আপনাকে কামড়ে দেয়, সাথে সাথে ক্ষতস্থানে তেল মালিশ করবেন। দেখবেন বিষের জ্বালা কমে যাবে। মনে হবে বিছার কামড় নয়, সামান্য কাঁটার আঘাত পেয়েছেন।'

এই অদ্ভুত তথ্য হজম করছেন গ্যারী, ইতিমধ্যে আফ্রোদিতি খাবার বোঝাই একটা টিনের ট্রে নিয়ে এল ঘর থেকে। আফ্রোদিতির ভাঁজ পড়া মুখখানা আপেলের মত লাল। ট্রেতে সে এক বোতল ওয়াইন, এক জগ পানি, এক প্লেট রুটি, জলপাই আর ডুমুর নিয়ে এসেছে।

গবগব করে খাবারগুলো সাবাড় করতে লাগলেন গ্যারী আর ইয়ানি। বুড়োর দাঁত না থাকলে কি হবে, শক্ত মাঢ়ী দিয়ে বড় বড় কামড়ে রুটি ছিঁড়ে খাচ্ছে। খাওয়া শেষে মুখ মুছল সাবধানে, দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আবার শুরু করল গল্প।

'এক লোককে চিনতাম আমি। আমার মতই মেষপালক। দূরের এক গ্রামে থাকত সে। এক দুপুরে, মদ গিলে বাড়ি ফিরছিল সে, হঠাৎ খুব ঘুম পেয়ে গেল তার। দারুচিনি গাছের নিচে ঘুমিয়ে পড়ল সে। এমন সময় পাতার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একটা বিছা, উঠে গেল কানের ওপর। জেগে গেল লোকটা। সাথে সাথে তাকে কামড়ে দিল বিছা।'

চরম মুহূর্তে নাটকীয় ভঙ্গিতে চুপ হয়ে গেল ইয়ানি, থুহ্ করে এক গাদা থুথু ফেলল দেয়ালে। আরেকটা সিগারেট বানাতে শুরু করল।

'কি আর বলব,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে শুরু করল ইয়ানি। 'খুবই দুঃখজনক ঘটনা…কতইবা বয়স ছিল ছেলেটার। ছোট বিছাটা কামড়ে দিল তার কানে…পুট করে…বেচারা লাফিয়ে উঠেছিল যন্ত্রণায়। তারপর পাগলের মত মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে দৌড়াতে শুরু করে সে জঙ্গলের মাঝ দিয়ে। ওহ্, ভয়ানক ব্যাপার। কেউ তার চিৎকার শুনতে পায়নি…কেউ না। ভয়ানক যন্ত্রণায় দৌড়াতে দৌড়াতে গ্রামে ছুটে আসছিল সে। কিন্তু বাড়ি পৌঁছুতে পারেনি। পরদিন তাকে আমরা মাঠে পড়ে থাকতে দেখি। কি হৃদয় বিদারক দৃশ্য! মাথায় একটা মাত্র কামড় খেয়েছিল বেচারা। তাতেই মগজ ফুলে ঢোল হয়ে গেছিল গর্ভবতী মেয়েদের মত।'

আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল ইয়ানি, তেলের বোতলটা আঙুলের ফাঁকে

ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, 'আমি কখনও পাহাড়ে ঘুমাই না। তবু যদি ভুল করে, বন্ধুর পীড়াপীড়িতে মদ খেয়ে ফেলি এবং বিপদটার কথা ভুলে যাই, সে-জন্যে সব সময় এ রকম একটা বোতল রাখি আমার সঙ্গে।'

তারপর আরও বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে ঘণ্টাখানেক গল্প চলল। কিন্তু গ্যারী আর মজা পাচ্ছিলেন না বলে উঠে পড়লেন। ইয়ানি আর তার বৌকে ধন্যবাদ দিলেন তাদের আতিথেয়তার জন্যে। ইয়ানি গ্যারীকে এক থোকা আঙুর দিল। রজারকে নিয়ে বাড়ির পথ ধরলেন ডুরেল। রজারের চোখ সেঁটে রইল মনিবের ফোলা পকেটে। গ্যারী পকেটে আঙুর রেখেছেন, দেখেছে সে। গ্যারী চালের ধারে একটা জলপাই ঝোপের নিচে বসলেন। জায়গাটা ঠাণ্ডা আর শেষ বিকেলের ছায়ায় প্রায় অন্ধকার। পকেট থেকে আঙুরের থোকাটা বের করলেন গ্যারী। নিজে খেলেন, ভাগ দিলেন রজারকে। আঙুরের বিচি ফেলতে লাগলেন চারপাশে। কল্পনায় দেখলেন কিছুদিন পর জায়গাটা ভরে গেছে আঙুর গাছে। খাওয়া শেষ হলে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন, চেয়ে রইলেন শেওলা ধরা চালের দিকে।

ছোট সবুজ একটা ঘাসফড়িং দেখলেন গ্যারী, লম্বা ম্লান মুখ। বিচলিত ভঙ্গিতে পেছনের পা চুলকাচ্ছে। শেওলা ধরা ডালে বসে আছে একটা শামুক। ধ্যানী মুনীর ভঙ্গি। অপেক্ষা করছে সন্ধ্যার শিশিরের জন্যে। দেশলাই কাঠির মাথার সাইজের গোলাপী উই শেওলার জঙ্গল থেকে বের হয়ে আসার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। 'এ একটা বিস্ময়কর জগৎ। গ্যারী মুগ্ধ হয়ে দেখছেন। চালের পুরোটাই শেওলা ঢাকা। শেওলা বিভিন্ন জায়গায় নানা আকার পেয়েছে। সবুজ শেওলা কোথাও শিলিং-এর মত গোল, কোথাও রঙ একদম ফ্যাকাসে। ঘন মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়া চাঁদের মত লাগল কিছু শেওলাকে। ছড়ানো ছিটানো। যেন কোন প্রাণী হেঁটে গেছে এখান থেকে, পায়ের ছাপ পড়েছে মাটিতে। কিন্তু প্রায় খাড়া এই চালে এ ভাবে পাগলের মত হাঁটাহাঁটি বা ছোটাছুটি করছে কে? ঝুঁকে শেওলাগুলো পরীক্ষা করলেন গ্যারী। উঁহু, পায়ের ছাপের মতও লাগছে না। গোল শেওলাসহ এক মুঠো ঘাস ছিঁড়লেন তিনি। ভেবেছিলেন শেওলার ভেতর পোকা-টোকা দেখতে পাবেন। তেমন কিছু চোখে পড়ল না। আবার ঝুঁকলেন তিনি। হঠাৎ গুড়গুড় করে উঠল পেটের ভেতরটা। উত্তেজনায় লাফ দিল হৃৎপিণ্ড। দারুণ একটা জিনিস দেখতে পেয়েছেন তিনি। যে জায়গা

থেকে শেওলা সহ ঘাস উপড়ে এনেছেন গ্যারী, ওখানে একটা ট্র্যাপডোর দেখা যাচ্ছে। ট্র্যাপডোরের মুখটা মখমলের সুতো দিয়ে আটকানো। হুবহু মাকড়সার জাল। জালের নিচে অন্ধকার একটা টানেল। উঁকি দিলেন গ্যারী। কিছু দেখতে পেলেন না। চুপচাপ বসে রইলেন তিনি। ভাবছেন এ রকম অদ্ভুত বাড়ি কারা বানিয়েছে? বোলতা-টোলতা নয় তো? কিন্তু গ্যারী কোনদিন শোনেননি বোলতা তার বাড়ির প্রবেশ মুখে গোপন দরজা বানায়। এ রহস্য তাঁকে ভেদ করতেই হবে। জর্জকে জিজ্ঞেস করলে হয়তো জানা যাবে। বাড়ির উদ্দেশ্যে ছুটলেন গ্যারী।

হাঁপাতে হাঁপাতে জর্জের বাড়ি পৌছুলেন গ্যারী, প্রচণ্ড এক ধাক্কা মেরে খুলে ফেললেন দরজা, পা বাড়ালেন ভেতরে।

জর্জ একা নয়, একজন সঙ্গীও আছে সাথে। চেয়ারে বসা লোকটিকে প্রথম দর্শনে জর্জের ভাই বলে মনে হলো গ্যারীর। কারণ জর্জের মত এ লোকটিরও থুতনিতে দাড়ি আছে, পরনে ওয়েস্টকোটের সাথে গ্রে ফ্লানেল সুট, ধবধবে সাদা শার্ট, টাই এবং পায়ে চকচকে পালিশ করা জুতো।

আগন্তুককে দেখে বিব্রত বোধ করলেন গ্যারী। ঘরের মধ্যে প্রায় ঢুকে পড়েছিলেন, দাঁড়িয়ে গেলেন দোরগোড়ায়। কৌতুকের দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাল জর্জ।

'গুড ইভনিং,' বলল সে। 'ঝড়ের গতিতে তোমার আগমন দেখে ধারণা করছি স্রেফ পড়াশোনা করার উদ্দেশ্যে আসোনি তুমি।'

ওদেরকে বিরক্ত করার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন গ্যারী, অরপর একটু আগের আবিষ্কার সম্পর্কে খুলে বললেন জর্জকে।

'ভাগ্যিস, তুমি এ মুহূর্তে এখানে উপস্থিত ছিলে, থিওডর,' জর্জ তাকাল দাড়িঅলা সঙ্গীর দিকে। 'এ ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করার দায়িত্ব তোমার মত দক্ষ লোককে দিতে চাই।'

'কি এমন দক্ষ লোক...' বিড়বিড় করল দাড়িঅলা।

'গ্যারী, ইনি হলেন ডক্টর থিওডর স্টেফানিডস,' পরিচয় করিয়ে দিল জর্জ। 'এমন কিছু নেই যা সে জানে না। তোমার মত সে-ও পাগলাটে প্রকৃতি-প্রেমিক। আর থিওডর, এ হলো জেরাল্ড ডুরেল।'

গ্যারী মৃদু গলায় বললেন, 'কেমন আছেন?' তাঁকে চমকে দিয়ে লাফ মেরে উঠে দাঁড়াল থিওডর, আরেক লাফে গ্যারীর সামনে, হ্যান্ডশেকের জন্যে বাড়িয়ে দিল ফর্সা হাত।

'তোমার সাথে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম,' যেন নিজের দাড়িকে উদ্দেশ্য করে কথাটা বলল থিওডর, লাজুক চোখে তাকাল গ্যারীর দিকে।

হ্যান্ডশেক করলেন গ্যারী, জানালেন তিনিও থিওডরের সাথে পরিচিত হয়ে খুশি। তারপর অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল তাদের মাঝে, কেউ কথা বলছে না, জর্জ মুচকি হাসছে ওদের দিকে তাকিয়ে।

'বেশ থিওডর,' অবশেষে নীরবতা ভাঙল সে, 'এই অদ্ভুত, গোপন প্যাসেজটা সম্পর্কে তোমার মতামত কি?'

কোমরের পেছনে হাত বাঁধল থিওডর, বার কয়েক বুড়ো আঙুলের ওপর ভর করে উঁচু হলো, জুতোর নিচে শব্দ হলো খড়মড় করে। 'আ...ইয়ে...' আস্তে আস্তে, সতর্কতার সাথে শব্দ বাছাই করল সে, 'আমার কাছে মনে হচ্ছে ওগুলো ট্র্যাপডোর মাকড়সার আস্তানা হতে পারে...আ...ইয়ে...এ ধরনের মাকড়সা কর্ফুতে প্রচুর রয়েছে...আমি নিজেই ত্রিশটি...না চল্লিশ প্রজাতির ট্র্যাপডোর মাকড়সার সন্ধান পেয়েছি।'

'ওগুলো তাহলে ট্র্যাপডোর মাকড়সা, অ্যাঁ?' জিজ্ঞেস করল জর্জ।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল থিওডর। সেটাই হওয়া স্বাভাবিক। তবে আমার ভুলও হতে পারে।'

আবার বুড়ো আঙুলের ডগায় ভর করে সিধে হলো সে জুতোয় বিচিত্র শব্দ তুলে, গ্যারীর দিকে তাকাল কৌতূহল নিয়ে।

'খুব বেশি দূরে না হলে ওগুলো আমরা একবার গিয়ে দেখে আসতে পারি,' প্রস্তাব দিল সে। 'মানে বলতে চাইছি, তোমার যদি বিশেষ কাজ না থাকে, আর জায়গাটা কাছেই হয়... '

গ্যারী জানালেন বেশি দূরে নয় জায়গাটা, কাছেই। পাহাড়ের ওপর।

'হুঁ' বলল থিওডর।

'ওকে নিয়ে এখন পাহাড় চড়ে বেড়িয়োনা, থিওডর,' বলল জর্জ।

'না, না। তা করব না,' বলল থিওডর। 'চলেই যাচ্ছিলাম। যাবার আগে ওদিকটাতে একটু ঢুঁ মেরে গেলে মন্দ হয় না।'

পরিষ্কার একটা টুপি মাথায় দিল সে, দোরগোড়ায় এসে হাত মেলাল জর্জের সাথে। 'চমৎকার চায়ের জন্যে ধন্যবাদ।' তারপর চট করে নেমে পড়ল রাস্তায়। গ্যারীকে নিয়ে হাঁটা দিল।

আড়চোখে থিওডরকে লক্ষ করতে লাগলেন গ্যারী। লোকটার

নাকটা খাড়া, হাসি হাসি মুখে সোনালি ছাই-রঙা দাড়ি। ঝোপের মত ভুরুর নিচের নীল চোখ জোড়ার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, কোনার দিকে কুঁচকে আছে চামড়া। লম্বা লম্বা পা ফেলে এগোচ্ছে সে, গুনগুনিয়ে গাইছে। পানি ভরা একটা ডোবার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল থিওডর, চোখ কুঁচকে তাকিয়ে রইল ওদিকে। খাড়া হয়ে উঠেছে দাড়ি।

'হুম্‌ম্‌,' আপন মনে বলল সে, 'ডাফনিয়া ম্যাগনা।'

বুড়ো আঙুল দিয়ে খ্যাচখ্যাচ করে দাড়ি চুলকাল থিওডর, আবার যাত্রা শুরু করল।

'দুর্ভাগ্যবশত,' বলল সে গ্যারীকে, 'আমার কয়েকজন বন্ধুর সাথে দেখা করতে আসছিলাম বলে কালেক্টিং ব্যাগটা নিয়ে আসতে পারিনি। এখন খারাপই লাগছে। কারণ ডোবাটার মধ্যে চিত্তাকর্ষক কিছু জিনিস বোধহয় ছিল।'

মসৃণ পথ শেষে পাথুরে, ছাগল চড়া রাস্তায় এসে পৌঁছুল ওরা। এবড়োখেবড়ো রাস্তা দিয়ে হয়তো যেতে চাইবে না কেতাদুরস্ত থিওডর, ভাবলেন গ্যারী। কিন্তু গুনগুন করে গাইতে গাইতে সে দিব্যি গ্যারীর সাথে হাঁটতে লাগল। অবশেষে আবছা অন্ধকার জলপাই ঝোপের ধারে চলে এল ওরা। ল্যারী থিওডরকে দেখালেন রহস্যময় ট্র্যাপডোরটা।

উঁকি দিল থিওডর, সরু হয়ে এল চোখ।

'আ হা,' বলল সে, 'আচ্ছা...হুম্‌ম্‌...আচ্ছা।'

ওয়েস্টকোটের পকেট থেকে ছোট একটা পেন নাইফ বের করল থিওডর, ফলার ডগাটা আস্তে ঢুকিয়ে দিল ছোট দরজাটার মধ্যে, উঁচু করে ধরল।

'হুম্‌ম্‌, আচ্ছা,' আপন মনে বকে চলল সে, 'স্টেনিজা।'

টানেলের মধ্যে উঁকি দিল থিওডর, তারপর ট্র্যাপডোরটা ছেড়ে দিল।

'হুঁ, এটা ট্র্যাপডোর মাকড়সার আস্তানাই বটে,' বলল সে। 'তবে এটাকে ঘরমুখো বলে মনে হলো না। এ মাকড়সারা তাদের পা মানে থাবা দিয়ে ট্র্যাপডোর আঁকড়ে ধরে থাকে। এসব ট্র্যাপডোর খুব সাবধানে খুলতে হয়। নয়তো ক্ষতি হয়ে যাবার সমূহ সম্ভাবনা...ছেলে এবং মেয়ে উভয় মাকড়সা আস্তানা তৈরি করে। তবে পুরুষরা বানায় ছোট বাসা।'

গ্যারী বললেন তিনি এরকম অদ্ভুত প্রাণী দ্বিতীয়টি দেখেননি।

'আ হা!' বলল থিওডর, 'অদ্ভুত তো বটেই। একটা ব্যাপার ভেবে,

খুব অবাক হই মেয়ে মাকড়সাটা কিভাবে বুঝতে পারে যে পুরুষটা তার কাছে আসবে।'

এ ব্যাপারটা যে গ্যারীর জানা নেই তা তাঁর চোখের ফাঁকা দৃষ্টি দেখেই বোঝা গেল। কাজেই মহা উৎসাহে মাকড়সার গল্প শুরু করে দিল থিওডর। গল্প শেষ হতে হতে প্রায় সন্ধ্যা। এরপর বিদায়ের পালা। যাবার সময় থিওডর লাজুক মুখে তার জুতোর দিকে তাকিয়ে গ্যারীকে বলল, 'বিদায়। তবে তোমার সঙ্গ আমি খুব উপভোগ করেছি।'

কয়েক মুহূর্ত বিরতি। থিওডরের চেহারা লালচে দেখাচ্ছে। গ্যারী লক্ষ করেছেন এ মানুষটি অতি সামান্য ব্যাপারেও কিরকম যেন বিব্রত হয়ে ওঠে। জুতোর দিকে তাকিয়ে রইল সে অনেকক্ষণ। তারপর হাত বাড়িয়ে দিয়ে গ্যারীর সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে।

'বিদায়,' আবার বলল সে। 'আ-ইয়ে…আশা করি আবার দেখা হবে।'

ঘুরে দাঁড়াল থিওডর, নামতে শুরু করল ঢাল বেয়ে। হাতের ছড়ি দোলাতে দোলাতে। যতক্ষণ তাকে দেখা যায়, তাকিয়ে রইলেন গ্যারী। তারপর বাড়ির পথ ধরলেন। ফেরার পথে মানুষটার কথাই ভাবলেন। থিওডরকে তাঁর খুব ভাল লেগে গেছে। দাড়ি দেখলেই মনে হয় উনি বিখ্যাত একজন বিজ্ঞানী। প্রাণিবিদ্যার প্রতি গ্যারীর মতই আগ্রহ থাকার কারণে লোকটার প্রতি আরও বেশি আগ্রহ অনুভব করছেন তিনি। তাছাড়া থিওডর এমনভাবে গ্যারীকে গুরুত্ব দিয়ে কথা বলেছে যেন তারা সমবয়েসী। এ ব্যাপারটাই গ্যারীকে সবচে' মুগ্ধ করেছে। থিওডরের সাথে আবার দেখা করতে খুব ইচ্ছে করল তাঁর। কিন্তু ব্যস্ত মানুষটা কি গ্যারীর মত ছোট একটা ছেলের কথা মনে রাখবে? হয়তো ভুলেই যাবে।

গ্যারীর ধারণা ভুল। দিন দুই পরে লেসলি শহর থেকে এল, ছোট ভাইর হাতে ধরিয়ে দিল ছোট একটা পার্সেল।

'ওই দাড়িঅলা বিজ্ঞানীর সাথে দেখা হয়েছিল,' ঠাট্টার সুরে জানাল লেসলি। 'এটা তোকে দিতে বলেছে।'

অবিশ্বাসের চোখে পার্সেলটার দিকে তাকিয়ে রইলেন গ্যারী। সত্যি এটা তাঁর জন্যে? কোন ভুল হয়নি তো? থিওডরের মত বিখ্যাত বিজ্ঞানী গ্যারীর জন্যে পার্সেল পাঠাবে কেন? পার্সেলটা উল্টে দেখলেন

গ্যারী। ওটার গায়ে পরিষ্কার অক্ষরে লেখা তাঁর নাম। দ্রুত র‍্যাপিং পেপারটা ছিঁড়ে ফেললেন তিনি। ভেতরে ছোট একটা বাক্স এবং একটি চিঠি।

প্রিয় গ্যারী ডুরেল,

সেদিন আমাদের আলোচনার পরে ভাবছিলাম প্রাকৃতিক ইতিহাস সম্পর্কে তোমার এত কৌতূহল যখন, তখন তোমাকে উৎসাহিত করে তোলার জন্যে আমার কিছু করা দরকার। তাই এই পকেট মাইক্রোস্কোপটি পাঠালাম। আশা করি এটি তোমার কাজে লাগবে। যন্ত্রটি খুব উঁচুমানের না হলেও তোমার কাজ চলে যাবে।

শুভেচ্ছাসহ
তোমার বিশ্বস্ত
থিও. স্টেফানিডুস

বি: দ্র: বিষ্যুদবার বিশেষ কাজ না থাকলে আমার বাড়িতে এক কাপ চা খেয়ে যেয়ো। তোমাকে আমার কিছু মাইক্রোস্কোপ স্লাইডও দেখাতে পারব।

সাত

বিদায় নেয়া গ্রীষ্মের শেষ দিনগুলো এবং উষ্ণ ও ভেজা শীত বিকেলে থিওডরের সাথে প্রতি হপ্তায় চা পান করাটা যেন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল জেরাল্ড ডুরেলের। প্রতি বিষ্যুদবার যান তিনি থিওডরের বাড়িতে, স্পাইরোর গাড়ি চড়ে ফিরে আসেন। তখন তাঁর পকেট ফুলে থাকে দেশলাইয়ের বাক্স আর নানা নমুনাতে বোঝাই টেস্ট-টিউবে। থিওডরের বাড়িতে চা পানের দাওয়াত কোন কিছুর বিনিময়ে ত্যাগ করতে রাজি নন গ্যারী।

থিওডর গ্যারীকে সরাসরি তার পড়ার ঘরে নিয়ে যায়। এ ঘরটি গ্যারীর দারুণ পছন্দ। তাঁর চোখে স্টাডি রুম এমন হওয়াই উচিত। দেয়াল সমান লম্বা বুক শেলফে থরে থরে বই সাজানো। জীব বিজ্ঞান, প্রাণী বিজ্ঞান, জ্যোতিষশাস্ত্র, মেডিসিন, লোক সাহিত্য কি নেই

সেখানে। সব লেটেস্ট এডিশন। এ ছাড়াও আছে ভূত এবং ক্রাইম স্টোরীর দারুণ সংগ্রহ। থিওডরের বইয়ের তাকে তাই শার্লক হোমসের সাথে চার্লস ডারউইনের গা ঘেঁষাঘেঁষি অবস্থান, লিফানু এবং ফেবার চমৎকার সহাবস্থান করে আছেন। জানালার এক ধারে দাঁড় করানো থিওডরের টেলিস্কোপ। ওটার নাক চিৎকার করা কুকুরের নাকের মত খাড়া হয়ে আছে আকাশের দিকে মুখ তুলে।

প্রতিটি জানালার চৌকাঠের নিচে অসংখ্য কাঁচের জার এবং বোতল। তাতে হরেক রকম জলজ তাজা উদ্ভিদ এবং সামুদ্রিক আগাছা। ঘরের আরেক কোণে প্রকাণ্ড এক ডেস্ক, তাতে পাহাড় সমান উঁচু স্ক্র্যাপ বুক, মাইক্রো-ফটোগ্রাফ, এক্স-রে প্লেট, ডায়েরী, নোট বই ইত্যাদি। ঘরের বিপরীত দিকে মাইক্রোস্কোপ টেবিল, তাতে শক্তিশালী বাতি লাগানো। বাতিটা পদ্ম ফুলের মত ঘাড় বাঁকা করে তাকিয়ে আছে টেবিলে রাখা অসংখ্য সমতল বাক্সের দিকে। বাক্সগুলোতে থিওডরের স্লাইড। আর মাইক্রোস্কোপগুলো যেন জেল্লা ছড়াচ্ছে, কাঁচের গম্বুজগুলোকে লাগে মৌচাকের মত।

গ্যারী থিওডরের স্টাডি রুমে ঢুকলেই সে জিজ্ঞেস করবে, 'কেমন আছ?' তারপর হ্যান্ডশেক করে যথারীতি ব্যস্ত হয়ে পড়বে স্লাইড নিয়ে।

'আ…ইয়ে…তুমি জানো…তুমি আসার আগে স্লাইডগুলোতে একবার চোখ বোলাচ্ছিলাম,' শুরু করে থিওডর। 'একটা স্লাইড দেখে মনে হলো ওটা তোমাকে বেশ কৌতূহলী করে তুলবে। এটা একটা র‍্যাট ফ্লির মুখের অংশ বিশেষ…সেরাটোফিলাস প্যাসিয়াটাস, নামটা বোধহয় শুনেছ। এসো, মাইক্রোস্কোপ অ্যাডজাস্ট করে জিনিসটা দেখাই তোমাকে…ওই যে! …দেখতে পাচ্ছ? ভারি অদ্ভুত, না? প্রায় মানুষের মুখের মত দেখতে। এবার এই স্লাইডটা দেখো…এটা আরও অদ্ভুত…এটা হলো ক্রস স্লাইডার…

গ্যারী অত্যন্ত উৎসাহের সাথে মাইক্রোস্কোপে নানা রকম স্লাইড দেখেন। এক প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গে চলে যান, প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তোলেন থিওডরকে। সব প্রশ্নের জবাব দেয়া সম্ভব হয় না থিওডরের পক্ষে। তখন সে মোটা মোটা ভল্যুম নামিয়ে গ্যারীর প্রশ্নের জবাব খোঁজে।

কত যে বিচিত্র রকমের স্লাইড রয়েছে থিওডরের। একেকটি স্লাইড দেখায় সে গ্যারীকে আর মহা উৎসাহে ওটার ইতিহাস শুনিয়ে যায়।

'ওই যে দেখো একটা সাইক্লপস,' বলে থিওডর। 'সাইক্লপস ভিরিডিস...গতকালই গোভিনো থেকে ধরে এনেছি ওটাকে। এটা মহিলা সাইক্লপস...ওটার পেটে ডিমের থলে দেখতে পাচ্ছ?...ওদের সাইক্লপস বলা হয় কেন, জানো? গ্রীক পুরাণে সাইক্লপস নামে একচোখো দানো ছিল। এটারও কপালে সাইক্লপসের মত একটাই চোখ, তাই।'

স্লাইড দেখতে দেখতে চা আসে, সাথে ক্রীম মাখানো কেক আর মাখনের বাটিতে ডোবানো টোস্ট। আহা, কি স্বাদ তার! খেতে খেতে থিওডরের বক্তৃতা শোনেন গ্যারী।

'...মঙ্গলে জীবন নেই এ কথা হলফ করে বলা মুশকিল। আমার মতে, ওই গ্রহে জীবনের চিহ্ন আবিষ্কার হবার সম্ভাবনা যথেষ্টই। মঙ্গলে আমাদের একবার পৌছানো খুবই দরকার। তাই বলে এমনটি ভাবার অবকাশ নেই মঙ্গলের জীবন পৃথিবীর মতই হবে...'

ধীরে ধীরে, দার্শনিকের ভঙ্গিতে টোস্ট চিবোয় থিওডর, দাড়ি নড়তে থাকে, প্রতিটি নতুন বিষয় নিয়ে কথা বলার সময় আনন্দে ঝকমক করে চোখ। গ্যারীর ধারণা, থিওডরের জ্ঞান অসীম। পৃথিবীর এমন কোন বিষয় নেই যা থিওডর জানে না। যে কোন বিষয় উপস্থাপন করা হোক না কেন, থিওডর সে সম্পর্কে জ্ঞান গর্ভ বক্তৃতা দেবেই। মুগ্ধ হয়ে তার কথা শোনেন গ্যারী। নিচ থেকে স্পাইরোর গাড়ির হর্ন বারবার ভেসে এলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে উঠতে হয়।

'বিদায়,' গ্যারীর হাত ধরে তখন বলে থিওডর। 'তোমার সাথে চমৎকার একটি বিকেল কাটল। আবার আগামী বিষ্যুদবার দেখা হবে। আর ক'দিন পরেই বসন্ত আসছে। আমরা বসন্তের নির্মল বিকেলগুলোতে এক সাথে হেঁটে বেড়াতে পারি, নয় কি?'

বৃষ্টি হয়ে গেছে এক পশলা। সাঁঝ নেমেছে। স্পাইরো গাড়ি চালায় আর গুনগুনিয়ে সুর ভাঁজে। আর গ্যারী স্বপ্ন দেখতে থাকেন কবে এই বিশ্রী আবহাওয়া কেটে হেসে উঠবে বসন্ত, থিওডরের সাথে বিকেলের অভিযানে বেরিয়ে পড়তে পারবেন...

অবশেষে শীতের মুখ ভার করা আকাশ বিদায় নিল, ঝলমলে নীল নিয়ে উদ্ভাসিত হলো জানুয়ারি নাগাদ। তবে রাতগুলো আগের মতই স্থির এবং ঠাণ্ডা, এক চিলতে চাঁদের আলোয় সাগরের রুপোলি হয়ে ওঠার সুযোগ কমই মেলে। সূর্য ওঠার আগ পর্যন্ত ভোরগুলোকে মনে হয় ম্লান, বিষণ্ন। রেশম পোকার গুটির মত কুয়াশার পর্দা ঢেকে রাখে

গোটা দ্বীপ। সূর্যের সোনালি রশ্মি কুয়াশার আবরণটাকে ছিন্ন করে আলোয় ভরিয়ে দেয় চারদিক।

মার্চ নাগাদ পুরোপুরি এসে গেল বসন্ত। দ্বীপ ভরে গেল ফুলের গন্ধে, নতুন সবুজ পাতায়। শীতের বাতাসে হিসহিস শব্দ তোলা সাইপ্রেসের ঝাড় এখন সুঠাম শরীর নিয়ে সটান দাঁড়িয়ে থাকে আকাশ পানে মুখ তুলে। গাছের শিকড়ের ফাঁকে আর নদীর তীরে থোকায় থোকায় ফুটে থাকে হলুদ রঙের, তেলতেলে এক ধরনের ফুল। সুগন্ধি চিরহরিৎ গুল্মের নিচে ম্যাজেন্টা রঙের চিনির দানার মত কুঁড়ি মেলে লিলি। বায়ুপরাগী ফুলের গাছ, অল্প বাতাসেই হেলে পড়ে এদিক-ওদিক, রুপালি ফুল নিয়ে বাতাসে দুলতে লাগল। দূর থেকে মনে হয় যেন ওয়াইনে চোবানো হয়েছে গাছগুলোকে। কলাই, মেরী গোল্ড, রজনীগন্ধাসহ হাজারো রকমের ফুলের বন্যায় যেন ভেসে গেল মাঠ-প্রান্তর-জঙ্গল। জঙ্গলের জল ভরা গর্তে ব্যাঙ ডাকে মনের সুখে। গ্রামের কফি শপের ওয়াইনের রং যেন আরও লাল, আরও সুস্বাদু, দ্বীপবাসীর মনেও বসন্তের রং লাগে।

বসন্ত জেরাল্ড ডুরেলদের পরিবারকেও প্রভাবিত করল নানাভাবে। ল্যারী একটা গিটার আর বড় এক ব্যারেল কড়া লাল মদ কিনে ফেলল। সারাক্ষণ গিটার বাজিয়ে চড়া সুরে প্রেমের গান গায়। তবে গানের কথায় বিরহ ব্যথার ছাপ্ পরিষ্কার। বসন্ত তার কাছে নতুন বছরের আগমন নয়, পুরানো বছরটির মৃত্যু মাত্র। মা'র মাঝেও কি ভাবান্তর ঘটে। একদিন তিনি ঘোষণা দেন মৃত্যুর পর তাঁকে যেন এ দ্বীপের গোলাপ ঝাড়ের নিচে কবর দেয়া হয়। অবশ্য মা এর আগে আরও বেশ কয়েকবার মৃত্যু প্রসঙ্গে প্রত্যন্ত কোন এলাকায় তাঁকে সমাধিস্থ করার কথা বলেছেন।

মা'র কাছে বসন্ত মানে নিত্য নতুন শাকসব্জির ব্যঞ্জন তৈরির ঋতু। এখন প্রতিদিনই রান্নাঘর থেকে নতুন নতুন রান্নার সুগন্ধ ভেসে আসে। কিন্তু হঠাৎ কি হলো, অজীর্ণ রোগে ধরল ল্যারীকে। তাই বলে খাওয়া দাওয়ার পরিমাণ কমল না তার। তবে খাওয়ার পর হজমি লবণের স্বাদ নেয়া তার নিত্য রুটিনে দাঁড়াল। ল্যারীর যুক্তি, অজীর্ণ হলেও সে খাচ্ছে কারণ না খেলে মাকে অপমান করা হবে। মা এত কষ্ট করে রান্না করেন! মার্গো বলল বেশি খেয়ে মোটা হয়ে যাচ্ছে ল্যারী।

প্রতিবাদ করল ল্যারী, 'বোকার মত কথা বলিস না। আমি কি সত্যি মোটা হয়ে যাচ্ছি, মা?'

'সামান্য ওজন বেড়েছে বলে তো মনেই হচ্ছে,' মা সমালোচকের দৃষ্টিতে ছেলেকে দেখতে দেখতে বলেন।

'তাহলে এটা তোমার কারণেই হচ্ছে,' বলে ল্যারী। 'তুমি তোমার সুস্বাদু খাবারের লোভ দেখিয়ে আমার এমন দশা করে চলেছ। আমার আসলে এখন ডায়েট করা দরকার। ভাল ডায়েট কি হবে আমার জন্যে বলো তো?'

প্রিয় বিষয় নিয়ে কথা বলার সুযোগ পেয়ে উৎসাহী হয়ে ওঠে মার্গো। 'একটা কাজ করতে পারো, ভাইয়া। কমলার রস আর সালাদ খেতে পারো। দারুণ স্বাদ। সেই সাথে দুধ আর কাঁচা সব্জিও চলতে পারে। আর সেদ্ধ মাছ এবং একখানা বাদামী রুটিতেও অসুবিধে নেই। তবে শেষের জিনিসগুলো কেমন হবে জানি না। কারণ ওগুলো দিয়ে এখনও চেষ্টা চালাইনি।'

'এই তোর ডায়েট!' আঁতকে ওঠে ল্যারী।

'হ্যাঁ,' উৎসাহ কমে না মার্গোর। 'খুব ভাল ডায়েট। আমি কমলার রস খেয়ে ব্রন সমস্যায় খুব উপকার পেয়েছি।'

কিন্তু মার্গোর ডায়েটের প্রতি আগ্রহ অনুভব করল না ল্যারী। সে আগের মত হজমি লবণ খেয়ে যেতে লাগল।

বসন্ত মার্গোর মনে ভালই রং-এর দোলা দিল। তার বেডরুম বোঝাই হয়ে গেল ধোয়া, ইস্তিরি করা জামা-কাপড়ে। একেক সময় একেক জামা পরে, গা ভর্তি সেন্ট মেখে বাড়ির চারপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আর সুযোগ পেলেই ঢুকে পড়তে লাগল বাথরুমে। বাথরুম যেন তার বেডরুম হয়ে উঠল। একবার ঢুকলে আর বেরুতে চায় না। পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা দমাদম দরজা পিটে যখন ক্লান্ত, মার্গো সেই সময় তৃপ্তির হাসি নিয়ে বাথরুম থেকে বেরোয়।

মার্গো এখন প্রায়ই সাগরে যায় স্নান করতে। একদিন সাঁতার কাটতে গিয়ে এক সুদর্শন তুর্কী তরুণের সাথে পরিচয় হলো তার। কিন্তু ব্যাপারটা পরিবারের কাউকে জানাল না মার্গো। পরে অবশ্য মার্গো বলেছে সে ইচ্ছে করেই তুর্কী তরুণের কথা বলেনি। ভেবেছে ছেলেটার ব্যাপারে কেউ কোন আগ্রহ প্রকাশ করবে না। স্পাইরো প্রথমে ব্যাপারটা আবিষ্কার করল। এক সকালে সে চলে এল বাড়িতে। মা তখন রান্নাঘরে ব্যস্ত। স্পাইরো চারপাশে সতর্ক নজর বুলিয়ে, কেউ আশপাশে নেই বুঝতে পেরে গম্ভীর মুখে মা'কে খবরটা দিল।

'আপনেরে খবরটা জানাইতে কষ্ট হইতাছে,' বলল স্পাইরো ঘোঁৎ

ঘোঁৎ করে। 'কিন্তু ভাবলাম আপনার কাছে এই খবর গোপন করা ঠিক না।'

স্পাইরোর ষড়যন্ত্রের ভঙ্গিতে কথা বলার ঢঙের সাথে মা এতদিনে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। পরিবার নিয়ে কিছু বলতে এলে তাই তিনি উদ্বেগ বোধ করেন না। স্বাভাবিক গলায় জানতে চাইলেন, 'হয়েছে কি, স্পাইরো?'

'মার্গো মেমসাবরে নিয়া কতা...' দুঃখী দুঃখী গলায় বলল সে।

'কি হয়েছে বলবে তো?'

স্পাইরো অস্বস্তি নিয়ে এদিক-ওদিক তাকাল। তারপর মা'র কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'আপনি জানেন সে একটা ছ্যাড়ার লগে দেহা করে?'

'ছ্যাড়া? ওহ্...হ্যাঁ, জানি তো আমি,' অম্লানবদনে মিছে কথা বলেন মা।

ট্রাউজারটা টেনেটুনে পেটের ওপর তুলল স্পাইরো, ঝুঁকে এল সামনের দিকে।

'ছ্যাড়াডা যে তুর্কী হেইডা জানেন?' রাগে হিম শোনাল তার কণ্ঠ।

'তুর্কী?' মা বললেন অস্পষ্ট গলায়। 'না, জানতাম না সে তুর্কী।' কিন্তু তাতে কি হয়েছে?'

আতঙ্কিত দেখাল স্পাইরোকে।

'এইডা কি কইলেন, মা জননী।—তাতে কি হইছে! ছ্যাড়াডা তুর্কী। আর তুর্কী ছ্যাড়াগো আমি মোটেও বিশ্বাস করি না। তারা মাইয়া মানুষের গলায় ছুরি চালাইতে পারে। আপনের মাইয়ার গলায়ও বসাইব। আল্লার কসম, মিসেস ডুরেল, মেমসাবরে ওই ছ্যাড়ার লগে দরিয়ায় যাইতে দিয়েন না। বিপদ হইবে।'

'ঠিক আছে, স্পাইরো,' মোলায়েম গলায় বললেন মা। 'আমি এ ব্যাপারে মার্গোর সাথে কথা বলব।'

'ভাবলাম ব্যাপারটা আপনেরে জানানো দরকার তাই জানাইলাম। তয় চিন্তা কইরেন না...ছোট মেমসাবের কোন ক্ষতি করার চেষ্টা করলে হারামজাদা তুর্কীরে মাটির নিচে পুঁইতা ফালামু।' স্পাইরো অভয় দিল মাকে।

মার্গো সাগর-সৈকত থেকে ফেরার পর মা থমথমে মুখে স্পাইরোর কথা বললেন। তারপর হেসে ফেলে তুর্কীকে চায়ের দাওয়াত দিতে বললেন। খুশি হয়ে গেল মার্গো। পরদিনই ছুটল সে তুর্কীকে দাওয়াত

দিতে। মা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের পইপই করে বলে দিলেন মার্গোর বয়ফ্রেন্ড এলে কেউ যেন উল্টোপাল্টা কথা না বলে। তিনি তুর্কীর জন্যে পিঠা আর স্কোন (এক ধরনের নরম কেক) বানিয়ে রাখলেন।

তুর্কী তরুণ এল পরদিন বিকেলে। বেশ লম্বা সে, মাথায় ঢেউ খেলানো চুল, ঠোঁটে অমায়িক হাসি। মা'র সাথে হ্যান্ডশেক করে হাতখানা ছোঁয়াল ঠোঁটে, বাড়ির অন্যান্যদের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসল। মা তুর্কীর ব্যবহারে মুগ্ধ। সাথে সাথে কেক আর পিঠা নিয়ে এলেন। মার্গো ঘোষণা করল তুর্কী এখানে ছুটি কাটাতে এসেছে। যেন ছুটি কাটাতে আসাটা একটা সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার।

তুর্কীর সাথে টুকটাক কথা চলল। কিছুক্ষণের মধ্যে সবাই অবশ্য বুঝে ফেলল নিজেকে জাহির করার অভ্যাস আছে ছেলেটার। ল্যারী লেখালেখি করে শুনে সে বলল, 'চেষ্টা করলে মনে হয় আমিও ভাল লিখতে পারব।'

মার্গো জানাল তুর্কী খুব ভাল সাঁতার জানে। মার্গোর কথায় উৎসাহিত হয়ে উঠল তরুণ। আর কি কি পারে তার ফিরিস্তি দিতে শুরু করল।

'ভয়ডর বলে আমার কিছু নেই,' বলল সে। 'সাঁতারু হিসেবে আমি অসাধারণ। তাই আমার পানিকে ভয় নেই। আমি খুব ভাল রাইডার। তাই ঘোড়ায় চড়তেও ভয় পাই না। এত ভাল নৌকা চালাতে জানি যে ঝড়ঝঞ্ঝা কিছুই গ্রাহ্য করি না।'

সেদিনের টি-পার্টির ফল হলো এই–পরদিনই মার্গোকে নিয়ে সিনেমায় যাবার প্রস্তাব দিল তুর্কী। ইভনিং শোতে ছবি দেখবে।

'যাব আমি?' মা'র কাছে অনুমতি চাইল মার্গো।

'যেতে চাইলে যাবি,' বললেন মা। 'তবে তোকে একা ছাড়ব না। আমিও যাব সাথে।'

'তাহলেই জমবে মজা,' ফট্ করে মন্তব্য করল ল্যারী।

'উঁহু, তোমাকে যেতে হবে না,' প্রতিবাদ করল মার্গো। 'ওর কাছে ব্যাপারটা ভাল লাগবে না।'

'লাগতে হবে,' বললেন মা। 'নইলে তোরও যাওয়া হবে না।'

কাজেই মাকে নিতে হলো মার্গোর। পরদিন সন্ধ্যায় সেজেগুজে মা-মেয়ে বেরিয়ে গেল সিনেমা দেখতে।

শহরে সবেধন সিনেমা হল একটাই। রাত দশটার মধ্যে শো শেষ

হবার কথা। ল্যারী, লেসলি এবং গ্যারী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে রইলেন ওদের জন্যে। ওঁরা ফিরলেন রাত দেড়টায়। ঘরে ঢুকেই ধপ করে বসে পড়লেন চেয়ারে। দু'জনের চেহারাতেই ক্লান্তির ছাপ।

'ফিরতে পারলে তাহলে?' হাঁপ ছাড়ল ল্যারী। অপেক্ষা করে করে সেও ক্লান্ত। বলল, 'আমরা ভেবেছিলাম তোমরা ওই ছোকরার সঙ্গে কেটে পড়েছ। ভেবেছি তুরস্কের রাস্তায় এতক্ষণে উটের পিঠে দাপড়ে বেড়াচ্ছ।'

মা ল্যারীর ঠাট্টা গায়ে মাখলেন না। জুতো খুলতে খুলতে তেতো গলায় বললেন, 'আর যদি গেছি কোনদিন ছোঁড়ার সাথে সিনেমা দেখতে।'

'কেন কি হয়েছে?' গলা বাড়িয়ে জানতে চাইল লেসলি।

'আর বলিস না। ভোগান্তির একশেষ,' বলল মার্গো। 'আরেকটু হলে পাগল হয়ে যেতাম।'

'ছোঁড়া আমাদের নিয়ে সবচে' কম দামের সীটে বসিয়েছে। পর্দার একেবারে সামনে,' বললেন মা। 'মাথা ধরে গেছে আমার। মনে হচ্ছিল মাছের গাদার মধ্যে পড়ে গেছি। এত চাপাচাপি, শ্বাসই নিতে পারছিলাম না। আর এর মধ্যে যন্ত্রণার ষোলোকলা পূর্ণ করতে আমার ব্লাউজের মধ্যে ঢুকে গেল একটা মাছি। হাসিস না। হাসিস না, ল্যারী। হাসির কিছু নেই। কি করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। ব্লাউজের মধ্যে ফরফর করে হেঁটে বেড়াচ্ছিল বদমাশটা। লোক হাসার ভয়ে ব্লাউজের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে চুলকাতেও পারছিলাম না। বার বার পিঠ চেপে ধরছিলাম সীটের সাথে। ছেলেটা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছে ব্যাপারটা। কারণ চোরা চোখে বার বার অদ্ভুত দৃষ্টিতে দেখছিল আমাকে। তারপর বিরতির সময় কি যেন একটা টার্কিশ মিষ্টি নিয়ে এল সে। খেতে গিয়ে চিনিতে মাখামাখি হয়ে গেল শরীর। মিষ্টি খেয়ে লেগে গেল পিপাসা। দ্বিতীয় ইন্টারভ্যালে ছোকরা ফিরে এল ফুলের তোড়া নিয়ে। সিনেমা হলের মধ্যে ইয়া বড় ফুলের তোড়া। চিন্তা করতে পারিস! ওই যে!'

টেবিলের দিকে ইঙ্গিত করলেন মা। রঙিন ফিতে দিয়ে বাঁধা বেশ বড় একটা ফুলের তোড়া।

'এটা নাকি আমার জন্যে,' মা বললেন।

'আসল যন্ত্রণার কথা তো তোরা এখনও শুনিসইনি,' বলল মার্গো। 'বাড়ি ফিরতে যে কি ঝামেলা হয়েছে!'

'ঠিক তাই!' সায় দিলেন মা। 'সে এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। সিনেমা

হল থেকে বেরিয়ে গাড়ি নিয়ে ফিরব ভাবছিলাম। কিন্তু তুর্কী চট্‌ করে একটা টাঙায় উঠে বসল। ঘোড়ার গাড়িটার সীট থেকে বিশ্রী দুর্গন্ধ বেরুচ্ছিল। আর ক্লান্ত, রোগা ঘোড়াগুলো গাড়ি টানতেও পারছিল না ঠিকমত। পথ যেন আর ফুরায় না। ওদিকে তিড়বিড় করে সারা শরীর চুলকাচ্ছে, তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ। আর গাধাটা মার্গোর দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছিল আর তুর্কী ভাষায় প্রেমের গান গাইছিল। ইচ্ছে করছিল চড় বসিয়ে দেই। মনে হচ্ছিল এ পথ আর ফুরোবে না। পাহাড়ের নিচে আসার পরেও ছোকরা আমাদের ছাড়তে চাইল না। লম্বা একটা লাঠি দুলিয়ে বলল এত রাতে জঙ্গলের মাঝ দিয়ে একা চলা নিরাপদ নয়। যাহোক, ওকে অনেক কষ্টে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বিদায় করেছি। ছোঁড়াকে চলে যেতে দেখে কি যে আনন্দ লাগছিল কি আর বলব তোদের। ভয় পাচ্ছিলাম বাড়ি পর্যন্ত বয়ে না আসে। তবে মার্গো, তোকে সাবধান করে দিচ্ছি, ভবিষ্যতে বয়ফ্রেন্ড নির্বাচনের ব্যাপারে সতর্ক থাকবি। আমি এমন ঝামেলা কিন্তু বারবার পোহাতে পারব না।'

আট

স্ট্রবেরী পিংক ভিলায় জেরাল্ড ডুরেল পরিবার বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে বসেছেন, একদিন ফেঁকরা বাধাল বড় ভাই ল্যারী। সে তার বন্ধুদের চিঠি লিখে দ্বীপে আসার দাওয়াত দিয়ে দিল কাউকে কিছু না জানিয়ে। সমস্যা হলো বাড়িটি অমন বড় নয় যে এক গাদা লোক থাকা যাবে। এটা ল্যারীও বুঝতে পারছিল। তাই একদিন সকালে মাকে ডেকে সে নিরাসক্ত গলায় বলল, 'আমার ক'জন বন্ধুবান্ধবকে আসতে লিখেছি। ওরা ক'টা দিন থাকবে এখানে।'

'বেশ তো,' অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে জবাব দিলেন মা।

'ভাবলাম জ্ঞানী-গুণী মানুষের সঙ্গ পেলে ভালই লাগবে। এখানে তো জীবন একদম নিস্তরঙ্গ।'

'বিদ্বান হলে আপত্তি নেই। তবে আঁতেল না হলেই বাঁচি।'

'ধ্যাত. কি যে বলো তুমি! ওরা আঁতেল হতে যাবে কেন? ওরা খুব

সাধারণ, মজার মানুষ। আর আঁতেলদের তুমি এত ডরাও কেন বুঝতে পারি না।'

'কারণ আঁতেলদের আমার পছন্দ নয়,' ঝাঁঝিয়ে উঠলেন মা। 'আমি নিজে আঁতেল নই। আঁতেলদের মত কবিতা আওড়াতে পারি না, নাটকীয় ভঙ্গিতে কথাও বলতে জানি না। কিন্তু আমি তোর মা। আর তুই হচ্ছিস সাহিত্যিক মানুষ। কাজেই তোর বন্ধুরা হয়তো ধরে নেবে আমি তাদের সাথে সাহিত্য নিয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় মেতে উঠব। আমি রান্নায় ব্যস্ত থাকব আর সেই সময় যদি কেউ আঁতেল মার্কা প্রশ্ন করে, আমার কিন্তু মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে যাবে আগেই বলে রাখলাম।'

'তোমার সাথে কেউ সাহিত্য নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছে না,' মুখ ভার করল ল্যারী। 'তবে আমার মনে হয় সাহিত্যিক ছেলের মা হিসেবে তোমার সাহিত্য সম্পর্কে ন্যূনতম আকর্ষণ এবং আগ্রহ থাকা উচিত। এত ভাল ভাল বই আছে আমার। অথচ তোমার বিছানা দেখি রন্ধনপ্রণালী, কিভাবে বাগান করবেন আর হাবিজাবি গোয়েন্দা গল্পের বইতে বোঝাই। এসব বই কোত্থেকে জোগাড় করো?'

'গোয়েন্দা গল্প হাবিজাবি নয়,' প্রতিবাদ করলেন মা। 'খুব মজার বই ওগুলো। আর এসব বই থিওডর এনে দেয় আমাকে।'

হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে দীর্ঘশ্বাস ফেলল ল্যারী, কিছু বলল না। মা বললেন, 'পেনসন সুসিকে আগেভাগে জানানো উচিত যে তোর বন্ধুরা আসছে।'

'কেন?' অবাক হলো ল্যারী।

'তাহলে ওরা ঘর ভাড়া করে রাখবে,' মাকে আরও বেশি অবাক দেখাল।

'কিন্তু আমি তো ওদের এখানে থাকার কথা বলেছি,' চেঁচিয়ে উঠল ল্যারী।

'বলছিস কি তুই! ওরা এখানে থাকবে কি করে?'

'কেন? সমস্যাটা কি?' ঠাণ্ডা গলায় বলল ল্যারী।

'আরে, ওরা ঘুমাবে কোথায়?' বিরক্ত হলেন মা। 'আমাদেরই বলে সবার ঠিক মত জায়গা হয় না।'

'দুরো, মা। আবোল তাবোল বোকো না। ঠিকঠাক মত সাজালে ঘরের আবার অভাব হয় নাকি? মার্গো আর লেস বারান্দায় ঘুমাবে। তাহলেই দুটো ঘর ফাঁকা হয়ে যাবে। তুমি আর গ্যারী ড্রইংরুমে শোবে। তা হলে তোমাদের রুমগুলোতেও গেস্টদের থাকার ব্যবস্থা

করা যাবে।'

'বোকার মত কথা বলিস না। জিপসিদের মত যেখানে-সেখানে ঘুমাতে পারব না আমরা। তাছাড়া রাতে খুব হিম পড়ে। কি করে ভাবলি মার্গো আর লেস বাইরে শুতে রাজি হবে? আমাদের অতিরিক্ত কোন ঘর নেই। তুই তোর গেস্টদের আসতে মানা করে দে।'

'সম্ভব না,' বলল ল্যারী। 'ওরা হয়তো রওনা হয়ে গেছে।'

'সত্যি, ল্যারী, মাঝে মাঝে তুই যা করিস না! আমাকে আগে বললি না কেন এ কথা? ওরা বাড়ির কাছে চৌকাঠে এসে পড়েছে আর তখন তিনি তাদের কথা বলছেন!'

'কল্পনাও করিনি আমার ক'জন বন্ধুর আসার কথা শুনে তুমি এমন দক্ষযজ্ঞ বাধিয়ে দেবে,' মুখ অন্ধকার হয়ে গেল ল্যারীর।

'কিন্তু বাড়িতে মেহমান থাকার জায়গা নেই জেনেও তুই তাদের দাওয়াত দিতে গেলি কোন্ আক্কেলে?'

'থাক্, মা। আর চিল্লাচিল্লী কোরো না,' বিরক্ত হলো ল্যারী। 'ইচ্ছে করলেই এ সমস্যার সমাধান করা যায়।'

'কিভাবে?' সন্দেহের সুরে প্রশ্ন করলেন মা।

'বাড়িতে যখন জায়গা কম তখন এ বাড়ি ছেড়ে দিলেই হয়।'

'বোকার মত কথা বলিস না। কে কবে শুনেছে মেহমান আসার ভয়ে লোকে বড় বাড়ি ভাড়া করেছে?'

'কিন্তু আমার তো মনে হয় এ সমস্যার এটাই একমাত্র সমাধান। ঘরে জায়গা না হলে অবশ্য কর্তব্য হলো ঘর ছেড়ে দেয়া।'

'অবশ্য কর্তব্য হলো ঘরের লোকদের না জানিয়ে লোকজনকে দাওয়াত না দেয়া।' থমথমে গলায় বললেন মা।

'কিন্তু সন্ন্যাসীর মত জীবন-যাপন করে লাভ কি?' যুক্তি দেখাতে চাইল ল্যারী। 'আমার বন্ধুদের আসতে বলেছি তোমার জন্যে। ওরা খুব মজার মানুষ। তুমি খুব মজা করতে পারবে। সব সময় একা একা থাকো–'

'কিন্তু একা একাই আমি ভাল আছি,' পরিষ্কার গলায় জানিয়ে দিলেন মা।

'ঠিক আছে। তাহলে বলো আমি করবটা কি?'

'ওরা পেনসন সুসিতে থাকলে তোর অসুবিধে কোথায়?'

'বাড়িতে একজন মানুষকে দাওয়াত দিয়ে তুমি নিশ্চয়ই তাকে তৃতীয় শ্রেণীর হোটেলে থাকতে বলতে পারো না।'

'ক'জনকে দাওয়াত দিয়েছিস?' জানতে চাইলেন মা।

'অল্প ক'জন...দু'তিনজন হবে...তবে এক সাথে আসবে না সবাই। ব্যাচ বাই ব্যাচ আসবে।'

'কিন্তু মোট ক'জন আসবে সেটা তো বলতে পারিস,' বললেন মা।

আমতা আমতা করল ল্যারী। 'সব মিলে ক'জন হবে ঠিক জানি না। কয়েকজন আমার চিঠির জবাব দেয়নি। তার মানে এ নয় যে...ওরা রওনা হয়ে গেছে। এখন ক'জন আসছে ঠিক করে বলা মুশকিল। তবে ধরে নাও সব মিলে সাত-আট জন হবে।'

'আমাদের সহ?'

'না, না। আমাদের পরিবারের মতই সাত/আটজন হবে।'

'তারমানে সব মিলে তেরো/চোদ্দজন। ওহ্, এ অসম্ভব, ল্যারী। এতগুলো লোকের জায়গা এ বাড়িতে কিছুতেই হবে না।'

'তাহলে চলো এবাড়ি ছেড়ে দিই। একটা সমাধান তো তোমার হাতে আছেই। তুমি যে কেন রাজি হচ্ছ না!'

'তোর মাথায় বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়ে গেছে দেখছি। যদি এতগুলো লোক নিয়ে বড় কোন বাড়িতে উঠেও যাই ওরা যখন চলে যাবে তখন অত বড় বাড়ি দিয়ে করবটা কি?'

'তখন আরও কয়েকজন লোককে দাওয়াত দেব,' সরল গলায় জবাব দিল ল্যারী। তার অবাক লাগল ভেবে এই সামান্য ব্যাপারটা মা'র মাথায় ঢোকেনি কেন।

মা ক্রুদ্ধ চোখে বড় ছেলের দিকে তাকালেন, চশমাটা ঝপ করে পিছলে নেমে এল নাকের ডগায়। 'ল্যারী, তুই সত্যি আমাকে পাগল করে ছাড়বি,' অবশেষে বললেন তিনি।

'তুমি খামোকা আমাকে দোষ দিচ্ছ,' বেজার হলো ল্যারী। 'আমার ক'জন মেহমান আসবে তাতেই ভাবছ তোমার সংসার লাটে উঠবে।'

'ক'জন মেহমান!' দাবড়ে উঠলেন মা। 'আটজন মানুষকে তুই ক'জন মেহমান বলছিস?'

'তুমি তখন থেকে অমন করছ কেন আমার সাথে?' আহত দৃষ্টিতে তাকাল ল্যারী মা'র দিকে। টেবিল থেকে একটা বই তুলে নিল। তারপর বলল, 'আমার যা বলার বলে দিয়েছি। এখন যা খুশি করোগে।'

এরপর অনেকক্ষণ মা-ছেলেতে কোন কথা হলো না।

ল্যারী জোর করে চেয়ে রইল বই'র দিকে আর মা ফুলদানিতে ফুল

গোছাতে লাগলেন। একসময় নীরবতা ভেঙে বিড়বিড় করে, যেন নিজেকেই শোনাচ্ছেন, এমন ভঙ্গিতে বললেন, 'তোর বন্ধুরা আসছে। যা করার তোরই করা উচিত।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ল্যারী, নামিয়ে রাখল বই। মা'র দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি আমার কাছে কি চাও বলো তো। যে ক'টা পরামর্শ দিলাম একটাও পাত্তা দিলে না।'

'সুপরামর্শ দিলে তো পাত্তা দিতামই,' বললেন মা।

'কোন কুপরামর্শ দিয়েছি বলে তো আমার মনে হয় না।'

'কিন্তু, বাছা, বুঝতে চেষ্টা কর–ক'জন লোক আসছে আর তার জন্যে নতুন বাড়িতে উঠতে হবে, এর কোন মানে হয় না। আর তেমন বাড়ি এত অল্প সময়ে পাবই বা কিভাবে? তাছাড়া গ্যারীর পড়াশোনার কথাও ভাবতে হবে।'

'এসব সমস্যার পানির মত সমাধান সম্ভব যদি তোমার মাথাটা ঠিক রাখো।'

'আমরা এ বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাচ্ছি না,' ল্যারীর কথায় মেজাজ আবার গরম হয়ে গেল মার। 'এখানেই আমরা থাকছি।'

নাকের ডগা থেকে চশমাটা যথাস্থানে ফিরে এল, ল্যারীর দিকে কটমট করে একবার তাকিয়ে গটমট করে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ালেন মা সারা বাড়িকে জানান দিয়ে।

নয়

নতুন বাড়িতে এসেছেন জেরাল্ড ডুরেল পরিবার। এবারেরটির নাম দেয়া হয়েছে ড্যাফোডিল-ইয়েলো ভিলা। প্রকাণ্ড বাড়ি। লম্বা, বর্গাকৃতির ভেনেশিয়ান ম্যানসন। দেয়ালগুলো হালকা হলুদ রঙের, ম্লান। জানালার কাঁচ সবুজ, ছাদ মেটে রঙের। পাহাড়ের ওপর বাড়িটি, সাগরের দিকে মুখ ফেরানো। চারদিকে অযত্নে বেড়ে ওঠা জলপাইয়ের ঝাড়, লেবু গাছের সারি আর কমলালেবুর গাছ। গোটা জায়গা ঘিরে আছে যেন প্রাচীন এক ধরনের করুণ সুর: দেয়ালগুলো ফাটল ধরা,

নগ্ন। কথা বললে বিরাট বিরাট ঘরগুলোতে প্রতিধ্বনি তোলে শব্দ। বারান্দায় স্তূপ হয়ে আছে গত বছরের ঝরা পাতা। নিচু ঘরগুলোকে অবলম্বন করে লতিয়ে উঠেছে আঙুর গাছ, ওদিকটাতে সবুজের সমারোহ। বাড়ির এক পাশে নিচু দেয়াল ঘেরা বাগান, বাগানের পরে মরচে ধরা, ধুলো পড়া লোহার গেট। বাগানে প্রচুর ফুলের গাছ–গোলাপ, বাযুপরাগ, জেরানিয়াম আরও কত কি। গাছগুলো জন্মেছে আগাছা বোঝাই রাস্তার দু'পাশে, ওপরে। বাগানে কমলালেবুর গাছও অনেক। কমলালেবুর গন্ধে ম ম করে বাতাস। বাগানের পরে নানা ধরনের ফল গাছের সারি। দাঁড়িয়ে আছে নীরবে। শুধু মৌমাছির গুঞ্জন আর মাঝে মাঝে পাখিদের পাতা ঠোকরানোর শব্দ ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই। বাড়ি এবং তার সামনের জমিন আস্তে আস্তে ক্ষয়ে যাচ্ছে, পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে যেন পাহাড়ের ওপর, চেয়ে আছে ঝলমলে সাগর আর বহু দূরে আলবানিয়ার আবছা পর্বতমালার দিকে। জেরাল্ড ডুরেলের মনে হয় তাঁদের বাড়ি এবং গোটা ল্যান্ডস্কেপ যেন আধো ঘুম আধো জাগরণের মাঝে রয়েছে।

ড্যাফোডিল-ইয়েলো ভিলাটি খুঁজে দেয়ার কৃতিত্ব স্পাইরোর। সে-ই ডুরেলদের দ্রুত এ বাড়িতে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেছে। ঠেলা গাড়িতে করে মালপত্র এসেছে। ডুরেলরা বাড়ির নৈসর্গিক সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ।

ডুরেলদের বাড়ির সীমানার শেষ মাথায় ছোট একটি কুঁড়েতে থাকে বাগানের মালী আর তার স্ত্রী। দু'জনেই বুড়ো, বাড়ির সাথে পাল্লা দিয়ে এদেরও বয়স বাড়ছে। মালীর কাজ হলো জলের ট্যাঙ্ক বোঝাই করা, ফল তোলা, আগাছা নিংড়ানো, জলপাই গুঁড়ো করে তেল বানানো এবং বছরে একবার লেবু গাছের তলায় বাসা বেঁধে থাকা মৌমাছিদের সতেরোটি মৌচাক থেকে মধু উত্তোলন। মা মালীর বউকে ঠিকে ঝি'র কাজে লাগিয়ে দিলেন সোৎসাহে। তার নাম লুগারেটজিয়া। রোগা, বিষণ্ন চেহারার মহিলা। সব সময় মাথার চুল বেঁধে রাখে লুগারেটজিয়া। চুলে কত বিচিত্র কাঁটা তার! আর ভারি অভিমানী। একটুতেই কেঁদে ফেলে। তার কাজে সামান্য খুঁতও ধরা যাবে না। সাথে সাথে জল আসবে চোখ ছাপিয়ে। তখন চেহারা এমন করুণ আর শোকার্ত হয়ে ওঠে যে মা তার কাজের সমালোচনা করা বাদ দিলেন।

লুগারেটজিয়ার সদা বিষণ্ন চোখে হাসি ফোটে শুধু তার অসুখ-বিসুখ নিয়ে যখন কেউ কথা বলে। হাইপোকনড্রিয়া বলে একটা

মানসিক রোগ আছে। এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি সব সময় আতঙ্কগ্রস্ত থাকে, ভাবে দুনিয়ার সমস্ত রোগ-বালাই বুঝি তাকে ছেঁকে ধরল। লুগারেটজিয়া এটাকে ফুল-টাইম পেশা হিসেবে নিয়েছে। ডুরেলরা বাড়িতে ঢোকার পরপরই দেখলেন পেট ব্যথায় সারাক্ষণ কাতর হয়ে আছে লুগারেটজিয়া। সকাল সাতটায় চা দেয়ার সময় পেট-ব্যথা সংক্রান্ত বুলেটিন শুরু হয়ে যায় তার। প্রতি ঘরে চা দিয়ে আসে সে, সেই সাথে চলতে থাকে পেটের ভেতরে কি রকম দুর্দশা চলছে তার সাতকাহন। অভিনয়টা সে ভালই পারে। গুঙিয়ে, ককিয়ে, হাঁপিয়ে, নানা অঙ্গভঙ্গি করে সে বোঝাতে চায় প্রচণ্ড ব্যথা তার পেটে। ডুরেলরা সমবেদনা না জানানো পর্যন্ত অমন করতেই থাকে সে।

'মহিলার জন্যে কিছু করা যায় না?' একদিন সকালে মাকে জিজ্ঞেস করল ল্যারী। খানিক আগে লুগারেটজিয়া পেট ব্যথায় কেঁদে-কেটে গেছে।

'কি করতে বলিস আমাকে?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন মা। 'তোর হজমি লবণ খানিকটা খাইয়ে দিয়েছি ওকে।'

'এ জন্যেই মনে হয় কাল রাতে ব্যথাটা বেশি বেড়েছে।'

'আমার মনে হয় মহিলা ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া করে না,' বলল মার্গো। 'ওর দরকার ভাল ডায়েট।'

'আরে দূর,' বলল লেসলি, 'মহিলাকে দেখে মনে হয় পেট ব্যথাটা ভালই উপভোগ করছে সে। অসুস্থ হলে ল্যারী যেমন করে।'

'থাক,' দ্রুত বলে উঠলেন মা। 'এ নিয়ে আমাদের গবেষণা না করলেও চলবে। আমাদের কম্ম নয় লুগারেটজিয়ার চিকিৎসা করা। থিওডর এলে ওকে একবার পরীক্ষা করে দেখতে বলব।'

ডুরেলরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন দেখে হঠাৎ করে লুগারেটজিয়ার পেট ব্যথা সেরে গেছে। কিন্তু একদিন না যেতেই নতুন উপসর্গ দেখা দিল। এবার পায়ের ব্যথায় গোঙাতে শুরু করল সে। সারা ঘরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে আর 'বাবারে মারে' বলে চেঁচায়। ল্যারী মন্তব্য করল মা ঝি রাখেননি, রেখেছেন একটা পেত্নী। পেত্নীটার পায়ে লোহার শিকল আর বল বেঁধে রাখার পরামর্শ দিল সে। এতে অন্তত তার আগমন টের পাওয়া যাবে। কারণ লুগারেটজিয়ার খুবই খারাপ অভ্যাস আছে। নিঃশব্দে পা টিপে কারও পেছনে এসে দাঁড়িয়ে হঠাৎ করে কানের কাছে উঁচুস্বরে চিৎকার করে ওঠে। লুগারেটজিয়া যেদিন ডাইনিংরুমে এসে জুতো খুলে পা দেখিয়ে বলল কোন্ আঙুলটা ব্যথা করছে, তার পরদিন

থেকে ল্যারী নিজের ঘরে নাস্তা এনে খেতে লাগল।

লুগারেটজিয়ার অত্যাচারই শুধু নয়, আরও যন্ত্রণা ছিল এ বাড়িতে। আসবাবগুলো (বাড়ির সাথে ভাড়া পেয়েছেন ডুরেলরা) ভিক্টোরিয়ান স্টাইলের এবং দেখতে খুব সুন্দর হলেও এগুলো ছিল মূর্তিমান বিভীষিকার মত। বিশ বছর ধরে এগুলো তালাবন্ধ ছিল। এখন যত্রতত্র বিশ্রীভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। মাঝে মাঝে বিদঘুটে আওয়াজ করে ওঠে কোন কোন আসবাব, যেন বন্দুকের গুলি ছুটেছে। আর ওগুলোর পাশ দিয়ে কেউ দৌড়ে বা ছুটে গেলে ঘন ধুলোর মেঘ উঠে তাকে ভূত বানিয়ে দেয়। প্রথম দিন ডাইনিং টেবিলে বসে খাওয়ার সময় টেবিলের একটা পায়া গেল ছুটে। খাবার-টাবার ছিটকে পড়ে কেলেংকারি। দিন কয়েক পরে ল্যারী সুন্দর দেখতে একটা চেয়ারে বসেছে হেলান দিয়ে। মড়াৎ করে ভেঙে গেল ওটা, ধুলোয় মাখামাখি হয়ে গেল ল্যারী ডিগবাজি খেয়ে পড়ে গিয়ে। কটেজ সাইজের প্রকাণ্ড এক ওয়ার্ডরোব খুলতে গেছেন মা, গোটা দরজা ছুটে এল তাঁর হাতে। অবশেষে সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি কিছু একটা করা দরকার।

'এভাবে আর চলা যায় না,' একদিন ঘোষণা করলেন মা।

'এ বাড়ির একটা ফার্নিচারও ঠিক নেই। নতুন কিছু ফার্নিচার কেনা দরকার। শত হলেও এখানে ল্যারীর গণ্যমান্য অতিথিরা আসছে।'

পরদিন সকালে স্পাইরো মা, মার্গো আর গ্যারীকে নিয়ে শহরে গেল ফার্নিচার কিনতে। শহরে অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশি ভিড় লক্ষ করলেন ওঁরা। অবশ্য কেউ ভাবেনি বিশেষ কিছু ঘটছে শহরে। দোকানদারের সাথে দর কষাকষি শেষ করে ওরা নেমে পড়লেন সরু, ঘিঞ্জি রাস্তায়। যেখানে গাড়ি রেখে এসেছেন ওদিকে যাবার চেষ্টা করলেন ডুরেলরা। কিন্তু ভিড়ের জন্যে পারলেন না। ভিড়ের চাপে, ঠেলা ধাক্কায় ওরা অন্যদিকে সরে যেতে শুরু করলেন। ভিড় ক্রমে বেড়েই চলল, এত গাদাগাদি যে ইচ্ছের বিরুদ্ধে জনতার স্রোতে ভাসতে ভাসতে এগোতে হলো ডুরেলদের।

'শহরে কিছু একটা হচ্ছে বোধহয়,' মন্তব্য করল মার্গো ভিড়ের দিকে অনিসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে। 'উৎসব বা এ জাতীয় কিছু।'

'যা হয় হোক, কেয়ার করি না,' বললেন মা। 'আমরা গাড়িতে উঠতে পারলেই হলো।'

কিন্তু গাড়িতে ওঠা সম্ভব হলো না, ভিড়ের চাপে উল্টোদিকে যেতে

লাগলেন তাঁরা। ধাক্কা খেতে খেতে শেষে শহরের মেইন স্কোয়ারে চলে এলেন। এদিকে ভিড় আরও বিশাল এবং ঘন। গ্যারী এক চাষী বউয়ের কাছে জানতে চাইলেন কি হচ্ছে। সে ঘুরে দাঁড়াল গ্যারীর দিকে, গর্বে জ্বলজ্বল করছে মুখ।

'সেইন্ট স্পিরিডিয়ন এসেছেন,' বলল সে। 'আজ আমরা ওনার পায়ে চুমু খেতে পারব।'

সেইন্ট স্পিরিডিয়ন হলেন দ্বীপের একমাত্র সন্ন্যাসী। তাঁর মমি করা লাশ রুপোর কফিনে ভরে নিয়ে আসা হয়েছে চার্চে। প্রতিবছর একবার এভাবে আনা হয় তাঁর লাশ। তিনি খুব শক্তিশালী সন্ন্যাসী ছিলেন। দ্বীপবাসীর বিশ্বাস তাঁর পায়ে চুমু খেলে সমস্ত রোগ-বালাই সেরে যায়, মনের ইচ্ছে পূরণ হয়, আরও কত কি আজব ঘটনা ঘটে বলে শেষ করা যাবে না। দ্বীপবাসীরা তাঁকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করে। আজ তাদের বিশেষ দিন। আজ কফিন খোলা হবে। দ্বীপবাসী মমির স্লিপার পরা পায়ে ভক্তি ভরে চুমু খেতে পারবে। পারবে যে কোন ইচ্ছে পূরণের কথা বলতে। ভিড় দেখে বোঝা যায় কর্ফু দ্বীপবাসীদের কত ভক্তি সেইন্টের প্রতি। চাষী বউরা তাদের সবচে' ভাল কালো পোশাকটা পরে এসেছে, এসেছে তাদের স্বামীদের সঙ্গে। তাদের বেশিরভাগের গোঁফ দাড়ি পেকে সাদা। এসেছে সুঠামদেহী জেলেরা, তাদের শার্টে অক্টোপাসের কালির দাগ। ভিড়ের মধ্যে প্রচুর অসুস্থ মানুষও রয়েছে। পাগল, মানসিক রোগী, খোঁড়া, থুত্থুড়ে বুড়ো, কাঁথায় পেঁচানো কাচ্চাবাচ্চা, কাশতে কাশতে তাদের ছোট ছোট মুখগুলো ম্লান। আলবেনিয়ান মেষপালকও দেখা গেল। লম্বা, বিশালদেহী, মাথা কামানো, গোঁফঅলা সব ক'জন। পরনে ভেড়ার চামড়ার বিরাট বেল্ট। বিচিত্র রঙের পোশাক পরা, বিচিত্র চেহারার মানুষগুলো ধীরে ধীরে এগোচ্ছিল চার্চের কালো দরজার দিকে। গিজগিজে ভিড়ের মধ্যে ঠেলাধাক্কা খেতে খেতে এগোতে বাধ্য হচ্ছিলেন ডুরেলরাও। মার্গো গ্যারীর সামনে চলে এসেছে, মা পড়ে আছেন অনেক পেছনে। গ্যারী চিড়ে চ্যাপ্টা হচ্ছেন ইয়া মুটকি পাঁচ চাষী বউয়ের মাঝখানে পড়ে, তারা সোফার কুশনের মত চাপছে বেচারাকে। তাদের গা আর মুখ থেকে ভকভক করে বেরুচ্ছে ঘাম আর রসুনের গন্ধ, শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে গ্যারীর। মা আটকে গেছেন প্রকাণ্ডদেহী দুই আলবেনিয়ান মেষপালকের মাঝখানে। মানুষের ফাঁদে বন্দী হয়ে ডুরেলরা এগোচ্ছেন চার্চের দিকে।

চার্চের ভেতরটা অন্ধকার। দেয়ালের এক ধারে ক'টা মোমবাতি জ্বলছে হলদে জংলী ফুলের মত। দাড়িঅলা, লম্বা হ্যাট মাথায় এক প্রীস্ট গায়ে কালো আলখেল্লা জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছেন অন্ধকারে। তাকে অবিকল দাঁড় কাকের মত লাগছে। তিনি জনতাকে সামাল দিচ্ছেন। এক সারিতে যেতে বলছেন সবাইকে। সিলভারের প্রকাণ্ড কফিনটার পাশ দিয়ে এগোতে হচ্ছে সকলকে, আরেক দরজা ধরে বেরোতে হচ্ছে রাস্তায়। রুপোর প্রকাণ্ড শুঁয়াপোকার মত কফিনটাকে রাখা হয়েছে খাড়া ভাবে। কফিনের নিচের অংশটা খোলা, বেরিয়ে আছে সেইন্টের স্লিপার পরা পা জোড়া। কফিনের সামনে দাঁড়িয়ে সবাই ঝুঁকে চুমু খাচ্ছে পায়ে, বিড়বিড় করে প্রার্থনা শ্লোক আওড়াচ্ছে। শবাধারের মাথায় কাঁচের প্যানেল লাগানো। সেইন্টের কালো, শুকনো মুখখানা পরিষ্কার দেখা যায়। তিনি বিরক্ত হয়ে যেন তাকিয়ে আছেন গ্লাস প্যানেল দিয়ে।

ডুরেলদের কাছে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল, তাঁরা চান বা না চান, সেইন্ট স্পিরিডিয়নের পায়ে চুমু খেতেই হবে। গ্যারী পেছন ফিরে তাকালেন। দেখলেন মা প্রাণপণ চেষ্টা করছেন তাঁর পাশে চলে আসার জন্যে। কিন্তু আলবেনিয়ান বডিগার্ড সে সুযোগ দিতে রাজি নয়। এক ইঞ্চি জায়গাও ছাড়ছে না সে। মা খামোকাই ধস্তাধস্তি করছেন। হঠাৎ গ্যারীর চোখে চোখ পড়ে গেল মা'র। তিনি নানা অঙ্গভঙ্গি শুরু করে দিলেন। ইশারায় কফিন দেখিয়ে প্রবল বেগে মাথা নাড়ছেন। গ্যারী তো অবাক। মা'র হঠাৎ কি হলো কিছুই বুঝতে পারছেন না তিনি। দুই আলবেনিয়ানও সন্দেহের চোখে দেখছে মাকে। তাদের চেহারা দেখে মনে হলো তারা হয়তো ভাবছে মা'র মৃগীরোগ আছে, ফিট হয়ে যাবেন এখনি। অবশ্য অমনটি ভাবার কারণ মা'র মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠেছে, অঙ্গভঙ্গিগুলো ভারি বিচিত্র। গ্যারী তাঁর ইশারা কিছুই বুঝতে পারছেন না দেখে শেষ চেষ্টাটা করলেন মা। শূন্যে হাত দেখিয়ে হিসিয়ে উঠলেন, 'মার্গোকে বলো যেন চুমু না খায়...বাতাস...বাতাসে যেন চুমু খায়।'

ঘুরে দাঁড়ালেন গ্যারী মা'র সতর্কবাণী মার্গোকে পৌঁছে দেয়ার জন্যে। কিন্তু ইতিমধ্যে যা সর্বনাশ হবার হয়ে গেছে। মার্গো মহা উৎসাহে চুমু খেয়ে ফেলেছে স্লিপার পরা পদযুগলে। মার্গোকে চুমু খেতে দেখে ভিড়টা বিস্মিত হলো, উৎসাহও পেল বেশ। গ্যারীর পালা এলে মা'র নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেন তিনি। মমি'র পায়ে

চুমু খেলেন সশব্দে। তবে পা থেকে ছ'ইঞ্চি ওপরে, বাতাসে। এরপর ধাক্কার চোটে পৌঁছে গেলেন তিনি চার্চের দরজায়, ওখান থেকে রাস্তায়। ওখানে লোকজন ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গল্পগুজব করছে, হাসছে। মার্গোর দেখা মিলল সিঁড়িতে। দাঁড়িয়ে আছে। খুশি খুশি লাগছে তাকে। একটু পরে দেখা গেল মাকে, দরজা থেকে বেরিয়ে এলেন ছিটকে মেষপালকদের চওড়া কাঁধের ধাক্কা খেয়ে। কোনমতে ভিড় ঠেলে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন তিনি, যোগ দিলেন গ্যারীদের সাথে।

'ওই মেষপালকগুলো,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন মা, 'এমন অসভ্য...আর যা দুর্গন্ধ আসছিল গা থেকে...ঘাম আর রসুনের বদ গন্ধ...দম বন্ধ হয়ে পড়েই যাচ্ছিলাম...এমন বিশ্রী গন্ধ কেন ওদের গায়ে?'

মার্গো হাসিমুখে বলল, 'সব কষ্ট উসুল হয়ে যাবে যদি সেইন্ট, স্পিরিডিয়ন আমার প্রার্থনার জবাব দেন।'

'সবচে' অস্বাস্থ্যকর পদ্ধতি,' নাক সিটকালেন মা। 'মানুষ সুস্থ হবার চেয়ে অসুস্থই হবে বেশি। সত্যি সত্যি পায়ে চুমু খেতে হলে, গেছিলাম আর কি।'

'কেন, আমি তো চুমু খেয়ে এলাম!' অবাক হলো মার্গো।

'কি! চুমু খেয়েছিস!'

'সবাইতো তাই করছিল।'

'নিষেধ করার পরেও তুই কাজটা করতে পারলি?'

'কই, আমাকে কিছু বলোনি তো তুমি...'

গ্যারী এই সময় জানালেন মা'র সতর্কবাণী শোনার আগেই মার্গো সেইন্টের পায়ে চুমু খেয়ে ফেলেছে।

কথাটা শুনে রীতিমত আঁতকে উঠলেন মিসেস ডুরেল। 'করেছিস কি! এমন কি তোর মনের ইচ্ছে ছিল যে ওই নোংরা পায়ে চুমু খেতে গেলি?'

'প্রার্থনা করেছি আমার ব্রনগুলো যেন চলে যায়।'

'ব্রন!' ভর্ৎসনা করলেন মা। 'ব্রনের সাথে এখন মারাত্মক কিছু বাধিয়ে না বসলেই বাঁচি।'

মা'র আশঙ্কা সত্যি প্রমাণ করতেই যেন পরদিনই ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হলো মার্গো। খুবই খারাপ অবস্থা। স্পাইরোকে শহরে পাঠানো হলো ডাক্তার ডেকে আনতে। সে ছোটখাট, মোটাসোটা এক

লোককে নিয়ে এল। লোকটির চুল চমৎকারভাবে আঁচড়ানো, নাকের নিচে সরু গোঁফ, শিং-এর চশমার পেছনে ছোট, গোল গোল একজোড়া চোখ। নাম তাঁর ড. অ্যান্ড্রুচেল্লি। হাসিখুশি স্বভাবের মানুষ। তবে বদভ্যাস আছে কথায় কথায় পো পো পো শব্দ করা।

'পো-পো-পো,' মার্গোর পাশে বসেই শুরু করে দিলেন তিনি, 'খুব বোকার মত কাজ করেছ তুমি। সেইন্টের পায়ে চুমু খেয়েছ? পো-পো-পো-পো-পো! ইনফ্লুয়েঞ্জার জীবাণু বোধহয় ওখান থেকেই বাধিয়ে নিয়ে এসেছ। তবু ভাগ্য ভাল ইনফ্লুয়েঞ্জা ছাড়া কিছু হয়নি। এখন আমি যা বলব তা তোমাকে শুনতে হবে। নইলে তোমার চিকিৎসা করতে পারব না। আর কক্ষনো কোন সেইন্টের পায়ে চুমু খাওয়া যাবে না। বুঝতে পেরেছ?…পো-পো-পো…তাহলে কিন্তু শত ডাকাডাকি করলেও আমি আর আসব না…পো-পো-পো!'

দশ

টানা তিন হপ্তা বিছানায় পড়ে থাকল মার্গো। সেই সাথে চলল ডা. অ্যান্ড্রুচেল্লির পো পো। তিনি দু'দিন পর পর এসে মার্গোকে দেখে যাচ্ছেন। বাড়ির প্রায় সবাই ঘরেই থাকল নানা কাজ নিয়ে। ল্যারী চিলে কোঠার প্রকাণ্ড ঘরখানা দখল করে নিয়েছে। ওখানে দুই কাঠ মিস্ত্রিকে লাগিয়ে দিয়েছে বুক শেলফ তৈরির কাজে। লেসলি বাড়ির পেছনের বারান্দায় বিশাল এক লাল ব্যানার লাগিয়েছে। বারান্দাটা তার শূটিং গ্যালারি। লাল ব্যানারের মানে সাধারণের ওখানে প্রবেশ নিষেধ। দিন-রাত শূটিং প্র্যাকটিস নিয়ে আছে সে। মা'র সময় কাটে রান্নাঘরে গ্যালন গ্যালন চা বানিয়ে আর লুগারেটজিয়ার ঘ্যানর ঘ্যানর শুনে। মার্গোর জন্যেও তাঁর দুশ্চিন্তা কম নয়। তবে সবচে' মজায় আছেন জেরাল্ড ডুরেল। কুকুর রজারকে নিয়ে বাড়ির পনেরো একর বিশিষ্ট বাগানে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি। বাগানে কত আছে দেখার। গ্যারীর শিক্ষক জর্জ কিছুদিনের জন্যে বাইরে। কাজেই গ্যারীর এখন ছুটি। সারাদিন বাইরেই কাটে, শুধু খাবার

বাগানে হরেক রকম কীটপতঙ্গ আর পাখি। আছে গুবরে পোকা, নীল কার্পেনটার মাছি, গয়াল, ট্র্যাপডোর মাকড়সা। তবে নতুন একটা জিনিস আবিষ্কার করে ফেললেন গ্যারী একদিন। ভাঙা দেয়ালের ফোকরে ডজনখানেক ছোট ছোট বিছা বাসা বেঁধেছিল। ওগুলোর গা প্লাস্টিকের মত চকচকে। বিছাগুলোকে দেখতে পেয়ে খুব খুশি গ্যারী। বাগানে, ডুমুর আর লেবু গাছে প্রচুর পান্না-সবুজ রঙের গেছো ব্যাঙ। পাতায় ঝুলে আছে টসটসে মিষ্টির মত। বাগানের পরে, পাহাড়ের ধারে নানা ধরনের সাপের বাস। ওখানে গিরগিটি আর কাছিমেরও অভাব নেই। পাহাড়ের ঢাল নেমে গেছে সাগরে। পাহাড় থেকে ঝলমলে নীল সাগরটিকে অদ্ভুত লাগে। ফল বাগানে নানা জাতের পাখির বাসঃ সোনালি পালকঅলা উজ্জ্বল বর্ণের গোল্ডফিঞ্চ, সবুজ শ্যামা, রেডস্টার্ট, খঞ্জনা, ওরিঅল এবং অভিবাসী হুপি। ঝুঁটিওয়ালা এই পাখিগুলো বিচিত্র বর্ণের। কোনটা গোলাপী, কোনটা সাদা আবার কোনটা কালো। এরা সারাক্ষণ লম্বা, বাঁকানো ঠোঁট দিয়ে নরম মাটি খুঁড়তে থাকে। গ্যারীকে দেখলে বিস্ময়ে তাদের ঝুঁটি খাড়া হয়ে যায়, তারপর উড়ে পালায়।

বাড়ির ছাদের কিনারে সোয়ালো পাখিরা বাসা বেঁধেছে। গ্যারীরা ড্যাফোডিল ইয়েলো ভিলায় আসার কয়েকদিন আগে সোয়ালোরা বাসা করেছে। মাটির শক্ত বাসা তৈরি মাত্র শেষ হয়েছে, ওগুলোর রঙ এখনও গাঢ় বাদামী। রোদের তাপে শুকিয়ে হালকা বিস্কুট রঙ ধারণ করল। সোয়ালোরা এখন বাসা সাজাতে ব্যস্ত। এজন্যে বাগান থেকে প্রায়ই নিয়ে আসছে গাছের শিকড়, ভেড়ার লোম কিংবা পাখির পালক। দুটি সোয়ালোর বাসা অন্যদের চেয়ে একটু নিচে হলো। এ দুটি বাসা নজর কেড়ে নিল গ্যারীর। তিনি লম্বা একটা মই এনে সোয়ালোর বাসা গভীর আগ্রহ নিয়ে দেখতে লাগলেন। তবে গ্যারীর উপস্থিতিতে বিরক্ত হলো না সোয়ালোরা, আপন মনে কাজ করে গেল।

দিনের পর দিন সোয়ালোদের খুব কাছ থেকে লক্ষ করে চললেন গ্যারী। দেখলেন দুটি মেয়ে সোয়ালোর আচরণে দারুণ মিল। কিন্তু পুরুষ দুটো একজন অপরজনের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। একজন বাড়ি সাজাতে দারুণ উৎসাহী, আরেকজন জীবন সম্পর্কে ভয়ানক উদাস। এ কারণে উদাস পুরুষের সাথে তার সোয়ালো স্ত্রীর প্রায়ই খিটিমিটি বাধে।

বাসা সাজাতে পুরুষ সোয়ালো হয়তো বাগান থেকে খুঁজেপেতে তার পছন্দের একটি জিনিস নিয়ে এল। কিন্তু স্ত্রীর পছন্দ হলো না ওই জিনিস। এ নিয়ে ঝগড়া শুরু হয়ে যায় দু'জনে। স্ত্রী বোঝাতে চেষ্টা করে স্বামী প্রবর যে পালকটি নিয়ে এসেছে তা বাড়িতে ঢুকবে না। অনেক তর্কাতর্কির পরে স্বামীটি পালক নিয়ে আবার ফিরে যায় বাগানে, খুঁজতে থাকে নতুন কিছু।

স্ত্রী সোয়ালোরা ডিম পেরেছে অনেক আগে। ডিম ফুটে একদিন বাচ্চা হলো। বাবা হবার পরে পুরুষ দুই সোয়ালোর আচরণ পাল্টে গেল। বিশেষ করে উদাস সোয়ালো তার বাচ্চাদের যত্নের ব্যাপারে খুবই সতর্ক হয়ে উঠল। সে দুনিয়া খুঁজে বাচ্চার জন্যে খাবার নিয়ে এল। কিন্তু গুবরে পোকা বা গয়াল পোকা গিলে খাওয়ার মত শক্তি হয়নি খুদেগুলোর। কাজেই বাপকে আবার বেরুতে হয় বাচ্চার উপযোগী খাবার খুঁজতে।

সোয়ালোরা তাদের বাচ্চাদের জন্যে অনেক খাবার নিয়ে আসে। বাচ্চারা বেশিরভাগ খাবারই খায় না, ফেলে দেয়। সে সব খাবারের মধ্যে রয়েছে নানা প্রজাতির প্রজাপতি, গয়াল পোকা, অ্যান্ট লায়ন ইত্যাদি। ফেলে দেয়া এসব জিনিস মহা উৎসাহে সংগ্রহ করেন গ্যারী।

এ সব জিনিস সংগ্রহ করতে গিয়ে একদিন অদ্ভুত এক ধরনের গুবরে চোখে পড়ে গেল গ্যারীর। আকারে বেশ বড় পোকাটা, নীলচে-কালো রঙ, প্রকাণ্ড মাথাটা গোল, তার ওপর অ্যান্টেনার মত এক জোড়া শুঁড়। দেখতে মোচার মত। গুবরেটাকে হাতে নেয়ার পরে তেলতেলে হয়ে গেল আঙুল, কটু একটা গন্ধ ধাক্কা মারল নাকে। গ্যারী পোকাটাকে উল্টেপাল্টে দেখলেন। নাহ্, ওটার গা থেকে তেল বেরুচ্ছে না। রজারকে দিলেন গন্ধ শুঁকতে। কুকুরটা গন্ধ শুঁকতে গিয়ে বেদম কাশতে শুরু করল। গ্যারী বুঝতে পারলেন গুবরের শরীর থেকে বেরুনো কটু গন্ধটাই রজারের কাশির কারণ। তিনি ঠিক করলেন থিওডরকে দেখাবেন গুবরেটা।

দেখতে দেখতে বসন্ত চলে এল। থিওডর প্রতি বিষ্যুদবার ডুরেলদের বাড়ি আসে চা খেতে। ঘোড়ায় টানা গাড়ি চড়ে, ফুল বাবুটি সেজে আসে সে। চা পানের আগে গ্যারী নতুন কোন পতঙ্গ হাতে এলে তা নিয়ে গল্প করেন থিওডরের সঙ্গে। দু'জনে পতঙ্গটিকে পরীক্ষা করে দেখেন। তারপর বেরিয়ে পড়েন বাগানে আরও নতুন কিছুর খোঁজে। থিওডরকে একদিন নতুন গুবরেটাকে দেখালেন গ্যারী। সে ওটা

পরীক্ষা করে দেখে নড়েচড়ে বসল। গ্যারী বুঝলেন এবার নাতিদীর্ঘ একটি ভাষণ দেবে থিওডর।

'আ হা! হ্যাঁ,' তীক্ষ্ণ চোখে গুবরেটাকে দেখতে দেখতে শুরু করল থিওডর। 'এটা একটা অয়েল-বিটল বা তেল-গুবরে...বৈজ্ঞানিক নাম melco proscanabocus হ্যাঁ...এ ধরনের গুবরেরা এরকম অদ্ভুত দেখতেই হয়। তোমার কি মনে হয়? এরকম অনেক গুবরে আছে যারা ওড়ার শক্তি হারিয়েছে। এটা একটা মেয়ে গুবরে। পুরুষ গুবরেরা আকারে আরও ছোট হয়–পরিষ্কার করে বললে বলতে হয় স্ত্রীদের চেয়ে ঠিক অর্ধেক সাইজের হয়ে থাকে তারা। মেয়ে গুবরে তেলের ওপর এক সাথে অনেকগুলো হলুদ ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে লার্ভা বেরুনোর পরে ওরা কাছের ফুল গাছে উঠে পড়ে। অপেক্ষায় থাকে মৌমাছির। মৌমাছি ফুলে মধু খেতে এলে লার্ভা মৌমাছির শরীরে সেঁধিয়ে যায়। মৌমাছিটি যখন ডিম পাড়ে তখন লার্ভা ডিমের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ডিম খেয়ে ফেলে। ঢুকে পড়ে খোলার মধ্যে। ওখানেই বড় হতে থাকে। তবে আমার কাছে যে জিনিসটা সবচে' অবাক লাগে তা হলো একটা নির্দিষ্ট প্রজাতির মৌমাছিকেই শুধু শিকার হিসেবে বেছে নেয় লার্ভা। এরা সব সময় আসন্ন প্রসবা মৌমাছিকে কিভাবে বেছে নেয় এটাই আমার কাছে বিস্ময়ের মনে হয়।'

এক মুহূর্তের বিরতি দিল থিওডর, তারপর যথারীতি অভ্যাস মত বার কয়েক বুড়ো আঙুলের ডগায় ভর করে সিধে হলো, শেষে শুরু করে দিল পায়চারি। খানিক পর মুখ তুলে চাইল থিওডর, ঝকমক করছে চোখ।

'আমি বলতে চাইছি,' আবার শুরু করল সে, 'গুবরেদের মৌমাছির পিঠে চেপে বসার ধরন অনেকটা ঘোড়ায় চড়ে বসার মত।'

কাঁচের বাক্সে রাখা গুবরেটা ধরে আলতো একটা ঝাঁকি দিল থিওডর। বাক্সের একধার থেকে অন্য ধারে গড়িয়ে গেল গুবরে, শুঁড় দুটো খাড়া করল। বিস্মিত। থিওডর বাক্সটা সযত্নে রেখে দিল গ্যারীর অন্যান্য সংগ্রহের সাথে।

'ঘোড়ার কথা যা বলছিলাম,' খুশি খুশি গলায় বলল থিওডর। নিতম্বে হাত রেখে মৃদু দুলছে। 'তোমাকে কি স্মিরনার গল্পটা বলেছিলাম? সেই সাদা চার্জারের কথা? স্মিরনাতে বিজয়ী দল নিয়ে ঢোকার সময় ঘটেছিল ঘটনাটা। সে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কথা। আমার ব্যাটালিয়নের কমান্ডার বললেন আমরা স্মিরনাতে ঢুকব ইয়ে কি

বলে…বিজয়ী বেশে। সবার সামনে সাদা ঘোড়ায় থাকবে একজন। সে-ই দলটাকে নেতৃত্ব দেবে। কমান্ডার আমাকেই দিলেন সেই দায়িত্ব। আমি ঘোড়ায় চড়তে পারি, তুমি জানো। তবে নিজেকে এক্সপার্ট হর্সম্যান বলে দাবি করব না। তো সব কিছু পরিকল্পনা মাফিক চলছিল। ঘোড়াটিকে সাজানো হলো রাজকীয় সাজে। সব কিছু ঠিকই ছিল, বিপত্তি বাধল শহরে ঢোকার সময়। গ্রীসের একটা প্রথার কথা জানাই আছে তোমার। তারা সুগন্ধী, পারফিউম, গোলাপ জল ইত্যাদি ছুঁড়ে মারে বিজয়ী বীরকে। আমি আমার দল নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে চলেছি, চলে এসেছি শহরের কাছাকাছি, এমন সময় এক বুড়ি কি একটা সুগন্ধী ছুঁড়ে মারল আমার ঘোড়া লক্ষ্য করে। তাতে কিছু মনে করেনি আমার ঘোড়া। কিন্তু দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, খানিকটা সুগন্ধী ঢুকে গেল তার চোখে। এ ধরনের সুগন্ধী ছুঁড়ে মারা বা কোলাহলে অভ্যস্ত আমার ঘোড়া। কিন্তু চোখে সুগন্ধী পড়ার মত ব্যাপারে নিশ্চয়ই অভ্যস্ত ছিল না সে। জিনিসটা চোখে ছিটকে আসতেই সে কি বলে…রীতিমত আপসেট হয়ে উঠল। তারপর যে আচরণ শুরু করে দিল সার্কাসের ঘোড়ারাই তা করে থাকে, চার্জাররা অমন করে না। রেকাবে শক্তভাবে পা ঢুকিয়ে রেখেছিলাম বলে প্রবল ঝাঁকুনিতেও পড়ে যাইনি। আমার দল ছুটে এল ঘোড়াটাকে শান্ত করতে কিন্তু এমন পাগলামি করছিল ওটা যে কমান্ডার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলেন বিজয় মিছিলে চার্জারকে ব্যবহার করা যাবে না। ফলে আমার দল যখন বিজয়ী বেশে শহরে ঢুকছে ব্যান্ড বাজাতে বাজাতে, লোকে তাদেরকে হাত নেড়ে স্বাগতম জানাচ্ছে, ওই সময় আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি আমার ঘোড়া নিয়ে। দু'জনেই হতাশ এবং ক্লান্ত। তো এরপর থেকে আমি আর ঘোড়ায় চড়ে কখনও মজা পাইনি।'

গ্যারীদের বাড়ির পেছনে, জলপাই ঝোপের ওপরে এক সার ছোট পাহাড়। পাহাড়ের চারদিকে চিরহরিৎ বৃক্ষের সারি, রয়েছে সাইপ্রেসের ঝাড়। গ্যারীর কাছে গোটা বাগানের সবচে' আকর্ষণীয় জায়গা হলো এটা। জীবন যেন উপচে পড়ছে এখানে। আর এ পাহাড়েই তিনি আবিষ্কার করে ফেললেন কাছিমদের আস্তানা। সে এক মজার অভিজ্ঞতা।

এগারো

এক উষ্ণ বিকেলে রজারকে নিয়ে প্রজাপতি ধরতে বেরিয়েছেন গ্যারী। তাঁদের বাড়ির পেছনের পাহাড়ে সোয়ালো পাখির মত লম্বা লেজঅলা এক রকম প্রজাপতি দেখেছেন তিনি। প্রজাপতিগুলো কোথায় বাস করে তাও দেখে এসেছেন একদিন। প্রজাপতির ডেরার ধারে, একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকলেন গ্যারী। প্রজাপতি এলেই ধরে ফেলবেন খপ করে।

সেদিন খুব গরম পড়েছে। ওই বছরে অমন গরম আর পড়েনি। মনে হচ্ছিল প্রখর রোদে ক্লান্ত হয়ে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। সোয়ালো পাখির মত লেজঅলা প্রজাপতির বাড়ি ফেরার তাড়া ছিল না তেমন। জলপাই ঝোপে ব্যালে ডান্স করে বেড়াচ্ছিল ওটা। ডিগবাজি খাচ্ছে, লাফাচ্ছে-ঝাঁপাচ্ছে। রজারকে সহ ওটার অপরূপ নৃত্য উপভোগ করছেন গ্যারী, হঠাৎ চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেলেন, যে ঝোপের আড়ালে ঘাপটি মেরে বসেছেন তাঁরা, ওটার একটা ধার অল্প অল্প কাঁপছে। চট করে ওদিকে নজর ফেরালেন গ্যারী। বাদামী মাটিতে প্রাণ চাঞ্চল্যের কোন আভাস নেই। আবার প্রজাপতির প্রতি মনোযোগী হলেন তিনি। এমন সময় যা ঘটল, নিজের চোখকে বিশ্বাস হতে চাইল না তাঁর। বাদামী মাটির যে স্তূপটা থেকে এই মাত্র নজর ফিরিয়েছেন গ্যারী, ওটা নড়তে শুরু করেছে। ঠেলে ওপরে উঠে আসতে চাইছে। অদৃশ্য কোন হাত যেন মাটির চাকলাটাকে নিচে থেকে ঠেলছে। চাকলাটা ফেটে গেল, ছোট্ট একটা চারা গাছ শেকড়সুদ্ধ গড়িয়ে পড়ল এক পাশে।

ভূমিকম্প নাকি? অবাক হয়ে ভাবলেন গ্যারী। উঁহুঁ, ভূমিকম্পের কম্পন এত আস্তে হয় না। ছুঁচো? নাহ্, পানি শূন্য, শুকনো এলাকায় ছুঁচো থাকার কথা নয়। জিনিসটা কি হতে পারে তা নিয়ে গবেষণায় ব্যস্ত গ্যারী, এমন সময় আবার কেঁপে উঠল মাটি। বড় একটা তালে ফাটল ধরল, পড়ল গড়িয়ে। বাদামী-হলুদ রঙের একটা খোল দেখা

গেল এবার। খোলটা মাটি ঠেলে ওপরে উঠছে, ঝুরঝুর করে আরও মাটি ছিটকে গেল। তারপর, আস্তে এবং সতর্কতার সাথে, কোঁচকানো, আঁশঅলা একটা মাথা বের হলো সদ্য তৈরি হওয়া গর্তটা থেকে, বেরিয়ে এল লম্বা, রোগাটে একটা ঘাড়। একটা কাছিম। ঝাপসা চোখ জোড়া বার দুই পিটপিট করল ওটা। দেখছে গ্যারীকে। শত্রু না মিত্র বোঝার চেষ্টা করছে। গ্যারীকে নিরীহ সাব্যস্ত করে সে অত্যন্ত সাবধানে গর্ত থেকে এবার পুরোপুরি বের হয়ে এল। দুই/তিন কদম হাঁটল। উপভোগ করছে সূর্য রশ্মি। লম্বা শীতকালটা তার কেটেছে স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডা মাটির নিচে। দীর্ঘদিন পর সূর্যালোকে স্নান নিশ্চয়ই কাছিমটার জন্যে মদ পানের মতই উপভোগ্য ছিল। খোলার নিচে থেকে পা বেরিয়ে এসেছে, ঘাড়টাকে যতটা লম্বা করা সম্ভব তাই করেছে সে। মাথাটা মাটির ওপর এলিয়ে বিশ্রাম নিতে লাগল। চোখ বোজা। গ্যারীর মনে হলো প্রাণীটা তার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ দিয়ে যেন সূর্য রশ্মি টেনে নিতে চাইছে। মিনিট দশেক ওভাবে শুয়ে থাকল কাছিম, তারপর আস্তে ধীরে সিধে হলো, হাঁটা দিল সাইপ্রেসের ছায়ার নিচে ফুটে থাকা ড্যান্ডেলিয়ন আর ক্লোভারের ঝাড়ের দিকে।

গ্যারী আগ্রহ নিয়ে দেখলেন ঝোপের ধারে গিয়ে ক্লোভারের পাতা দাঁত দিয়ে কামড়ে, ছিঁড়ে খেতে শুরু করেছে কাছিম। বছরের প্রথম ভোজ তার। আরাম করে খাচ্ছে সে রসাল পাতা।

গ্যারী দারুণ অবাক হয়ে আবিষ্কার করলেন এই পাহাড়টা বোঝাই শুধু কাছিমে। হয়তো বসন্তের আগমনে পাহাড়টাকে তাদের উপযুক্ত ডেরা হিসেবে বেছে নিয়েছে কাছিমের দল।

এত ছোট জায়গায় এমন বিপুল পরিমাণে কাছিমের সমারোহ জীবনে দেখেননি গ্যারী। ছোট-বড় নানা ধরনের, নানা আকারের কাছিমের বাস পাহাড়টিতে। কোনটির আকার সুপ প্লেটের মত, কোনটি পেয়ালা সাইজের। এত বেশি কাছিমের ছড়াছড়ি ওখানে, এক বিকেলে গ্যারী স্রেফ পরীক্ষা করার জন্যে দু'ঘণ্টায় পঁয়ত্রিশ প্রজাতির কাছিম সংগ্রহ করে ফেললেন। পাহাড়ী রাস্তায় হেঁটেছেন তিনি আর হাওয়া খেতে বেরুনো কাছিম ধরে ধরে ঝোলায় পুরেছেন।

প্রকৃতি প্রেমিক গ্যারীর কাছিম দেখার নেশা ধরে গেল। রজারকে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওদেরকে লক্ষ করেন তিনি। কাছিমের জীবন যাত্রার স্টাইল মুখস্থ হয়ে গেল তাঁর ক'দিনেই। তাঁর সবচে' মজা লাগল মেয়ে কাছিমের সাথে পুরুষ কাছিমের মিলন এবং পুরুষদের

মারামারি দেখতে। কাছিমরা মারামারির সময় ঘুষোঘুষির চেয়ে কুস্তি করে বেশি। মাথা দিয়ে এরা পরস্পরের গায়ে অর্থাৎ খোলায় ধাক্কা মারে। ধাক্কা মেরে প্রতিপক্ষকে যে চিৎ করে ফেলে দিতে পারে সে-ই বিজয়ী হয়। বিজিত কাছিম একবার চিৎ হয়ে পড়ে গেলে আর নড়তে চড়তে পারে না, অসহায়ের মত শুয়ে থাকে। খোলার সাথে খোলার ধাক্কাধাক্কির সময় খড়মড় আওয়াজ ওঠে, মাঝে মাঝে একজন অপরজনের ঘাড় কামড়ে দেয়ারও চেষ্টা করে। মারামারিটা বেশিরভাগ সময় হয় প্রেমিকার মন জয় করার উদ্দেশ্যে। মারামারিতে যে জিতে যায় সে-ই প্রেমিকাকে দখল করতে পারে। প্রেমিকা নিরাসক্ত দৃষ্টিতে দুই প্রেমিক পুরুষের লড়াই দেখে। তবে সবসময় যে বিজয়ী পক্ষ তার প্রেমিকাকে কাছে পায় তা নয়। গ্যারী বহুবার দেখেছেন দুই প্রতিদ্বন্দ্বী হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে মত্ত, প্রেমিকা তাদেরকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে অপরিচিত পুরুষের সাথে মিলিত হচ্ছে। এবং তার সাথে জুটি বেঁধে চলেও যাচ্ছে।

কাছিমের লড়াই হয় দীর্ঘস্থায়ী। আর এই লম্বা সময়টা রজারকে নিয়ে বেশ মজা করে কাটিয়ে দেন গ্যারী। মাঝে মাঝে রজারের সাথে বাজি ধরেন মারামারিতে কে জিতবে তা নিয়ে। বেশির ভাগ সময় গ্যারীর ধারণাই সত্য হয়। বাজিতে প্রায়ই হেরে যায় রজার, দিন দিন ঋণের বোঝা বাড়তে থাকে তার প্রভুর কাছে। মারামারি জমে উঠলে রজারও উত্তেজিত হয়ে ওঠে। সে-ও লড়াইয়ে অংশ নিতে চায়। রজারকে তখন বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করতে হয় গ্যারীর।

ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে কাছিমদের মিলন দৃশ্য দেখেও খুব মজা পান গ্যারী। মেয়ে কাছিম বেশিরভাগ সময় পুরুষ কাছিমকে পাত্তা দিতে চায় না। হয়তো পুরুষ কাছিমটা আদর করছে মেয়েটাকে, মেয়েটা তাকে পাত্তা না দিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে পেট পুজোতে। পুরুষটাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় সে। পুরুষ বেচারা চিৎপাত হয়ে পড়ে থাকে মাটিতে। তখন খুব রাগ হয় গ্যারীর। মেয়েটাকে শাস্তি দেয়ার জন্যে ওকে তুলে নিয়ে রেখে আসেন পাহাড়ের সবচে' ঊষর আর শুকনো জায়গায়। ওখানে খাবার-টাবার কিছু নেই। খাবারের খোঁজ পেতে মেয়ে কাছিমটাকে কতটা কষ্ট করতে হবে ভেবে পুলকিত হয়ে ওঠেন তিনি।

একটা একচোখো মেয়ে কাছিমের সাথে খুব ভাব হয়ে গেল গ্যারীর। ওটা বুঝতে পেরেছিল গ্যারীকে দিয়ে তার ক্ষতি হবার কোন

আশঙ্কা নেই। তাই গ্যারী এলেও সে গর্তে সেঁধুত না। বরং ঘাড় বের করে দেখে গ্যারী তার জন্যে কি খাবার এনেছেন। গ্যারী প্রায়ই লেটুস, ছোট শামুক নিয়ে আসেন ওটার জন্যে। এগুলো কাছিমটার খুব প্রিয় খাবার। ওটার একটা নামও দিলেন গ্যারী—ম্যাডাম সাইক্লোপস। কাছিমটাকে নিয়ে মাঝে মাঝে জলপাই ঝোপে চলে যান তিনি। একসাথে দুপুরের খাবার খান। তারপর ওটার ডেরায় ফিরিয়ে দিয়ে যান।

একদিন গ্যারী দেখলেন ম্যাডাম সাইক্লোপস ব্যস্ত হয়ে মাটি খুঁড়ছে। ভাবলেন নতুন আস্তানা বানাচ্ছে ম্যাডাম সাইক্লোপস, কিন্তু তাঁকে অবাক করে দিয়ে নতুন খোঁড়া গর্তে একে একে ন'টি ডিম পাড়ল সে। কাছিমটাকে ডিম পাড়তে দেখে খুবই খুশি হলেন গ্যারী। ম্যাডাম সাইক্লোপস মাটি দিয়ে ঢেকে দিল সবগুলো ডিম। তারপর চুপচাপ বসে রইল ওগুলোর ওপরে।

গ্যারীর খুব ইচ্ছে করছিল একটা ডিম নিয়ে তাঁর সংগ্রহে রেখে দেন। কিন্তু ভয় পাচ্ছিলেন, এতে ম্যাডাম সাইক্লোপস অপমানিত বোধ করতে পারে। তাছাড়া রেগে গিয়ে ডিমগুলো খেয়ে ফেলাও বিচিত্র নয়। তাই ধৈর্য ধরে বসে থাকলেন গ্যারী। ম্যাডাম সাইক্লোপস আয়েশ করে পাতা চিবুচ্ছিল। খাওয়া শেষ করে সে ঝোপের মধ্যে গিয়ে সেঁধুল। সম্ভবত ভাতঘুম দিতে, ভাবলেন গ্যারী। ম্যাডাম সাইক্লোপস খুব শীঘ্রি তার নতুন আস্তানায় ফিরে আসছে না এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে মাটি খুঁড়তে শুরু করলেন তিনি। সাবধানে বের করলেন কবুতরের ডিমের মত একটা ডিম। ডিমটা গোল; খোলাটা খসখসে। আবার মাটি দিয়ে বাকি ডিমগুলো ঢেকে দিলেন গ্যারী। ম্যাডাম সাইক্লোপসের বোঝার উপায় রইল না তার ডিম চুরি গেছে। নাচতে নাচতে বাড়ি ফিরে এলেন গ্যারী। সাবধানে ডিমটা ফাটিয়ে ভেতর থেকে কুসুমটুকু বের করে নিলেন। তারপর ছোট, কাঁচের বাক্সে তাঁর সংগৃহীত অন্যান্য জিনিসের সাথে ওটার গায়েও একটা লেবেল লাগিয়ে রেখে দিলেন। লেবেলে লেখা থাকল গ্রীক কাছিমের ডিম। পেড়েছে ম্যাডাম সাইক্লোপস।

বসন্তের পুরোটা সময় এবং গ্রীষ্মের শুরুর দিকে, গ্যারী যখন ব্যস্ত কাছিম নিয়ে ওই সময় তাদের বাড়ি গমগম করছিল ল্যারীর সাংস্কৃতিক জগতের মেহমানদের আগমনে। একদল যেতে না যেতেই আরেকদল হাজির। কেউ বিদায় নিয়ে গেছে, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন ডুরেল পরিবার, অমন সময় স্টীমারে আরেক অতিথির আবির্ভাব। গ্যারীদের

বাড়ির সামনে ট্যাক্সি আর ঘোড়ায় টানা গাড়ির ভিড় নিত্য নৈমিত্তিক একটা দৃশ্য হয়ে দাঁড়াল। অনেক সময় একদল বাড়ি থেকে না বেরুতেই আরেক দল এসে হাজির। তাদের হৈ-হল্লা, চিৎকার-চেঁচামেচিতে ডুরেলদের দশা শোচনীয় হয়ে উঠল। বাগান আর বাড়ির সবখানে কবি, লেখক, চিত্রকর আর চিত্রনাট্যকারদের ভিড়ে সরগরম হয়ে রইল। এরা কেউ তর্ক করছেন, কেউ আঁকছেন, কেউবা মদ খেয়ে বেহুঁশ আবার কেউ গানের সুর তুলছেন কিংবা টাইপ রাইটারে খটাখট শব্দ তুলে টাইপ করে চলেছেন। ল্যারী বলেছিল তার অতিথিরা হবে সহজ-সরল, সাধারণ, আমুদে। কিন্তু এমন খেয়ালী আর উন্নাসিক স্বভাবের মানুষের মেলা জীবনে দেখেননি গ্যারী। এরা এত অহঙ্কারী এবং আত্মকেন্দ্রিক যে কেউ কাউকে সহ্যই করতে পারেন না।

গ্যারীদের বাড়িতে প্রথমে এলেন আমেরিকান এক কবি। নাম জাটোপেক। খাটো, গাট্টাগোট্টা শরীর, নাকখানা ঈগলের মত, কাঁধ পর্যন্ত লম্বা রুপোলি চুল। হাত জোড়া ফোলা ফোলা। এর শত রোগ আছে। কালো আলখেল্লা আর চওড়া কিনারার কালো হ্যাট পরে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে হাজির হলেন তিনি। গাড়ি বোঝাই মদের বোতল। ভীষণ গমগমে কণ্ঠ তাঁর। হাসার সময় থরথর করে কেঁপে ওঠে বাড়ি। দুই বগলে দুই গণ্ডা মদের বোতল নিয়ে ঘরে ঢুকলেন তিনি। তারপর শুরু করলেন কথা বলতে। এমন বাচাল মানুষ পৃথিবীতে আর আছে কিনা সন্দেহ। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত একটানা কথা বলেই যেতে লাগলেন কবি। সেই সাথে চলল মদপান। খুব কমই বিছানায় যেতে দেখা গেল তাঁকে। বুড়ো হলেও মেয়েদের প্রতি তাঁর আকর্ষণ এতটুকু কমেনি। মার্গো আর মিসেস ডুরেলকে নিয়ে ভদ্রতার খাতিরে কোন ইয়ার্কি না করলেও গ্রামের চাষাদের কোন তরুণী মেয়েই তাঁর নজর এড়িয়ে যেতে পারল না। তিনি তাদের নিয়ে আদি রসের ঠাট্টা করলেন, অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন, কখনও কখনও ওদের পিছুও নিলেন। এমনকি লুগারেটজিয়াও তাঁর হাত থেকে রক্ষা পেল না। সুযোগ পেলেই তিনি লুগারেটজিয়ার পাছায় চিমটি কাটলেন। বিশেষ করে সে যখন সোফার নিচে ঝাঁট দিচ্ছে ওই সময় বেশি চিমটি খেল। এতে অবশ্য গ্যারীদের সুবিধে হলো। কয়েকটা দিন তার প্যানপ্যানানি থেকে বেঁচে গেলেন তাঁরা। কারণ জাটোপেককে দেখলেই লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে লুগারেটজিয়া, ফিক ফিক হাসতে থাকে। নিজের অসুস্থতার বয়ান দিতে ভুলে যায়।

দিন কয়েক পরে চলে গেলেন আমেরিকান কবি। তখনও তিনি পাঁড় মাতাল। ক্যাবে শুয়ে গ্যারীদের উদ্দেশে উড়ন্ত চুমু ছুঁড়ছেন আর বলছেন বর্সনিয়া থেকে শীঘ্রি ফিরে আসবেন তিনি গ্যারীদের জন্যে আরও ওয়াইন নিয়ে।

জাটোপেক যাবার পরে হামলা হলো তিন চিত্রশিল্পীর জোঙ্কুইল, ডুরান্ট এবং মাইকেলের। জোঙ্কুইলের চেহারা খাস শহুরে পেঁচার মত। ডুরান্ট রোগা পাতলা, শোকার্ত চেহারা। ভয়ানক নার্ভাস স্বভাবের একজন মানুষ। আর মাইকেল বেঁটে, মোটাসোটা, গলদা চিংড়ির মত। এদের তিনজনের একটা দিকে অদ্ভুত মিল—এঁরা সবসময়ই কোন না কোন কাজে ব্যস্ত থাকতে চায়। জোঙ্কুইল ঘরে ঢুকেই মিসেস ডুরেলকে বলল, 'আমি কিন্তু স্রেফ ছুটি কাটাতে আসিনি, ম্যাম। আমি এসেছি কাজ করতে। বুঝতেই পারছেন পিকনিক-ফিকনিক করে পোষাবে না আমার।'

'জ্বী, জ্বী। তা বুঝতে পারছি,' সায় দেন মিসেস ডুরেল।

জোঙ্কুইল বাড়িতে থাকলই না বলতে গেলে। বাগানই হয়ে উঠল তার বাড়ি। ওখানে সূর্য-স্নান করে সে, ওখানেই ঘুমায়।

ডুরান্ট জানিয়ে দিল সেও কাজ চায়। তবে আগে তাকে মানসিক ভাবে সুস্থির হতে হবে। জানাল সাম্প্রতিক এক ঘটনায় সে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। ইটালিতে থাকার সময় সে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল একটি মাস্টারপিস আঁকবে। অনেক চিন্তা করার পরে সে স্থির সিদ্ধান্তে আসে ফলভরা বাদাম বাগানের দৃশ্য দিয়ে সে মনের মত মাস্টারপিস এঁকে ফেলতে পারবে। মনের মত বাগানের খোঁজে এরপর সে সারা দেশ চষে বেড়াতে থাকে। অবশেষে পছন্দের একটি বাগান পেয়েও যায়। সেই বাগানের ছবি আঁকতে শুরু করে ডুরান্ট। প্রথম দিন আঁকা শেষ করে সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে যায় গাঁয়ে পরদিন বাকি কাজটুকু সেরে ফেলবে বলে। রাতে ভাল ঘুম হয়েছিল ডুরান্টের। পরদিন সকালে খুশি মনে, অর্ধসমাপ্ত ক্যানভাস নিয়ে ফিরে যায় বাদাম বাগানে। হতবুদ্ধি এবং আতঙ্কিত হয়ে দেখে একটি গাছেও বাদাম নেই, সব ন্যাড়া হয়ে আছে। সমস্ত বাদাম ঝরে পড়েছে মাটিতে। গোলাপী আর সাদা বাদামে ভরে আছে জমিন। ডুরান্টের জানা ছিল না আগের রাতে ঝড়ো হাওয়ায় সমস্ত বাদাম ঝরে গেছে বাগানটাকে নগ্ন করে দিয়ে।

'আমি ওই ঘটনায় ভীষণ আঘাত পাই,' কাঁপা গলায় বলে চলল

ডুরান্ট, ছলছল করছে চোখ। 'প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আর কোনদিন ছবি আঁকব না···কোনদিন না! তবে বিপর্যস্ত ভাবটা ধীরে ধীরে কাটিয়ে উঠছি আমি···হয়তো আবার রঙের ব্রাশ হাতে তুলে নেব আমি।'

ডুরান্টের জীবনে ওই দুর্ঘটনা ঘটেছে দু'বছর আগে। এখনও সে শোক সামাল দিয়ে উঠতে পারেনি। তাই ছবি আঁকাও হয়ে উঠছে না তার।

মাইকেল কর্ফু দ্বীপের নিসর্গ দেখে ভারি মুগ্ধ। প্রথম দিনই ঘোষণা করল এই অপরূপ প্রকৃতিকে নিখুঁতভাবে তুলে আনবে সে তার ক্যানভাসে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হলো, বেচারার ছিল হাঁপানির রোগ। লুগারেটজিয়া তার ঘরের চেয়ারে একটা কম্বল রেখে গিয়েছিল কম্বলটা গ্যারীরা ঘোড়ায় চড়ার সময় ব্যবহার করেন। স্যাডলের কাজে চলে যায়। এটাকে নিয়ে একদিন ঘটে গেল মারাত্মক এক ঘটনা

মাঝ রাতে হঠাৎ সবার ঘুম ভেঙে গেল অদ্ভুত একটা শব্দ শুনে মনে হলো একদল ব্লাড হাউন্ডকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করা হচ্ছে তারা হাঁসফাঁস করছে। আর শব্দটা আসছে মাইকেলের ঘর থেকে। ঘুম চোখে সবাই ওই ঘরে ঢুকল। দেখল মাইকেল বেদম কাশছে আর হাঁপাচ্ছে। দরদর ধারায় ঘাম পড়ছে মুখ বেয়ে। মার্গো ছুটল চা করে আনতে, ল্যারী নিয়ে এল ব্র্যান্ডি। আর লেসলি খুলে দিল জানালা। যাতে মাইকেলের শ্বাস করতে কষ্ট না হয়। মা মাইকেলকে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। ঘেমে শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেছে দেখে তিনি ঘোড়ার কম্বল দিয়ে সস্নেহে ঢেকে দিলেন মাইকেলকে। সবাই কোথায় ভেবেছিল মাইকেল এবার সুস্থ হয়ে উঠবে। তা না, পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে মোড় নিল। ভয়ানক হাঁপাতে শুরু করল সে। কথাই বলতে পারছে না।

'মানসিক,' মন্তব্য করল ল্যারী। 'পুরো মানসিক রোগ

'আমার মনে হয় ওনাকে কোন কিছুর গন্ধ শোঁকাতে পারলে ভাল হয়,' পরামর্শ দিল মার্গো। 'অ্যামোনিয়া বা এ জাতীয় কিছু। আপনি অজ্ঞান হয়ে যান মা। তাহলে সব কষ্টের অবসান ঘটবে।'

'উনি অজ্ঞান হতে যাবেন কোন্ দুঃখে,' বিরক্ত হলো লেসলি 'তবে অ্যামোনিয়ার গন্ধ শোঁকালে ঠিকই অজ্ঞান হয়ে পড়বেন।'

'ঠিক বলেছ,' সায় দিলেন মা। 'কিন্তু আমি ভাবছি ওর এমন হলো কেন? আচ্ছা, তোমার কিছুতে অ্যালার্জি আছে, বাছা?'

হাঁপাতে হাঁপাতে মাইকেল জানাল তিনটে জিনিসে তাঁর অ্যালার্জি

আছেঃ লাইলাক ফুলের পরাগ, বেড়াল আর ঘোড়া। সবাই উঁকি দিলেন জানালা দিয়ে। দৃষ্টিসীমার মধ্যে লাইলাক ফুলের গাছের চিহ্নও চোখে পড়ল না।

তন্ন তন্ন করে এবার ঘরে খোঁজাখুঁজি চলল। নাহ্, বেড়ালের 'ব'ও নেই কোথাও। ল্যারী বলল গ্যারী নির্ঘাত কোথাও থেকে ঘোড়া চুরি করে এনে বাড়িতে বেঁধে রেখেছে। গ্যারী তীব্র প্রতিবাদ করলেন বড় ভাই'র কথায়। মাইকেলের অবস্থা যখন মরো মরো, এমন সময় তার রোগের উৎপত্তির কারণ চোখে পড়ল। ঘোড়ার কম্বল। মা ওটা যত্ন করে জড়িয়ে দিয়েছেন মাইকেলের গায়ে। এই ঘটনা মাইকেলের মন এমন খারাপ করে দিল, যে ক'টা দিন গ্যারীদের বাড়িতে ছিল সে ব্রাশ হাতেই নিতে পারল না। সে এবং ডুরান্ট পাশাপাশি ডেক চেয়ারে বসে মানসিক শক্তি সঞ্চয়ের বৃথা চেষ্টা করে যেতে লাগল।

এই তিন অতিথিকে নিয়ে যখন নানা ঝামেলায় বিপর্যস্ত ডুরেল পরিবার, এমন সময় আরেক মূর্তিমান ঝামেলা হয়ে দেখা দিল মেলানি ওরফে কাউন্টেস ডি টরো। মহিলা লম্বা, ডিগডিগে, মুখখানা ঘোড়ার মৃত। চোখের রঙ কুচকুচে কালো আর চুল লাল টকটকে। ঘরে ঢুকে পাঁচ মিনিট না বসতেই অভিযোগ করতে লাগল ভয়ানক গরম লাগছে তার। মিসেস ডুরেলকে আতঙ্কিত এবং গ্যারীকে আহ্লাদিত করে সে লাল চুলের গোছা খুলে ফেলল। বেরিয়ে পড়ল ব্যাঙের ছাতার মত কুচকুচে টাক মাথা। মিসেস ডুরেলকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে দেখে কাউন্টেস ভাঙা, কর্কশ গলায় ব্যাখ্যা করল, 'আমি মাত্র মুখের প্রদাহ রোগ থেকে উঠেছি। এ রোগে আমার মাথার সমস্ত চুল উঠে গেছে, চোখের ভুরুও পড়ে গেছে...মিলানে মনের মত আই ব্রো বা উইগ পাইনি...আশা করি এথেন্সে পাব।'

বারো

জেরাল্ড ডুরেলদের বাড়ির লাগোয়া নির্জীব বাগান ঘিরে থাকা দেয়ালটি গ্যারীর শিকার ধরার জন্যে অতি চমৎকার একটি জায়গা। ইঁটের

পুরানো দেয়াল। কোন্‌কালে চুনকাম করা হয়েছিল। এখন পলস্তারা খসে কঙ্কাল বেরিয়ে আছে। দেয়ালের গায়ে সবুজ শ্যাওলা। অসংখ্য ফাটল আর গর্ত জটিল একটা মানচিত্র তৈরি করেছে দেয়ালটিতে। এখানে ওখানে বড় বড় টুকরো খসে পড়ে গোলাপী রঙের ইটের হাড়-পাঁজরা বেরিয়ে আছে। দেয়ালে উঁকি দিলে গোটা একটা ল্যান্ডস্কেপ ভেসে উঠবে চোখের সামনে; শত শত খুদে ব্যাঙের ছাতা, লাল, হলদে, বাদামী। সবুজ শ্যাওলা বিছিয়ে আছে, যেন অদৃশ্য হাত চমৎকার ভাবে কার্পেট তৈরি করেছে। ছায়াময় জায়গায় গজিয়ে উঠেছে ফার্নের খুদে অরণ্য, যেন সবুজ ঝর্না ধীর গতিতে দেয়াল বেয়ে নামছে। দেয়ালের মাথা শুকনো, খটখটে। মরচে রঙের কিছু শ্যাওলা ছাড়া কিছু নেই। ওখানে, প্রচণ্ড গরমে সূর্য-স্নান করতে আসে গয়াল-পোকা। দেয়ালের নিচে জন্মেছে নানা ধরনের উদ্ভিদ, জংলী ফুলের গাছ, লিলি ফুলের গাছ। এগুলোকে যেন পাহারা দিয়ে রেখেছে প্রকাণ্ড এক জাম গাছ। ওটার ডালে ঝুলছে রসাল, সুস্বাদু কুচকুচে কালো জাম।

দেয়ালের অধিবাসীরা নানা প্রজাতির। এরা কেউ দিনে কাজ করে, কেউ রাতে। কেউ শিকারী, কেউ শিকার। রাতে শিকারীর ভূমিকায় নেমে পড়ে ব্যাঙ আর গিরগিটির দল। ব্যাঙগুলোর নিবাস বৈঁচির ঝোপে। স্বচ্ছ, ড্যাবডেবে চোখের গিরগিটিরা ডেরা বেঁধেছে দেয়ালের ওপরের ফাটলে। ওদের প্রিয় শিকার বোকা, অন্যমনস্ক ক্রেনফ্লাইরা (লম্বা পায়ের এক ধরনের মাছি)। পাতার মধ্যে ঝিম মেরে বসে থাকে। গিরগিটি আর ব্যাঙ খপ করে ধরে খেয়ে ফেলে। মথ কিংবা গুবরে পোকাতেও আপত্তি নেই তাদের। তবে দেয়ালের এই বিচিত্র রাজ্যে বোঝা মুশকিল কে শিকারী আর কে শিকার। কারণ সারাক্ষণ খাওয়া-খাওয়ি চলছেই। বোলতা শিকার করছে শুঁয়াপোকা আর মাকড়সা, মাকড়সা ধরে ধরে খাচ্ছে মাছি; গয়াল-পোকা হামলে পড়ছে মাকড়সা আর মাছিদের ওপরে; আর দ্রুতগামী, বহু রঙা দেয়াল গিরগিটিরা চোখের সামনে যা পাচ্ছে তাই সাবাড় করে ফেলছে।

তবে দেয়াল রাজ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বস্তুটি হলো কয়েকশো বিছা। ওগুলো দেয়ালের ফাঁক, ফাটলে লুকিয়ে থাকে। ইঞ্চিখানেক লম্বা, কালো চকচকে একেকটা বিছা। গোল শরীর, বাঁকা ঠ্যাং, কাঁকড়ার দাঁড়ার মত নখ, লেজটা যেন বাদামী পুঁতির একটা রশি, ডগাটা বেঁকে আছে ধনুকের মত। যেন গোলাপ কাঁটা। বিছাগুলোকে

পরীক্ষা করে দেখার সময় চুপচাপ শুয়ে থাকে ওগুলো। গায়ে নিঃশ্বাস লাগলে উঁচিয়ে ফেলে লেজ। ওগুলোর কোনটাকে ধরে সূর্যালোকে কিছুক্ষণ ফেলে রাখলে সেটা বিরক্ত হয়ে চলে যাবে। সেঁধুবে দেয়ালের কোন গর্তে।

এই বিছাগুলোর প্রেমে পড়ে গেলেন গ্যারী। ওদের অদ্ভুত আচরণ খুব ভাল লাগল তাঁর। তিনি লক্ষ করেছেন বিছাগুলো ভারী লাজুক প্রকৃতির। এজন্যে ওদের সাথে ভাব জমানো মুশকিল। চেষ্টা করেও দেখেছেন গ্যারী। ব্যর্থ হয়েছেন। বিছারা সুড়সুড় করে দেয়ালের ফাক-ফোকরে ঢুকে গেছে। ওদের অনেক কিছুই ভাল লাগলেও পরস্পরকে খেয়ে ফেলার অভ্যাসটা পছন্দ করতে পারলেন না গ্যারী।

এক রাতে মশাল জ্বালিয়ে বিছা দেখতে গেলেন তিনি। ওদের চমৎকার মিলন-নৃত্য উপভোগ করবেন। বিছারা মিলিত হবার সময় দাঁড়িয়ে পড়ে, থাবায় থাবা লেগে থাকে, শরীর সটান, পরস্পরের লেজ জড়িয়ে ধরে মোহনীয় ভঙ্গিতে। তবে মশাল জ্বালিয়ে বিছাদের মিলিত হবার দৃশ্য বেশিক্ষণ দেখার সুযোগ পান না গ্যারী। কারণ আলো জ্বললেই নাচ থেমে যায় ওদের, স্থির হয়ে থাকে এক মুহূর্ত, গ্যারী আলো নেভাচ্ছে না দেখে হয়তো বিরক্ত হয়েই নিজেদের ডেরায় ফিরে যায় ওরা গায়ে গা লাগিয়ে। গ্যারীর খুব ইচ্ছে ওদের ধরে বাড়ি নিয়ে যাবেন। আশ মিটিয়ে মিলন-নৃত্য দেখবেন। কিন্তু পরিবারের কঠোর নিষেধ আছে বিছা-টিছা আনা যাবে না ঘরে। যদিও গ্যারী বিছাদের পক্ষে অনেক তর্ক করেছেন।

একদিন দেয়ালে মোটাসোটা এক মেয়ে বিছা দেখতে পেলেন গ্যারী। প্রথম দর্শনে মনে হলো ওটা গায়ে হালকা হলুদ রঙের পশমী কোট পরেছে। কাছে এসে দেখতে ভুল ভাঙল। আসলে খুদে কতগুলো বিছার বাচ্চা, গাদাগাদি করে শুয়ে আছে মা'র পিঠে। পরিবারটিকে দেখে দারুণ খুশি গ্যারী। সিদ্ধান্ত নিলেন ওদেরকে বাড়ি নিয়ে যাবেন, রেখে দেবেন নিজের বেডরুমে। ওরা কিভাবে বড় হয়ে ওঠে দেখবেন। খুব সাবধানে মা আর বাচ্চাগুলোকে একটা দেশলাই'র বাক্সে ঢোকালেন গ্যারী, তারপর ছুটলেন বাড়ির উদ্দেশে।

বাসায় পৌঁছে দেখেন দুপুরের খাবার খেতে বসে গেছে সবাই। দেশলাই'র বাক্সটিকে ড্রইংরুমের ম্যান্টলপিসের ওপর রেখে দিলেন গ্যারী। এখানে আলো-বাতাসের অভাব হবে না বিছাদের। তারপর ডাইনিংরুমে ঢুকলেন লাঞ্চ খেতে। নিজে খাচ্ছেন, টেবিলের তলা

থেকে রজারের জন্যে খাবার পাচার করছেন, সেই সাথে পরিবারের সদস্যদের তর্ক-বিতর্ক শুনতে শুনতে নতুন জিনিসটার কথা বেমালুম ভুলে গেলেন গ্যারী। বড় ভাই ল্যারীর খাওয়া শেষ। সে ড্রইংরুমে এল সিগারেট ফুঁকতে। চেয়ারে হেলান দিয়ে ঠোঁটে সিগারেট গুঁজল। তারপর হাত বাড়াল ম্যান্টলপিসের ওপর রাখা দেশলাই বাক্সের দিকে। বকবক করতে করতে দেশলাই বাক্স খুলে ফেলল ল্যারী।

অনেকক্ষণ ধরে দেশলাই বাক্সে বন্দী থেকে নিশ্চয়ই বিরক্ত হয়ে পড়েছিল মা বিছা। বাক্স খোলা মাত্র সে পালিয়ে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে গেল। দ্রুত বেরিয়ে এল বাক্স থেকে, পিঠে ঝুলে আছে তার বাচ্চারা, বেগে বেরুনোর জন্যে বাক্স থেকে সরাসরি ল্যান্ড করল ল্যারির হাতের ওপর। কি করবে বুঝতে না পেরে থমকে দাঁড়িয়ে থাকল মা বিছা, খাড়া হয়ে উঠল লেজ। বিছার পায়ের সুড়সুড়িতে ল্যারী হাতে কি পড়ল দেখার জন্যে ঝুঁকল। তারপর যে ঘটনা ঘটল তা গ্যারীর ভাষায়, স্রেফ 'বিশৃঙ্খল' অবস্থার চেয়েও বেশি।

ভয়ানক এক চিৎকার দিল ল্যারী। তার চিৎকার শুনে এত জোরে কেঁপে উঠল লুগারেটজিয়া যে হাত থেকে প্লেট পড়ে ভেঙে গেল। আর রজার লাফ মেরে বেরিয়ে এল টেবিলের তলা থেকে, তারস্বরে ডাকতে শুরু করল। হাতে প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি দিয়ে হতভাগ্য বিছাটাকে ছুঁড়ে ফেলল ল্যারী। ওটা গিয়ে পড়ল মার্গো আর লেসলির মাঝখানে, টেবিলের ওপর। বাচ্চাগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল। মা বিছা এমন আচরণে খুবই ক্ষুব্ধ হলো, কাছের টার্গেট হিসেবে লেসলিকে পেয়ে তেড়ে গেল তার দিকে। লাফ মেরে উঠল লেসলি চেয়ার উল্টে দিয়ে, হাতের ন্যাপকিনের এক বাড়িতে বিছাটাকে পাচার করে দিল মার্গোর কাছে। মার্গো এমন জোরে চেঁচিয়ে উঠল, রেলের এঞ্জিনের গর্জনও তার কাছে নস্যি। মিসেস ডুরেল তাঁর ছেলে মেয়েদের আকস্মিক পাগলামিতে বোকা বনে গেলেন। ওরা এমন কেন করছে বুঝতে পারছিলেন না তিনি। চোখে চশমা এঁটে টেবিলের তলা দেখতে শুরু করলেন ঝুঁকে। চিৎকার-চেঁচামেচির উৎস খুঁজতেই বোধহয়। আর ঠিক সেই মুহূর্তে, ক্রম অগ্রসরমান বিছাটাকে ঠেকাতে ব্যর্থ হয়ে মার্গো এক গ্লাস পানি ছুঁড়ে মারল ওটার গায়ে। কিন্তু মিস হলো টার্গেট। পুরোটা পানি গিয়ে পড়ল মা'র গায়ে। তিনি ভিজে গোসল হয়ে গেলেন।

এমনিতেই ঠাণ্ডার ধাত আছে মিসেস ডুরেলের। তাই ঠাণ্ডা পানি ছুঁয়েও দেখেন না। আর এখন ঠাণ্ডা পানির মিসাইল-বিদ্ধ হয়ে,

টেবিলের এক কোনায় বসে হাঁপাতে লাগলেন অসহায়ের মত। প্রতিবাদ করার ভাষাও হারিয়ে ফেলেছেন।

বিছাটা ইতিমধ্যে লেসলির প্লেটের নিচে সেঁধিয়েছে। আর বাচ্চাগুলো ছিটিয়ে পড়েছে সমস্ত টেবিলে। গণ আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে ল্যারীদের সাথে রজারও সুর মেলাল, ঘরের চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল ঘেউ ঘেউ করে।

'এটা শিওর ওই শয়তানটার কাণ্ড...' গর্জে উঠল ল্যারী।

'সাবধান! সাবধান! ওরা আসছে!' গলা ফাটাল মার্গো।

'একটা বই দরকার! বই,' চেঁচাচ্ছে লেসলি, 'ভয়ের কিছু নেই। আমাকে একটা বই এনে দাও না কেউ।'

'তোদের সবার হয়েছেটা কি?' টেবিলের তলা থেকে বেরিয়ে এসেছেন মা, চশমা মুছছেন।

'সব তোমার ওই গুণধর ছেলের কাণ্ড...ও আমাদের সবাইকে খুন করবে...টেবিলে দেখো...বিছায় মাখামাখি...'

'জলদি...জলদি...কিছু একটা করো... সাবধান! সাবধান!'

'চেঁচামেচি বাদ দিয়ে কেউ আমাকে একটা বই এনে দাও না... ঈশ্বরের দোহাই, রজার। থামবি তুই...কুত্তার চেয়েও খারাপ তুই...'

'ঈশ্বরের হাজার অনুগ্রহ শয়তানটা আমাকে কামড়াতে পারেনি...'

'ওই যে...আরেকটা...জলদি...জলদি...'

'আ, চুপ কর না। একটা বই এনে দে না...'

'কিন্তু টেবিলে বিছা এল কি করে, বাছারা?'

'সব ওই বাঁদরটার শয়তানী...খবরদার, দেশলাই বাক্স কেউ ছোঁবে না...সবগুলো ম্যাচ বক্স এখন মৃত্যুফাঁদ...'

'ওই যে, আরেকটা আসছে আমার দিকে...কিছু একটা করো না, ছাই!'

'ছুরি দিয়ে মার...ছুরি মেরে দু'টুকরো কর...'

এমন অবস্থায় কি করা উচিত কেউ বলে দেয়নি রজারকে, সে ধরে নিল পরিবারের সকলে আক্রান্ত হয়েছে। কাজেই তাদেরকে রক্ষা করা তার একান্ত কর্তব্য। ঘরের বাইরের লোক বলতে শুধু লুগারেটজিয়া। সমস্ত হল্লার জন্যে সে-ই দায়ী সাব্যস্ত করে রজার খ্যাঁক করে লুগারেটজিয়ার পায়ে কামড়ে দিল। লুগারেটজিয়া 'বাবারে মারে!' করে তো অস্থির।

সবার চিৎকার-চেঁচামেচির সুযোগে বিছার বাচ্চাগুলো প্লেট, গ্লাস,

কাপ ইত্যাদির মধ্যে লুকিয়ে পড়েছে। ল্যারীর পরামর্শে সবগুলো কাটলারি বাতিল ঘোষণা করা হলো। ভাই-বোনদের একটা কিলও মাটিতে পড়ত না, মিসেস ডুরেল বাঁচালেন তাঁর আদরের ছোট ছেলেকে। তাঁর জন্যে গ্যারীকে কেউ কিছু বলতে পারল না। সবাই ড্রইংরুমে বসে রাগে ফুঁসছে আর ভয়ে কাঁপছে, গ্যারী বিছার বাচ্চাগুলোকে একটা একটা করে খুঁজে তুলে নিলেন একটি চামচে। তারপর মা বিছার পিঠে ওদের নামিয়ে দিলেন। শেষে একটা প্লেটে বসিয়ে চলে এলেন বাগানে, চরম অনিচ্ছায় ছেড়ে দিলেন দেয়ালে। বিকেলবেলাটা তাঁর রজারকে নিয়ে কাটল পাহাড়ের ধারে। বিছা তার বাচ্চা নিয়ে দুপুরের ভাতঘুম দিচ্ছে ভেবে আর ওদেরকে বিরক্ত করা সমীচীন মনে করেননি তিনি।

এই ঘটনা ডুরেল পরিবারের ওপর মারাত্মক প্রভাব রাখল। ল্যারীর মনে সৃষ্টি হলো দেশলাই বাক্স ভীতি। সে এখন হাতে রুমাল পেঁচিয়ে দেশলাই'র বাক্স খোলে। লুগারেটজিয়া কয়েক প্রস্থ ব্যান্ডেজ পায়ে বেঁধে ঘুরতে লাগল। ক্ষত শুকিয়ে গেলেও সে কয়েকদিন ব্যান্ডেজ খুলল না। প্রতিদিন সকালে, সবাইকে চা দেয়ার সময় তার নৈমিত্তিক অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল গোড়ালি উঁচিয়ে দেখানো যে ক্ষতস্থানে কিভাবে মামড়ি পড়তে শুরু করেছে। তবে সবচেয়ে খারাপ দশা হলো গ্যারীর। সেদিনের ঘটনার পরে মিসেস ডুরেলের মাথায় ঢুকে গেছে তাঁর ছেলে পড়াশোনার নামে ঠনঠন, দিন দিন বখাটে হয়ে যাচ্ছে। ওকে পড়াশোনার প্রতি মনোযোগী করানো দরকার। তিনি ঠিক করলেন গ্যারীকে এবার ফরাসী ভাষা শেখাবেনই। একজন ফুলটাইম শিক্ষকও পাওয়া গেল। তিনি একজন বেলজিয়ান কনসাল। থাকেন শহরে, ইহুদি কোয়ার্টারের ধারে, সরু এক গলিতে। স্পাইরো প্রতিদিন সকালে গ্যারীকে কনসালের বাড়িতে নিয়ে যেতে লাগল ফরাসী ভাষা শিখতে।

কনসালের হাড়গিলে, শীর্ণ চেহারার বাড়িটি যে গলিতে সেই ঘিঞ্জি রাস্তা গ্যারীর জন্যে ছিল অফুরন্ত আনন্দের আধার। গলিতে ছোট ছোট অনেক দোকান। জামা-কাপড়, মিষ্টি, গহনা, ফল, শাকসব্জি সব কিছু মেলে ওখানে। গলিটা এত সরু, গাধাটাধা ঢুকলে ওগুলোকে যাবার রাস্তা করে দিতে গেলে দেয়ালে পিঠ ঠেকে যায়। এই গলি সর্বদা কোলাহলমুখর। শিশুদের হৈ-হল্লা, মহিলাদের জিনিসের দরদাম নিয়ে চিৎকার-চেঁচামেচি, মুরগীর ডাক, কুকুরের ঘেউ ঘেউ, ফেরিওয়ালার

হাঁক সব মিলে জায়গাটা সারাক্ষণ গম গম করে। গলির ঠিক মাঝখানে, ছোট একটি স্কোয়ারে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো ভাঙাচোরা বাড়িটিই বেলজিয়ান কনসালের।

কনসাল ছোটখাট গড়নের, অমায়িক আচরণের একজন মানুষ। তাঁর ত্রিভুজাকৃতির দাড়ি, মোম পাকানো গোঁফ চেহারায় দান করেছে বিশিষ্টতা। গ্যারীকে ফরাসী ভাষা শিখানোর দায়িত্বটি তিনি গ্রহণ করলেন অত্যন্ত সিরিয়াসভাবে। তার পরনে সবসময় থাকে কালো কোট, স্ট্রাইপ দেয়া ট্রাউজার, পায়ে মুখ দেখা যায় এমন ঝকঝকে আয়নার মত জুতো, গলায় সিল্কের রুমাল, মাথায় ঝলমলে হ্যাট, হাতে মালাক্কা ছড়ি। কনসালকে এই পোশাক ছাড়া কখনও কেউ দেখেনি। তিনি নোংরা, সরু গলি পথে নিজেকে বাঁচিয়ে সাবধানে চলাফেরা করেন। গাধা আসতে দেখলে প্রায় দেয়ালের সঙ্গে গা ঘেঁষে দাঁড়ান, গাধাটা পাশ থেকে চলে যাবার সময় কখনও কখনও মালাক্কা ছড়ি দিয়ে পিঠে মৃদু আঘাতও করেন আদর করার ভঙ্গিতে। শহরের লোকজন কনসালকে এই পোশাকে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। কেউ তাকে কিছু বলে না। কনসালকে তারা ধরে নিয়েছে ইংরেজ হিসেবে। আর ইংরেজদের দেবতাজ্ঞানে পূজা করে কর্ফুবাসী।

ফরাসী ভাষা শিক্ষার প্রথম দিনে কনসাল গ্যারীকে অভ্যর্থনা জানালেন তাঁর লিভিংরূমে। ঘরের দেয়াল বোঝাই কনসালের নেপোলিয়ন পোজের নানা ছবি। ভিক্টোরিয়ান চেয়ারগুলো লাল ব্রকেডে ঢাকা, টেবিলে রক্তলাল মখমলের কাপড়। টেবিলক্লথের ঝালর আবার উজ্জ্বল সবুজ রঙের। সব মিলে বদখত চেহারার ঘর। গ্যারীর ফরাসী বিদ্যার দৌড় কতটুকু জানার জন্যে প্রথম দিনেই কনসাল লো পেটিট লারুস-এর ইয়া মোটা একখানা সংস্করণ খুলে বসলেন। প্রথম পাতায় আঙুল দেখিয়ে হেসে বললেন, 'টুমি এইটা পড়িয়া খুব মজা পাইবে।' হাসার সময় তার দাড়ির ফাঁকে সোনালি দাঁতগুলো ঝিকিয়ে উঠল।

গোঁফের ডগা আঙুল দিয়ে মোচড়াতে মোচড়াতে, ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে পিঠে হাত বেঁধে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন কনসাল। ফরাসী বর্ণমালার প্রথম অক্ষরটি কণ্ঠস্থ করার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন গ্যারী, হঠাৎ গুঙিয়ে উঠলেন কনসাল। গ্যারী ভাবলেন তাঁর অত্যন্ত বাজে ফরাসী উচ্চারণ শুনে বোধহয় মর্মাহত হয়েছেন কনসাল। আসলে তা নয়, তিনি দ্রুত পা বাড়ালেন ঘরের কোণে দাঁড় করানো কাপবোর্ডের দিকে, কি যেন বিড়বিড় করছেন। দেরাজ খুলে শক্তিশালী

চেহারার একটি এয়ার রাইফেল্স বের করলেন। পড়া বাদ দিয়ে আগ্রহ নিয়ে কনসালকে দেখছেন গ্যারী। নিজের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত নন মোটেই। বন্দুকে গুলি ভরলেন কনসাল, দ্রুত ফিরে এলেন জানালার ধারে। পর্দা অল্প ফাঁক করে তাকালেন বাইরে। তারপর বন্দুক তুলে কিছু একটার দিকে লক্ষ্যস্থির করলেন তিনি, ফায়ার করলেন। গুলি করে ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ালেন কনসাল। দুঃখিত ভঙ্গিতে এদিক-ওদিক মাথা নাড়ছেন। বন্দুকটা সরিয়ে রাখলেন একপাশে। তাঁর চোখে জল দেখে খুবই অবাক গ্যারী। এক গজ লম্বা একটা রুমাল বের করলেন তিনি পকেট থেকে, নাক ঝাড়লেন সশব্দে।

আঃ আঃ আঃ মন্ত্র পড়ার ভঙ্গিতে বলতে শুরু করলেন কনসাল, মাথা নাড়ছেন শোকার্ত ভঙ্গিতে। 'বেচারীরা...কিনটু এ ছাড়া আর কি উপায় ছিল হামার?...যাক, টুমি টোমার পড়া পড়িটে ঠাকো।'

পড়া মাথায় উঠল গ্যারীর। তিনি নিশ্চিত কনসাল কাউকে হত্যা করেছেন। আর চোখের সামনে হত্যাকাণ্ড দেখলে পড়ায় মন বসে কারও? গ্যারী ধরে নিলেন প্রতিবেশীর সাথে কনসালের ঝগড়া ছিল। আজ তিনি তার শোধ নিয়েছেন। কিন্তু চতুর্থ দিন সকালেও যখন একই ঘটনা ঘটতে দেখলেন গ্যারী, সন্দেহ হতে লাগল আদৌ তাঁর ধারণা সঠিক কিনা। অবশ্য এমনও হতে পারে যাদের ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছেন কনসাল তারা খুব বড় পরিবার। আর কিল খেয়ে কিল হজম করতে ওস্তাদ। নইলে কনসাল একের পর এক হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে চলেছেন, প্রতিপক্ষ কিছু বলছে না কেন? অবশ্য হপ্তাখানেকের মধ্যে কনসালের অবিরাম গুলি বর্ষণ রহস্য উদঘাটিত হলো। ইহুদিদের ওই কোয়ার্টারে বেড়ালরা খেয়াল খুশিমত বংশ বিস্তার করে চলছিল। সংখ্যায় একশোর কম হবে না। লাওয়ারিশ বেড়ালগুলো না খেতে পেয়ে কঙ্কাল, গায়ে ঘা, লোম ঝরে পাঁজরার হাড় বেরিয়ে আছে, রিকেট রোগে বাঁকা পা। এগুলো যে কিভাবে বেঁচে আছে সেটাই বিস্ময়ের বিষয়। কনসাল বেড়াল খুব ভালবাসেন। আর এ ভালবাসার প্রমাণ মেলে তাঁর হৃষ্টপুষ্ট তিনটে পার্শিয়ান বেড়াল দেখলে। কিন্তু ক্ষুধার্ত, রোগা, মৃতপ্রায় রাস্তার বেড়ালগুলোকে জানালা দিয়ে দেখা কনসালের মত বেড়াল প্রেমিকের জন্যে কষ্টকর অভিজ্ঞতা বই কি।

'ওডেরকে খাওয়াইবার সামর্থ্য হামার নাই,' কনসাল ব্যাখ্যা করেন গ্যারীকে, 'টাই ওডেরকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলি। ডুঃখ কষ্টের হাত ঠেকে বাঁচিয়া যায়। খুব কষ্ট হয়। কিনটু কি করিব?'

অবশ্য বেড়ালগুলোর করুণ দশা দেখলে যে কেউ কনসালের কাজটাকে সমর্থন করবে। কাজেই গ্যারীর ফরাসী শিক্ষার প্রায়ই বিঘ্ন পড়তে লাগল যখন কনসাল জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ান, সেই সময়। প্রতিবার গুলির আওয়াজ হবার পরে, মৃত বেড়ালের সম্মানে সশব্দে নাক ঝাড়েন কনসাল, দীর্ঘশ্বাস ফেলেন বুক কাঁপিয়ে, তারপর গ্যারীকে ফরাসী ক্রিয়া শেখাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

কি কারণে যেন কনসালের ধারণা হয়েছে মিসেস ডুরেল ভাল ফরাসী বলতে পারেন। তাই মা'র সাথে দেখা হলেই তিনি ফরাসীতে কথা বলতে শুরু করেন। তবে মা'র ভাগ্য ভাল থাকলে, হয়তো তিনি শহরে গেছেন শপিং-এ, হঠাৎ ভিড় ঠেলে কনসালকে তাঁর দিকে এগোতে দেখলে (কনসালের টপ হ্যাট দূর থেকে দেখলেই চেনা যায়) মা চট করে আশপাশের কোন দোকানে ঢুকে পড়েন। তারপর অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে থাকেন যতক্ষণ না আপদ বিদায় হয়েছে বুঝতে পারেন। মাঝে মাঝে গলির ভেতর থেকে চট করে বেরিয়ে এসে মাকে অবাক করে দেন কনসাল। মুখে চওড়া হাসি এঁটে, ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে চলে আসেন মা'র সামনে, ঝুঁকে বো করতে গিয়ে প্রায় মাটির সাথে মিশিয়ে ফেলেন মাথা। তখন মা বাধ্য হয়ে হাত বাড়িয়ে দেন কনসালের দিকে। তিনি হাত ধরে আবেগের সাথে চেপে ধরেন গালে। হাতে অবশ্য গালের স্পর্শ পান না মা। গিজগিজে দাড়িতে তাঁর সুড়সুড়ি লাগে। এরপর রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে শুরু হয়ে যায় তাঁদের আলাপচারিতা। মাঝে মাঝে সরু গলিতে গাধা ঢুকে পড়লে দু'জন দু'দিকে ছিটকে যান ওটাকে যাবার পথ করে দিতে। তবে কনসাল থেমে থাকেন না এক মুহূর্তও। ফরাসী ভাষার খই ফুটতেই থাকে মুখে। মা ভাবলেশ শূন্য ভঙ্গিতে শুনে যান তাঁর কথা। তবে সেদিকে খেয়াল থাকে না কনসালের। মাঝে মাঝেই তিনি মাকে প্রশ্ন করেন, 'নে সে পা, মাদাম?' মা তখন আড়ষ্ট হেসে, সাহস করে জবাব দেন, 'উই! উই!' কথাটা যথেষ্ট স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলা হলো না ভেবে তিনি এরপর বলেন, 'অই! অই!'

এতেই মহা খুশি কনসাল। অথচ তিনি জানেন না মিসেস ডুরেলের ফরাসী বিদ্যা এই শব্দ দুটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কনসালের সাথে ফরাসী ভাষায় আলাপ তার কাছে অগ্নিপরীক্ষার মত। তিনি কনসালকে এতই ভয় পেতে লাগলেন যে রাস্তা দিয়ে যাবার সময় গ্যারী বা অন্য কেউ যদি কানের কাছে হিসিয়ে ওঠে, 'মা। সাবধান! কনসাল আসছে!'

তেরো

গরমের শুরুতে অক্সফোর্ড থেকে পিটার নামে এক ছাত্র এল জেরাল্ড ডুরেলকে পড়াতে। লম্বা, সুদর্শন এই যুবক কর্ফু দ্বীপের প্রেমে পড়ে গেল ক'দিনের মধ্যেই। প্রথম প্রথম পিটারকে শিক্ষক হিসেবে খুব কড়া মনে হলেও দেখা গেল তার মধ্যে মানবিক গুণাবলীর কমতি নেই। সে চার দেয়ালের মাঝে গ্যারীকে বন্দী না রেখে বেরিয়ে পড়ল। পিটার লক্ষ করেছে সাগরে সাঁতার কাটতে কাটতে বইয়ের কঠিন কঠিন বিষয়গুলো সহজে বোঝানো যায় গ্যারীকে।

পিটার তার ছাত্রকে ডায়েরী লিখতে উৎসাহ দিল। ইংরেজিতে গ্যারী বেশ কাঁচা বলে প্রতিদিন তাঁকে কিছু না কিছু লিখতে বলল পিটার। এক্ষেত্রে ডায়েরী লেখার চেয়ে ভাল নাকি কিছু হয় না। কিন্তু গ্যারী জানালেন অনেক আগে থেকেই ডায়েরী লিখছেন তিনি। আর তাঁর বিষয় হলো প্রকৃতি। প্রতিদিন যা কিছু মজার মনে হয় গ্যারীর কাছে, ডায়েরীর পাতায় লিখে রাখেন। আরেকটা ডায়েরী লিখতে হলে সেটা ভরাবেন কি দিয়ে? গ্যারীর যুক্তি ফেলতে পারল না পিটার। তখন গ্যারী বললেন, একটা কাজ করা যায়। বই লিখলে কেমন হয়? প্রস্তাবটা শুনে অবাক হলো পিটার। কিন্তু বই লিখলে যেহেতু কোন ক্ষতি নেই তাই লেখার অনুমতি মিলল গ্যারীর।

ব্যস, গ্যারীও প্রতিদিন সকালে খুশি মনে এক ঘণ্টা ব্যয় করতে লাগলেন গল্প লেখার পেছনে। গল্পের পাত্র-পাত্রী গ্যারীর পরিবারের সদস্যরা। এদেরকে পৃথিবী ভ্রমণে বের করে দিলেন তিনি।

দারুণ দারুণ সব অ্যাডভেঞ্চারের মুখোমুখি হতে লাগল পরিবারের প্রতিটি সদস্য। আর প্রতি চ্যাপ্টারেই দারুণ রোমাঞ্চকর কোন ঘটনা এনে উপসংহার টানলেন গ্যারী। যেমন মাকে জাগুয়ার হামলা চালিয়েছে বা ল্যারী পড়েছে পাইথনের পাল্লায়। উৎসাহের চোটে এমন

সব জটিল ঘটনা তৈরি করতে লাগলেন গ্যারী যে শেষে পরিবারের সদস্যদের ভয়ানক বিপদের হাত থেকে রক্ষার কোন বুদ্ধিই খেলল না মাথায়।

গ্যারী তাঁর লেখায় (এটাকে মহাকাব্য বা মাস্টার পিসও বলা চলে) বুঁদ হয়ে থাকতে লাগলেন সারা সকাল। লেখার সময় দ্রুত হয়ে উঠল তার নিশ্বাস, জিভ বেরিয়ে থাকল। মাঝে মাঝে রজারের সাথে গল্পের চমৎকার সব প্লট নিয়েও আলোচনা করছেন। গ্যারী গল্প লেখায় ব্যস্ত, পিটার তখন মার্গোকে নিয়ে নির্জীব বাগানে ফুল খুঁজে বেড়াচ্ছে। গ্যারী লক্ষ করলেন দু'জনেই হঠাৎ করে প্রাণিবিদ্যার প্রতি খুব বেশি ঝুঁকে পড়েছে।

বাড়িতে বিছা-কেলেংকারির ঘটনার পরে ডুরেল পরিবার গ্যারীর জন্যে দোতলায় একটি বড় ঘর বরাদ্দ করেছেন। এ ঘরে গ্যারী তাঁর যাবতীয় প্রাণীদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করবেন সেই আশায়। বাড়ির আলাদা একটি অংশে ঘরটি। গ্যারী তাঁর ঘরকে 'স্টাডি' বলে অভিহিত করলেও তাঁর পরিবারের কাছে এটা 'বাগ হাউজ।' এ ঘরে আলো-বাতাস প্রচুর। বাতাসে স্পিরিটের গন্ধ। এ ঘরে গ্যারী রেখেছেন তার প্রাকৃতিক ইতিহাসের বই, ডায়েরী, মাইক্রোস্কোপ, খুঁটিনাটি যন্ত্রপাতির ভগ্নাবশেষ, জাল, রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া ব্যাগসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। বড় কাপবোর্ডের বাক্সটিতে রয়েছে পাখির ডিম, গুবরে পোকা, প্রজাপতি এবং বেশ কিছু ঘাস-ফড়িং। আর স্পিরিটের বোতলে চুবিয়ে রেখেছেন চার-ঠ্যাঙা মুরগী (লুগারেটজিয়ার স্বামীর উপহার), নানা আকারের গিরগিটি, সাপ, ব্যাঙাচি, শিশু অক্টোপাস, তিনটে আধ খাওয়া ইঁদুর (রজারের অবদান), একটি কচ্ছপ। গ্যারীর ঘরের দেয়ালজোড়া পাথুরে স্লেটে লটকানো একটি মাছের ফসিল, শিম্পাঞ্জির সাথে করমর্দনরত গ্যারীর ছবি, এবং স্টাফ করা একটি বাদুড়। বাদুড়টিকে কারও সাহায্য ছাড়াই নিজে নিজে স্টাফ করেছেন গ্যারী। এ কারণে তিনি যথেষ্ট গর্বিতও। ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে দেয়ালে তাকালে মনে হবে সত্যি সত্যি একটা বাদুড় ডানা ছড়িয়ে ঝুলে আছে ওখানে। গরম আসার পরে গ্যারীর মনে হলো বাদুড়টারও বোধহয় গরম লাগতে শুরু করেছে। কারণ একটা পাশ ঝুলে পড়ল ওটার, চামড়াটাকেও আর চকচকে মনে হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল চামড়ার ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে যাচ্ছে। তারচে'ও দুশ্চিন্তার বিষয় স্পিরিটের গন্ধ ছাপিয়ে নতুন অদ্ভুত একটা গন্ধ ধাক্কা মারছিল নাকে। প্রথমে

রজার গন্ধটা পেল। সে খানিক ঘেউ ঘেউও করল। গন্ধটা ল্যারীর বেডরুমে গিয়ে ঢুকতে গন্ধের উৎস সন্ধানে নেমে পড়ল সবাই। সকলে এক বাক্যে গ্যারীর বাদুড়টাকে দোষারোপ করে বসল। গ্যারী বিব্রত নন, বিস্ময়বোধ করলেন। চাপের মুখে বাদুড়টাকে ফেলে দিতে হলো তাঁকে। পিটার বলল গ্যারী আসলে বাদুড়টাকে ঠিকমত স্টাফ করতে পারেননি। তাই গরমে পচে ওটা থেকে গন্ধ আসছিল। বলল গ্যারী যদি আরেকটা বাদুড় ধরে আনতে পারেন তাহলে সে দেখিয়ে দেবে কিভাবে স্টাফ করতে হয়। শুনে গ্যারী খুব খুশি। অনেক ধন্যবাদ দিলেন পিটারকে। ঠিক হলো গোটা ব্যাপার গোপন রাখবেন দু'জনে। গ্যারী বললেন পরিবারের সদস্যরা এখন তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখছে। কাজেই তাদেরকে এ বিষয়টি আবার বোঝাতে যাওয়া স্রেফ অর্থহীন, ক্লান্তিকর একটা কাজ।

তবে এবার বাদুড় ধরতে ব্যর্থ হলেন গ্যারী। লম্বা একটা বাঁশ নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জলপাই গাছের সারির মাঝখানে বসে থাকাই সার হলো, বাদুড় মারতে পারলেন না। হাতের অস্ত্র তোলার আগেই বিদ্যুৎ চমকের মত ওগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল চোখের সামনে দিয়ে। তবে বাদুড় নিধনে ব্যর্থ হলেও নিশাচর এই প্রাণীটির জন্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকে রাতের অপরূপ এক জগৎ দেখলেন তিনি দু'চোখ ভরে। দেখলেন এক তরুণ খেঁকশিয়ালকে। সে পাহাড়ে এসেছে গুবরে পোকার সন্ধানে। সামনের থাবা দিয়ে মাটি খুঁড়ে পোকা বের করে আনল শিয়ালটা। তারপর গপাগপ খেতে শুরু করল। আরেকবার পাঁচটা শিয়াল উদয় হলো চিরহরিৎ বৃক্ষের আড়াল থেকে। গ্যারীকে দেখে তারা যারপর নাই অপ্রস্তুত। সাথে সাথে ছায়ার মত যেন গলে গেল গাছের আড়ালে। পতঙ্গভুক নাইটজার পাখিরা এল নীরবে, সিল্কের মত ডানা মেলে। ঘাসের ওপর চক্কর খেল লম্বা পাওয়ালা ক্রেন ফ্লাইদের খোঁজে। আরেক রাতে দেখা মিলল এক জোড়া কাঠবিড়ালীর। এরা উন্মত্তের মত পরস্পরকে ধাওয়া করে চলল, গাছের এক ডাল থেকে অন্য ডালে ঝাঁপিয়ে পড়ল দক্ষ আক্রোব্যাটের কায়দায়, গাছের গুঁড়ির মধ্যে ফুড়ুৎ-ফাড়ুৎ দৌড় দিল, তাদের ঝোপের মত ঘন পশমী লেজ চাঁদের আলোয় ধূসর ধোঁয়া মনে হলো। এই প্রাণী দুটিকে এতই পছন্দ হয়ে গেল গ্যারীর, ঠিক করলেন যেভাবে হোক একটাকে ধরবেনই। তবে এদেরকে ধরার উৎকৃষ্ট সময় হলো দিনের বেলা। তখন ঘুমিয়ে থাকে কাঠবিড়ালীরা। গ্যারী দিনের বেলা জলপাই

ঝোপের মধ্যে ওদের লুকানো আস্তানা খুঁজে বের করার অভিযানে বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু বৃথা মনে হলো পরিশ্রম। কারণ বেশিরভাগ গাছের গুঁড়ি ফাঁপা। আর প্রতিটি ফাঁপা গুঁড়িতে ডজন খানেক গর্ত। ক'টা খুঁজে দেখবেন গ্যারী। তবে ধৈর্যের ফল মিলল একদিন। গ্যারী একটা গর্তে হাত ঢুকিয়েছেন, আঙুলের ডগায় ছোট এবং নরম কিসের যেন পরশ লাগল। টেনে তুলছেন, মুঠোর মধ্যে মোচড় খেল জিনিসটা। প্রথম দর্শনে মনে হলো ড্যান্ডেলিয়নের বীজের একটা বান্ডিল। বান্ডিলটার বড় বড়, সোনালি একজোড়া চোখও আছে। তবে ভাল করে লক্ষ করতে বুঝলেন গ্যারী ওটা আসলে স্কপস পেঁচা। পেঁচা এবং মানুষ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল এক মুহূর্ত। তারপর হি হি করে হেসে উঠলেন গ্যারী। পেঁচাটার মোটেই পছন্দ হলো না হাসি, কটমট করে তাকিয়ে রইল গ্যারীর দিকে। ছোট ছোট নখ বসিয়ে দিল বুড়ো আঙুলে। ব্যথা পেয়ে মুঠো আলগা করতেই ডাল খসে গেল গ্যারীর হাত থেকে, পেঁচাটাকে নিয়ে দড়াম করে পড়ে গেলেন মাটিতে।

পেঁচাটাকে পকেটে পুরে বাড়ির পথ ধরলেন গ্যারী। পরিবারের সদস্যদের কাছে ভয়ে ভয়ে বললেন নতুন আবিষ্কারের কথা। তাঁকে অবাক করে দিয়ে সবাই আগ্রহ প্রকাশ করল পেঁচার ব্যাপারে। বলল গ্যারী ইচ্ছে করলে পেঁচাটা পুষতে পারেন। কারও আপত্তি নেই। গ্যারীর স্টাডিরুমের ঝুড়িতে আশ্রয় মিলল পেঁচার। নানা তর্ক বিতর্কের পরে ওটার নাম রাখা হলো ইউলিসিস। শুরুতেই সে দেখিয়ে দিল তার খুব শক্তি এবং সাহস। একটা চায়ের কাপের সমান হলে কি হবে, কোন কিছুকে হামলা চালাতে ভয় পেত না। গ্যারী ভাবলেন তাঁর ঘরে যেহেতু সবাইকে মিলেমিশে থাকতে হবে কাজেই রজারের সাথে ইউলিসিসের সবার আগে বন্ধুত্ব হওয়া দরকার। তিনি ইউলিসিসের সাথে রজারের দোস্তী পাতাবার জন্যে পেঁচাটাকে মেঝেতে ছেড়ে দিলেন। তারপর রজারকে বললেন ইউলিসিসের কাছে গিয়ে মিতালী করতে। গ্যারী এর আগেও নানা জিনিস এনেছেন তাঁর ঘরে। এদের সাথে বন্ধুত্ব করার ব্যাপারে রজারের নিজস্ব একটি দার্শনিকসুলভ স্টাইল রয়েছে। সবাইকে সে পাত্তা দিতে রাজি নয়। লেজ নাড়তে নাড়তে, ইউলিসিসকে যেন অনুগ্রহ করছে, এমন ভঙ্গিতে এগিয়ে গেল সে। তবে মেঝেতে বসা ইউলিসিসের চেহারায় বন্ধুসুলভ কোন ভাব ফুটল না। রজারকে এগিয়ে আসতে দেখল সে যুদ্ধংদেহী ভাব নিয়ে। তার চেহারা দেখে রজারের ডাঁট হঠাৎ যেন ল্যাং খেয়ে গেল।

ইউলিসিস জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে রইল রজারের দিকে, যেন সম্মোহনের চেষ্টা করছে কুকুরটাকে। দাঁড়িয়ে গেল রজার, খাড়া কান ঝুলে পড়ল ঝপাৎ করে, দ্রুত নড়তে থাকা লেজের গতি হঠাৎই কমে এল। তাকাল গ্যারীর দিকে। সাহস চাইছে। গ্যারী আদেশ করলেন রজারকে এগিয়ে যেতে। বন্ধুত্ব করতেই হবে। মাপ নেই। নার্ভাস ভঙ্গিতে পেঁচাটির দিকে তাকাল রজার, তারপর উদাস একটা ভঙ্গি নিয়ে পা বাড়াল। ইচ্ছে পেছনদিক থেকে ইউলিসিসের কাছে যাবে। কিন্তু ইউলিসিসও কম সেয়ানা নয়। সে-ও মাথা ঘুরিয়ে তাকাল, স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল রজারের দিকে। কোন প্রাণী না ঘুরে, স্রেফ মাথা ঘুরিয়ে এভাবে তাকাতে পারে জানা ছিল না রজারের। সে যেন খানিকটা দমে গেল। তারপর 'এসো-মজা-করি' এমন ভঙ্গি করে উবু হয়ে বসল। থাবার মধ্যে মাথা রাখল। শেষে ধীরে ধীরে এগোল পাখিটির দিকে। মৃদু কুঁই কুঁই শব্দ করছে রজার, ক্ষান্ত দেয়ার ভঙ্গিতে লেজ নাড়ছে। ইউলিসিস আগের মতই তাকিয়ে থাকল। যেন ওকে স্টাফ করা হয়েছে। রজার উবু হয়ে বসে, মোটামুটি নিঃশব্দে এগোচ্ছিল ইউলিসিসের দিকে। হঠাৎ মারাত্মক একটা ভুল করে বসল সে। পশমী মুখখানা সামনে এগিয়ে এনে, ঠিক পেঁচার সামনে জোরে হ্যাঁচ্চো দিল। ইউলিসিস চমকে গেলেও ভয় পায়নি। বরং অপমানিত বোধ করেছে। ডানাহীন, ভীতু এই প্রাণীটাকে একটা শিক্ষা দেবে, ঠিক করল সে। চোখের পাতা নামিয়ে কর্কশ গলায় ডেকে উঠল ইউলিসিস। তারপর এক লাফে উঠে গেল শূন্যে। পরক্ষণে ডাইভ দিয়ে পড়ল রজারের মুখে, কালো নাকের ডগায় বসিয়ে দিল ক্ষুরধার থাবা। আর্তনাদ করে উঠল রজার। এক ঝাঁকিতে ফেলে দিল পেঁচাটাকে। তারপর দৌড়ে সেঁধুল টেবিলের নিচে। ইউলিসিস তার বাক্সে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত কেউ টেবিলের নিচে থেকে বের করে আনতে পারল না রজারকে।

বড় হবার সাথে সাথে চেহারা-সুরৎ বদলে যেতে লাগল ইউলিসিসের। ধূসর-ছাই রঙা হয়ে উঠল চামড়া, তাতে লালচে ছোপ। লম্বা কান। বাইরে নিয়ে যাবার কথা শুনলেই কান জোড়া আরও খাড়া হয়ে যায় ইউলিসিসের। বাক্সে জায়গা হচ্ছিল না বলে ওকে খাঁচায় রাখতে চাইলেন গ্যারী কিন্তু বাসার লোকদের দৃঢ় অসমর্থনের কারণে ইউলিসিসকে নিজের স্টাডিতেই ছেড়ে দিতে হলো।

ইউলিসিসের ওড়াউড়ির ট্রেনিং শুরু হলো টেবিল থেকে দরজার ছিটকিনির মাঝখানের জায়গাটুকু থেকে। পরে, মোটামুটি উডতে শিখে

গেলে জানালার ওপরে সে নিজের বাড়ি বানিয়ে নিল। দিনের বেলা ওখানেই ঘুমিয়ে কেটে যায় তার। আর সাঁঝ বেলায় ঘুম ভাঙে। ঘুম ভেঙে হামি দেয় ডানা জোড়া ছড়িয়ে, লেজ পরিষ্কার করে। তারপর হঠাৎ এত জোরে ঝাঁকি দেয় শরীর, শরীরের সবগুলো পালক দাঁড়িয়ে যায়, যেন বাতাসে নড়ে ওঠা ক্রিসানথিমামের পাপড়ি। এরপর তার কাজ হলো উদাসীন ভঙ্গিতে হজম না হওয়া খাবারগুলো জানালার নিচে খবরের কাগজে উগড়ে ফেলে দেয়া। তারপর, গলার স্বর পরিষ্কার আছে কিনা দেখার জন্যে ডেকে ওঠে 'টাইহু?' সবশেষে ডানা মেলে ভেসে পড়ে শূন্যে। ঘরে একটা চক্কর দিয়ে নিঃশব্দে বসে পড়ে গ্যারীর কাঁধে। কিছুক্ষণ কাঁধে বসে থাকে ইউলিসিস, গ্যারীর কানে ঠোঁট বোলায়, আবার ঝাঁকি দেয় শরীর, তারপর জানালার গরাদে উড়ে গিয়ে বসে আবার হাঁক ছাড়ে 'টাইহু?' মধু রঙা চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে গ্যারীর দিকে। এর মানে হলো জানালা খুলে দাও। বেরুব। জানালার পাল্লা খুললেই বেরিয়ে পড়ে ইউলিসিস, গাঢ় জলপাই বাগানে ডাইভ দেয়ার ঠিক আগে, চাঁদের গায়ে যেন সেলুলয়েড হয়ে স্থির হয়ে থাকে এক মুহূর্ত। তারপর তার স্বরে চিৎকার ছাড়ে 'টাইহু! টাইহু!' জানান দেয় শিকারে বেরুচ্ছে সে।

ইউলিসিসের শিকারের টাইম টেবিলের ঠিক নেই। কখনও এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসে। কখনও সারারাত কাটিয়ে দেয় বাইরে। তবে যেখানেই যাক, রাত ন'টা থেকে দশটার মধ্যে রাতের খাবার খেতে ফিরে আসবেই ইউলিসিস। গ্যারীর স্টাডিতে আলো না জ্বললে ড্রইং-রুমের জানালায় উঁকি দিয়ে দেখবে তিনি ওখানে আছেন কিনা। না থাকলে উড়ে আসবে গ্যারীর বেডরুমের ধারে, বসবে জানালার গরাদে, ঠোকর দিতে শুরু করবে পাল্লায়। যতক্ষণ না গ্যারী জানালা খুলে ভেতরে নিয়ে আসেন। তারপর গ্যারীর হাতের প্লেট থেকে খেয়ে নেবে মাংসের কিমা অথবা মুরগীর কলিজা। শেষ টুকরোটা পেটে যাবার পরে তৃপ্তির ঢেকুর তুলবে ইউলিসিস, ধ্যানস্থ হয়ে রইবে এক মুহূর্ত, তারপর উড়ে গিয়ে বসবে চাঁদের আলো মাখা কোন গাছের মগডালে।

নিজেকে যথেষ্ট শক্তিশালী যোদ্ধা হিসেবে প্রমাণ করার পরে ইউলিসিস রজারের বন্ধু হয়ে গেল। মাঝে মাঝে সন্ধ্যায় সাঁতার কাটতে গেলে ইউলিসিস সঙ্গী হলো গ্যারীদের। রজারের পিঠে বসে থাকে সে, খামচে ধরে রোমশ পিঠ। রজার মাঝে মাঝে ভুলে যায় তার যাত্রীর কথা। দ্রুত চলতে শুরু করে সে কিংবা লাফ মেরে চলে যায় পাথরের

ওপর থেকে; তখন রাগে বিস্ফোরিত হয় ইউলিসিসের চোখ, দ্রুত ডানা ঝাপটাতে থাকে ভারসাম্য রক্ষার জন্যে, কিচকিচ করে চেঁচাতে থাকে। রজারকে তখন গ্যারীর ভর্ৎসনা করতে হয় অসাবধানে চলার জন্যে।

সাগর তীরে ইউলিসিস জায়গা নেয় গ্যারীর জামা-কাপড়ের ওপর, রজারকে নিয়ে তখন গ্যারী উষ্ণ, গভীর পানিতে হুটোপুটি করছেন। ইউলিসিস তাদের পানিতে লাফালাফি, ঝাঁপাঝাঁপি দেখে বিরক্ত চোখে। হঠাৎ ডানা মেলে উড়াল দেয় সে, গ্যারীদের মাথার ওপর চক্কর মারতে শুরু করে। তারপর আবার ফিরে আসে তীরে। বেশিক্ষণ সাঁতার কাটলে অধৈর্য হয়ে ওঠে ইউলিসিস, পাহাড়ের বাগানে উড়ে চলে যায় 'টাইহু!' বলে চিৎকার করতে করতে।

গরমে, পূর্ণিমার রাতে জেরাল্ড ডুরেলরা গেলেন সাঁতার কাটতে। কিন্তু তীব্র উত্তাপে অস্থির সাগরের পানি তখনও যথেষ্ট উষ্ণ। কাজেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয় নৌকায় চড়ে খানিক ভ্রমণ করা হবে। 'সি কাউ' নামের নৌকায় অতঃপর উঠে বসেন সবাই, তারপর চাঁদের ঝিলিমিলি আলো গায়ে মেখে শুরু হয় নৌকা ভ্রমণ। বৈঠা বেয়ে ক্লান্তি লাগলে ফিরে আসেন তাঁরা তীরে। জমে ওঠে আড্ডা। তবে ম্যারাথন আড্ডায় অংশ নেয়ার ধৈর্য গ্যারীর নেই। তিনি নেমে পড়েন সাগরে। উষ্ণ পানিতে চিৎ হয়ে ভাসতে ভাসতে চেয়ে থাকেন আকাশ পানে। দেখতে থাকেন গোল থালার মত চাঁদ আর হীরের কুচির মত হাজারো জ্বলজ্বলে নক্ষত্র। অবাক হয়ে ভাবেন না জানি কত তারা আছে আকাশে!

মিসেস ডুরেলের খুব ইচ্ছে সাগরে নামার। কিন্তু তাঁকে আহ্বান জানালে বলেন তাঁর বয়স হয়ে গেছে। এসব নাকি এখন তাঁকে মানায় না। কিন্তু গ্যারীরা ধরে বসলেন মাকে তাদের সাথে সাঁতার কাটতেই হবে। চাপাচাপিতে বাধ্য হয়েই বোধহয় মা একদিন শহর থেকে রহস্যময় একটা পার্সেল নিয়ে এলেন। প্যাকেটটি খুলতে কালো রঙের একটি অদ্ভুত পোশাক বেরিয়ে পড়ল। পোশাকটির মাথা থেকে পা পর্যন্ত অসংখ্য কুঁচি, ভাঁজ এবং মুড়ি।

'বল তো এটা কি?' জিজ্ঞেস করলেন মা।

গ্যারীরা হাঁ করে অদ্ভুত পোশাকটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। ওটা কি জিনিস বুঝতে পারছেন না কেউ।

'কি এটা?' অবশেষে প্রশ্ন করল ল্যারী।

'বেদিং কস্ট্যুম,' বললেন মা। 'এ ছাড়া আর কি?'

'দেখে মনে হচ্ছে ভাঁজ খাওয়া তিমির চামড়া।' পোশাকটির দিকে

ঝুঁকে এল ল্যারী।

'এ পোশাক তুমি পরতে পারবে না, মা,' আতঙ্কিত গলায় বলল মার্গো। 'এ তো উনবিংশ শতাব্দীর জিনিস।'

'এত কুঁচি আর ভাঁজ কিসের জন্যে?' আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল ল্যারী।

'সৌন্দর্য বর্ধন, অবশ্যই,' মা অবজ্ঞার সুরে বললেন।

'কি অদ্ভুত আইডিয়া! তোমার এ জিনিস দিয়ে তো মাছও ধরা যাবে।'

'তোরা যে যাই বলিস, আমার কিন্তু বেদিং-কস্ট্যুমটা পছন্দ হয়েছে,' পোশাকটা ভাঁজ করতে করতে বললেন মা। 'আমি এটা পরব।'

'পোশাকের ভারে আবার পানিতে ডুবে যেয়ো না যেন,' সাবধান করে দিল লেসলি।

'মা, এটা তুমি পরতে পারবে না,' বলল মার্গো। 'আধুনিক কিছু একটা কিনে আনলে না কেন?'

'আমার মত যখন বয়স হবে তোর তখন টুপিস বেদিং সুট পরে পানিতে নামতে পারবি না...তখন সে ফিগারও থাকবে না।'

'কি ধরনের ফিগারের জন্যে এ জিনিসের ডিজাইন করা হয়েছে দেখতে খুব ইচ্ছে করছে আমার,' বলল ল্যারী।

'তোমাকে নিয়ে সত্যি পারি না, মা,' হতাশ শোনাল মার্গোর কণ্ঠ।

'কিন্তু তোকে তো এটা কেউ পরতে বলছে না,' মা রাগ হলেন।

'ঠিক বলেছ,' সায় দিল ল্যারী। 'তোমার যা ইচ্ছে পরবে। তবে তোমার তিন-চারটে পা থাকলে এ পোশাকে তোমাকে দিব্যি মানিয়ে যেত।'

মা নাক সিটকে চলে গেলেন ওপরে। কিছুক্ষণ পরে গ্যারীদের ডাকলেন দেখাতে পোশাকটিতে কেমন মানিয়েছে তাকে। রজার ঢুকল সবার আগে। কুচকুচে কালো, তাঁবুর মত উদ্ভট পোশাকে মাকে খুবই অদ্ভুত লাগছিল। ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল সে। ঘেউ ঘেউ করতে করতে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। কিন্তু মা'র কোন ভাবান্তর নেই। তিনি ওই তাঁবু গায়ে দিয়েই সাগর সৈকতে চললেন গোসল করতে।

চোদ্দ

গরম বাড়ছে। সি কাউ'র বৈঠা বাইতে বাইতে একেক জনের জান শেষ। ঘেমে নেয়ে বিশ্রী অবস্থা। নৌকা ভ্রমণের মজাটা আর পাওয়া যাচ্ছে না। পরিশ্রম লাঘবের জন্যে সি কাউতে মোটর ইঞ্জিন লাগানো হলো। ব্যস, এবার বিনা পরিশ্রমে খোলা সাগরের যেখানে ইচ্ছে ঘুরে বেড়াও। ডুরেল পরিবার ইঞ্জিনচালিত সি কাউ নিয়ে কোস্ট লাইনের বিশাল এলাকা চষে বেড়াতে লাগলেন। চলে গেলেন তাঁরা প্রত্যন্ত, পরিত্যক্ত সৈকতে। মাইলের পর মাইল বিস্তৃত উপকূলে রূপকথার রাজ্যের মত খুদে দ্বীপের চমৎকার একটি আর্কিপেলাগো বা দ্বীপপুঞ্জ খুঁজে পেলেন গ্যারী। কোন কোন দ্বীপ স্রেফ একটা পাথুরে চত্বর। তবে সবুজে ছাওয়া। গ্যারী বিস্মিত হয়ে লক্ষ করলেন এই দ্বীপপুঞ্জ দারুণভাবে আকর্ষণ করে সামুদ্রিক প্রাণীদের। আইলেট বা খুদে দ্বীপগুলোতে পরিবারের সদস্যদের একাধিকবার নিয়ে যাবার ইচ্ছে ছিল গ্যারীর। সে চেষ্টা করে ব্যর্থই হলেন। গোসলের ভাল জায়গা না থাকায় শুধু পাথরের ওপর বসে রোদ পোহাতে গিয়ে বিরক্ত হয়ে উঠলেন পরিবারের সদস্যরা। যদিও গ্যারী তখন মহানন্দে মাছ ধরছেন এবং অদ্ভুত সব সামুদ্রিক প্রাণী তুলে আনছেন। প্রাণীগুলো গ্যারীর কাছে চিত্তাকর্ষক মনে হলেও অন্যরা তা দেখে নাক সিটকান। ফলে কি হলো, গ্যারীর আর্কিপেলাগোতে আসার উৎসাহ হারিয়ে ফেললেন তাঁরা। তা ছাড়া এদিকের পানিতে প্রচুর ডুবো পাহাড় এবং পাথর থাকার কারণে নৌকা চালানোও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছিল। তাই গ্যারীর শত মিনতি সত্ত্বেও পরিবারের সদস্যরা আর্কিপেলাগোতে আসা বন্ধ করে দিলেন। গ্যারী এতে স্বভাবতই আহত। নৌকা ছাড়া তিনি ওখানে যাবেন কি করে? হপ্তায় অন্তত একটা দিন যাতে সি কাউতে চড়তে পারেন সে অনুরোধ করেও কাজ হলো না। নানা অজুহাত তুলে গ্যারীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হলো। বেচারী গ্যারী আশা প্রায় ছেড়ে দিচ্ছেন, হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল মাথায়। শীঘ্রি তাঁর জন্মদিন। জন্মদিনে

পরিবারের সদস্যরা নানা উপহার দেবেন তাঁকে। সেক্ষেত্রে শুধু নৌকা নয়, অনেক কিছুই তিনি পেতে পারেন। পরিবারকে বললেন গ্যারী, এবার নিজেই ঠিক করে দিতে চান কি কি উপহার পেলে তিনি খুশি হবেন। এতদিন তো তাঁরাই গ্যারীকে নিজেদের পছন্দমত উপহার দিয়ে এসেছেন, এবার না হয় এর একটু ব্যত্যয় ঘটুক। এতে গ্যারীকে উপহার পেয়ে হতাশ হতে হবে না। গ্যারীর প্রস্তাবে অবাকই হলেন পরিবারের সদস্যরা। তবে রাজিও হলেন। অবশ্য তাঁর মতলব বুঝতে না পেরে একটু সন্দেহের সুরেই জানতে চাইলেন গ্যারী কি উপহার প্রত্যাশা করেন। গ্যারী জানালেন ব্যাপারটা নিয়ে তিনি এখনও বিশেষ চিন্তা-ভাবনা করেননি। তবে তাঁর ইচ্ছে প্রত্যেকের হাতে একটা করে ফর্দ ধরিয়ে দেবেন। ওতে লেখা থাকবে উপহার হিসেবে কি পেলে খুশি হবেন তিনি। এক্ষেত্রে প্রত্যেকের সুযোগ থাকবে এক বা একাধিক জিনিস নির্বাচন করার।

দীর্ঘ সময় লাগল ফর্দ তৈরিতে। কে কিরকম উপহার দিতে পারে সেটা আগে আন্দাজ করে নিলেন গ্যারী। তিনি জানতেন মা'র ফর্দে যা লেখা থাকবে সব কটি জিনিসই কিনে দেবেন তিনি। তাই সবচে' প্রয়োজনীয় এবং দামী জিনিসগুলোর নাম থাকল মিসেস ডুরেলের ফর্দে। গ্লাস দেয়া পাঁচটি কাঠের বাক্স। এগুলো দিয়ে গ্যারীর সংগ্রহ করা পোকামাকড়ের ঘর বানানো হবে। লিস্টে থাকল দু'ডজন টেস্ট টিউব; পাঁচ পাইন্ট মেথিলেটেড স্পিরিট, পাঁচ পাইন্ট ফরমালিন এবং একটি মাইক্রোস্কোপ। মার্গোর ফর্দ করা একটু কঠিন হয়ে পড়ল। কারণ লিস্ট এমনভাবে করতে হবে যাতে মার্গো তার পছন্দের দোকানে যেতে উৎসাহ বোধ করে। তাই মার্গোর লিস্টে থাকল দশ গজ বাটার মসলিন, দশ গজ সাদা সূতা, ছয় প্যাকেট পিন, দুই বান্ডিল কটন উল, দুই পাইন্ট ইথার, একজোড়া ফরসেপ এবং দুটি ফাউন্টেন-পেন কিলার। ল্যারীকে ফরমালিন বা পিন আনতে বলে লাভ নেই। সে আনবে না। বরং সাহিত্য বিষয়ক কিছু আনতে বললে আনতে পারে। প্রাকৃতিক ইতিহাসের ওপর যা যা বই দরকার, সবগুলোর লিস্ট করলেন গ্যারী বইয়ের টাইটেল ও লেখকের নাম সহ। এবার লেসলির পালা। লেসলির কাছে যে জিনিসটি তিনি চাইবেন ওটার কথা বলতে হবে খুব সাবধানে, যথার্থ সময়ে, সুযোগ বুঝে। সুযোগটা এল শীঘ্রিই।

লেসলি বহু পুরানো একটি মাজল-লোডার গাছে বেঁধে ফায়ার প্র্যাকটিস করছিল। ট্রিগারের সাথে লম্বা সুতো বাঁধা। সুতো টেনে

ফায়ার করার চেষ্টা করছিল লেসলি। চার বারের বার সফল হলো সে। বিস্ফোরিত হলো ব্যারেল। ছুটে গেল চারদিকে। এটাকেই সফলতা বলে চিহ্নিত করল লেসলি। খুশি হয়ে একটা খামের পেছনে কি সব নোট লিখল। তারপর গ্যারীকে নিয়ে বন্দুকের ধ্বংসাবশেষ খুঁজতে লাগল। গ্যারী উদাস গলায় জানতে চাইলেন লেসলি তাঁর জন্মদিনে কি উপহার দেবে।

'ব্যাপারটা নিয়ে এখনও তেমন চিন্তা-ভাবনা করিনি,' অন্যমনস্ক সুর লেসলির, খুঁজে পাওয়া ধাতব টুকরোগুলো সন্তুষ্ট মনে গুনে দেখছে। 'অবশ্য তোর যদি কোন পছন্দ থাকে…যে কোন কিছু আমার কাছে চাইতে পারিস।'

গ্যারী সাথে সাথে বলে উঠলেন তাঁর একটি নৌকা দরকার। লেসলি বুঝতে পারল ভাইকে উপহার পছন্দ করার ঢালাও অনুমতি দিয়ে সে গ্যাঁড়াকলে পড়ে গেছে। রাগ রাগ গলায় বলল জন্মদিনের উপহার হিসেবে নৌকা খুবই দামী জিনিস। এত টাকা সে খরচ করতে পারবে না। গ্যারীও একই সুরে লেসলিকে মনে করিয়ে দিলেন সে-ই গ্যারীকে পছন্দসই নির্বাচনের সুযোগ দিয়েছে। লেসলি স্বীকার করল দিয়েছে। তবে এত দামী জিনিস দেয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। গ্যারী বললেন কেউ যদি 'যে কোন কিছু' দিতে চায় তাহলে অপর পক্ষ যা কিছু চাইতেই পারে। তবে লেসলিকে নৌকা কিনে না দিলেও চলবে। গ্যারী বললেন, তাঁর ধারণা লেসলির নৌকা সম্পর্কে অগাধ জ্ঞান। ইচ্ছে করলে সে ছোট ভাইকে একটা নৌকা বানিয়েও দিতে পারে। অবশ্য লেসলি যদি মনে করে কাজটা তার জন্যে খুব কঠিন…

'মোটেই কঠিন কাজ নয়,' ফট করে বলে বসল লেসলি, তারপর ইতস্তত কণ্ঠে যোগ করল, 'মানে বলতে চাইছি… তেমন কঠিন নয়। আসল ব্যাপার হলো সময়। কাজটা করতে অনেক সময় লাগবে। তারচে' "সি কাউ" নিয়ে হপ্তায় দু'বার বেড়িয়ে আসিস না কেন?'

কিন্তু গ্যারী গোঁ ধরে রইলেন তাঁর নৌকা চাই-ই। প্রয়োজনে অপেক্ষা করতেও রাজি আছেন।

'ঠিক আছে। ঠিক আছে,' মেজাজ দেখাল লেসলি। 'তোকে একটা নৌকা বানিয়েই দেব। কিন্তু কাজের সময় আমার পাশে একদম ঘুরঘুর করা চলবে না। ধারে কাছেও আসবি না। কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওটা তোকে দেখতে দিতে চাই না।'

সানন্দে মেজ ভাইয়ের সমস্ত শর্ত মেনে নিলেন গ্যারী। তার পরের

দুই হপ্তা স্পাইরোকে দেখা গেল গাড়ি বোঝাই করে তক্তা আনছে। শোনা গেল করাত চালানোর শব্দ, হাতুড়ি ঠোকার আওয়াজ। পেছনের বারান্দা থেকে প্রায়ই ভেসে এল খিস্তি-খেউর। কাঠের পাতলা ফালিতে ভরে উঠল ঘর। লেসলি যেখানেই হাঁটছে, পেছনে রেখে যাচ্ছে ধুলোর রেখা। গ্যারী অবশ্য লেসলি কি বানাচ্ছে সে ব্যাপারে কৌতূহল নিবৃত্ত করতে পেরেছেন একটি কারণে। কারণটি হলো তিনি বাড়ির পেছনে বড় বড় তিন ব্যাগ গোলাপী সিমেন্টের বস্তা খুঁজে পেয়েছেন। বাড়ি মেরামতের কাজ শেষে সিমেন্টের বস্তাগুলো বেঁচে গিয়েছিল। গ্যারী বস্তাগুলো নিজের কাজে লাগালেন। তিনি সিমেন্ট দিয়ে ছোট কতগুলো পুকুর বানালেন। সংগ্রহের সামুদ্রিক প্রাণীগুলোকে ওই পুকুরে ছাড়বেন। নতুন নৌকায় চড়ে মজার মজার আরও যেসব সামুদ্রিক প্রাণী পাওয়া যাবে সেগুলোও পুকুরে ছেড়ে দেয়ার ইচ্ছে গ্যারীর। তবে মধ্য গ্রীষ্মের এই সময়ে পুকুর খোঁড়ার কাজটি এত কষ্টকর হবে বুঝতে পারেননি গ্যারী। যাহোক শেষে কতগুলো চৌকোনা গর্ত খুঁড়তে পারলেন। ওগুলোই হলো পুকুর। পুকুরের চারপাশ বাঁধাই করে দিলেন গোলাপী সিমেন্টে। নরম সিমেন্ট মাড়িয়ে যারা বাড়িতে ঢুকল, তাদের গোলাপী পায়ের ছাপে বাড়ির মেঝেতে দুর্বোধ্য এক চিত্রকলার সৃষ্টি হলো।

গ্যারীর জন্মদিনের আগের দিন গোটা পরিবার গেল শহরে। এর পেছনে অবশ্য তিনটি কারণ ছিল। এক, পরিবারের সদস্যদের গ্যারীর জন্যে উপহার কেনার ইচ্ছে ছিল। দুই, ভাঁড়ার ঘর ভরতে হবে। যদিও বেশি লোক দাওয়াত না দেয়ার ব্যাপারে সবার সম্মতি ছিল এবং বলা হয়েছিল যেহেতু ডুরেল পরিবারের কেউই ভিড় ভাট্টা পছন্দ করেন না, কাজেই অতিথি নির্বাচন করতে হবে সতর্কতার সাথে। মোট দশজন অতিথিকে আমন্ত্রণ জানানোর কথা থাকলেও ডুরেলরা কেউই নির্দিষ্ট দশজনকে দাওয়াত দেননি। একমাত্র ব্যতিক্রম থিওডর। সে আলাদা ভাবেই দাওয়াত পেয়েছে। মা পার্টি শুরু হবার আগে টের পেলেন আমন্ত্রিত অতিথির সংখ্যা দশ জন নয়, পঁয়তাল্লিশ জন। তাই অতিরিক্ত কেনাকাটার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আর শপিং-এ যাবার তৃতীয় কারণটি হলো লুগারেটজিয়া। তার দাঁতে ভয়ানক ব্যথা। ড. অ্যান্ড্রচেল্লি নাকি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠেছিলেন। বলেছেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লুগারেটজিয়ার সমস্ত দাঁত তুলে ফেলতে হবে। কারণ দাঁতই নাকি লুগারেটজিয়ার সমস্ত সমস্যার কারণ। লুগারেটজিয়া তো,

ডাক্তারের কাছে যাবেই না। কেঁদে কেটে বুক ভাসিয়ে দিল সে। তাকে অনেক কষ্টে শান্ত করা হলো। লুগারেটজিয়া বলল সে মোরাল সাপোর্ট ছাড়া দাঁতের ডাক্তারের ধারেকাছেও যাবে না। আর মোরাল সাপোর্টের অর্থ হলো ডুরেল পরিবারের সবাইকে তার সঙ্গে যেতে হবে। ভয়ে সাদা হয়ে যাওয়া, ক্রন্দনরত লুগারেটজিয়াকে নিয়েই তাদেরকে শহরে আসতে হলো।

সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরলেন তাঁরা। বিধ্বস্ত এবং বিরক্ত। গাড়িতে উঁচু হয়ে আছে খাবারের পাহাড়, লুগারেটজিয়া পড়ে আছে লাশের মত। ভয়ানক গোঙাচ্ছে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল ওকে দিয়ে রান্না দূরে থাক, ঘরের কোন কাজ করানোই সম্ভব নয়। স্পাইরোকে একটা বুদ্ধি দিতে বলা হলে সে স্বভাবগত ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে জবাব দিল, 'ওই সব নিয়া আপনেরা চিন্তা করবেন না। আমার ওপর সব কিছু ছাইড়া দেন।'

পরদিন সকালটি হলো ঘটনাবহুল। লুগারেটজিয়া এরই মধ্যে খানিক সেরে উঠেছে। টুকটাক কাজ করছে। বাড়ির সবার কাছে গিয়ে একবার করে মুখ হাঁ করে দেখাচ্ছে। দেখাচ্ছে তার মাড়ীতে কেমন-বড় বড় গর্ত হয়ে আছে, বিপুল উৎসাহে বর্ণনা করছে প্রতিটি দাঁত তোলার সময় কি অবর্ণনীয় নরক যন্ত্রণা তাকে সহ্য করতে হয়েছে। গ্যারী ইতিমধ্যে তাঁর পরিবারের কাছ থেকে যাবতীয় উপহার পেয়ে গেছেন। মা-ভাই-বোনকে তিনি ধন্যবাদ দিলেন। তারপর লেসলির সাথে চলে এলেন পেছনের বারান্দায়। ওখানে তারপুলিনে ঢাকা রহস্যময় একটি বস্তু। যাদুকরের ঢং-এ তারপুলিনটা খুলল লেসলি, আত্মপ্রকাশ করল গ্যারীর সাধের নৌকা। মুগ্ধ দৃষ্টিতে ওটার দিকে তাকিয়ে রইলেন গ্যারী। এত সুন্দর নৌকা জীবনে দেখেননি তিনি। ঝকঝকে রং করা জলযান, অপূর্ব দ্বীপপুঞ্জে যাবার জন্যে তৈরি।

নৌকাটা লম্বায় ফুট সাতেক, গোলাকার। লেসলি দ্রুত ব্যাখ্যা দিল নৌকার আকৃতি দেখে এমনটি মনে করার অবকাশ নেই যে ওতে কোন ত্রুটি রয়েছে—আসলে ফ্রেমের জন্যে তক্তার হ্রস্বতার কারণে এমনটি হয়েছে। ব্যাখ্যাটা মনঃপূত হলো গ্যারীর কাছে। নৌকা বানানোর সময় এরকম ছোটখাট সমস্যায় সবাই পড়তে পারে। নৌকাটার চেহারা ছিপছিপে নয়, হৃষ্টপুষ্ট, বেশ একটা শিকারী ভাব আছে, বৃত্তাকার সংহতির মধ্যে আরামদায়ক একটা ব্যাপার আছে। নৌকাটার সাথে মিল রয়েছে ডাংবিটলের। মোটাসোটা এ পোকাটির প্রতি বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করেন গ্যারী। গ্যারীকে খুশি দেখে লেসলিও

আনন্দিত। জানাল কিছু টেকনিকাল কারণে সে বাধ্য হয়েছে নৌকাটার তলা চ্যাপ্টা করতে। তবে এতে নৌকায় চলাচলে ঝুঁকি একেবারে কমে আসবে। গ্যারী বললেন চ্যাপ্টা তলামুক্ত নৌকাই তার বেশি পছন্দ। কারণ তিনি নমুনা বোঝাই কাঁচের জারগুলো স্বচ্ছন্দে মেঝেতে রাখতে পারবেন। নৌকার রং গ্যারীর পছন্দ হয়েছে কিনা জানতে চাইল লেসলি। গ্যারীর মতে, নৌকার সৌন্দর্য ফুটে ওঠে তার গায়ের রং থেকে। গ্যারীর নৌকার ভেতরে রং করা হয়েছে সবুজ এবং সাদা, স্ফীত পার্শ্বদেশে সাদা, কালো আর চোখ ঝলসানো কমলা স্ট্রাইপ, রং-এর এই মিশ্রণ গ্যারীর কাছে খুবই শৈল্পিক মনে হলো। লেসলি সাইপ্রেসের লম্বা, নমনীয় একটা খুঁটি দেখাল। এটা দিয়ে মাস্তুল বানানো হবে। তবে নৌকা পানিতে ভাসানোর আগে খুঁটিটা বসানো সম্ভব নয়। গ্যারী তক্ষুণি নৌকা পানিতে ভাসানোর প্রস্তাব দিলেন। লেসলি বলল কোন জলযানের নামকরণ না করে তাকে পানিতে ভাসানো ঠিক নয়। গ্যারী কি তাঁর নৌকার জন্যে কোন নাম ঠিক করেছেন? কঠিন সমস্যা। পরিবারের সকল সদস্যকে ডেকে আনা হলো সমস্যার সমাধানের জন্যে। নৌকাটার চারপাশে ঘিরে দাঁড়াল তারা।

'এটার নাম জলি রজার রাখলে কেমন হয়?' প্রস্তাব দিল মার্গো। সাথে সাথে প্রস্তাবটা নাকচ করে দিলেন গ্যারী মুখ বাঁকিয়ে। বললেন তিনি ছোটখাট এবং গুরুগম্ভীর নাম চান যেটা নৌকার চেহারা এবং ব্যক্তিত্বের সাথে মিশ খাবে।

'আরবাকুল,' অস্পষ্ট গলায় বললেন মা।

এ নামও চলবে না। কারণ নৌকার চেহারা মোটেই আরবাকুলের মত নয়।

'নাম দে আর্ক,' বলল লেসলি। এদিক-ওদিক মাথা নাড়লেন গ্যারী। সবাই চুপ হয়ে গেল। নৌকার দিকে তাকিয়ে ভাবছে। হঠাৎ নামটা মাথায় এল গ্যারীর। বুট্‌ল্।

'চমৎকার নাম,' সায় দিলেন মা।

'আমি বামট্রিংকেট বলতে যাচ্ছিলাম,' বলল ল্যারী।

'ল্যারী!' তিরস্কার করলেন মা। 'ওসব হাবিজাবি জিনিস বাচ্চাটাকে শেখাসনে।'

কিন্তু ল্যারীর নামটা মনে ধরল গ্যারীর। বেশ অন্যরকম একটা নাম। তবে বুট্‌ল্-ও খারাপ নয়। দুটো নামই নৌকার ব্যক্তিত্ব এবং চেহারার সাথে খাপ খেয়ে যায়। অনেকক্ষণ চিন্তাভাবনা করার পরে

গ্যারী একটা সিদ্ধান্তে পৌছুলেন। কালো কালি দিয়ে বড় বড় অক্ষরে নৌকার গায়ে নাম লিখলেন: THE BOOTLE BUMTRINKET। নামটি শুধু চমৎকার নয়, অভিজাত একটা ভাবও আছে। তবে মা আপত্তি করলেন এত বড় নাম উচ্চারণ করতে গেলে নাকি দাঁত ভেঙে যাবে। গ্যারী তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন অপরিচিত লোকজনের কাছে তিনি নৌকার নাম শুধু বুট্‌ল্‌ বলবেন।

নৌকার নামকরণ করা হয়েছে। এখন পানিতে ভাসানোর অপেক্ষা। মার্গো, পিটার, লেসলি এবং ল্যারী মিলে পাহাড় থেকে বুট্‌ল্‌কে বহন করে নিয়ে চলল জেটিতে। মা এবং গ্যারী পেছন পেছন চললেন মাস্তুল এবং ওয়াইনের বোতল হাতে। ওয়াইন দিয়ে অভিষেক করা হবে। জেটির মাথায় এসে থেমে দাঁড়াল নৌকা বহনকারীরা। ক্লান্তি এবং পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছে। মা এবং গ্যারী ওয়াইনের বোতল খোলার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কর্কটা এমনভাবে আটকানো, খুলছেই না।

'আরে, করছ কি তোমরা?' বিরক্ত হলো ল্যারী। 'তাড়াতাড়ি করো। আমি জেটিতে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে অভ্যস্ত নই।'

অনেক কসরৎ করে বোতলের ছিপি খোলা হলো, গ্যারী পরিষ্কার গলায় ঘোষণা করলেন তিনি এই নৌকার নামকরণ করছেন বুট্‌ল্‌-রামট্রিংকেট। তারপর নৌকার পেছনে বোতল দিয়ে বাড়ি দিলেন। দুর্ভাগ্যবশত আধা পাইন্টের মত সাদা মদ ছিটকে উঠে ভিজিয়ে দিল ল্যারীর মাথা।

'আরে,' তীব্র আপত্তি জানাল ল্যারী। 'নৌকার জায়গায় আমাদের অভিষেক করছিস কেন?'

এবার ধাক্কা মেরে বুট্‌ল্‌ বামট্রিংকেটকে জেটি থেকে ফেলে দেয়া হলো পানিতে, কামান ফাটার শব্দ তুলল পানির সাথে নৌকার তলদেশের সংঘর্ষে। ফোয়ারার মত পানি ছিটকে উঠল চারপাশে।

'এবার!' বলল লেসলি। 'মাস্তুলটা বসাতে হবে...মার্গো, তুই নাকের দিকটা ধর...আর পিটার, তুমি স্টার্নের দিকে যাও, ল্যারী আর আমি তোমার হাতে মাস্তুল দেব...তুমি শুধু সকেটে ওটা ঢুকিয়ে ধরে রাখবে।'

মার্গো নৌকার নাক ঠেসে ধরল তার পেটের সাথে, পিটার গেল স্টার্নে, দুই পা ফাঁক করে দাঁড়াল। লেসলি আর ল্যারীর হাত থেকে মাস্তুল নেবে।

'মাস্তুলটা বেশি লম্বা মনে হচ্ছে রে,' সন্দেহের সুরে বলল ল্যারী।

'দূর! মাস্তুল ঠিকই আছে,' প্রতিবাদ করল লেসলি। 'পিটার...তুমি রেডি তো?'

পিটার রেডিই ছিল। কিন্তু মাস্তুল বসাতে গিয়ে যা ঘটল তা কহতব্য নয়। সুন্দর সুট পরা পিটার লম্বা, ভারী মাস্তুলের ভার সইতে না পেরে ডিগবাজি খেয়ে নৌকা থেকেই পড়ে গেল। তাকে ডুবে যেতে দেখে তারস্বরে চিৎকার শুরু করে দিল মার্গো। 'চিল্লাচিল্লি থামা!' তাকে ধমক দিল লেসলি। 'পিটার ডুবে মরবে না। পানি তেমন গভীর নয়।'

'তোকে আগেই বলেছিলাম মাস্তুলটা অনেক বেশি বড়,' বলল ল্যারী।

'মাস্তুল লম্বা না,' খেঁকিয়ে উঠল লেসলি। 'ওই বোকাটাই ওটাকে সেট করতে পারেনি।'

'ওকে বোকা বলবে না,' প্রতিবাদ করল মার্গো।

'বিশ ফুট লম্বা মাস্তুল একটা বাথটাবের মত নৌকায় খাড়া করে রাখা সহজ নাকি,' বললেন গ্যারী।

'তোর মাথায় এত বুদ্ধি! তা হলে নৌকাটা তুই বানালি না কেন?'

'আমাকে বানাতে বলা হয়নি...তা ছাড়া নিজেকে তো তুই এক্সপার্ট বলে দাবি করিস। যদিও তোর দক্ষতা সম্পর্কে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।'

'সমালোচনা করা খুব সহজ...ওই বোকাটার জন্যে...'

'আবার ওকে বোকা বলছ তুমি কোন্ সাহসে?'

'ব্যস, ব্যস। এ নিয়ে আর ঝগড়া করতে হবে না,' মধ্যস্থতা করতে এগিয়ে এলেন মা।

'ল্যারীটা বেশি বেশি সাপোর্ট দিচ্ছে...'

'থ্যাঙ্ক গড!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মার্গো। 'ও তীরে উঠে পড়েছে।'

চুপচুপে ভেজা পিটারকে নিয়ে তক্ষুণি বাড়ির পথ ধরল মার্গো। পার্টি শুরু হবার আগে সুট শুকাতে হবে। পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা তখনও তর্ক করছেন। ল্যারীর সমালোচনায় ক্ষুব্ধ লেসলি বাড়ি ফিরে নৌকা তৈরির ওপর প্রকাণ্ড এক বই খুলে বসল। তারপর টেপ নিয়ে ফিরে চলল জেটিতে। মাস্তুলের মাপ নেবে। সারাটা সকাল ত্যব গেল মাস্তুল সাইজ করতে। ওটাকে খাটো করতে করতে শেষে তিন ফুটে এসে ঠেকল দৈর্ঘ্য। বোকা বনে গেল লেসলি। মাস্তুল এত ছোট হবার

তো কথা ছিল না। গ্যারীকে প্রতিশ্রুতি দিল সঠিক মাপের নতুন একটা মাস্তুল সে শীঘ্রি বানিয়ে দেবে। বুটল্ বামট্রিংকেটকে অতঃপর বেঁধে রাখা হলো জেটিতে। সকল সৌন্দর্য নিয়ে, ওজনদার ম্যাংক্সক্যাটের মত ভেসে রইল ওটা।

স্পাইরো এল লাঞ্চের পরে, সঙ্গে লম্বা, বয়সী এক লোক। অ্যামবাসাডরের মত হাবভাব। স্পাইরো জানাল লোকটি গ্রীসের রাজার এক্স-বাটলার, অবসরে আছে। তাকে নিয়ে আসা হয়েছে পার্টির কাজে সাহায্য করার জন্যে। স্পাইরো রান্নাঘর থেকে সবাইকে বের করে দিল, বাটলারকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে বন্ধ করে দিল দরজা। জানালা দিয়ে উঁকি মেরে গ্যারী দেখলেন ওয়েস্ট কোট পরা বাটলার গ্লাস মুছছে আর স্পাইরো আপন মনে গুনগুন করে গাইতে গাইতে সব্জি কাটছে। একটু পর পর দেয়াল ঘেঁষে দাঁড় করানো সাতটা চুলোর পেটের মধ্যে ঠেসে ঠেসে লাকড়ি ভরছে। আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে।

আমন্ত্রিত অতিথিদের মাঝে প্রথমে এল থিওডর, ক্যারিজে চড়ে। পরনে তার সেরা সুটটি, বুট জোড়া ঝকঝক করছে, হাতে ওয়াকিং স্টিক। গ্যারীর সাথে হ্যান্ডশেক করতে করতে সে বলল। আ হা! মেনি...আ...হ্যাপি রিটার্নস অভ দা ডে। তোমার জন্যে আমি একটি...আ...ছোট...ইয়ে মানে...স্মারক চিহ্ন...একটা ছোট উপহার...কি বলে অনুষ্ঠান উদযাপনের জন্যে নিয়ে এসেছি...হুম।'

পার্সেলটা খুলে খুবই খুশি হলেন গ্যারী। 'লাইফ ইন পন্ডস অ্যান্ড স্ট্রিম' শিরোনামের মোটাসোটা একটা ভল্যুম উপহার দিয়েছে তাকে থিওডর। 'আমার ধারণা এই বইটি তোমার উপকারে আসবে...ইয়ে... তোমার লাইব্রেরীর গুরুত্বও বাড়িয়ে দেবে,' দুলতে দুলতে বলল থিওডর। 'এর মধ্যে খুব ভাল ভাল তথ্য আছে...ইয়ে...ফ্রেশ ওয়াটার লাইফের ওপরে।'

একের পর এক অতিথিরা আসতে শুরু করল। বাড়ির সামনে লাইন পড়ে গেল ঘোড়ার গাড়ি আর ট্যাক্সির। বিশাল ড্রইংরুম এবং ডাইনিংরুম ভরে গেল লোকে। সবাই হাসছে, কথা বলছে, তর্ক বিতর্ক করছে। আর মিসেস ডুরেলের আপত্তি সত্ত্বেও বাটলার টেইল কোট পরে ভিড়ের মধ্যে দ্রুত সেঁধিয়ে যাচ্ছে পেঙ্গুইনের মত, পানীয় আর খাবার তুলে দিচ্ছে অতিথিদের হাতে। এমন অভিজাত তার ভঙ্গি, সে সত্যি বাটলার নাকি গ্যারীদের কোন খেয়ালী আত্মীয় ভেবে ধন্ধে পড়ে গেল কেউ কেউ। ওদিকে কিচেনে মদ খেয়ে ঢোল স্পাইরো। মুখ

টকটকে লাল। গান গাইছে গলা ছেড়ে। গান নয় যেন বজ্রপাত হচ্ছে। লুগারেটজিয়া ঘনঘন কিচেন আর ড্রইংরুমে যাতায়াত করছে অবিশ্বাস্য দ্রুততার সাথে। মাঝে মাঝে নিরীহ টাইপের কোন গেস্টকে পাকড়াও করার সুযোগ পেলেই তার নাকের নিচে খাবারের প্লেট ধরে বয়ান করছে ডেন্টিস্টের কাছে গিয়ে কি ভয়াবহ অবস্থা হয়েছিল তার। তারপর মুখ হাঁ করে দেখিয়ে দিচ্ছে তার দাঁতহীন মাঢ়ীর বিকট দৃশ্য।.

অতিথিরা আসছে, সাথে নানা সাইজের উপহার। গ্যারীর কাছে অবশ্য বেশিরভাগ উপহার অপ্রয়োজনীয় মনে হলো। তবে সবচে' পছন্দ হলো এক কৃষক পরিবারের দেয়া দুটি কুকুরের বাচ্চাকে। একটা সাদা, বড়বড় ভুরু। অন্যটা কুচকুচে কালো। এটারও ভুরু বড় বড়। রজার কুকুর দুটোকে সন্দেহ আর কৌতূহল নিয়ে দেখল। ওদের মধ্যে যাতে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে সে জন্যে ওদেরকে ডাইনিংরুমে নিয়ে গেলেন গ্যারী। সুস্বাদু খাবারের একটা প্লেট সাজিয়ে দিলেন সামনে। তবে গ্যারী যেমনটি আশা করেছিলেন তা ঘটল না। প্রচুর অতিথি আসার কারণে ডাইনিংরুমেও তাদের বসার ব্যবস্থা করতে হলো। ফলে গম্ভীর হয়ে বসে রইল রজার। আর কুকুরের বাচ্চা দুটো তাকে ঘিরে তিড়িং তিড়িং লাফাতে লাগল।

অতিথিরা আসছে তো আসছেই। ড্রইং ডাইনিং ভরে গেল, বারান্দাতেও বসল অনেকে। কেউ কেউ ভেবেছিল অনুষ্ঠান মজার হবে না। কিন্তু মজা পেয়ে তারা বাড়ি ফিরে গেল। ফিরল আত্মীয়-স্বজন, জ্ঞাতি গোষ্ঠী নিয়ে। মদের বন্যা বয়ে গেল বাড়িতে, সিগারেটের ধোঁয়ায় বাতাস নীল, লোকজনের হাসি-ঠাট্টার দমকে বাড়ির সিলিং-এ একটাও টিকটিকি নেই। সব পালিয়েছে। ঘরের এক কোনায় থিওডর তার কোট খুলে কালা মাটিয়ানো নাচ নাচতে শুরু করেছে। সঙ্গী হিসেবে পেয়েছে লেসলিসহ বেশ কয়েকজন গেস্টকে। তাদের পদভারে থরথর করে কাঁপছে মেঝে। বাটলারও যোগ দিল দলটার সাথে। স্পাইরোও এল। সব মিলে ধুন্ধুমার কাণ্ড। নাচিয়েদের পায়ের নিচে পড়ে কান ফাটানো শব্দে ফেটে যাচ্ছে বেলুন, একজন আরেকজনের গায়ের ওপর ঢলে পড়ছে। ল্যারী বারান্দায় একদল গ্রীক অতিথিকে বিশুদ্ধ ইংরেজি কবিতা শোনাচ্ছে উৎসাহের সাথে। কুকুরছানা দুটোকে গ্যারী দেখলেন একজনের হ্যাটের মধ্যে গুটিসুটি মেরে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ড. অ্যান্ড্রচেল্লি এলেন সবার শেষে। দেরি হবার জন্যে ক্ষমা

চাইলেন মিসেস ডুরেলের কাছে।

'আমার স্ত্রীর জন্যে দেরিটা হলো, ম্যাডাম। উনি আবার মা হয়েছেন,' সগর্বে ঘোষণা করলেন তিনি।

'ওহ্, কংগ্রাচুলেশন্স, ডক্টর,' বললেন মা। 'আসুন ওদেরকে উদ্দেশ্য করে পান করি।'

নেচে ক্লান্ত স্পাইরো কাছেই এক সোফায় বসে পাখা দিয়ে বাতাস করছিল নিজেকে, নাক সিটকে বলল, 'কি! আবার সন্তান হইছে আপনার?'

'হ্যাঁ, স্পাইরো। এবার ছেলে,' হাসতে হাসতে বললেন ড. অ্যান্ড্রচেল্লি।

'এইডা লইয়া কয়টা হইল?' জানতে চাইল স্পাইরো।

'ছটি। মাত্র ছটি।' বিস্মিত দেখাল ডাক্তারকে। 'কেন?'

'শরম হওয়া উচিত আপনার,' মুখ বাঁকাল স্পাইরো। 'ছয়ডা! খোদা! কুত্তা-বিলাইয়ের মত অবস্তা।'

'কিন্তু বাচ্চাদের আমার ভাল লাগে,' প্রতিবাদ করলেন অ্যান্ড্রচেল্লি।

'আমি বিয়া করার সময় বউরে জিগাইছিলাম কয়ডা বাচ্চা চায় সে,' জোরে জোরে বলল স্পাইরো, 'সে কইল দুইটা। ব্যস, আমিও তারে দুইটা বাচ্চা দিয়া মামলা খতম কইরা দিলাম। কিন্তু ছয়ডা পোলাপান···হাচাই কই, ডাক্তার সাব···এত বাচ্চা আমার হইলে কুত্তা বিলাই'র মত ছুইড়া মারতাম।'

এরপর দেখা গেল স্পাইরো এবং অ্যান্ড্রচেল্লি নাচিয়েদের দলে যোগ দিয়েছেন। মনের সুখে নাচছেন খানিক আগের তর্ক-বিতর্কের কথা ভুলে গিয়ে।

শেষ অতিথিটি যখন বিদায় নিয়ে গেল, ততক্ষণে প্রায় গোলাপী হয়ে উঠেছে পুবের আকাশ। তারা নিভতে শুরু করেছে একটা-দুটো করে। একটা কুকুরছানাকে কোলে নিয়ে বিছানায় গেলেন গ্যারী। রজার থাকল তার পায়ের ধারে, ইউলিসিস জানালার গরাদে। জানালা দিয়ে গোলাপী আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে গ্যারী ভাবলেন, তাঁর জন্মদিনের পার্টিটি সত্যি খুব ভাল হয়েছে।

পনেরো

গ্রীষ্ম আসছে। জেরাল্ড ডুরেল খুব খুশি। খুশি কারণ তাঁকে প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়তে হচ্ছে না। মা হঠাৎ আবিষ্কার করেছেন মার্গো এবং পিটার অর্থাৎ গ্যারীর প্রাইভেট টিউটর পরস্পরের খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। পরিবারের সকলেই যেহেতু পিটারকে ঘরের জামাই করে নিতে বিপুলভাবে অনাগ্রহী, তাই এ ব্যাপারে দ্রুত একটা সিদ্ধান্ত নেয়া জরুরী হয়ে পড়ল। লেসলি সহজ উপায় বাতলে দিল–পিটারকে গুলি করে মেরে ফেললেই ল্যাঠা চুকে যায়। গ্যারীরও পরামর্শটা মনে ধরল। কিন্তু তিনি একা পছন্দ করলে তো হবে না। সবার সম্মতি লাগবে। অবশ্য অন্যরা খুনখারাবির ধারে কাছেও যেতে রাজি নয়। ল্যারী বুদ্ধি দিল মার্গো এবং পিটারকে মাসখানেকের জন্যে এথেন্সে রেখে আসা হোক। চুটিয়ে প্রেম করার পরে মার্গোর আর পিটারকে প্রতিদিন দেখার জন্যে মন কেমন করবে না। ল্যারীর বুদ্ধি যে মা'র মোটেও পছন্দ হলো না তা বলাবাহুল্য। মা সহজ সমাধান হিসেবে পিটারকে টিউশনি থেকে ছুটিয়ে দিলেন। বললেন গ্যারীকে তার আর পড়াতে হবে না। পিটার কোন ব্যাখ্যা না চেয়ে বিদায় নিল। এরপর ডুরেল পরিবার ঝামেলায় পড়ে গেল মার্গোকে নিয়ে। সে কেঁদেকেটে অস্থির। মা নরম গলায় সান্ত্বনা দিলেন মেয়েকে। ল্যারী ফ্রি লাভ বা মুক্ত প্রেমের ওপর নাতিদীর্ঘ একটা বক্তৃতাই দিয়ে বসল। আর লেসলি বোনের নাকি কান্নায় বিরক্ত হয়ে রিভলভার আঙুলের ফাঁকে ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, পিটার যদি আবার এ বাড়িতে আসে, তাকে ঠিক কুকুরের মত গুলি করা হবে। শুনে মার্গোর কান্না বেড়ে গেল আরও। কাঁদতে কাঁদতে বলল তার মন এমন ভাবে ভেঙে গেছে যে আর বাঁচতে ইচ্ছা করছে না। এদিকে স্পাইরোও এসে সান্ত্বনা দিতে লাগল মার্গোকে। ওদিকে জাহাজঘাটায় তার বন্ধুবান্ধবদের নজর রাখতে বলল। পিটার যেন কোনভাবেই এ বাড়িতে আর পা দিতে না পারে সেই ব্যবস্থা আর কি। মার্গোর ব্যাপারটা সবাই অবশ্য উপভোগ করছিল। সময় সমস্ত ক্ষত

সারিয়ে দেয়। প্রাকৃতিক ব্যাপারটা মার্গোর ক্ষেত্রেও ঘটল। সে কিছুদিনের মধ্যে কান্নাকাটি ভুলে গিয়ে পেট পুরে খেতে আরম্ভ করল। এর অবশ্য কারণও ছিল। মার্গো চিঠি পেয়েছে পিটারের। পিটার লিখেছে সে মার্গোকে দেখতে আবার আসবে। তবে চিঠি পেয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠল মার্গো। চিঠি দেখাল মিসেস ডুরেলকে। আবার গোটা পরিবার সোৎসাহে লেগে গেল পিটারের বিরুদ্ধে। জাহাজঘাটায় তার পাহারা দ্বিগুণ করল স্পাইরো, লেসলি তার বন্দুকে তেল মাখতে লাগল। সেই সাথে বাড়ির সামনে টাঙানো একটি বড় কার্ডবোর্ডের মানুষকে লক্ষ্য করে চলল শূটিং প্র্যাকটিস। আর ল্যারী মার্গোকে পরামর্শ দিয়ে চলল কৃষককন্যার ছদ্মবেশে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে পিটারের বাহুডোরে ধরা দিতে। কিন্তু মার্গো এসব কথায় কান না দিয়ে সোজা চিলেকোঠার ঘরে গিয়ে উঠল। সে খুবই অপমান বোধ করছে। চিলেকোঠার ঘরে ভেতর থেকে খিল লাগিয়ে দিল মার্গো যাতে কেউ ঢুকতে না পারে। কেউ মার্গোর ঘরে ঢোকার অনুমতিও পেল না, শুধু গ্যারী ছাড়া। কারণ গ্যারী নিরপেক্ষ, পরিবারের কোন পক্ষ হয়ে মার্গোর বিরুদ্ধে বিরূপ কোন মন্তব্য করেননি। চিলেকোঠার ঘরে ইচ্ছা নির্বাসনে গিয়ে, বিছানায় শুয়ে সারাদিন ধরে কেঁদে চলল মার্গো। সেই সাথে টেনিসনের ভল্যুম পড়তে লাগল। পড়া এবং কান্নার বিরতি ঘটল শুধু খাবার সময়ে। গ্যারী ট্রেতে করে প্রচুর খাবার নিয়ে আসেন পেটে খিদে নিয়ে। মার্গো দ্রুত খেয়ে আবার শুয়ে পড়ে বিছানায়। টেনিসন পড়ে আর কাঁদে।

চিলেকোঠায় টানা এক হপ্তা ছিল মার্গো। তারপর একটি ঘটনায় সে ওই ঘর থেকে নেমে এল বাধ্য হয়ে। ঘটনাটা সব মিলে বেশ জটিলতার সৃষ্টি করেছিল বলা যায়।

লেসলি একদিন দেখে তার সাধের 'সি কাউ' থেকে ছোটখাট নানা জিনিস প্রায়ই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। জেলেদেরকে সন্দেহ করল লেসলি। রাতের বেলা ওরা জেটির ধার দিয়ে যায়। আর তখনই চুরিটা করে। লেসলি ঠিক করল চোরগুলোকে একটা শিক্ষা দিতে হবে। এমন শিক্ষা দেবে যা সারাজীবন মনে রাখবে ওরা। সে বেডরুমের জানালায় তিনটে লম্বা ব্যারেলের শটগান বসাল পাহাড়ের নিচের জেটি লক্ষ্য করে। তারপর এক অদ্ভুত উপায়ে প্রতিটি শটগানের ট্রিগারে সুতো পেঁচাল। বিছানায় শুয়ে সুতোতে টান দিলে একটার পর একটা ফায়ার করবে শটগান, তাকে বন্দুকের ট্রিগারও টিপতে হবে না। তবে রেঞ্জটা খুব

বেশি দূর করা গেল না। চোরদের গায়ে গুলি হয়তো লাগবে না। কিন্তু গুলির শব্দ যেভাবে ছড়িয়ে পড়বে, তাতেই আত্মা খাঁচা ছাড়া হবার জোগাড় হবে চোর জেলেদের। এটা ভেবে ভারি আত্মতৃপ্তি বোধ করল লেসলি। তবে ব্যাপারটা গোপন রাখল সে জানাজানি হবার ভয়ে। ডুরেল পরিবারের কেউ জানতেই পারলেন না লেসলির চোরকে সাজা দেয়ার ফন্দির কথা।

এক রাতে ডুরেলরা যে যার ঘরে গেছেন ঘুমাতে। নীরব হয়ে গেছে বাড়ি। উষ্ণ রাত ভেদ করে শুধু ভেসে আসছে ঝিঁঝির ঐকতান। এমন সময় ঠা-ঠা-দুম-দুম শব্দে কেঁপে উঠল সারা বাড়ি। একের পর এক বিস্ফোরণের আওয়াজে নিচতলায় গলা ছেড়ে ঘেউ ঘেউ শুরু করে দিল কুকুরের দল। এক দৌড়ে ল্যান্ডিং-এ চলে এলেন গ্যারী, ওখানেই হৈ-হল্লার সৃষ্টি। কুকুরগুলো সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছে, লাফাচ্ছে, ঝাঁপাচ্ছে, সেই সাথে ঘেউ ঘেউ চলছে সমানে। নাইটি পরা মিসেস ডুরেল উন্মাদিনীর মত ছুটে এলেন তাঁর বেডরুম থেকে। তিনি ধরে নিয়েছেন আত্মহত্যা করেছে মার্গো। ল্যারী গনগনে মুখ নিয়ে বেরিয়ে এল তার ঘর থেকে। দেখতে চাইছে রাত দুপুরে কেয়ামতের কারণ কি। আর মার্গো ভেবেছে পিটার ফিরে এসেছে এবং লেসলি তাকে গুলি করেছে। কাঁচা ঘুম ভেঙে অস্থির অবস্থা তার। চিলেকোঠার দরজার খিল হাতড়াতে শুরু করল সে অন্ধের মত, সেইসাথে চিৎকার করতে লাগল গলার সমস্ত শক্তি দিয়ে।

'মার্গো বোকার মত কিছু একটা ঘটিয়ে ফেলেছে...মার্গো বোকার মত কিছু একটা ঘটিয়ে ফেলেছে...' বলে বিলাপ শুরু করে দিলেন মা, একই সঙ্গে উইডল এবং পুককে (গ্যারীর জন্মদিনে উপহার পাওয়া জোড়া কুকুর ছানা) প্রাণপণে চেষ্টা করছেন গা থেকে নামাতে। মিসেস ডুরেলের নাইটিটি কিম্ভূত ধবনের। কুকুরের বাচ্চাদুটি নাইটিটিকে কি ভেবেছে কে জানে, দাঁত দিয়ে কামড়াতে শুরু করেছে।

'এর একটা সীমা থাকা দরকার...এ বাড়িতে শান্তিতে ঘুমাবার জো পর্যন্ত নেই...এই পরিবার আমাকে পাগল করে ছাড়বে...' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে লাগল ল্যারী।

'ওকে মেরো না...ওকে ছেড়ে দাও...কাপুরুষের দল,' তীক্ষ্ণ গলায় ওপরতলা থেকে চেঁচাচ্ছে মার্গো, এখনও দরজার খিল খুঁজে পায়নি সে। আন্দাজের ওপর হাতড়ে বেড়াচ্ছে।

'চোর...সবাই শান্ত হও...চোর,' বেডরুমের দরজা খুলে বেরিয়ে

এল লেসলি চেঁচাতে চেঁচাতে।

'ও বেঁচে আছে...এখনও বেঁচে আছে...আহ্, কুকুরগুলোকে কেউ সরিয়ে নে না...' হাঁপিয়ে উঠেছেন মিসেস ডুরেল।

'শয়তানের দল...ওকে গুলি করার সাহস হলো কি করে?' ভেসে এল মার্গোর ক্রুদ্ধ কণ্ঠ। 'আমাকে কেউ বের করে নিয়ে যাও...আমাকে এখান থেকে কেউ বের করো...'

'আহ্, চিল্লাচিল্লি থামাও,' পরিস্থিতি সামাল দেয়ার বৃথা চেষ্টা করছে লেসলি। 'বললাম তো চোর...'

'এ বাড়িতে মানুষ থাকে!' গজগজ করে চলেছে ল্যারী। 'রাত দুপুরে এক ডজন বন্দুকের আওয়াজ...ওহ্, পাগল বানিয়ে ছাড়বে আমাকে...'

অবশেষে মা উঠে এলেন চিলেকোঠায়, তাঁর নাইটির কোনা ধরে ঝুলে রইল উইডল এবং পুক। মা কাঁপতে কাঁপতে ধাক্কা মেরে দরজা খুললেন। তাঁর মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেছে। ভয়ে মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে মার্গোরও। সে-ও কাঁপছে। অনেক পরে গণ্ডগোলের কারণ উদ্ধার করা গেল। মা'র কাঁপুনি তখনও থামেনি। কাঁপতে কাঁপতেই লেসলিকে ইচ্ছেমত বকাঝকা করলেন।

'এমন কাজ আর কক্ষনো করবি না। খবরদার,' আঙুল তুলে হুমকি দিলেন তিনি। 'খুবই বোকার মত কাজ করেছিস। তোর বন্দুক ফায়ার করার আগে অন্তত আমাদেরকে জানাবি।'

'হ্যাঁ,' তেতো গলায় বলল ল্যারী। 'অন্তত আগে সাবধান করে দিবি কোন সতর্ক সঙ্কেত দিয়ে। এই ধর "টিম্বার" বা এরকম কিছু একটা বলবি।'

'তোমাদের সাবধান করে দিতে গেলে চোরগুলোই তো সাবধান হয়ে যাবে,' মুখ গোমড়া হয়ে গেছে লেসলির বকা খেয়ে। 'তাতে লাভ হবে কি?'

'লাভ-লোকসান বুঝি না। ফায়ার করার আগে আমাদেরকে জানাতেই হবে তোর।'

'বেল টেল বাজাস কিংবা অন্য কিছু,' বললেন মা। 'তবে বাছা অমন কাণ্ড আবার ঘটাতে যাসনে...আমার বুক এখনও ধড়ফড় করছে।'

তবে ঘটনায় একটা সুবিধে হলো, মার্গো নেমে এল চিলেকোঠার ঘর থেকে। এটাকে, মা বর্ণনা করলেন, শাপে বর হিসেবে।

এ ঘটনার পরেও অবশ্য মার্গোর আচরণে তেমন পরিবর্তন ঘটল না। ভাঙা হৃদয় নিয়ে সে একাকী থাকতে লাগল। মাঝে মাঝেই দীর্ঘ সময়ের জন্যে অদৃশ্য হয়ে গেল মার্গো। সঙ্গী থাকল শুধু কুকুরের বাচ্চা দুটি আর রজার। বাড়ি থেকে আধা মাইল দূরে একটি খুদে দ্বীপে গিয়ে বসে থাকে মার্গো। একদিন গ্যারীকে না বলেই তার বুটল বামট্রিংকেট নিয়ে দ্বীপে রওনা হয়ে গেল মার্গো। সঙ্গী থাকল কুকুরগুলো।

দ্বীপে এসে সমুদ্র স্নান করল সে। তারপর বসে পড়ল 'প্রেমের ধ্যানে।'

চা খাওয়ার সময় ব্যাপারটা টের পেলেন গ্যারী। দেখলেন মার্গো বাড়ি নেই, সেই সাথে অদৃশ্য তাঁর নৌকা। চোখে ফিল্ডগ্লাস লাগাতেই দেখতে পেলেন মার্গোকে। দ্বীপে প্রেমের ধ্যান করছে। মাকে নালিশ করলেন গ্যারী। মার্গোর তো গ্যারীর নৌকা দিয়ে কোন কাজ নেই। তাহলে কেন সে গ্যারীর পরামর্শ ছাড়া নৌকা নিয়ে দ্বীপে গেল। যদি বুটল বুমট্রিংকেট-এর কোন ক্ষতি হয় তাহলে ক্ষতিপূরণ কে দেবে? তেতো গলায় জানতে চাইলেন তিনি। এদিকে ঘূর্ণিঝড় শুরু হয়ে গেছে। স্থানীয় ভাষায় এটাকে বলে সিরক্কো। নেকড়ের ডাকের মত বাতাস আছড়ে পড়ছে গ্যারীদের বাড়িতে। মিসেস ডুরেল হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে এলেন দোতলায়, বেডরুমের জানালা দিয়ে, চোখে ফিল্ডগ্লাস লাগিয়ে তাকালেন দ্বীপের দিকে। লুগারেটজিয়া মার্গোর ভয়াবহ বিপদের আশঙ্কায় কাহিল হয়ে পড়ল। রীতিমত ফোঁপাচ্ছে সে। মিসেস ডুরেল এবং সে, দু'জনেরই কাঁপাকাঁপি শুরু হয়ে গেছে। বারবার এ জানালা থেকে ও জানালায় গিয়ে উঁকি মেরে দেখছেন বে-র তীরে ভেঙে পড়া ফেনায়িত জলরাশি। মার্গোর জন্যে ভয়ে কলজে শুকিয়ে গেছে মিসেস ডুরেলের। ওকে উদ্ধার করার জন্যে কাউকে পাঠানো দরকার। কিন্তু তেমন কেউ নেই এখানে। তাই হাল ছেড়ে দিয়ে হা-হুতাশ করছেন তিনি, চোখে ফিল্ডগ্লাস লাগিয়ে নির্নিমেষ তাকিয়ে আছেন বে-র দিকে। আর লুগারেটজিয়া সেইন্ট স্পিরিডিয়নের প্রার্থনায় বসার জন্যে মাকে ডাকছে। প্রার্থনার ফাঁকে ফাঁকে সে মাকে গল্প শোনাল কবে তার কোন্ এক চাচা এরকম ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে ডুবে মরে গিয়েছিল। তবে মিসেস ডুরেল ওর কথা ঠিক বুঝতে পারছিলেন না বলে রক্ষে। নইলে মেয়ের দশা লুগারেটজিয়ার চাচার মত হয় কিনা ভেবে তিনি হয়তো হার্টফেলই করতেন।

অবশেষে মার্গোর মাথায় বোধহয় বুদ্ধি খেলল—ঝড়ের চেহারা

আরও খারাপের দিকে মোড় নেয়ার আগে তার বাড়ি ফেরা দরকার। ডুরেলরা চোখে ফিল্ডগ্লাস লাগিয়ে দেখলেন মার্গো গাছ-গাছালির মাঝ দিয়ে নৌকার দিকে পা বাড়াচ্ছে। নোঙর করা বুটল বামট্রিংকেট ঢেউয়ের ধাক্কায় যেন অস্থির হয়ে উঠেছে, রশি ছিঁড়ে ভেসে পড়তে চাইছে। মার্গো খুব ধীর গতিতে এগোচ্ছে নৌকার দিকে। বার দুই মাটিতে আছাড় খেল সে, কিছুক্ষণ বৃত্তাকারে কেন ঘুরে বেড়াল সে-ই জানে। তারপর তীর থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে এসে থেমে দাঁড়াল। নৌকা খুঁজছে। ঢেউয়ের আড়ালে দেখা যাচ্ছে না নৌকা। অবশেষে রজারের ঘেউ ঘেউ শুনে ডাক লক্ষ্য করে ছুটল সে পড়িমরি করে। খুঁজে পেল নৌকা। সমস্যা হলো উইডল আর পুককে নৌকায় তুলতে গিয়ে। মার্গো যখন শান্ত সাগরে নৌকা চালিয়েছে, কুকুরের বাচ্চা দুটো উপভোগ করেছে সে-ভ্রমণ। কিন্তু সমুদ্রের এমন রুদ্রমূর্তি তারা দেখেনি কোনদিন। তাই নৌকায় উঠতে চাইছে না। বহুকষ্টে উইডলকে নৌকায় তুলে পুকের দিকে নজর ফিরিয়েছে মার্গো, এবং ধরেও ফেলেছে, ততক্ষণে উইডল হাওয়া। দেখা গেল সাগর তীরে দৌড়াচ্ছে উইডল। এরকম ধাওয়াধাওয়ি চলল বেশ কিছুক্ষণ। এক সময় দুটোকেই নৌকায় তুলতে সক্ষম হলো মার্গো। তারপর বৈঠা বাইতে শুরু করল। বৈঠা বাইছে কিন্তু নৌকা এগোচ্ছে না দেখে মার্গো ভারী অবাক। নোঙর না খুলে নৌকা বাইলে নৌকা চলবে কি করে? শেষে নোঙর খুলে আনল মার্গো।

নিঃশ্বাস বন্ধ করে মেয়ের কাণ্ড দেখছেন মিসেস ডুরেল। সাগরে প্রকাণ্ড ঢেউ। বিরাট ঢেউয়ের আড়ালে মার্গোর নৌকা আড়াল হয়ে গেলেই শরীর আড়ষ্ট হয়ে উঠছে মিসেস ডুরেলের। ধরে নিচ্ছেন ডুবে গেছে নৌকা। তবে এক মুহূর্ত পরে ঢেউয়ের চূড়ায় কমলা-সাদা ফুটকি দেখতে পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন তিনি, ঢিল পড়ছে পেশীতে। আশ্চর্য ভঙ্গিতে নৌকা চালাচ্ছে মার্গো। বে-তে বুটল বামট্রিংকেট অদ্ভুত ভাবে ভেসে বেড়াচ্ছে। নৌকার নাক আলবেনিয়ার দিকে খাড়া করা। বার দুই টলমল পায়ে নৌকার ওপর উঠে দাঁড়াল মার্গো, কপালে হাত রেখে দিগন্ত দেখল। তারপর আবার বসে বৈঠা বাইতে লাগল। মার্গোর বৈঠা বাইবার জন্যে নয়, আসলে ঢেউয়ের ধাক্কায় নৌকাটা যখন অনেক কাছে চলে এল, ডুরেল পরিবার ছুটে গেলেন জেটিতে।

গলা ফাটিয়ে, ঢেউ আর বাতাসের ক্রুদ্ধ আওয়াজ ছাপিয়ে, মার্গোকে পরামর্শ দিতে লাগলেন কিভাবে তীরে পৌঁছুতে হবে। ওদের

চেঁচামেচিতে উৎসাহিত হয়েই হয়তো দ্বিগুণ উদ্যমে জেটি লক্ষ্য করে বৈঠা বাওয়া শুরু করে দিল মার্গো। এত জোরে তার নৌকা এসে ধাক্কা খেল জেটিতে যে আরেকটু হলেই মা পানিতে পড়ে যাচ্ছিলেন। জেটিতে উঠেই পাহাড় লক্ষ্য করে ছুটল উইডল আর পুক। ভেবেছে ওদেরকে ধরে একই ক্যাপটেনের নেতৃত্বে আবার নৌকা ভ্রমণ করানো হবে। মার্গো তীরে উঠে আসার পরে বোঝা গেল তার অদ্ভুত ভঙ্গিতে বৈঠা বাইবার কারণ। আসলে মার্গো দ্বীপে উঠে ঘুমিয়ে পড়েছিল। জেগে ওঠে বাতাসের শব্দে। সূর্যের খরতাপের নিচে টানা তিন ঘণ্টা ঘুমানোর ফলে ফুলে উঠেছিল মার্গোর চোখ। চোখে প্রায় কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না সে। বাতাস এবং বৃষ্টির ছাঁটে তার অবস্থা মোড় নেয় আরও খারাপের দিকে। জেটিতে পৌঁছে চোখই মেলতে পারছিল না। লাল টকটকে চোখে তাকে মঙ্গোলিয়ান জলদস্যুর মত লাগছিল।

'সত্যি, মার্গো, মাঝে মাঝে ভাবি তোর মাথাটা ঠিক আছে কিনা,' মার্গোর চোখ ঠাণ্ডা চা দিয়ে ধুয়ে দিতে দিতে বললেন মা। 'সব সময় বোকার মত কাজ করিস।'

'আহ্, মা। বোকার মত কথা বোলো না,' ফুঁসে ওঠে মার্গো। 'এরকম ঘটনা যে কারও জীবনে ঘটতে পারত।'

তবে এই ঘটনায় ভাঙা হৃদয় জোড়া লেগে গেল মার্গোর। অন্তত একাকী থাকার সাহস তার আর হলো না। আর নৌকা নিয়ে বাইরে যাবার তো প্রশ্নই ওঠে না। আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এল সে। অন্তত যেটুকু স্বাভাবিক ভাবে তার পক্ষে চলা সম্ভব।

ষোলো

শীতের শেষ। শিকারের চমৎকার সময়। মেইনল্যান্ডের প্রকাণ্ড লেক বুট্রিনটোর পানি জমে বরফ হয়ে গেছে। বরফের শক্ত ঝালরের ওপর উড়ে এসে বসে বুনো হাঁসের ঝাঁক। বাদামী পাহাড়ের ঝোপে ভিড় করছে খরগোশ, রোডিয়ার (ছোট হরিণ) আর বুনো শুয়োরের দল। জমাট বাঁধা জমিন ঠুকে বের করে নিচ্ছে রসাল শেকড় এবং কন্দ।

দ্বীপের জলা আর বিলগুলো ভরে উঠেছে কাদাখোঁচা পাখিদের আগমনে। পাখিগুলো লম্বা, রবারের মত ঠোঁট দিয়ে নরম কাদা ঘাঁটে, বের করে আনে পোকা-মাকড়। জলপাই ঝোপে, চিরহরিৎ বৃক্ষের ডালে বসে গলা ছেড়ে গান গায় মোটাসোটা উডকক। বিরক্ত হলে ডানা ঝাপটে উড়ে চলে যায়। দূর থেকে মনে হয় শরতের ঝরা পাতা বাতাসে উড়ছে।

এই সময়টা লেসলির জন্যে মোক্ষম একটা সময়। প্রতি পনেরো দিন পরপর সে চলে যাচ্ছে মেইনল্যান্ডে। ফিরে আসছে মরা বুনো শুয়োর কিংবা রক্তমাখা খরগোশ নিয়ে। সেই সাথে ঝুড়ি ভরা থাকে বুনোশুয়োর ও শিকার করা হাঁস। লেসলির জামায় কাদা, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, গা থেকে ভেসে আসে গান অয়েল আর রক্তের গন্ধ, এই অবস্থায় সে শিকারের বিস্তারিত বর্ণনা দিতে থাকে। কথা বলার সময় ঝলমল করে চোখ, লেসলি ঘরময় হেঁটে দেখিয়ে দেয় কোথায় সে দাঁড়িয়ে ছিল আর কোনখান থেকে বুনোশুয়োরটা হঠাৎ তার দিকে তেড়ে এল। চোখ ঘুরিয়ে লেসলি বলে এরপর সে ফায়ার করেছে। বন্দুকের আওয়াজ প্রতিধ্বনি তুলছিল পাহাড়ে। আর গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে ডিগবাজি খেয়ে পড়ে গিয়েছিল শুয়োরটা। এত চমৎকার এবং স্বচ্ছ তার বর্ণনা, ডুরেলদের মনে হতে থাকে শিকারের সময় তারাও বুঝি লেসলির সঙ্গে ছিলেন। কখনও নিজেই শুয়োর সাজে লেসলি। মুখ দিয়ে ঘোঁৎঘোঁৎ শব্দ করে দেখিয়ে দেয় কিভাবে তাড়া করেছিল শুয়োর। ওর অভিনয় দেখে মজা পান ডুরেল পরিবার।

প্রথম যেবার শুয়োর শিকার করে নিয়ে এল লেসলি, জানোয়ারটার আকার দেখে চোখ কপালে উঠে গেল মিসেস ডুরেলের।

'আমি কল্পনাও করিনি শুয়োর এত বড় হয়!' বললেন তিনি। 'শিকারের সময় একটু সাবধানে থাকিস, বাছা।'

'ভয়ের কিছু নেই,' বলে লেসলি। 'তবে গুলি মিস হলে খবর আছে।'

'সে কথাই তো বলছি,' বলেন মা। 'এতবড় জানোয়ার...তুই মারাও যেতে পারিস।'

'আরে না, মা। ওরা গায়ের ওপর হামলে না পড়া পর্যন্ত তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ।'

'তবে এরমধ্যে বিপজ্জনক কিছু দেখছি না আমি,' মন্তব্য করল ল্যারী।

'হামলা করলে লাফ মেরে ওদের গায়ের ওপর দিয়ে চলে গেলেই হয়।'

'বোকার মত কথা বোলো না,' বলল লেসলি। 'শুয়োরগুলো একেকটা লম্বায় তিন ফুট। আর গতিও সাংঘাতিক দ্রুত! ওদের গায়ের ওপর দিয়ে লাফ মারার সময় পেলে তো?'

'এতে আমি কোন সমস্যা দেখতে পাচ্ছি না,' বলল ল্যারী।

'চেয়ারে লাফানোর চেয়ে কাজটা কঠিন বলে মনে হচ্ছে না। লাফাতে না পারিস ডিঙিয়ে যাবি।'

'কি সব আবোলতাবোল বকছ, ভাইয়া। এগুলোকে কখনও ছুটে আসতে দেখোনি তো। ছুটে আসা কোন শুয়োরকে ডিঙ্গানো বা লাফানো কোনটাই সম্ভব নয়।'

'তোর সমস্যা হলো কল্পনা শক্তিটা কম,' সমালোচনার সুরে বলল ল্যারী। 'আমার মাথায় দারুণ-দারুণ আইডিয়া আছে। আইডিয়াগুলো কাজে লাগানোর চেষ্টা করে দেখতে পারিস। না, থাক্। এসব তোকে দিয়ে হবে না।'

'তোমার মাথায় এত বুদ্ধি,' বলল লেসলি। 'সামনের বার আমার সঙ্গে শিকারে চলো না। দেখি কেমন বুদ্ধি খাটাও।'

'আমি ধুমধাড়াক্কা অ্যাকশনে বিশ্বাসী নই,' বলল ল্যারী। 'আমার জগৎ নানা আইডিয়ায় ভরা। আমি মস্তিষ্ক খাটিয়ে কাজ করতেই পছন্দ করি।'

ল্যারীর মাথায় নানা আইডিয়া গিজগিজ করে শুধু, তবে কোন বাস্তব বুদ্ধি নেই। কেউ কোন সমস্যায় পড়ে তার কাছে পরামর্শ চাইতে গেলে সুষ্ঠু কোন সমাধান দিতে পারে না সে। অথচ অন্যের সমালোচনায় বরাবরই পটু। লেসলি একবার পাখি শিকার করে এসে গল্প করছিল। শিকারে তার কত কষ্ট করতে হয়েছে সে গল্প চতুর্থবার শোনাতে গেলে মিসেস ডুরেল বললেন, 'ঠিক আছে, খোকা। আমরা বুঝতে পারছি পাখি শিকারটা এবার খুব কঠিন ছিল তোর জন্যে।'

'আমি কিন্তু এর মধ্যে কঠিন কিছু দেখছি না,' ফস করে বলে বসল ল্যারী।

লেসলি গল্প শুরু করতে যাচ্ছিল, বাধা পেয়ে কটমট করে তাকাল বড় ভাই'র দিকে।

'কঠিন কিছু দেখছ না, তাই না?' যুদ্ধংদেহী ভঙ্গি তার। 'দেখবে

'তোকে ছোট করার জন্যে কথাটা বলিনি আমি,' বিরক্ত হলো ল্যারী। 'আমার কাছে যে জিনিসটা সহজ মনে হয়েছে সেটা তোর কাছে কঠিন কেন মনে হলো তাই বলছিলাম।'

'সহজ? তোমার যদি শিকারের সামান্য অভিজ্ঞতাও থাকত ব্যাপারটাকে সহজ বলে উড়িয়ে দিতে না তুমি।'

'শিকারের অভিজ্ঞতা থাকতেই হবে এমন কোন কথা নেই। মাথা ঠাণ্ডা করে, লক্ষ্য ঠিক রাখলেই হয়ে গেল।'

'বোকার মত কথা বোলো না,' ক্ষুব্ধ হলো লেসলি। 'মানুষ যা করে সবকিছুই তোমার কাছে সহজ মনে হয়। কই কোনদিন দেখলাম না তো নিজের সাজেশন অনুযায়ী কাজ করতে।'

'আমার আইডিয়া যে সঠিক তা প্রমাণ করার জন্যে আমি সব সময়ই প্রস্তুত,' জানাল ল্যারী।

'প্রমাণ করে দেখাও না।' চ্যালেঞ্জ করে বসল লেসলি।

'অবশ্যই দেখাব। তুই আমাকে বন্দুক দে। দেখিয়ে দে শিকার। আমি প্রমাণ করে ছাড়ব যে কাজটা করতে তোর ঘাম ছুটে গিয়েছিল তা মোটেই কঠিন নয়। এ স্রেফ উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাজ।'

'ঠিক আছে। কাল আমরা জলায় যাব কাদাখোঁচা পাখি শিকারে। তুমি তোমার উপস্থিত বুদ্ধি কতটা খাটাতে পারো দেখব।'

'শুধু শুধু পাখি হত্যায় আমার আনন্দ নেই,' বলল ল্যারী। 'তবে তুই যেহেতু আমাকে চ্যালেঞ্জ করেছিস কাজেই চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে দু'একটি পাখিকে আমার জন্যে প্রাণোৎসর্গ করতেই হবে।'

'একটাও যদি শিকার করতে পারো ভাবব ভাগ্যবান তুমি,' বলল লেসলি।

'সত্যি, তোরা পারিসও বটে,' চশমার কাঁচ থেকে পাখির পালক পরিষ্কার করতে করতে বললেন মা। 'আজেবাজে ব্যাপার নিয়ে খালি ঝগড়া।'

'লেসের সঙ্গে আমি একমত,' বলল মার্গো। 'ভাইয়াটা মানুষকে শুধু বলে বেড়ায় এটা করো, ওটা করো। কিন্তু নিজে কিছুই করে না। ওর এবার একটা শিক্ষা হবে।'

সে-রাতে অঝোরে বৃষ্টি হলো। পরদিন সদলবলে শিকারে বেরুলেন ডুরেল পরিবার। বৃষ্টির কারণে কাদায় সয়লাব হয়ে গেছে

রাস্তা। হাঁটার সময় পায়ের নিচে প্যাঁচপ্যাঁচ করতে লাগল কাদা। মাটি থেকে সোঁদা গন্ধ আসছে। দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে ল্যারী তর টুইড হ্যাটে টার্কির বড় একটি পালক গুঁজেছে। তাকে দেখাচ্ছে অনেকটা রবিনহুডের মত। সারা রাস্তা গজ গজ করতে করতে গেল ল্যারী। কাদা তার মোটেও সহ্য হয় না। ঠাণ্ডা লাগছে। ওদিকে কাদায় বারবার পিছলে যাচ্ছে পা। কাঁধে আবার ভারী বন্দুক। কাজেই বিরক্তি চরমে উঠেছে ল্যারীর। তার ধারণা এমন বিশ্রী দিনে একমাত্র বদ্ধ উন্মাদ পেঙ্গুইন ছাড়া রাস্তায় বেরুবে না কেউ। ল্যারীকে ইচ্ছের বিরুদ্ধে জলায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ডুরেলরা তার গালমন্দ, গজ গজ শুনেও না শোনার ভান করছেন।

জলাটা ছোট একটি উপত্যকার সাথে প্রায় গা লাগিয়ে আছে। দশ একর জমিন। বসন্ত এবং গ্রীষ্মে এখানে শস্য বোনা হয়। শীতকালে গজিয়ে যায় ঘাস এবং বাঁশ। চাষের জন্যে খোঁড়া অসংখ্য গর্ত গোটা এলাকায় মাকড়সার জালের মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার কারণে এখানে শিকার করা খুব কঠিন। বেশির ভাগ গর্তই বেশ চওড়া। লাফ মেরে পার হওয়া সম্ভব নয়। ছয় ফুট চওড়া, চার ফুট গভীর গর্তগুলো তরল কাদা আর জলে বোঝাই। গর্ত পার হবার জন্যে এখানে সেখানে সরু কাঠের সাঁকো বানানো হয়েছে। বেশির ভাগই পচা, লঝঝরে। তবে এসব সাঁকো পার না হয়ে মূল জলায় পৌছানো যাবে না। শিকারীকে এখানে সাঁকো পার হওয়া এবং শিকারের দিকে নজর রাখা—দুটি কাজই করতে হয়।

ডুরেলরা সরু একটি সাঁকোতে মাত্র উঠেছেন, পায়ের নিচ দিয়ে ফরফর করে উড়ে গেল তিনটি কাদাখোঁচা। উত্তেজিত ল্যারী ঝট করে কাঁধে বন্দুক নিয়ে ট্রিগার টানল। হ্যামার পড়ার শব্দ হলো। কিন্তু গুলি বেরুল না।

'বন্দুকে আগে গুলি ভরার আইডিয়া ঠিক রাখতে হয়,' ঠাট্টা করল লেসলি।

'ভেবেছি তুই বন্দুকে গুলি ভরে রেখেছিস,' তেতো গলায় বলল ল্যারী। 'ভাব তো দেখাস মস্তবড় বন্দুকবাজ। তোর নির্বুদ্ধিতার জন্যেই চমৎকার শিকারটা হাতছাড়া হয়ে গেল।'

ল্যারী বন্দুকে গুলি ভরল। দলটা বাঁশের জঙ্গলের মাঝ দিয়ে ধীরে ধীরে এগোতে লাগল। ছাতার পাখির কিচিরমিচির ভেসে এল কানে। বিড়বিড় করে ওদেরকে বকা দিল ল্যারী। ওগুলোর কিচিরমিচিরে সতর্ক

হয়ে যাবে আসল শিকার। ছাতারগুলো ল্যারীদের মাথার ওপর উড়তে শুরু করল। ডাকছে তারস্বরে। ল্যারী খুবই রেগে গেল। পাখিগুলোর দিকে মুখ তুলে খেঁকিয়ে উঠল। কিন্তু ছাতার জোড়া কিচিরমিচির করেই চলল। ল্যারী এসে দাঁড়াল সরু একটি সাঁকোর মুখে। অনেক খানি জল এখানে। শান্ত, স্থির।

'পাখিগুলোর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা করা যায় না?' গরগর করে উঠল ল্যারী। 'ওদের চিৎকারে সবাই উড়ে পালাবে।'

'কাদা খোঁচারা ছাড়া,' বলল লেসলি। 'ওদের খুব কাছে না যাওয়া পর্যন্ত ওরা নড়াচড়া করে না।'

ল্যারী কিছু না বলে বিরক্তি নিয়ে কাঠের সাঁকোয় উঠে পড়ল। বগলে বন্দুক। নড়বড়ে সাঁকোর মাঝামাঝি এসেছে সে, এমন সময় দুর্ঘটনাটি ঘটল। সাঁকোর শেষ মাথায়, লম্বা ঘাসের আড়ালে শুয়ে ছিল একজোড়া কাদাখোঁচা। সাঁকোর মড়মড়, ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজে ভয় পেয়েই বোধহয় ঘাসের আড়াল থেকে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে তীর বেগে বেরিয়ে এল, রকেটের গতিতে ছুটল আকাশে। উত্তেজনার চোটে নিজের অদ্ভুত অবস্থানের কথা ভুলে গেল ল্যারী, কাঁধে চট করে বন্দুক রেখে সাঁকোর সঙ্গে দুলতে দুলতে এক সঙ্গে দুটো ব্যারেলই ফায়ার করল। গর্জে উঠল বন্দুক, সেই সাথে তীব্র ঝাঁকি মারল ল্যারীকে। অক্ষত অবস্থায় উড়ে গেল কাদাখোঁচা। তবে বন্দুকের ঝাঁকিতে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল ল্যারী, একটা চিৎকার দিয়ে ছপাৎ করে পড়ে গেল নিচে, জল ভরা গর্তে।

'বন্দুক মাথার ওপর ধরে রাখো...বন্দুক মাথার ওপর ধরে রাখো!' চেঁচাতে লাগল লেসলি।

হাত পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ে গিয়েছিল ল্যারী। তার মাথায় এখন একটাই আইডিয়া কাজ করছে—যত দ্রুত সম্ভব গর্ত থেকে উঠে পড়তে হবে। উঠে বসল সে, সিধে হবার চেষ্টা করল বন্দুকটাকে লাঠি হিসেবে ব্যবহার করে। সারা গায়ে কাদা মেখে ল্যারী উঠে দাঁড়াতে পারল বটে তবে বন্দুকটা ততক্ষণে অদৃশ্য জলের নিচে। আর কোমর পর্যন্ত কাদায় গেড়ে গেছে সে।

'বন্দুকের কি দশা করেছ তুমি?' রাগে চেঁচাচ্ছে, লেসলি। 'ব্যারেলে পানি ঢুকিয়ে ফেলেছ।'

'আমাকে কি করতে বলিস তুই?' ঘোঁৎঘোঁৎ করে উঠল ল্যারী।

'এখানে পড়ে থেকে ডুবে মরব? ঈশ্বরের দোহাই, হাতটা বাড়িয়ে

দে। তোল আমাকে।'

'আগে বন্দুকটা উদ্ধার করো,' লেসলির রাগ কমছে না।

'আমাকে আগে উদ্ধার না করলে বন্দুকও উদ্ধার হবে না,' পাল্ট রাগ দেখাল ল্যারী। 'শিগগির তোল বলছি।'

'বন্দুক বাড়িয়ে না দিলে তোমাকে তুলব কি করে, বোকা,' চেঁচাল লেসলি। 'হাত দিয়ে তোমার নাগাল পাব না।'

সারফেসের নিচে আঁতিপাঁতি করে বন্দুক খুঁজল ল্যারী। কাজটা করতে গিয়ে আরও কয়েক ইঞ্চি ডুবে গেল সে থকথকে, দুর্গন্ধযুক্ত কাদার মধ্যে। তবে পেয়ে গেল বন্দুক। এগিয়ে দিল লেসলিকে।

'ঈশ্বর? কি দশা করেছ এটার!' গুঙিয়ে উঠল লেসলি। রুমাল দিয়ে বন্দুকের গায়ের কাদা মুছছে।

'বন্দুক নিয়ে নাকি কান্না বন্ধ করে আমাকে উদ্ধার করবি এখান থেকে?' খেঁকিয়ে উঠল ল্যারী। 'নাকি চাইছিস চোরাকাদায় ডুবে মরি?'

লেসলি ব্যারেলের শেষ মাথা এগিয়ে দিল ল্যারীর দিকে। তারপর সবাই মিলে টানতে শুরু করল বন্দুক। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। ল্যারী টানাটানিতে উঠল না বরং আরও খানিক সেঁধিয়ে গেল কাদার মধ্যে। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত লেসলিরা হাল ছেড়ে দিল।

'আমাকে উদ্ধার না করে তোরা সঙের মত দাঁড়িয়ে আছিস কেন?' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ল্যারী।

'আহ্, চুপ করো তো.' ধমক দিল লেসলি। 'আমরা চেষ্টার ত্রুটি করছি না।'

অনেকক্ষণ চেষ্টার পরে ল্যারীকে টেনে তোলা সম্ভব হলো গর্ত থেকে। কাদা মেখে ভূত হয়ে গেছে সে। গা থেকে নরম কাদা গড়িয়ে পড়ছে।

'তুমি ঠিক আছ তো?' জিজ্ঞেস করল মার্গো।

ল্যারী কটমট করে তাকাল ওর দিকে।

'আমি ঠিক আছি,' শ্লেষের সুরে বলল সে। 'খুব ভাল আছি। খুব মজা লাগছে আমার। এত মজা জীবনে পাইনি। আমার এক পাটি জুতো পাঁচ ফ্যাদম নিচে পড়ে আছে, পিঠটা ব্যথায় কনকন করছে। ভয় পাচ্ছি নিউমোনিয়া না হয়ে যায়। এসব ছাড়া সময়টাকে খুব উপভোগ করছি আমি।'

এরপর বাড়ির পথ ধরল ল্যারী। সারা রাস্তা বকতে বকতে এল

মা ল্যারীকে দেখে আঁতকে উঠলেন। 'একি দশা তোর? কি করছিলি বাপ?'

'করছিলাম? তোমার কি ধারণা কি করছিলাম? শিকার করছিলাম।'

'কিন্তু এমন অবস্থা হলো কি করে? সারা গা ভেজা। পানিতে পড়ে যাসনি তো?'

'সত্যি মা। মাঝে মাঝে ভাবি তুমি আর মার্গো কি করে বেঁচে আছ এই দুনিয়ায়।'

'তুই কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব দিসনি,' বললেন মা।

'হ্যাঁ। পানিতে পড়ে গিয়েছিলাম। এছাড়া আর কি করেছি বলে তোমার ধারণা?'

'যা যা। শিগ্‌গির কাপড় পাল্টে নে। ঠাণ্ডা লেগে যাবে তো!'

'সে নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না,' বলল ল্যারী। 'ও আমি দেখছি।'

ভাঁড়ার ঘর থেকে এক বোতল ব্র্যান্ডি নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকল ল্যারী। তার নির্দেশে লুগারেটজিয়া বড় করে আগুন জ্বালল। বিছানায় উঠে পড়ল ল্যারী। হাঁচি দিতে দিতে ব্র্যান্ডির গ্লাসে চুমুক দিতে লাগল। লাঞ্চের সময় আরও এক বোতল ব্র্যান্ডি পান করল ল্যারী। ডুরেলরা বিকেলে চা খাওয়ার সময় শুনলেন গলা ছেড়ে গান গাইছে ল্যারী। সেই সাথে চলছে হ্যাঁচ্চো হ্যাঁচ্চো। সাপার টাইমে লুগারেটজিয়াকে তৃতীয় বোতলটা নিয়ে ওপরে যেতে দেখে উদ্বেগ বোধ করলেন মিসেস ডুরেল। মার্গোকে পাঠালেন দেখে আসতে ল্যারী ঠিক আছে কিনা। দীর্ঘ নীরবতার পরে ল্যারীর হুংকার শোনা গেল। আর শোনা গেল মার্গো কি নিয়ে যেন তাকে অনুনয় করে চলেছে। কপালে ভাঁজ ফেলে মা চললেন দোতলায় কি হচ্ছে দেখতে। সঙ্গী হলেন গ্যারী এবং লেসলি।

ল্যারীর ঘরের ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বলছে, সে এক গাদা বেড ক্লথ গায়ে চাপিয়ে শুয়ে আছে। হাতে একটা গ্লাস নিয়ে তার বিছানার পাশে দাঁড়ানো মার্গো।

'হয়েছেটা কি ওর?' বলতে বলতে এগিয়ে গেলেন মা।

'ও মাতাল হয়ে গেছে,' হতাশ গলায় ঘোষণা করল মার্গো। 'ওর মাথার ঠিক নেই। ওকে হজমি লবণ খাওয়ানোর চেষ্টা করছি। কিছুতেই খাবে না। বেড ক্লথ গায়ে চাপিয়ে বলছে আমি নাকি ওকে বিষ খাওয়াতে চাইছি। অথচ এটা না খেলে কাল ওর অবস্থা আরও

খারাপ হবে।'

মা মার্গোর হাত থেকে গ্লাসটা নিলেন, দাঁড়ালেন বিছানার পাশে।

'অনেক হয়েছে, ল্যারী,' ধমকে উঠলেন তিনি। 'ফাজলামি রাখ। নে। এটা এক চুমুকে খেয়ে ফ্যাল্।'

বেড্ ক্লথের পাহাড় সরে গেল, মাথা বের করল ল্যারী।

পিটপিট করে চাইল মা'র দিকে। তারপর কি যেন ভাবতে লাগল আপন মনে। শেষে বলল, 'তুমি একটি ভয়ঙ্কর মহিলা···তোমাকে এর আগে কোথায় যেন দেখেছি?'

মিসেস ডুরেল কথা শুনে হাসবেন না কাঁদবেন বুঝতে পারলেন না। দেখলেন কথাটা বলেই তাঁর ছেলে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছে।

'বোঝাই যাচ্ছে প্রচুর গিলেছে,' বললেন মিসেস ডুরেল।

'যাকগে, ঘুমিয়ে পড়েছে ল্যারী। তবে কাল সকালে ঘুম থেকে উঠে ঠিক হয়ে যাবে। এখন চলো সবাই। আগুনটা শুধু উস্কে দিয়ে এসো।'

সেদিন খুব ভোরে মার্গো আবিষ্কার করল ল্যারীর ঘর থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে, নিচের বিমে আগুন ধরে গেছে। নাইটি পরা অবস্থায় দোতলা থেকে প্রায় উড়ে নিচে নেমে এল সে, মা'র ঘরে ঢুকে পড়ল ঝড়ের বেগে।

'বাড়িতে আগুন লেগেছে···শিগ্গির বেরিয়ে এসো···' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে।

'গ্যারীকে ওঠা···গ্যারীকে ওঠা,' নাইটির ওপর করসেট চাপাতে চাপাতে চেঁচালেন মিসেস ডুরেল।

'ওঠো সবাই···জলদি ওঠো···আগুন··· আগুন!' গলার স্বর সপ্তমে তুলে চেঁচাতে লাগল মার্গো।

লেসলি আর গ্যারী হোঁচট খেতে খেতে ছুটে এলেন ল্যান্ডিং-এ।

'কি হয়েছে?' খেঁকিয়ে উঠল লেসলি।

'আগুন!' তার কানের কাছে মুখ নিয়ে চেঁচাল মার্গো। 'ল্যারীর ঘরে আগুন লেগেছে!'

'ল্যারীর ঘরে আগুন?' মা'র করসেট বাঁধা ঠিক হয়নি। সেদিকে ট্যারা চোখে দেখতে দেখতে বললেন, 'জলদি যা। ওকে বাঁচা!' বলে নিজেই সবার আগে ছুটলেন চিলেকোঠায়। পেছনে অন্য সবাই।

ল্যারীর ঘরে প্রচণ্ড ধোঁয়া। ফ্লোর বোর্ডের ফাঁক দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। অথচ ল্যারী তখনও নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে। মা এক লাফে

পৌঁছে গেলেন ওর বিছানার পাশে, ছেলেকে ধরে জোরে ঝাঁকি দিতে লাগলেন।

'উঠে পড়, ল্যারী। ঈশ্বরের দোহাই উঠে পড়।'

'কি হয়েছে?' ঘুম ঘুম চোখে উঠে বসল ল্যারী।

'তোর ঘরে আগুন লেগেছে।'

'এতে অবাক হবার কিছু নেই,' বলে আবার শুয়ে পড়ল ল্যারী। 'কিছু একটা দিয়ে নিভিয়ে ফেলো আগুন।'

আধখালি ব্র্যান্ডির বোতলের বাকি মদটুকু মেঝেতে ঢেলে ফেলল মার্গো। অ্যালকোহলের স্পর্শে আগুন দ্বিগুণ তেজে জ্বলতে শুরু করল।

'গাধা, ব্র্যান্ডি না,' গর্জে উঠল লেসলি। 'পানি নিয়ে আয়...পানি!'

কিন্তু মার্গোর মাথায় লেসলির নির্দেশ ঢুকল না। আগুন নেভাতে গিয়ে উল্টো আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে দেখে রীতিমত অপ্রস্তুত সে। ভয়ে তার চোখে জল এসে গেছে। লেসলি ঘোঁৎঘোঁৎ করতে করতে ল্যারীর গায়ের সমস্ত বেডক্লথ একটানে তুলে ফেলল। তারপর বেডক্লথ চাপা দিয়ে আগুন নেভাতে লাগল। ভয়ানক বিরক্ত হয়ে উঠে বসল ল্যারী।

'হচ্ছে কি এসব?' খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠল সে।

'ঘরে আগুন লেগেছে, বাছা।'

'তাই বলে আমাকে ঠাণ্ডায় মেরে ফেলবে নাকি...আমার বেডক্লথগুলো নিয়ে যাবার মানে কি? সত্যি, তোমরা যা শুরু করেছ। আগুন নেভানো খুবই সহজ কাজ।'

'তুই চুপ থাক,' চেঁচিয়ে উঠল লেসলি। সে বেডক্লথের ওপর লাফ ঝাঁপ দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করছে।

'তোমাদের মত ভীতু মানুষ জীবনে দেখিনি,' বলল ল্যারী। 'এসব ব্যাপারে মাথা খাটিয়ে চলাটাই আসল। লেসটা তো পাগল হয়ে গেছে। মা তুমি আর মার্গো পানি নিয়ে এসো। আগুন নিভিয়ে ফেলি। গ্যারী, তুই একটা কুঠার নিয়ে আয়। যা।'

ল্যারী বিছানায় শুয়ে নির্দেশ দিল, পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা আগুন নেভাতে ব্যস্ত থাকল। বারো ইঞ্চি মোটা, জলপাই কাঠের বিমটা হুটিয়ে আনল সবাই মিলে। ফলে আগুন বেশি ছড়াতে পারল না।

আগুন নিভে যাবার পরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল ল্যারী। 'দেখলে তো, আসল কথা হলো বিপদের সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়। এখন যাও, আমার জন্যে কেউ এক কাপ চা নিয়ে এসো। মাথাটা ভীষণ

ধরেছে।'

'তোমাকে আসলে হ্যাংওভারে ধরেছে,' বলল মার্গো।

'হ্যাংওভার নয়,' গম্ভীর মুখে বলল ল্যারী। 'সাত সকালে ভীতু একদল লোকের হঠাৎ চিল্লাচিল্লিতে গভীর ঘুম থেকে আচমকা জেগে উঠলে এমনই হয়। তবে আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ যে কোন বিপদে মস্তিষ্ক খাটাতে হয়। উপস্থিত বুদ্ধির পাশাপাশি মাথাও ঠাণ্ডা রাখা দরকার। তবে আজ আমি না থাকলে তোমরা যে সবাই বেগুন পোড়া হয়ে যেতে সে-ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই আশা করি।'

সতেরো

বসন্ত এসেছে। দ্বীপ ভরে উঠছে নানা রঙের ফুলে। জলপাই গাছের নিচে লেজ নাড়িয়ে তিড়িং তিড়িং লাফায় ভেড়া, তাদের ছোট ছোট খুরের চাপে ভর্তা হয়ে যায় হলুদ জংলা ফুলের গাছ। রজনীগন্ধার ঝোপে টলোমলো পায়ে ঘুরে বেড়ায় গাধার বাচ্চারা। পুকুর, জলধারা আর ছোট পরিখাগুলোয় সারাদিন শোনা যায় ব্যাঙের ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ। মাটি আর পাতা গায়ে জড়িয়ে রোদ পোহায় কাছিম। প্রজাপতিরা উড়ে বেড়ায় ফুলে ফুলে।

দ্বীপের চারদিকে ভারী চনমনে একটা ভাব। চমৎকার আবহাওয়া। ডুরেল পরিবারের মনেও ছোঁয়া লেগেছে বসন্তের। কাজকর্ম প্রায় করেন না বললেই চলে। বেশির ভাগ সময় কাটছে বারান্দায় বসে গল্প-গুজব করে। বাকি সময় ঘুমিয়ে, খেয়ে আর বই পড়ে পার করে দিচ্ছেন তাঁরা। হপ্তায় একদিন চিঠিপত্র নিয়ে আসে স্পাইরো। লেসলির জন্যে আসে বন্দুকের ক্যাটালগ, মার্গোর জন্যে ফ্যাশন ম্যাগাজিন আর জেরাল্ড ডুরেল পান অ্যানিমেল জার্নাল। ল্যারীর নামে আসা পার্সেল বোঝাই থাকে বই আর নানা লেখক, কবি, চিত্রকর এবং সঙ্গীত বিশারদদের বিচিত্র সব চিঠিতে। আর মাকে চিঠি লেখেন তাঁর আত্মীয়-স্বজন। পার্সেলগুলো আসার পরে একজন আরেকজনের চিঠির দিকে বাঁকা চোখে তাকায়, কখনও জোরে জোরে পড়ে শোনান চিঠির

বক্তব্য। অবশ্য অপরের চিঠি শোনার আগ্রহ তেমন কারোরই নেই। যে যারটা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। তবে মা'র নামে আসা একটি চিঠি সেদিন সবার মনে আগ্রহের সৃষ্টি করল।

ঝলমলে একটি দিন। আকাশ নীল কাঁচের মত ঝকঝকে। ডুরেল্ড পরিবার আঙ্গুর ঝোপের ছায়ায় গোল হয়ে বসেছেন। সবার নামেই কিছু না কিছু পার্সেল এসেছে। লেসলি তার বন্দুকের ক্যাটালগ পেয়ে বরাবরের মত উচ্ছ্বসিত। ল্যারী তার লেখক বন্ধুদের চিঠির বক্তব্য পড়ে শোনাচ্ছে। কিন্তু কেউ শুনছে না, রজার ছাড়া। আর মা হা হুতাশ করছেন তাঁর স্টিফেন চাচা মই বেয়ে উঠতে গিয়ে ঠ্যাং ভেঙেছেন বলে। তাঁর নামে কয়েকটি চিঠি এসেছে। এরমধ্যে একটি বেশ মোটাসোটা। বড় বড়, পরিষ্কার হাতের লেখা দেখে বোঝা গেল এটা বড় জেঠি হারমিওনের চিঠি। ইনি প্রতিমাসেই চিঠি লেখেন। আর চিঠির সাইজও হয় পেল্লায়। বড় জেঠির চিঠি দেখে অন্যরা যে যার পার্সেল রেখে ঝুঁকে পড়ল এটার ওপর। জানতে চায় কুড়ি পৃষ্ঠার মহাকাব্যে এবার কি রচনা করেছেন তিনি।

'বড় জেঠি বলছেন ডাক্তাররা নাকি এবার তাঁর আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন,' চিঠিতে চোখ বুলাতে বুলাতে জানালেন মা।

'ডাক্তাররা ওই বুড়ির আশা তো গত চল্লিশ বছর ধরেই ছেড়ে দিয়েছে। অথচ বুড়ি এখনও ষাঁড়ের মত তাগড়া,' মন্তব্য করল ল্যারী।

'বলছেন তিনি সব সময়ই আমাদেরকে নিয়ে ভাবেন। ইচ্ছে করে গ্রীসে চলে আসতে। আমরা নাকি খুব বুদ্ধিমানের কাজ করেছি এরকম স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় এসে।'

'স্বাস্থ্যকর! বাহ্, কি ভাষা!'

'আরি সর্বনাশ! ওহ্, না...হা, ঈশ্বর!'

'কি হলো?'

'উনি লিখেছেন এখানে চলে আসতে চান। আমাদের সঙ্গে থাকবেন...ডাক্তার তাঁকে উষ্ণ আবহাওয়ায় থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর ওখানে নাকি অনেক ঠাণ্ডা।'

'প্রশ্নই ওঠে না! আমি সইতে পারব না,' লাফিয়ে উঠল ল্যারী। 'লুগারেটজিয়ার মাঢ়ী দেখে দেখে বেজায় ক্লান্ত আমি। তারপর আবার ওই বুড়ি নামের মূর্তিমান যন্ত্রণা! মা, ওকে মানা করে দাও তুমি! বলো আমাদের এখানে থাকার জায়গা নেই।'

'কিন্তু তা কি করে সম্ভব? গত চিঠিতে লিখেছি আমরা বড় একটি

বাড়িতে থাকছি।'

'মনে হয় ওই চিঠির কথা বড় জেঠি ভুলে গেছে,' উৎফুল্ল গলায় বলল লেসলি।

'ভোলেননি। বাড়ির কথা লিখেছেন এখানে। কই যেন লাইনটা? ও, এই তো! লিখেছেন: যেহেতু বড়সড় একটা বাড়িতে থাকার সামর্থ্য তোমার হয়েছে, কাজেই লুয়ি ডিয়ার, আমি কি আশা করতে পারি না এই বুড়ো মানুষটি, যে বেশিদিন আর বাঁচবে না, তার জন্যে তোমার বাড়ির এক কোনায় একটু জায়গা হবে? শুনলি তো? এখন কি করি?'

'লিখে দাও আমাদের এখানে মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়েছে জল বসন্ত। সেই সাথে মার্গোর ব্রণ ভর্তি মুখের একটা ছবিও পাঠিয়ে দাও,' পরামর্শ দিল ল্যারী।

'বাজে বকিস না। ওনাকে আগেই বলে দিয়েছি এখানকার আবহাওয়া খুব চমৎকার।'

'সত্যি, মা, তুমি একটা অসম্ভব মহিলা!' রাগে চেঁচিয়ে উঠল ল্যারী। 'কোথায় ভেবেছি বন্ধু-বান্ধব নিয়ে শান্তিতে কটা দিন কাটাব, এখন ওই বুড়ির স্তোত্রগানের জ্বালায় বাড়ি ছেড়ে পালাতে হবে দেখছি।'

'তোর বাড়িয়ে বলার অভ্যাসটা গেল না, ল্যারী। আমি কখনও তোদের বড় জেঠিকে স্তোত্রগান গাইতে শুনিনি।'

'আমি শুনেছি। সারাক্ষণই সে গাইতে থাকে…' 'জ্বালো আলো জ্বালো আরও আলো…'

'বুঝলাম। তবে তাকে আসতে নিষেধ করার জন্যে অন্য কোন কারণ দেখাতে হবে। উনি স্তোত্রগান করেন বলে আসতে পারবেন না এ কথা লিখতে পারব না।'

'কেন?'

'আবার জিজ্ঞেস করছিস কেন? উনি আমাদের আত্মীয় না?'

'নিকুচি করি তোমার আত্মীয়র। আত্মীয় বলে একটা বুড়ির যন্ত্রণা সারাক্ষণ সহ্য করতে হবে? শোনো, মা, এরকম আলতু ফালতু আত্মীয় আমাদের অনেক আছে। এই বুড়ি তাদের মধ্যে সবচে' নিকৃষ্ট। এর সঙ্গে কেন যে তুমি সম্পর্ক রেখে চলেছ বুঝি না।'

'বারে, উনি চিঠি লিখলে আমাকে জবাব দিতে হবে না?'

'এ চিঠির জবাবে লিখে দাও আমরা বাড়িতে নেই। ফেরত পাঠিয়ে

দাও চিঠি।'

'তা সম্ভব না। আমার হাতের লেখা দেখেই বুঝে ফেলবেন উনি,' অস্পষ্ট গলায় বললেন মা। 'তাছাড়া চিঠিটা খুলেও ফেলেছি।'

'তুমি অসুস্থ লিখে দিলে হয় না?' জানতে চাইল মার্গো।

'হ্যাঁ। বলি যে ডাক্তাররা তোমার আশা ছেড়ে দিয়েছেন,' সায় দিল লেসলি।

'চিঠিটা আমিই লিখব,' উৎসাহী দেখাল ল্যারীকে। 'কালো বর্ডারঅলা খামে...তাতে শোকাবহ একটা গুরুত্ব পাবে গোটা ব্যাপার।'

'ওসব কিছুই লিখতে হবে না,' দৃঢ় গলায় বললেন মা। 'বরং ওই চিঠি পেলে এক্ষুণি চলে আসবেন আমার সেবা করতে। উনি কেমন প্রকৃতির মানুষ জানিসই তো।'

'এদের সঙ্গে কেন যে সম্পর্ক রেখে চলেছ তুমি বুঝি না,' বড় ভাইয়ের কথা পুনরাবৃত্তি করে লেসলি। 'এতে তোমার লাভটা কি? এদের তিনকুল গিয়ে এককালে ঠেকেছে। আর সবগুলোই পাগল।'

'না, না। পাগল হতে যাবে কেন!' আত্মীয়র সমর্থনে প্রতিবাদ করেন মা।

'আরে দূর, কি যে বলো তুমি, মা! ...বার্থা খালার কথাই ধরো। সারাক্ষণ কল্পনায় শতশত বেড়াল দেখছেন...তারপর বড় খুড়ো প্যাট্রিক। ইনি ন্যাংটো হয়ে রাস্তায় ঘোরেন আর অপরিচিত লোকজনকে ডেকে বলেন পেন্সিল কাটার ছুরি দিয়ে তিনি নাকি তিমি শিকার করেছেন...এরা পাগল নয়তো কি!'

'আসলে ওরা একটু অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ,' সরল গলায় ব্যাখ্যা করেন মা। 'বয়স হয়ে গেছে তো তাই...তবে পাগল নন।'

'বাদ দাও তো। এসব আত্মীয় স্বজনের হাত থেকে কিভাবে রক্ষা পাওয়া যাবে তার একটা বুদ্ধি কিন্তু বের করে ফেলেছি আমি,' বলল ল্যারী।

'কি বুদ্ধি?' চশমার ফাঁক দিয়ে তাকালেন মা।

'এখান থেকে কেটে পড়তে হবে।'

'কেটে পড়তে হবে! কোথায় যাব?' হতবুদ্ধি দেখাল মাকে।

'ছোটখাট কোন বাড়িতে। তারপর তুমি এই জিন্দালাশগুলোকে লিখে জানাবে আমাদের ঘরে বাড়তি জায়গা নেই।'

'দূরো, কি যা তা বলছিস। বার বার বাড়ি বদল করতে পারব না। এখানে এলাম তোর বন্ধুদের অত্যাচার থেকে বাঁচতে।'

'এখন আত্মীয়-স্বজনের অত্যাচার থেকে বাঁচতে হলে আবার পাততাড়ি গোটাতে হবে।'

'এভাবে সারা দ্বীপময় দাবড়ে বেড়াতে পারব না...লোকে ভাববে পাগল হয়ে গেছি।'

'ওই বুড়ি এলে এবার সত্যি পাগল হয়ে যাব। কসম খোদার, মা। বুড়িকে আমি মোটেই সহ্য করতে পারব না। লেসলির বন্দুক দিয়ে গুলি করে বুড়ির খুলি উড়িয়ে দেব।'

'আহ্, ল্যারী। গ্যারীর সামনে এসব বলবি না।'

'তোমাকে স্রেফ সাবধান করার জন্যে কথাটা বললাম।'

এক মুহূর্তের নীরবতা। মা চশমা খুলে কাঁচ মুছতে লাগলেন। তারপর বললেন, 'কিন্তু...কিন্তু এভাবে বাড়ি বদলটা কেমন পাগলামি মনে হচ্ছে না?'

'এরমধ্যে পাগলামির কি দেখলে?' অবাক হলো ল্যারী। 'বরং এটাই সবচে' যুক্তিযুক্ত কাজ।'

'ভাইয়া ঠিকই বলেছে,' বড় ভাইকে সায় দিল লেসলি। 'এটা এক ধরনের আত্মরক্ষাও বলতে পারো।'

'যুক্তিতে আসো, মা,' বলল মার্গো। 'শত হলেও বাড়ি বদল আবহাওয়া বদলের মতই স্বাস্থ্যকর।'

ছেলেমেয়ের যুক্তির কাছে পরাস্ত হতে হলো মাকে। কাজেই আবার বদল করতে হলো বাড়ি।

জেরাল্ড ডুরেলদের নতুন বাড়িটি পাহাড়ের ওপর, জলপাই গাছ দিয়ে ঘেরা। বরফের মত ধবধবে সাদা বাড়ি। নাম রাখা হলো স্নো হোয়াইট ভিলা। বাড়িটির একপাশে লম্বা, টানা বারান্দা, সেখানে ঝুলে আছে ঘন আঙ্গুর লতা। বাড়ির সামনে ছোট বাগান। বাগানের চারপাশে পাঁচিল। বাগানে ফুটে আছে নাম না জানা অনেক বুনো ফুল। বাগানটির বেশিরভাগ অংশ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট এক ম্যাগনোলিয়া। গাছটির চকচকে, গাঢ় সবুজ রঙের পাতা ছায়া ফেলেছে বাগানে। গাড়ির চাকার চাপে তৈরি ড্রাইভওয়ে বাড়ি থেকে দূরে, জলপাই ঝোপের ভেতর থেকে নেমে গেছে পাহাড়ের দিকে, মিশেছে বড় রাস্তায়। বাড়িটি দেখা মাত্র পছন্দ হয়ে যায় ডুরেলদের। বাড়িটি জরাজীর্ণ হলেও অভিজাত একটা ভাব আছে, মাতাল জলপাই গাছের মাঝে দাঁড়ানো, অষ্টাদশ শতাব্দীর বাড়ির কথা মনে করিয়ে দেয়। জেরাল্ড ডুরেল

সবচে' খুশি হয়ে উঠলেন একটি ঘরে বাদুড় আবিষ্কার করে। একটা জানালার সাথে ঝুলছিল বাদুড়টা। কিন্তু ডুরেলদের অনুপ্রবেশে ভয়ানক বিরক্ত হয়ে চলে গেল সে। তবে বাদুড়ের বিরহে বেশিক্ষণ মন খারাপ করতে হলো না গ্যারীর। কারণ স্নো হোয়াইট ভিলায় বাদুড়ের চেয়েও আকর্ষণীয় কিছু প্রাণীর সন্ধান পেয়ে গেছেন তিনি। ওগুলোকে পেয়ে বাদুড়ের কথা বেমালুম ভুলে গেলেন গ্যারী।

পাহাড়ের মাথায় ঘোড়া ফড়িং-এর বিরাট একটা দল চোখে পড়ল জেরাল্ড ডুরেলের। একশোরও বেশি হবে সংখ্যায়। কয়েকটা খুবই বড়, এত বড় ঘোড়া ফড়িং জীবনে দেখেননি তিনি। ওগুলো জলপাই ঝোপ, চিরহরিৎ গাছ আর ম্যাগনোলিয়ার সবুজ পাতায় উবু হয়ে বসেছিল। রাত হলেই বাড়ি চলে আসে ওরা, সবুজ ডানায় পুরানো আমলের প্যাডল স্টীমারের হুইলের শব্দ তুলে ভিড় করে ল্যাম্প লাইটে। লাফিয়ে উঠে পড়ে টেবিল আর চেয়ারে। ঘাড় ঘুরিয়ে শিকার খোঁজে। কোন কোন ফড়িং সাড়ে চার ইঞ্চির মত লম্বা। এই দানবগুলোর কোন কিছুতেই যেন ভয় নেই। বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে তাদের চেয়ে বড় আকারের প্রাণীর ওপর হামলা করে বসে। পতঙ্গগুলো বোধহয় ধরে নিয়েছে এ বাড়িতে তাদের হক রয়েছে। আর বাড়ির দেয়াল এবং ছাদ তাদের শিকারের প্রিয় জায়গা। কিন্তু গেকোরাও (টিকটিকি জাতীয় প্রাণী) বাড়িটিকে তাদের শিকারের জায়গা বলে মনে করে। ফলে ঘোড়া ফড়িং আর গেকোদের মাঝে প্রায়ই লড়াই বেধে যায়। এদের মারামারিও দেখার মত জিনিস।

গেকোরা বেশিরভাগ দিনের বেলায় বাগানের পাঁচিলের আলগা পলেস্তরার নিচে ঘুমিয়ে থাকে। সূর্য ডুবতে শুরু করলে, ম্যাগনোলিয়া যখন ঠাণ্ডা ছায়া ফেলে বাড়ির ওপর, ঠিক তখন দেয়ালের ফাঁক-ফোকর দিয়ে ছোট ছোট মাথা বের করে, সোনালি চোখে ইতিউতি তাকাতে থাকে গেকোর দল। মসৃণ, মোটা শরীর নিয়ে সুড়ুৎ করে বেরিয়ে আসে ওরা, উঠে পড়ে দেয়ালে। তারপর ছাতলা পড়া দেয়াল বেয়ে সতর্ক পায়ে পৌঁছে যায় বারান্দায়, আঙ্গুর লতার ধারে। ওখানে ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে কখন অন্ধকার হয়ে উঠবে আকাশ, জ্বলে উঠবে ঘরের আলো। তারপর তারা ঢুকে পড়ে বাড়িতে, ছড়িয়ে পড়ে শোয়ার ঘর, রান্নাঘর, কেউ কেউ বারান্দার আঙ্গুর লতার মাঝেও ব্যস্ত হয়ে পড়ে শিকারের খোঁজে।

এদের মধ্যে একটা গেকোকে বেশ পছন্দ হয়ে গেছে জেরাল্ড

ডুরেলের। ওটাকে তিনি নিজের বেডরুমে নিয়ে এসেছেন। নাম রেখেছেন জেরোনিমো। এখানেই শিকার করে গেকোটা। ওটার শিকার ধরার কৌশল এবং পরিকল্পনা অত্যন্ত ধূর্ত এবং চৌকস মনে হওয়ায় বিখ্যাত রেড ইন্ডিয়ান শিকারী জেরোনিমোর নামে নাম রেখেছেন গ্যারী।

জেরোনিমো আগে একা থাকত, গ্যারীর জানালার নিচে, একটি জিনিয়া বেডের পাথরের আড়ালে। তার আস্তানার আশপাশে অন্য কোন গেকোকে ভিড়তে দিত না সে। আর এখন গ্যারীর শোবার ঘরেও সে কাউকে ঢুকতে দেয় না। অন্য গেকোদের চেয়ে আগে ঘুম থেকে জাগে সে। তখনও সূর্য অস্ত যায়নি। গুটি গুটি পায়ে চলে আসে গ্যারীর জানালার পাশে, উঁকি দেয় গরাদের ফাঁক দিয়ে। বার দুই/তিন এরকম করে সে। এই উঁকি দেয়াটা গ্যারীকে শুভেচ্ছা জানাতে নাকি ঘরটাকে যেরকম অবস্থায় রেখে গিয়েছিল তেমনটি আছে কিনা দেখার জন্যে, ঠিক বুঝতে পারেন না ডুরেল। এরপর জানালার গরাদে উঠে বসে সে, ঘনঘন ঢোক গিলতে থাকে। আঁধার যতক্ষণ না ঘনায় এবং জ্বলে না ওঠে ঘরের বাতি সে পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকে তার। বাতির সোনালি আলোয় জেরোনিমোর গায়ের রঙও যেন বদলে যায়। ধূসর-ছাই থেকে স্বচ্ছ, গোলাপী মুক্তোর রঙ ধারণ করে। এত স্বচ্ছ ওর চামড়া, শরীরের ভিসেরা পর্যন্ত দেখা যায়। জেরোনিমোর চোখ জ্বলতে থাকে উৎসাহে, তারপর হেলেদুলে এগোয় তার প্রিয় শিকারের জায়গার দিকে—ছাদের বাম কোনায়। ওখানে ঝুলে থাকে জেরোনিমো। অপেক্ষা করে শিকারের।

শিকার আসতে দেরি হয় না। প্রথমে আসে ডাঁশ মশা। মশা, গয়াল, এগুলোকে অগ্রাহ্য করে জেরোনিমো। তারপর আগমন ঘটে ড্যাডি লং লেগ (লম্বা পায়ের এক ধরনের মাছি), দেয়ালি পোকা এবং গুবরে পোকার। জেরোনিমোর শিকার ধরার কৌশলের মধ্যেও শেখার অনেক কিছু আছে। মাছি বা দেয়ালি পোকা ল্যাম্পটাকে ঘিরে অনেকক্ষণ চক্কর দেয়। ক্লান্ত হয়ে শেষে ছাদে, যেখানে ল্যাম্পের আলোয় সাদা বৃত্তের সৃষ্টি হয়েছে, ওখানে গিয়ে বসে। আর জেরোনিমো, নিজের জায়গায় বসে শক্ত হয়ে ওঠে। দ্রুত দুই/তিন বার মাথা ঝাঁকিয়ে সাবধানে ছাদ বাইতে শুরু করে। খুবই আস্তে এগোয় সে; উজ্জ্বল চোখ জোড়া স্থির শিকারের ওপর। শিকার থেকে ইঞ্চি ছয়েক দূরে থাকতে দাঁড়িয়ে পড়ে জেরোনিমো, পা দিয়ে শক্ত করে

চেপে ধরে প্লাস্টার, যাতে পড়ে না যায়। চোখ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে উত্তেজনায়, ঘন ঘন ঝাঁকি খায় লেজ। তারপর বিদ্যুৎগতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে শিকারের ওপর। খপ করে মুখে পুরে নেয় মাছি বা দেয়ালি পোকাকে। কচমচ করে চিবুতে থাকে। গ্যারী লক্ষ করেছেন অসম্ভব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি জেরোনিমোর। শিকার তার হাত থেকে পালাতে পারে না বললেই চলে।

নিজের এলাকায় কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকে সহ্য করার বান্দা নয় জেরোনিমো। গ্যারীর ঘরে কারও অনুপ্রবেশ ঘটলেই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সে। তবে অন্য গেকোদের মত সে শত্রুর মাথা বা শরীরে হামলা চালায় না। তার টার্গেট থাকে লেজ। লেজ কামড়ে ধরে জেরোনিমো। কচ্ছপের কামড় যাকে বলে। কিছুতেই ছাড়ে না। লেজের মায়া ত্যাগ করেই পালাতে হয় অনুপ্রবেশকারীকে। আর কাটা লেজটা জেরোনিমোর মুখে সাপের মত পাক খেতে থাকে। প্রতিদ্বন্দ্বী চলে গেছে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হবার পরে লেজটা খেয়ে ফেলে জেরোনিমো। এটা দেখে গ্যারীর বমি আসে। তবে জেরোনিমো তার বিজয় উল্লাস এভাবে প্রকাশ করে অভ্যস্ত বলে তিনি এটা দেখেও না দেখার ভান করেন।

আঠারো

জেরাল্ড ডুরেলের ঘরে যে সব ম্যান্টিস (লম্বা পায়ের এক ধরনের পোকা) উড়ে আসে, বেশিরভাগ আকারে ছোট। জেরোনিমো ওগুলোকে খাওয়ার জন্যে খুব উদগ্রীব। কিন্তু ম্যান্টিসরা জেরোনিমোর চেয়ে দ্রুতগামী। ফলে ওদেরকে ধরতে পারে না সে। বাতির আলো অন্যান্য পোকাদের মত আকৃষ্ট করে না ম্যান্টিসদের। তারা মাতালের মত বারবার চক্কর দিতে থাকে। শেষে সুবিধেমত একটা জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়ে। একটু শক্তি সঞ্চয় করে ঝাঁপিয়ে পড়ে অন্য পোকাদের ওপর। ধরে খেয়ে ফেলে তাদ্দেরকে। ম্যান্টিসদের আলুর মত গোল গোল, তীক্ষ্ণ বড় চোখ। জেরোনিমোকে কাছে আসতে

দেখলেই তারা পালিয়ে যায়। তবে একটি ম্যান্টিস জেরোনিমোকে মোটেই ভয় পায়নি। বরং সাহসের সাথে তার সঙ্গে লড়াই করেছে। এই ম্যান্টিসটিকে নিয়েই এবারের গল্প।

ম্যান্টিসরা কিভাবে সন্তান জন্ম দেয় তা দেখার খুবই ইচ্ছে জেরাল্ড ডুরেলের। তাদের মিলন পর্ব দেখেছেন তিনি কৌতূহল নিয়ে। তবে মিলিত হবার পরে মেয়ে ম্যান্টিস পুরুষটাকে খেয়ে ফেলেছে দেখে বেচারীর জন্যে দুঃখই লেগেছে গ্যারীর। এখন তিনি দেখতে চান গর্ভবতী ম্যান্টিসের সন্তান জন্মদানের দৃশ্য।

একটি গর্ভবতী ম্যান্টিসের খোঁজও পেয়ে গেলেন তিনি একদিন পাহাড়ে। ওটার পেট ফুলে আছে দেখে ধারণা করলেন ম্যান্টিসটার পেট ভর্তি ডিম। ম্যান্টিসটা পেছনের পায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু দুলছিল আর ঠাণ্ডা চোখে দেখছিল গ্যারীকে। ওটাকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে একটা বাক্সের মধ্যে রেখে দিলে ডিম পাড়ার দৃশ্যটা চমৎকারভাবে দেখা যাবে, ভাবছিলেন তিনি। তাই ঠিক করলেন ধরবেন ম্যান্টিসটাকে। ম্যান্টিসটা বোধহয় গ্যারীর বদ মতলব টের পেয়ে গিয়েছিল। ধরার চেষ্টা করতেই চট করে এক পাক ঘুরে গেল সে, মেলে দিল ম্লান সবুজ রঙের পাখা জোড়া, কাঁটাঅলা হাত ওপর পানে উঠে গেল আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে। ম্যান্টিসটার রিফ্লেক্স দেখে দারুণ বিস্মিত গ্যারী। তিনি তর্জনী আর বুড়ো আঙুল দিয়ে ওটার পেট আর ঘাড়ের মাঝখানের অংশ চেপে ধরলেন। সাথে সাথে লম্বা, ধারাল থাবা বাঁকা করে গ্যারীর বুড়ো আঙুলে হুলের মত বসিয়ে দিল ম্যান্টিস। মনে হলো কয়েকটা সুঁই এক সঙ্গে ঢুকে গেছে চামড়ার মধ্যে। গ্যারী ঝাড়া মেরে ফেলে দিলেন ম্যান্টিসকে, ক্ষতস্থান মুখে পুরে চুষতে লাগলেন। তিনটে কাঁটা বেশ গভীরভাবে ঢুকেছে চামড়ায়, ফোঁটা ফোঁটা রক্ত বেরিয়ে এসেছে। রাগের বদলে ওটার প্রতি শ্রদ্ধা জন্মাল গ্যারীর। এ সহজ জিনিস নয় বুঝতে পারলেন তিনি। দ্বিতীয় বার ওটাকে ধরার সময় যথেষ্ট সতর্ক থাকলেন। এক হাত দিয়ে বুক চেপে ধরলেন, অন্য হাতে কাঁটাঅলা বিপজ্জনক থাবাগুলো। গ্যারীর মুঠোর মধ্যে বৃথা মোচড় খেল ম্যান্টিস, দাঁত দিয়ে কামড়ে দেয়ার চেষ্টা করল। ছোট, ছুঁচাল মুখটা নামিয়ে কুটুস করে কামড়ও দিল। কিন্তু তেমন ব্যথা পেলেন না গ্যারী। ম্যান্টিসটাকে নিয়ে বাড়ি চলে এলেন। বেডরুমে, গজ দিয়ে পেঁচানো একটা বড় খাঁচার মধ্যে ওটার জায়গা হলো। খাঁচা শ্যাওলা, লতাপাতা, পাথর ইত্যাদি দিয়ে সাজিয়েছেন তিনি। ম্যান্টিস

হালকা পায়ে হেঁটে বেড়াতে লাগল খাঁচার মধ্যে। গ্যারী ওটার নাম দিলেন সিসিলি। সিসিলির পেটপুজোর জন্যে প্রজাপতি ধরতে প্রচুর সময় ব্যয় হতে লাগল গ্যারীর। আর পোকাটা খেতেও পারে প্রচুর। পেটুক একটা। পেট পুরে খাচ্ছে, সেই সাথে ফুলছে সিসিলি। সিসিলির ফোলা পেট দেখে রোমাঞ্চিত গ্যারী। অপেক্ষায় আছেন কবে ও ডিম পাড়বে। কিন্তু সে দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য হলো না গ্যারীর। সিসিলি একদিন পালাল। খাঁচায় বোধহয় কোথাও ফুটো-টুটো ছিল। সেখান থেকে ভেগে পড়ল সিসিলি।

এক রাতে বিছানায় শুয়ে বই পড়ছেন গ্যারী হঠাৎ ফরফর আওয়াজে মুখ তুলে চাইলেন। সিসিলি। ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে ঢুকে পড়েছে ঘরে। দেয়ালে গিয়ে বসল সে। তার কাছ থেকে দশ ফুট দূরে জেরোনিমো তখন একটা দেয়াল-পোকার শরীরের শেষ অংশটা আয়েশ করে চিবোতে ব্যস্ত। সিসিলিকে অবাক চোখে দেখল সে। এত বড় ম্যান্টিস জীবনেও দেখেনি সে, ধারণা করলেন গ্যারী। জেরোনিমোর চেয়েও আধা ইঞ্চি লম্বা সিসিলি। পোকাটার বিশাল আকৃতি এবং তার ঘরে অনুপ্রবেশ করে যে ধৃষ্টতা দেখিয়েছে সে তাতে সত্যি বিস্মিত হয়েছে জেরোনিমো। তবে কয়েক সেকেন্ড জ্বলন্ত দৃষ্টিতে সিসিলির দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করল না সে। এদিকে সিসিলি এদিক ওদিক মাথা ঘুরিয়ে দেখছে কৌতূহল নিয়ে। বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলে নিয়ে জেরোনিমো ঠিক করল বেয়াদব পোকাটাকে একটা শিক্ষা দেবে সে। ছাদের সাথে মুখ ঘষল সে, দ্রুত বার কয়েক মাথা ঝাঁকাল, ডানে-বামে লেজ নাড়ছে। রেগে যাচ্ছে জেরোনিমো। এ তারই বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু সিসিলির ওদিকে নজর নেই। সে সুঠাম, লম্বা পায়ে ভর করে অল্প অল্প দুলছে। ওদিকে রাগ আরও বেড়ে গেছে জেরোনিমোর, ঢোক গিলছে ঘন ঘন, দেয়াল বেয়ে নামতে শুরু করল। থেমে পড়ল সিসিলির তিন ফুট সামনে। হিসেব করে দেখল এখান থেকে লাফ মেরে সহজেই ধরা যাবে শিকার। এই প্রথম জেরোনিমোকে চোখে পড়ল সিসিলির। বিস্মিত দেখাল তাকে। নিজের জায়গা থেকে এক চুল সরল না সে, শুধু মুখ ঘুরিয়ে, কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল জেরোনিমোর দিকে। জেরোনিমো কটমট করে তাকাচ্ছে সিসিলির দিকে, আরও বেশি বেশি ঢোক গিলছে। গোল গোল চোখে, ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে তাকে দেখল সিসিলি। তারপর মুখ ঘুরিয়ে ছাদ দেখতে লাগল। জেরোনিমোকে পাত্তাই দিল না। আঁতে খুব ঘা লাগল

গেকোর। রাগের চোটে আরও কয়েক ইঞ্চি সামনে বাড়ল সে। পায়ের আঙুল ঘষল দেয়ালে, কুঁচকে গেছে লেজের ডগা। হামলা চালাবে। শত্রুকে লক্ষ্য করে সবেগে ছুটে গেল সে। আর তখন ঘটে গেল অদ্ভুত এক ঘটনা।

সিসিলি দেয়ালের প্লাস্টারের একটা ফাটল দেখছিল গভীর মনোযোগে, হঠাৎ উড়াল দিল শূন্যে, ঘুরল, আবার এসে বসল আগের জায়গায়। তবে ডানা জোড়া আলখেল্লার মত ছড়ানো, পেছনের পায়ে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে আছে, বাঁকিয়ে রেখেছে থাবা। হামলা প্রতিরোধের জন্যে প্রস্তুত।

ম্যান্টিসের কাছ থেকে এ ধরনের অভ্যর্থনা আশা করেনি জেরোনিমো। সিসিলির তিন ইঞ্চি দূরে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। ক্রুদ্ধ চোখে তাকাল। সিসিলি নিতান্ত অবজ্ঞা ভরে চাইল জেরোনিমোর দিকে। গোটা ব্যাপার খানিক হতবুদ্ধি করে তুলেছে জেরোনিমোকে। তার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী ম্যান্টিসটার এতক্ষণে ঘর ছেড়ে পালিয়ে যাবার কথা। কিন্তু তা তো যায়ইনি, উল্টো যুদ্ধংদেহী ভঙ্গি ধারণ করেছে। সবুজ আলখেল্লার মত ডানা জোড়ায় খসখস শব্দ উঠছে সে ডানে-বামে মৃদু দুলছে বলে। কিন্তু এখন আর ফিরে যাবার উপায় নেই জেরোনিমোর। কারণ নদীর জল গড়িয়েছে অনেক দূর। এখন পিঠ টান দেয়া কাপুরুষতা ছাড়া কিছু নয়। আর জেরোনিমোর মত গেকো সামান্য ম্যান্টিসের ভয়ে ছুটে পালাবে? কভি নেহী। সে প্রস্তুত হলো এবং লাফ দিল শত্রুকে নিধন করার টার্গেট নিয়ে।

জেরোনিমোর গায়ের ওজন এবং গতি সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে। কাজেই ম্যান্টিসের গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার সাথে সাথে ধাক্কার চোটে ওটা ডিগবাজি খেল। আর জেরোনিমো কামড়ে ধরল সিসিলির বুকের নিচের অংশ। ফুঁসে উঠল সিসিলিও। সামনের পা দিয়ে পেঁচিয়ে ধরল জেরোনিমোর পেছনের পা। ছাদ আর দেয়ালের ওপর মরণপণ কুস্তি শুরু হয়ে গেল দু'জনের। দু'পক্ষই একে অপরকে কাবু করার প্রাণান্তকর চেষ্টা চালাচ্ছে। কিছুক্ষণ কোস্তাকুস্তি করার পরে ক্লান্ত হয়ে সাময়িক বিরতি পড়ল লড়াইয়ে। তবে কেউ কারও বাঁধন ছাড়েনি। আবার প্রস্তুতি নিল দ্বিতীয় রাউন্ডের জন্যে। গ্যারী বুঝে উঠতে পারছিলেন না ওদের মধ্যে নাক গলাবেন কিনা। ওরা মারামারি করতে গিয়ে পটল তুলুক এটা তাঁর কাম্য নয়, তবে লড়াইটা এমন ভয়াবহ পর্যায়ে চলে গিয়েছিল যে ওদেরকে ছাড়িয়ে দেয়ার তাগিদ অনুভব

করছিলেন তিনি। কিন্তু গ্যারী সিদ্ধান্ত নেয়ার আগেই আবার মারামারি শুরু করে দিল ওরা।

কি কারণে যেন সিসিলি জেরোনিমোকে টেনে দেয়াল থেকে মাটিতে নামিয়ে আনতে চাইছিল। কিন্তু জেরোনিমো কিছুতেই ছাদ ছেড়ে যাবে না। এবং সিসিলিকেও সে নিচে নামতে দেবে না। কিছুক্ষণ দু'জন দু'জনকে ধরে খামোকাই টানাটানি করল। এমন সময় মারাত্মক একটা ভুল করে বসল সিসিলি। মারামারি করতে করতে মাঝে মাঝে বিশ্রামও নিচ্ছিল ওরা। এরকম একটা মুহূর্তে জেরোনিমোকে নিয়ে শূন্যে উড়াল দিল সিসিলি। ঘরের আরেক কোণে যাবার ইচ্ছে ছিল বোধহয় তার। কিন্তু জেরোনিমোর ওজন সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না সিসিলির। ভারী শরীরটা নিয়ে বেশিদূর যেতে পারল না সে, গেকোকে নিয়ে জড়াজড়ি করে ধপ্ করে পড়ে গেল গ্যারীর বিছানায়।

শূন্য থেকে হঠাৎ মাটিতে পতন হতভম্ব করে তুলল ওদেরকে। ছেড়ে দিল পরস্পরকে। গ্যারীর কম্বলের ওপর বসে জ্বলন্ত চোখে তাকাতে লাগল পরস্পরের দিকে। এবার যুদ্ধ বিরতি দরকার ভেবে প্রতিদ্বন্দ্বীদেরকে ধরার জন্যে হাত বাড়িয়েছেন গ্যারী, সেই মুহূর্তে আবার লড়াই শুরু করে দিল ওরা। এবার জেরোনিমো অনেক বেশি সতর্ক। সে সিসিলির একটা ধারাল থাবা কামড়ে ধরেছে। রেগে গিয়ে সিসিলি অপর থাবাটা দিয়ে চেপে ধরল জেরোনিমোর ঘাড়। কম্বলের রোঁয়ায় থাবা এবং পা বেধে যাচ্ছে বলে দুই পক্ষই অসুবিধেজনক অবস্থায় আছে। তারা কম্বলের ওপর মারামারি করতে করতে বালিশের দিকে এগোল। লড়াইয়ে দু'জনেই ইতিমধ্যে যথেষ্ট আহত হয়েছে। সিসিলির একটা ডানা ভেঙে গেছে, একটা পা বেঁকে যাবার কারণে নাড়াতে পারছে না। আর সিসিলির সামনের থাবার আঘাতে জেরোনিমোর ঘাড়ে এবং পিঠের অনেক জায়গা ছড়ে গিয়ে রক্ত পড়ছে। লড়াইয়ে কে জেতে দেখার খুব আগ্রহ জাগছে গ্যারীর। ওদেরকে বালিশের দিকে এগোতে দেখে তিনি চট করে বিছানা থেকে নেমে পড়লেন। সিসিলির থাবার আঘাত খাওয়ার শখ তাঁর নেই।

সিসিলিকে দেখে মনে হলো সে বুঝি রণে ভঙ্গ দেবে। কিন্তু না। পায়ের নিচে বালিশের নরম কাভারের ছোঁয়া পেতে যেন নতুন জীবন ফিরে পেল ম্যান্টিস। কিন্তু দুঃখের বিষয় নব উদ্যমের শক্তি সে ব্যয় করল ভুল পথে। জেরোনিমোর ঘাড় ছেড়ে দিয়ে চেপে ধরল লেজ। ভেবেছিল লেজ ধরে গেকোটাকে নিয়ে শূন্যে উড়াল দেবে এবং ওটা

শক্তিশূন্য হয়ে পড়বে। ভুল। থাবা দিয়ে লেজ চেপে ধরা মাত্র ওটাকে ছেড়ে দিল জেরোনিমো। আর ভয়ানক রেগে গিয়ে মাথা ঝাঁকাতে শুরু করল। ঝাঁকির চোটে তার মুখে পোড়া সিসিলির হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ওটার শরীর থেকে। সিসিলি জেরোনিমোর তড়াক তড়াক করে লাফ মারতে থাকা ছেঁড়া লেজ এক হাত দিয়ে কব্জা করার চেষ্টায় ব্যস্ত, ওদিকে রক্তাক্ত জেরোনিমো সিসিলির ছেঁড়া হাতটা চিবোতে শুরু করেছে। সিসিলির উচিত ছিল তক্ষুণি কেটে পড়া। কিন্তু সে জেরোনিমোর কাটা লেজের কারিশমা দেখছিল তখনও। জেরোনিমো কাটা হাতটা থুথু করে ফেলে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সিসিলির ওপর। এক কামড়ে সিসিলির মাথা এবং বুক তার মুখের মধ্যে।

লড়াইয়ের সমাপ্তি ঘটল এখানেই। সিসিলির প্রাণ-বায়ু বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাকে কামড়ে ধরে রাখল জেরোনিমো। ওটার পা বারবার মোচড় খেল, ডানা ঝাপটাতে লাগল, মোটা পেটটা ঘনঘন কেঁপে উঠল, তারপর আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে এল শরীরের খিঁচুনি। বালিশের আড়ালে চলে গিয়েছিল জেরোনিমো সিসিলিকে নিয়ে। অনেকক্ষণ তাই সিসিলিকে দেখতে পাননি গ্যারী। শুধু মৃদু ডানা ঝটপটানি শুনেছেন। এক সময় থেমে গেল শব্দটা। কিছুক্ষণ পরে বালিশের কোনায় উঁকি দিল রক্তাক্ত একটা মুখ একজোড়া সোনালি চোখসহ। জেরোনিমো। বিধ্বস্ত, ক্লান্ত তবে বিজয়ী। তার কাঁধের ওপর থেকে বড় একটা মাংসের ফালি অদৃশ্য, লাল ঘা দগদগ করছে। পিঠে অসংখ্য রক্তবিন্দু। সিসিলির থাবার চিহ্ন। বালিশ বেয়ে নামার সময় সাদা কভারে কাটা লেজের রক্তের দাগ রেখে গেল জেরোনিমো। বিছানার ওপর কিছুক্ষণ বসে রইল সে। হাঁপাচ্ছে। ওর পিঠে কটন উল দিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলেন গ্যারী। তারপর লড়াইয়ে জেতার পুরস্কার হিসেবে মোটাসোটা পাঁচটা মাছি দিলেন খেতে। তৃপ্তি নিয়ে ওগুলো খেল জেরোনিমো। একটু পরে শরীরে শক্তি সঞ্চয় করে দেয়ালের দিকে এগোল সে। জানালা বেয়ে নেমে গেল। বাড়ির দেয়ালের বাইরে, জিনিয়া বেডের পাথরের নিচে, নিজের আস্তানায় গিয়ে ঢুকল। মারামারি করে বেজায় ক্লান্ত জেরোনিমো। এখন তার দরকার পূর্ণ বিশ্রাম।

উনিশ

ওই লড়াইয়ের হপ্তাখানেক পরে, এক রাতে জেরোনিমো জেরাল্ড ডুরেলের ঘরে ঢুকল আরেক গেকোকে সঙ্গী করে। নতুন গেকোটাকে দেখে খুবই অবাক গ্যারী। সাইজে জেরোনিমোর অর্ধেক হবে ওটা, বড় বড় চোখ, গায়ের রঙ গোলাপী। জেরোনিমো তার নির্ধারিত দেয়ালের কোণ দখল করল। আর নবাগত গেকোর পছন্দ হলো ছাদের মাঝখানের জায়গাটা। গভীর মনোযোগ দিয়ে শিকার করতে লাগল দু'জনে। একজনের প্রতি আরেকজনের কোন নজর নেই। নবাগতের চেহারা-সুরত সুন্দর বলে গ্যারী প্রথমে ওটাকে জেরোনিমোর বউ ভেবেছিলেন। কিন্তু জিনিয়া বেডের নিচে তল্লাশী চালিয়ে দেখলেন ওখানে জেরোনিমো ছাড়া কেউ থাকে না। সে এখনও কুমার জীবন-যাপন করছে। নতুন গেকোটা দিনের বেলা কাছে-পিঠেই হয়তো ঘুমায়, রাতে সঙ্গী হয় জেরোনিমোর। জেরোনিমো অন্য কোন গেকো সহ্যই করতে পারে না। কিন্তু এটার প্রতি তার সহনশীলতা আশ্চর্য করে তুলল গ্যারীকে। একবার ভেবেছিলেন নতুন গেকো জেরোনিমোর ছেলে বা মেয়ে হবে। পরক্ষণে নাকচ করে দিয়েছেন চিন্তাটা। কারণ গেকোরা মোটেই সামাজিক নয়। পরিবারের ধার ধারে না। ডিম পেড়েই খালাস। নবজাতকের খোঁজখবর নেয়ার প্রয়োজন অনুভব করে না। নবাগত গেকোর একটা নাম দেয়া দরকার, ভাবলেন গ্যারী। কিন্তু নামকরণ করার আগেই করুণ পরিণতির শিকার হতে হলো ওটাকে।

জেরাল্ড ডুরেলদের স্নো-হোয়াইট ভিলার বাম দিকে বেশ বড়সড় একটি উপত্যকা। সবুজ ঘাসে ঢাকা পাটির মত একখণ্ড জমি। উপত্যকার এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে জলপাই গাছের পরিত্যক্ত গুঁড়ি। উপত্যকাটিকে ঘিরে রেখেছে কাদা আর কাঁকরের তৈরি ফুট বিশেক উঁচু কিছু টিলা। টিলায় চিরহরিৎ বৃক্ষেরও অভাব নেই। এ ধরনের জায়গা জেরাল্ড ডুরেলের বরাবরই পছন্দ। কারণ এরকম

এলাকায় তাঁর পছন্দের শিকার মেলে প্রচুর। চিরহরিৎ গাছের ফাঁকে ছড়ানো-ছিটানো পাথরের বোল্ডারের নিচে এবং আশপাশে একদিন শিকার খুঁজছেন গ্যারী, চোখে পড়ে গেল আধ পচা একটা জলপাই গুঁড়ি। পড়ে আছে ঝোপের ধারে। গুঁড়ির নিচে মজার কিছু লুকিয়ে থাকতে পারে ভেবে তিনি ওটাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিলেন। সাথে সাথে গুঁড়ির নিচ দিয়ে বেরিয়ে এল দুটি ব্যাঙ।

জীবনে বহু ব্যাঙ দেখেছেন গ্যারী কিন্তু এতবড় প্রাণী এই প্রথম দেখলেন। পিরিচের চেয়েও বড় হবে ব্যাঙ দুটি। গায়ের রঙ ধূসর-সবুজ, তাতে অদ্ভুত সাদা সাদা দাগ। চকচক করছে চামড়া। ভীষণ মোটা ব্যাঙ জোড়া চোখ পিটপিট করে তাকাতে লাগল গ্যারীর দিকে। দু'হাতে দুটোকে ধরে ফেললেন গ্যারী। যেন চামড়ার ভারী বেলুন। সোনালি চোখ মেলে চেয়ে রইল ওরা গ্যারীর দিকে। মোটা, চওড়া ঠোঁট জোড়া একটু ফাঁক হলো। গ্যারীর মনে হলো ওরা আড়ষ্ট ভঙ্গিতে হাসছে। ব্যাঙ দুটোকে পেয়ে খুবই খুশি এবং উত্তেজিত গ্যারী। এমন চমৎকার আবিষ্কারের আনন্দ কারও সাথে ভাগ না করলেই নয়। দু'হাতে দুই ব্যাঙ নিয়ে বাড়ির দিকে ছুটলেন তিনি।

বাড়িতে ঝড়ের গতিতে ঢুকছেন গ্যারী, দেখলেন মা এবং স্পাইরো দোকান থেকে মুদি সদয় ঠিকঠাক আনা হয়েছে কিনা তা হিসেব করতে ব্যস্ত। ব্যাঙ দুটোকে হাতে ঝুলিয়ে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন গ্যারী। বললেন আশ্চর্য উভচর প্রাণীদুটোর দিকে নজর দিতে। স্পাইরোর প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিলেন গ্যারী। সে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখল একটা ব্যাঙ জুলজুল করে তাকিয়ে আছে তার মুখের দিকে। 'অ্যাঁক' করে উঠল স্পাইরো, বিস্ফারিত হয়ে উঠল চোখ। তাতে তার চেহারা অনেকটা ব্যাঙের মতই দেখাল। পকেট থেকে রুমাল বের করে নাক চাপল স্পাইরো, তারপর এক ছুটে বারান্দায়। সেখানে বমি করে বইয়ে দিল নদী।

'স্পাইরোকে এ জিনিস দেখানো ঠিক হয়নি তোর,' মা ভর্ৎসনা করলেন ছেলেকে, 'জানিস যে বেচারার পেট দুর্বল।'

স্পাইরোর যে দুর্বল পেট সে কথা ভালই জানা ছিল গ্যারীর। কিন্তু এত চমৎকার দুটি প্রাণী দেখে সে এরকম প্রতিক্রিয়া দেখাবে বুঝতে পারেননি তিনি। ব্যাঙগুলো কি দোষ করল? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন তিনি মাকে।

'ওরা কোন দোষ করেনি,' সন্দেহের চোখে ব্যাঙ দুটো দেখতে

দেখতে জবাব দিলেন তিনি। 'দেখতে মন্দ নয় এরা। তবে কারও কারও ব্যাঙ সহ্য হয় না।'

টলতে টলতে এগিয়ে এল স্পাইরো। চেহারা ম্লান। রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। চট করে ব্যাঙ দুটোকে শরীরের পেছনে লুকিয়ে ফেললেন গ্যারী।

'এই কামডা ঠিক করেন নাই, ছোট সাব,' করুণ গলায় বলল স্পাইরো। 'আমারে ব্যাঙ দেখাইলেন কোন্ আক্কেলে। এই কাম আর জিন্দেগীতে কইরেন না।' মা'র দিকে ফিরল সে, 'মাফ কইরা দিয়েন, মা-জননী। বমি-টমি কইর‍্যা...' মিসেস্ ডুরেল দ্রুত বলে উঠলেন, 'না না। ঠিক আছে। ওরই তো দোষ।' কড়া চোখে তাকালেন তিনি ছেলের দিকে। গ্যারী কিছু বলতে গিয়েও চুপ হয়ে গেলেন।

স্পাইরোর মতই পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখাল গ্যারীর ব্যাঙের ব্যাপারে। কেউই পছন্দ করতে পারল না ব্যাঙ দুটোকে। পরিবারের সদস্যদের সাথে আবিষ্কারের আনন্দ ভাগ করতে ব্যর্থ হয়ে গ্যারী ব্যাঙ নিয়ে চলে এলেন নিজের ঘরে। সাবধানে রেখে দিলেন বিছানার নিচে।

সেই সন্ধ্যায়, ঘরের বাতি জ্বালানোর পরে ব্যাঙ দুটোকে খাটের তলা থেকে বের করে আনলেন গ্যারী। ছেড়ে দিলেন ঘরে। হেঁটে বেড়াক ওরা। গ্যারী বেশ আনন্দ পেলেন দেখে পোকা শিকারে খুব দক্ষ ওরা। গপাগপ পোকা খেয়ে চলল দুই ব্যাঙ। এমন সময় প্রকাণ্ড একটা দেয়ালি পোকা ঢুকে পড়ল ঘরে। ব্যাঙ দুটোর চমৎকার খাবার হবে ভেবে ওটাকে ধরার জন্যে তাড়া করতে লাগলেন গ্যারী। গ্যারীর নাগালের বাইরে, ছাদে গিয়ে বসল ওটা, জেরোনিমোর বন্ধুর কাছ থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে। নতুন গেকোর দ্বিগুণ আকার দেয়ালি পোকাটার। ওটাকে শিকারে সুবিধে হবে না ভেবে সেদিকে নজর দিল না নবাগত গেকো। দেয়ালি পোকাটাকে ব্যাঙদের খাওয়াতেই হবে, রোখ চেপে গেছে গ্যারীর। তিনি ভারী একটা বই ছুঁড়ে মারলেন পোকাটাকে লক্ষ্য করে। মিস হলো টার্গেট। বইটা আঘাত হানল নবাগত গেকোর শিরদাঁড়ায়। ওটা ওই মুহূর্তে একটা মাছির দিকে লোভী দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল। তাই মিসাইলটাকে ছুটে আসতে দেখেনি। ভারী বইয়ের বাড়ি খেয়ে ছাদ থেকে পড়ে গেল গেকো। পড়বি তো পড় বাঘের মুখে। দুই ব্যাঙের মধ্যে বড়টার সামনে পড়ল সে ধপ করে। নিজেকে সামলে নেয়ার আগেই হামলা হলো। মুখের সামনে

সুস্বাদু খাবার দেখে অদ্ভুত একটা ভাব ফুটল ব্যাঙের চেহারায়। লাফ মেরে এগিয়ে গেল সে, চওড়া মুখ খুলে গেল ড্রব্রিজের মত, বেরিয়ে এল লকলকে জিভ। গ্যারী বাধা দেয়ার আগেই গেকোটাকে মুখে পুরে নিল সে। তারপর কচমচ করে চিবিয়ে খেয়ে ফেলল। সঙ্গীর করুণ পরিণতিতে তেমন একটা দুঃখিত মনে হলো না জেরোনিমোকে। তবে মন খারাপ হয়ে গেল গ্যারীর। তাঁর দোষেই তো অকালে প্রাণ হারাতে হলো গেকোটাকে। তিনি ব্যাঙ দুটোকে বাক্সে পুরে রাখলেন। ভয় পেয়েছেন জেরোনিমোর দশা আবার তার বন্ধুর মত হতে পারে ভেবে।

দুটি কারণে ব্যাঙ জোড়া পেয়ে খুশি গ্যারী। প্রথম কারণ হলো, এরা সাধারণ প্রজাতির ব্যাঙ হলেও এত বড় আকারের ব্যাঙের দেখা খুব কমই মেলে। আর দ্বিতীয় কারণ হলো—এরকম ব্যাঙের একটির দেখা পাওয়াই ভাগ্যের ব্যাপার। সেখানে এক সঙ্গে একজোড়া। গ্যারীর মনে হচ্ছে এ এক অসাধারণ আবিষ্কার। পুলকিত হয়ে ভাবলেন তাঁর ব্যাঙ হয়তো বিজ্ঞানের জন্যে নতুন কিছু দিতে পারবে।

আশ্চর্য এই আবিষ্কার দেখার জন্যে থিওডোরকে খবর দিয়েছিলেন জেরাল্ড ডুরেল। সে ওই হপ্তায়ই চলে এল। ব্যাঙ জোড়া গভীর মনোযোগে দেখল থিওডোর। শেষে বলল, 'হুম্‌ম। খুবই বিশাল প্রজাতির ব্যাঙ।'

একটা ব্যাঙ বাক্স থেকে বের করে মেঝের ওপর রাখল সে, ব্যাঙটা করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল থিওডোরের দিকে। ওটা একবার শরীর ফোলাচ্ছে, পরক্ষণে চিমসে যাচ্ছে।

'আঃ উ-হুম্‌ম,' বলল থিওডোর, 'ওদেরকে দেখে মনে হচ্ছে…আ…সাধারণ প্রজাতির ব্যাঙ। তবে খুবই সুন্দর প্রজাতির, ওদের গায়ের এই সাদা সাদা অদ্ভুত দাগগুলো পিগমেন্টের অভাবে হতে পারে। আবার বয়সের কারণে দাগ পড়াও বিচিত্র নয়…তবে…আ…আমার অনুমান ভুলও হতে পারে। তবে মনে হচ্ছে ওদের বয়স কম হয়নি।'

গ্যারী জানতে চাইলেন ওদের বয়স কত হতে পারে।

'সঠিক বয়স নির্ধারণ করা কঠিন,' বলল থিওডোর। 'তবে সাইজ দেখে মনে হচ্ছে বারোর কম হবে না। কুড়িও হতে পারে। কোথায় যেন পড়েছিলাম কোন কোন ব্যাঙ বাড়ির আনাচে-কানাচে বছরের পর বছর ঘাপটি মেরে বসে থাকে। এ দুটোকেও তেমনই মনে হচ্ছে। তবে আমার ধারণা এদের কারও বয়সই পঁচিশের নিচে নয়।'

অন্য ব্যাঙটাকেও বাক্স থেকে নামিয়ে আনল থিওডোর। দুটো ব্যাঙ পাশাপাশি বসে চোখ পিটপিট করে চাইতে লাগল, নিঃশ্বাস নেয়ার সাথে সাথে ওদের পেট ফুলে উঠছে। অনেকক্ষণ ওদেরকে নিবিষ্টচিত্তে পর্যবেক্ষণ করল থিওডোর। তারপর ওয়েস্ট কোটের পকেট থেকে বের করল একজোড়া ফরসেপ। চলে গেল বাগানে। বেশ কয়েকটা পাথর ওল্টানোর পরে পেয়ে গেল পছন্দসই বড়সড়, মোটা একটা কেঁচো। ফরসেপ দিয়ে ওটাকে ধরে চলে এল বারান্দায়। দাঁড়াল ব্যাঙ দুটোর সামনে। মেঝের ওপর ফেলে দিল কিলবিল করতে থাকা কেঁচোটাকে। মেঝেতে পড়েই কুণ্ডলী পাকিয়ে ফেলল কেঁচো, তারপর আস্তে আস্তে খুলতে লাগল কুণ্ডলী। ওটার কাছে দাঁড়ানো ব্যাঙটা প্রথমে প্রতিক্রিয়া দেখাল। মাথা তুলল সে, দ্রুত পিটপিট করল চোখ, তারপর মুখোমুখি হলো কেঁচোটার। কেঁচোটা ক্রমাগত মোচড় খেয়ে চলেছে মেঝের ওপর। ঝুঁকল ব্যাঙ, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কেঁচোর দিকে। চোখে কৌতূহল।

'আ হা!' থিওডোরের দাড়িঅলা মুখে হাসি ফুটল।

ইংরেজি '৮' সংখ্যার মত শরীরটাকে পেঁচিয়ে ফেলল কেঁচো, উত্তেজিত হয়ে তার দিকে এগিয়ে গেল ব্যাঙ। ওটার বিরাট মুখ খুলে গেল, বেরিয়ে এল গোলাপী জিভ। কপ করে কেঁচোটাকে মুখে পুরে নিল সে। কেঁচোর শরীরের বেশিরভাগ অংশ ব্যাঙের চোয়ালের বাইরে, তীব্র আক্ষেপে মোচড় খাচ্ছে। তবে তাড়া নেই ব্যাঙের। সে ধীরে সুস্থে চিবাতে লাগল কেঁচোটাকে। ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল কেঁচো ব্যাঙের মুখের ভেতরে। ব্যাঙটা চোখ বুজে বড় বড় ঢোকে গিলল তার শিকার।

'হুম্,' খুশি খুশি গলায় বলল থিওডোর। 'ব্যাঙের শিকার ধরে খাওয়ার দৃশ্য দেখতে সব সময়ই ভাল লাগে আমার। ভাবছি ওদেরকে তরবারি গিলে খাওয়ানো শেখালে কেমন হয়?' বৈপ্লবিক চিন্তাটা মাথায় আসতে চোখ চকমক করছে থিওডোরের। 'চেষ্টা করে দেখলে খুব মজা হবে, তাই না?'

ব্যাঙগুলোকে সাবধানে ধরে আবার বাক্সে পুরল সে। 'তবে ধারাল তরবারি অবশ্যই নয়,' সিধে হলো থিওডোর। 'তরবারি ধারাল হলে ব্যাঙের গা ফুটো হয়ে যেতে পারে।' বলে হো হো করে হেসে উঠল সে। যেন খুব মজার একটা কথা বলেছে।

বিশ

নতুন আরেকজন শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে জেরাল্ড ডুরেলের জন্যে। এ কথা শুনে খুবই নাখোশ গ্যারী। এমনিতেই পড়তে বসতে ভাল্লাগে না, তার ওপর নিত্য-নতুন টীচার। এবারের শিক্ষকের নাম ক্রালেফস্কি। ডুরেল পরিবার গ্যারীকে জানালেন ক্রালেফস্কি মানুষ ভাল। তা ছাড়া সে পাখি পোষে। কাজেই গ্যারীকে তার ভাল লাগবে। কথাটা শুনে কোন ভাবান্তর হলো না গ্যারীর। তিনি বহু মানুষ দেখেছেন যাদের সম্পর্কে পাখি প্রেমের ব্যাপারে বড় বড় কথা বলা হয়েছে। শেষে দেখা গেছে এরা একেকটা হাতুড়ে বৈদ্য। পাখি সম্পর্কে জ্ঞান খুবই সীমিত। জানে না হূপু (ঝুঁটিঅলা পাখি) কি জিনিস, কালো রেডস্টার্ট আর সাধারণের মাঝে পার্থক্য ধরতেও তারা অক্ষম। কাজেই গ্যারী বুঝে গেলেন স্রেফ তাঁকে পটানোর জন্যে নতুন শিক্ষকের পক্ষী-প্রীতি নিয়ে গাল-গল্প ঝাড়া হচ্ছে। লোকটিকে পক্ষীবিদ বলা হলেও দেখা যাবে কিশোর বয়সে একটি মাত্র ক্যানারি পোষার অভিজ্ঞতা রয়েছে তার। তবু যেহেতু পড়তে যেতেই হবে, চেহারা অন্ধকার করে শহরের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলেন জেরাল্ড ডুরেল।

ক্রালেফস্কি থাকে শহরের বাইরে, দোতলা একটা দালানে। জরাজীর্ণ, পুরানো বিল্ডিংটার গায়ে ছাতা পড়ে গেছে। চওড়া সিঁড়ি বেয়ে সদর দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন গ্যারী। সজোরে কড়া নাড়লেন। খুলল না দরজা। লাল টকটকে কার্পেটে জুতোর ডগা দিয়ে অধৈর্য ভঙ্গিতে ঠোকর দিতে দিতে আবার নক করতে যাচ্ছেন, শুনতে পেলেন পায়ের শব্দ। দরজার দিকে আসছে। একটু পরেই ঝট করে খুলে গেল কবাট। সদর দরজায় হাজির হলো গ্যারীর নতুন শিক্ষক।

মানুষ নয়, মনে হলো একটা বামন ভূত দাঁড়িয়ে আছে সামনে। ক্রালেফস্কির পরনে পরিষ্কার সুট। তবে তার চেহারাটা বড়ই হাস্যকর। মাথাটা বেশ বড়সড়, ডিমের মত গোল। মাথার দু'পাশ চ্যাপ্টা, ঢালু হয়ে মিশে গেছে গোলাকার কুঁজের মত ঘাড়ের সাথে। পিটপিট করে

তাকাচ্ছিল সে। তার নাক খাড়া, চওড়া ফুটো, ফুলে থাকা পাটা দুটো দখল করে আছে মুখের অনেকখানি অংশ। ক্রালেফস্কির চোখ জোড়া ড্যাবডেবে, ছলছলে, ম্লান শেরী রঙের। সরু মুখখানায় হাসি ফুটে উঠল গ্যারীকে দেখে, বেরিয়ে পড়ল হলদে রঙের দাঁত।

'গ্যারী ডুরেল?' চড়ুইর মত কিচমিচে গলা তার, লম্বা, হাড্ডিসার একটা হাত বাড়িয়ে দিল গ্যারীর দিকে। 'তুমি নিশ্চয়ই গ্যারী ডুরেল? এসো, ভেতরে এসো। মাইডিয়ার বয়।'

হাত ইশারায় গ্যারীকে ভেতরে যেতে বলল ক্রালেফস্কি। একটা অন্ধকার হলঘরে ঢুকলেন ডুরেল। ছাল-চামড়া ছড়ানো কার্পেটের নিচে কাঠের মেঝে ক্যাঁচম্যাচ করে আর্তনাদ করে উঠল হাঁটার সময়।

'এই ঘরে বসে কাজ করব আমরা,' একটা দরজা খুলল ক্রালেফস্কি। গ্যারী ছোট একটি ঘরে ঢুকলেন। ঘরে আসবাব তেমন নেই। টেবিলে বই রাখলেন তিনি, বসলেন ক্রালেফস্কির দেখিয়ে দেয়া চেয়ারে। টেবিলের ওপর ঝুঁকে এল নতুন শিক্ষক, অস্পষ্ট হাসল গ্যারীর দিকে তাকিয়ে। জবাবে গ্যারীও হাসলেন। কিছু না বুঝেই। 'বন্ধু!' হঠাৎ আনন্দের সুরে চেঁচাল ক্রালেফস্কি। 'আমাদের বন্ধুত্বটাই হবে সবচে' জরুরী। আমি নিশ্চিত দু'জনে পরস্পরের খুব ভাল বন্ধু হতে পারব, তাই না?'

মাথা ঝাঁকালেন গ্যারী সায় দেয়ার ভঙ্গিতে। নতুন টীচারের ভাবভঙ্গি খুব হাস্যকর লাগছে। তবে হাসিটা দমিয়ে রাখলেন কষ্ট করে।

'বন্ধুত্ব,' বিড়বিড় করল ক্রালেফস্কি চোখ বুজে। 'বন্ধুত্ব। ওটাই আসল কথা!'

ক্রালেফস্কির ঠোঁট নড়ছে দ্রুত। প্রার্থনা করছে? গ্যারীর জন্যে নাকি ওদের দু'জনের জন্যে? একটা মাছি চক্কর দিচ্ছিল তার মাথার ওপর, এবার গ্যাঁট হয়ে বসল খাড়া নাকের ডগায়। লাফিয়ে উঠল ক্রালেফস্কি। এক থাবড়ায় মাছিটাকে স্থানচ্যুত করল সে। তারপর মিটমিট করে চাইল গ্যারীর দিকে।

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম,' দৃঢ় গলায় বলল সে। 'আমি নিশ্চিত আমরা বন্ধু হতে পারব। তোমার মা বললেন তোমার নাকি প্রাকৃতিক ইতিহাসের প্রতি বিপুল আগ্রহ। ভালই হলো। একই বিষয়ে আগ্রহ রয়েছে আমারও। ফলে কি হলো...দু'জনের মাঝে একটা বন্ধন তৈরি হলো, কি বলো?'

তর্জনী আর বুড়ো আঙুল ঢুকিয়ে দিল সে ওয়েস্টকোটের পকেটে, বের করে আনল একটা বড়সড় সোনালি ঘড়ি। ওদিকে কটমট করে তাকিয়ে রইল কয়েক সেকেন্ড, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার পকেটে ঢুকিয়ে রাখল। অল্প টাক পড়া মাথায় হাত বুলিয়ে কথা শুরু করল সে। 'আমাকে এভিকালচারিস্টও বলতে পারো। তবে অ্যামেচার। আমার সংগ্রহশালা হয়তো দেখতে মন চাইছে তোমার। তবে পড়া শুরু করার আগে আধঘণ্টা এ খাতে ব্যয় করলে খুব একটা অসুবিধে হবে না। তা ছাড়া আজ একটু দেরি হয়ে গেছে ঘুম থেকে উঠতে। ওদের পানি খাওয়ানোও দরকার।'

বক্তৃতা শেষ করে ক্রালেফস্কি ক্যাঁচম্যাচ করা সিঁড়ি ভেঙে গ্যারীকে নিয়ে চলে এল চিলেকোঠায়। দাঁড়াল সবুজ একটা দরজার সামনে। চাবির গোছা থেকে সঠিক চাবিটি খুঁজে বের করল, তালায় ঢুকিয়ে মোচড় দিল। খুলে গেল ভারী দরজা। সূর্যের ধবধবে সাদা আলোয় এক মুহূর্তের জন্যে অন্ধ হয়ে গেলেন গ্যারী। একই সাথে কানে ধাক্কা মারল অজস্র পাখির চিৎকার। আলো চোখে সয়ে আসার পরে গ্যারী দেখলেন তিনি হাজির হয়েছেন পাখিদের রাজ্যে। চিলেকোঠার ঘরটা প্রকাণ্ড। আসবাব বলতে ঘরের মাঝখানে শুধু একটা বড় পাইন কাঠের টেবিল। তবে ঘরের সবগুলো দেয়ালে, মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত অসংখ্য খাঁচা আর খাঁচা ভর্তি প্রচুর পাখি। মেঝে ভরে আছে পাখির বিষ্ঠায়। এত পাখির সমাহার দেখে বিস্মিত গ্যারী। ধীরে সুস্থে ঘরটা ঘুরে দেখলেন তিনি। প্রতিটি খাঁচার সামনে এসে উঁকি দিলেন। ওদিকে ক্রালেফস্কি (সে বোধহয় গ্যারীর উপস্থিতির কথা ভুলেই গেছে) টেবিল থেকে বড় একটা ওয়াটার-ক্যান নিয়ে নাচতে নাচতে একেকটি খাঁচার সামনে যাচ্ছে আর ওয়াটার-পটগুলো ভরে দিচ্ছে।

গ্যারীর প্রথমে মনে হয়েছিল সবগুলো ক্যানারি পাখি। কিন্তু না। নানা জাতের পাখি আছে এখানে। লাল, হলুদ এবং কালো রঙের গোল্ডফিঞ্চ যেমন আছে, সবুজ এবং হলুদ রঙের গ্রীন ফিঞ্চেরও অভাব নেই কোন। আছে চকোলেট-সাদা রঙের লিনেট, গোলাপী, ফোলা বুকঅলা বুলফিঞ্চ। এ ছাড়াও হরেক রঙের পাখি। ঘরের এক কোণে ফ্রেঞ্চ উইন্ডো দেখে ওদিকে পা বাড়ালেন গ্যারী। এখানে একটা ব্যালকনিও আছে। ব্যালকনির মাথায় বেশ বড় কয়েকটা খাঁচা। তাতে কয়েক জাতের পাখি। আছে কক ব্ল্যাকবার্ড, রক-থ্রাস। নীল-সবুজ রঙের অপূর্ব সুন্দর রক-থ্রাস দেখে খুবই মুগ্ধ গ্যারী। ক্রালেফস্কি

জানাল সে অনেক চেষ্টা করেও পুরুষ রক-থ্রাসটার জন্যে সঙ্গিনী জোগাড় করতে পারেনি।

অনেকক্ষণ পাখিটার দিকে লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন গ্যারী। তারপর ফিরে এলেন চিলেকোঠার ঘরে। ক্রালেফস্কি তখনও ওয়াটার-পটে পানি ভরছে।

'একটু হাত লাগাবে?' অনুরোধ করল ক্রালেফস্কি। তার কনুই বেয়ে পানি পড়ে ভিজিয়ে দিচ্ছে পালিশ করা চকচকে একপাটি জুতো। 'পানি ভরার কাজটা সহজ হত যদি দু'জোড়া হাত থাকত। প্রায়ই ভাবি দু'জোড়া হাত হলো না কেন আমার। সে যাক। তুমি ক্যানটা ধরো। আমি পটগুলো ধরি...বেশ। বেশ। এই তো এভাবে। এটাই আসল কথা! এবার আর কাজটা সারতে বেশি সময় লাগবে না।'

গ্যাবী পটে পানি ঢালছেন, ক্রালেফস্কি পটগুলো অত্যন্ত সাবধানে খাঁচার ভেতর ঢুকিয়ে রাখছে। একই সাথে বকবকানি চলছে তার। তবে গলার স্বর নীচু বলে পাখির সঙ্গে কথা বলছে নাকি গ্যারীকে উদ্দেশ্য করে বলছে, বোঝা দায়।

পটে পানি ভরা শেষ হলে ক্রালেফস্কি তার পাখিদের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল কিছুক্ষণ। হাসিমুখে ছোট একটা তোয়ালে দিয়ে হাত মুছল। তারপর গ্যারীকে নিয়ে প্রতিটি খাঁচার সামনে গেল সে, পাখিগুলোর জন্মবৃত্তান্ত, পূর্ব পুরুষের ইতিহাস বয়ান করে গেল। এদের নিয়ে কি করবে তাও জানাল। হঠাৎ পাখিদের গানের সুর ছাপিয়ে ভুড়ুম করে একটা শব্দ হলো। গ্যারী অবাক হয়ে আবিষ্কার করলেন শব্দটা এসেছে ক্রালেফস্কির পেট থেকে।

'বাই জোভ!' আঁতকে উঠল ক্রালেফস্কি, ঘুরল জেরাল্ড ডুরেলের দিকে। চেহারায় যন্ত্রণার ছাপ। 'বাই জোভ!'

ওয়েস্টকোটের পকেটে হাত ঢোকাল সে, তর্জনী আর বুড়ো আঙুল দিয়ে চেপে ধরে বের করে আনল একটা ঘড়ি। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অকাল ঘড়ির দিকে। 'বাই জোভ!' এবার তার গলা ক্ষীণ এবং ম্লান শোনাল। 'বারোটা বেজে গেছে...কি দ্রুত সময় যায়...ডিয়ার মি, তুমি তো আর আধাঘণ্টা আছ, তাই না?'

পকেটে ঘড়ি রেখে দিল ক্রালেফস্কি, টাকের তাপ্পিতে হাত বোলাল।

'আমার ধারণা,' বলল সে, 'আধ ঘণ্টার মধ্যে বিশেষ কোন

অগ্রগতি আমরা সাধন করতে পারব না। তারচে' চলো নিচে, বাগানে যাই। পাখিদের জন্যে কিছু গ্রাউন্ডসেলের (হলুদ ফুলঅলা এক ধরনের উদ্ভিদ) ব্যবস্থা করা যাক। ওরা এগুলো খুব পছন্দ করে, জানো নিশ্চয়ই।'

গ্যারীকে নিয়ে বাগানে গেল ক্রালেফস্কি, সংগ্রহ করল গ্রাউন্ডসেল। স্পাইরোর গাড়ির আহত হাঁসের গলার তীব্র হর্ন শোনার পরে কাজে বিরতি দিল তারা।

'তোমার গাড়ি এসেছে বোধহয়,' বলল ক্রালেফস্কি। 'গ্রাউন্ডসেল যা জোগাড় হয়েছে তাতে মোটামুটি কাজ চলে যাবে। তোমার সাহায্যের তুলনা হয় না। কাল ঠিক ন'টায় এখানে চলে আসবে, কেমন? ওটাই হলো আসল কথা! তবে আজকের সকালটা বিফলে গেছে তা আমি বলব না। আজ আমরা পরিচিত হলাম, পরস্পরকে চিনলাম, জানলাম। আমার বিশ্বাস, আমাদের মাঝে বন্ধুত্বও গড়ে উঠবে। বাই জোভ, এটাই হলো সবচে' জরুরী! তো ঠিক আছে। কাল পর্যন্ত বিদায়।'

জং ধরা লোহার গেট খুলে বেরিয়ে আসছেন জেরাল্ড ডুরেল, পেছন থেকে হাত নাড়ল ক্রালেফস্কি। তারপর এগোল বাড়ির দিকে, হলুদ ফুলের গ্রাউন্ডসেলের মাঝ দিয়ে।

বাড়ি ফেরার পরে ডুরেল পরিবার জানতে চাইলেন নতুন শিক্ষককে কেমন লেগেছে গ্যারীর। বিস্তারিত বর্ণনায় না গিয়ে গ্যারী শুধু বললেন ক্রালেফস্কিকে তাঁর দারুণ লেগেছে। তিনি নিশ্চিত নতুন শিক্ষকের সাথে তাঁর দৃঢ় বন্ধুত্ব গড়ে উঠবে। গ্যারীকে আজ সকালে কি পড়ানো হয়েছে প্রশ্ন করা হলে তিনি জবাব দিলেন পক্ষী বিজ্ঞান এবং উদ্ভিদ বিজ্ঞান। জবাব শুনে ডুরেল পরিবারকে সন্তুষ্ট মনে হলো।

গ্যারী শীঘ্রি আবিষ্কার করলেন ক্রালেফস্কি খুব বেশি কাজ পাগল মানুষ। কোন বিষয়ে গ্যারীর মোটামুটি ধারণা থাকলেও ওটার 'অ আ ক খ' থেকে শেখাতে চায় সে। ক্রালেফস্কির পড়ানোর ধরনটা অষ্টাদশ শতাব্দীর মত পুরানো। ফলে অল্প ক'দিনেই হাঁপ ধরে গেল গ্যারীর। বিশেষ করে ইতিহাস নিয়ে খুবই সমস্যায় পড়ে গেলেন তিনি। ইতিহাসের প্রতিটি ঘটনা দিন-তারিখ সহ মুখস্থ করতে হচ্ছে তাঁকে। ছাত্রকে উৎসাহিত করার জন্যে শিক্ষক নিজেও গানের সুরে পড়া মুখস্থ করে। ভূগোল পড়ার সময় মানচিত্র মুখস্থ করতে হলো গ্যারীকে। প্রথমে জেলা এবং জেলা শহরগুলো ম্যাপ খুঁজে বের করতে হলো

তাঁকে। তারপর ওগুলোর নাম, নদী-নালা, ওখানে কি কি শস্য জন্মায়, জনসংখ্যা কত ইত্যাদিসহ হাবিজাবি আরও অনেক কিছুই ঠোঁটস্থ করতে বাধ্য হলেন গ্যারী।

গ্যারীকে হঠাৎ করে প্রশ্ন করে বসে ক্রালেফস্কি, 'সমারসেট?'

গ্যারী ভুরু কুঁচকে, প্রাণপণে এই জেলা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য মনে করার চেষ্টা করেন। ক্রালেফস্কি চোখ বড় বড় করে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে। ছাত্রের মানসিক 'যুদ্ধ' উপভোগ করে বোধহয়।

'বেশ,' ছাত্র সমারসেট সম্পর্কে কিছু বলতে পারছেন না দেখে অবশেষে হাল ছেড়ে দেয় সে। 'সমারসেট বাদ দাও। ওয়ারউইকশায়ার নিয়ে চেষ্টা করি এসো। ওয়ারউইকশায়ার কি? জেলা শহর? ওয়ারউইকে কি জন্মায় বলো তো?'

ওয়ারউইকে কিছু জন্মায় বলে জানা নেই গ্যারীর। তবু তিনি আন্দাজে ঢিল মারেন। বলেন কয়লার কথা। ছাত্রের আন্দাজে ঢিল মারার ব্যাপারটি মোটেই পছন্দ হয় না শিক্ষকের। রেগে যায় সে। একবার গ্যারী বলেছিলেন এসেক্সে স্টেনলেস স্টীল উৎপাদিত হয়। শুনে ক্রালেফস্কির চোখে জল এসে গিয়েছিল। তবে গ্যারী যদি হঠাৎ করে কোন সঠিক জবাব দিয়ে ফেলেন, মানে ঢিলটা ঠিক জায়গায় লেগে যায়, আনন্দিত হয়ে ওঠে ক্রালেফস্কি।

এক সকালে গ্যারীকে ফরাসী ভাষা শেখানোর প্রতিজ্ঞা নিয়ে বসে পড়ল ক্রালেফস্কি। সে ফরাসী খুব ভাল বলে। কিন্তু তার ছাত্রের ফরাসী জ্ঞান দেখে বুঝতে পারে টেক্সট বই দেখে একে ফরাসী শেখানো সম্ভব নয়। কাজেই ফরাসী ভাষা শিক্ষার বইয়ের বদলে টেবিলে চলে আসে পাখি বিষয়ক তিন তিনটে ভল্যুম। তবে সহজে হাল ছেড়ে দেয়ার পাত্র নয় ক্রালেফস্কি। গ্যারীকে পাখি বিষয়ক জ্ঞান দিতে দিতে হঠাৎ করে সে বলে ওঠে, 'চলো,' বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসি। মনটা ফ্রেশ লাগবে। তবে শর্ত একটাই—ইংরেজি চলবে না। ফরাসী ভাষায় কথা বলতে হবে। রাজি? শুধু এভাবেই আমরা এ ভাষাটির সাথে ক্রমে পরিচিত হয়ে উঠতে পারব।'

রাজি হয়ে যান গ্যারী। বেরিয়ে পড়েন দু'জনে মিলে। শহরে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়ালেও শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করেন তাঁরা চলে এসেছেন পাখির বাজারে। দোকানগুলোতে ছোট ছোট খাঁচায় বোঝাই পাখি। পাখির কিচির-মিচিরে সরগরম বাজার। এখানে ঢোকা মাত্র ফরাসী ভাষার কথা ভুলে যান দু'জনেই; অ্যালজেব্রা, জ্যামিতি,

প্রকাণ্ড একটি বিছানা, এক গাদা বালিশের মধ্যে শুয়ে আছেন ছোটখাট একজন মহিলা, আকারে শিশুদের চেয়ে বড় হবেন না। তাঁর কাছে এগিয়ে গেলেন গ্যারী। মহিলাকে দেখে মনে হলো অনেক বয়স তাঁর। মুখে অসংখ্য বলিরেখা। তবে গ্যারীকে আশ্চর্য করল ভদ্রমহিলার চুল। সোনালি ঘন চুলে ঢেকে আছে তাঁর কাঁধ, অনেকখানি দখল করে রেখেছে বিছানা। এত সুন্দর, ঝলমলে চুল জীবনে দেখেননি গ্যারী। আগুনের মত জ্বলছে।

'মা। মাগো,' মহিলার পাশে চেয়ার টেনে বসল ক্রালেফস্কি। নরম গলায় বলল, 'গ্যারী তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, মা।'

চোখ মেলে চাইলেন ভদ্র মহিলা, উঠে বসলেন বিছানায়। পাখির মত ঝকঝকে চোখ, বুদ্ধিদীপ্ত। কোমল একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি গ্যারীর দিকে। 'তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছ বলে খুব খুশি হয়েছি।' নরম, সামান্য ফ্যাসফেসে গলায় বললেন তিনি। 'আজকাল এই বুড়ো মানুষটাকে বিরক্তিকর মনে করে কেউ দেখা করতে চায় না।'

বিব্রত বোধ করলেন গ্যারী, বিড়বিড় করে কি যেন বললেন। উজ্জ্বল চোখ জোড়া এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে। 'বোসো,' বিছানায় চাপড় মারলেন তিনি। 'এসো, বসে একটুক্ষণ কথা বলি।'

ঝলমলে, নরম, সিল্কের মত কেশরাজি সরিয়ে বিছানার একধারে সাবধানে বসলেন গ্যারী। মিসেস ক্রালেফস্কি হাসলেন তাঁর দিকে তাকিয়ে। 'গর্ব করার মত এই একটা জিনিসই এখন আছে আমার,' চুলের বন্যার দিকে চোখ তাঁর। 'আর কিছু নেই আমার।' চুলে হাত বোলালেন তিনি, যেন আদর করছেন কোন পোষা প্রাণীকে।

এরপর কথা বলতে শুরু করলেন মিসেস ক্রালেফস্কি। বললেন নিজের কথা, ঘরভর্তি ফুলের কথা। এক নাগাড়ে কথা বলে গেলেন তিনি। ধৈর্যশীল শ্রোতার ভূমিকা পালন করলেন জেরাল্ড ডুরেল। ভদ্রমহিলার কথা শুনতে তাঁর খুব ভাল লাগছিল। মিসেস ক্রালেফস্কি বললেন ঘরভর্তি ফুলেরা তাঁর সঙ্গে কথা বলে। তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেন ফুলদের সঙ্গে কথা বলে। জানালেন তাঁর একমাত্র বন্ধু এই ফুল। ফুলদের কাছ থেকে তিনি অনেক কিছু শিখেছেন। বললেন প্রতিদিন ফুলগাছে জল দেয়া ঠিক নয়। এতে ফুলেরা ব্যথা পায়। তাই তিনি হপ্তায় একদিন গাছে জল দেন।

মন্ত্রমুগ্ধের মত মিসেস ক্রালেফস্কির কথা শুনছিলেন গ্যারী। ফুলকে

মানুষ এত ভালবাসতে পারে জানা ছিল না তাঁর। গল্প শেষে তিনি যখন চলে আসছেন বিদায় নিয়ে, মনে হচ্ছিল এই ঘরে শুয়ে আছেন ফুলের রানী যিনি বাইরের পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও ফুলের সঙ্গ তাঁকে সমস্ত নিঃসঙ্গতা ভুলিয়ে দেয়।

একুশ

জেরাল্ড ডুরেলদের বাড়ি থেকে আধ মাইল দূরে মোচার মত একটি পাহাড় আছে, ঘাস আর ঝোপঝাড়ে ভরা। ওখানে তিনটে ছোট ছোট জলপাই ঝোপ রয়েছে, একটা থেকে আরেকটাকে আলাদা করে রেখেছে চিরহরিৎ-এর চওড়া বেত। এই তিনটে ছোট ঝোপের নাম দিয়েছেন গ্যারী সাইক্লামেন কুঞ্জবন। জলপাই ঝোপগুলো ফুল ফোটার সময় ম্যাজেন্টা আর রক্ত-লাল ফুলে ছেয়ে যায়। গ্যারীর সাইক্লামেন কুঞ্জবনকে তখন অপূর্ব লাগে। এত সুন্দর ফুলের ঝোপ আশপাশের গ্রামে একটিও নেই। ঝলমলে, গোলাকার ফুলগুলো বেত ঘিরে ফুটে থাকে ঝিনুকের মত। গাঢ় সবুজ পাতা জলপাই গাছের, তার মাঝে থোকায় থোকায় ফুটে আছে কোমল পালকের মত ফুলগুলো, মনে হয় ফুলের ঝর্ণা বইছে সাইক্লামেন কুঞ্জবনে।

বিকেলের অলস সময় কাটানোর জন্যে সাইক্লামেন কুঞ্জবনের তুলনা হয় না। জলপাই-গুঁড়ির নিচে, ছায়ায় শুয়ে শুয়ে দেখা যায় উপত্যকা, দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ, আঙুরের ঝাড়, আর সমুদ্র। ঝকমক করে জ্বলে যেন সাগরের ঢেউ। বিরামহীন ভাবে তীরে এসে আছড়ে পড়ছে। ঝিরঝির হাওয়ায় জুড়িয়ে যায় শরীর মন, বোঝাই যায় না উপত্যকার নিচে তখন চাঁদি ফাটানো গরম। শিরশির হাওয়ায় কাঁপন তোলে জলপাই গাছের পাতা, সাইক্লামেনের ফুলেরা মাথা নুইয়ে যেন পরস্পরকে বিরতিহীন অভিনন্দন করে চলে। গিরগিটির পেছনে দৌড়াদৌড়ি করে, ঘামে ভেজা শরীর নিয়ে, হাঁপাতে হাঁপাতে এখানে শুয়ে পড়ে বিশ্রাম নেয়ার মত শান্তি আর কোথাও নেই। গ্যারীর সঙ্গী তিনটে কুকুরও গিরগিটি অভিযানে বেরিয়ে বেজায় ক্লান্ত, জিভ বের

করে হ্যা হ্যা করে হাঁপাতে থাকে তারা। সাইক্লামেন ঝোপের মাঝে, মাটিতে পেট দিয়ে শুয়ে থাকে। মাটির ঠাণ্ডা পরশ যতটুকু পাওয়া যায় আরকি। ওদের চোখ আধবোজা থাকে, চোয়াল ভেজা লালায়। আর গ্যারী তখন শত বছরের প্রাচীন একটি জলপাই গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন। অলস চোখ মাঠে। ওখানে তাঁর কৃষক বন্ধুদের দেখা যায়। গ্যারী চেষ্টা করেন দূর থেকে কাউকে চেনা যায় কিনা। হঠাৎ পাখিটাকে দেখে সতর্ক হয়ে ওঠেন গ্যারী। একটা ম্যাগপাই। মুখে খাবার নিয়ে এসেছে। অল্প দূরের একটা জলপাই গাছের দিকে উড়ে গেল পাখিটা। একটু পরে পাতার আড়ালে তীক্ষ্ণ কিচমিচ শব্দ শুনতে পেলেন ডুরেল। তারপর আবার সব সুনসান, নীরব। ম্যাগেনপাইটাকে পাতার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে দেখলেন গ্যারী। উড়ে চলে গেল পাহাড়ে। দিগন্ত রেখায় ওটাকে যখন বিন্দুর মত লাগছে, এই সময় সিধে হলেন তিনি। যে গাছটা থেকে কিচিরমিচির শুনতে পেয়েছেন, সাবধানে এগিয়ে গেলেন সেদিকে। গাছের প্রায় মগডালে, সবুজ-রুপোলি পাতার আড়ালে খড়কুটো দিয়ে তৈরি, ফুটবলের মত বড়সড় একটা গোল পাখির বাসা চোখে পড়ল তাঁর। উত্তেজিত গ্যারী গাছ বাইতে শুরু করলেন, কুকুরগুলো গাছের নিচে এসে কৌতূহল নিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। মগডালের ধারে এসে হাত দিয়ে পাতা সরাতেই বাসাটাকে পরিষ্কার দেখতে পেলেন তিনি। নিচ থেকে যেটাকে ফুটবলের মত মনে হয়েছিল ওটাকে তখন বড়সড় ঝুড়ির মত লাগছে। খড়কুটো, ডাল ইত্যাদি দিয়ে তৈরি ঝুড়িটা। ওটার মাঝখানে মাটির একটা পেয়ালা। ঝুড়িটার দেয়ালে একটা গর্তও আছে। তবে ঝুড়ির দেয়ালের খড়কুটোগুলো কাঁটায় বোঝাই। গ্যারী সাবধানে ঝুড়ির গর্তে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। আঁকড়ে ধরলেন মাটির গভীর পেয়ালাটিকে।

নরম তুলোর মত চামড়ার ছোঁয়া লাগল হাতে। আঙুলের নিচে তিরতির করে কাঁপছে নরম চামড়ার শরীর। তীক্ষ্ণ কিচকিচ শব্দ উঠল। মাটির পেয়ালা থেকে তুলে আনলেন মোটাসোটা, একটা বাচ্চা। গা-টা গরম। তবে বাচ্চাটার চেহারা মোটেই সুন্দর নয়। মোটা ঠোঁট, কোনার দিকে হলদে ভাঁজ, মাথাটা ন্যাড়া, আধবোজা, ঝাপসা চোখে মাতালের মত উদ্‌ভ্রান্ত চাউনি। বাচ্চাটার গায়ের চামড়া কোঁচকানো, খোঁচা খোঁচা কালো লোম উঠেছে মাংস ফুঁড়ে। লম্বা, টিনটিনে পা জোড়া ল্যাগব্যাগ করে ঝুলছে মোটা পেটের নিচে থেকে, ত্বক এত স্বচ্ছ যে ভেতরের

প্রত্যঙ্গগুলো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। বাচ্চাটা গ্যারীর হাতের তালুতে গুটিসুটি মেরে বসে আছে, জলভরা বেলুনের মত ফুলে ফুলে উঠছে পেট। ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস ফেলছে। বাসার ভেতরে এরকম আরও তিনটে বাচ্চার খোঁজ মিলল। তবে একটির চেহারা অপরটির চেয়ে কুৎসিত। কিছুক্ষণ ভেবে গ্যারী ঠিক করলেন একজোড়া বাচ্চা তিনি নিয়ে যাবেন, বাকি দুটো থাকবে তার মা'র কাছে।

সবচেয়ে বড় (ওটা দ্রুত বড় হয়ে উঠবে) আর সবচেয়ে ছোট (এই বাচ্চাটার করুণ চেহারা দেখে ভারি মায়া পড়ে গেছে গ্যারীর) বাচ্চাটা নেবেন তিনি। পকেটের মধ্যে সাবধানে বাচ্চা দুটোকে রেখে গাছ থেকে নেমে এলেন গ্যারী। কুকুরগুলোকে দেখালেন তাঁর নতুন আবিষ্কার। উইডল আর পুক ভেবেছে তাদের জন্যে খাবার নিয়ে এসেছেন গ্যারী। বাচ্চা দুটোকে খাওয়ার জন্যে রীতিমত লাফ ঝাঁপ শুরু করে দিল তারা। গ্যারীর আচ্ছা ধমক খেয়ে চুপ হয়ে গেল। রজার বাচ্চা দুটোকে দেখে অভ্যাসমত নাক দিয়ে শুঁকল ওদেরকে। কিন্তু ওরা ঝট করে মাথা তুলে, লাল মুখ হাঁ করে কিচমিচ শুরু করলে সভয়ে পিছিয়ে গেল সে।

পাখির বাচ্চা দুটোকে বাড়ি নিয়ে আসার সময় গ্যারী ভাবছিলেন এদের কি নাম দেয়া যায়। বাড়ি এসে দেখেন পরিবারের সদস্যরা গাড়ি থেকে নামছে। শহর থেকে শপিং করে এসেছে। বাচ্চা দুটোকে হাতের তালুতে রেখে মা-ভাই-বোনদের কাছে জানতে চাইলেন গ্যারী এদের কি নাম রাখা যায়। একটা বাচ্চা হাতে তুলে নিল একজন, তারপর মন্তব্য করতে শুরু করে দিল।

'খুব সুন্দর, না?' বলল মার্গো।

'ওদেরকে কি খাওয়াবি?' মা'র প্রশ্ন।

'কি বিশ্রী চেহারা!' নাক সিটকাল লেসলি।

'আবারও আরেকটাকে নিয়ে এসেছিস?' বিতৃষ্ণা ল্যারীর গলায়।

'এইগুল্লা কি ধইরা আনলেন, ছোট সাব?' মুখ বাঁকাল স্পাইরো।

জেরাল্ড ডুরেল ঠাণ্ডা গলায় সবাইকে মনে করিয়ে দিলেন কারও মন্তব্য তিনি জানতে চাননি, বাচ্চাগুলোর একটা নাম চেয়েছেন তাঁদের কাছে।

কিন্তু কেউ কোন নাম দিতে পারল না।

মার্গো বলল, 'মা'র কাছ থেকে বাচ্চাগুলোকে এভাবে কেড়ে নিয়ে এলি!'

'দেখে মনে হচ্ছে নিজেরাই খেতে শিখে গেছে ওরা,' মন্তব্য করলেন মা।

'তবে ওরা যাতে কিছু চুরি করতে না পারে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে,' বলল লেসলি।

'চুরি?' অবাক হলো ল্যারী। 'এগুলোকে দেখে তো চোরের মত চালাক মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে নির্বোধ টাইপের।'

'ম্যাগপাইরা খুব চোট্টা স্বভাবের হয়, তুমি জানো না,' বড় ভাইকে জ্ঞান দান করে লেসলি।

ব্যাপারটার সত্যাসত্য যাচাইয়ের জন্যে ল্যারী পকেট থেকে একশো ড্রাকমার একটা নোট বের করল, ধরল বাচ্চাগুলোর মুখের ওপর। সাথে সাথে হিলহিলে ঘাড়ের ওপরে মাথা খাট করে খাড়া হয়ে গেল ওদের, মুখ হাঁ করে কিচমিচ শুরু করে দিল। এক লাফে পিছিয়ে এল গ্যারী।

'তুই ঠিকই বলেছিস, বাই গড!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'দেখলে তোমরা? ওরা আমার ওপর হামলা চালাবার চেষ্টা করছিল!'

'বোকার মত কথা বলিস না,' বললেন মা। 'তোর ওপর হামলা চালাবে কেন? ওদের খিদে পেয়েছে। তাই অমন করছে।'

'দুরো, মা। কি যে বলো তুমি!...দেখলে না আমার দিকে কিভাবে লাফ মেরে এগিয়ে এল? ওরা টাকাটা হাতাতে চেয়েছিল...এই বয়সেই ডাকাতের স্বভাব পেয়েছে। বয়স বাড়লে যে কি হবে! নাহ্, এ মাল ঘরে রাখা চলবে না। যেখান থেকে এগুলোকে নিয়ে এসেছিস সেখানে রেখে আয়। যা, গ্যারী।'

গ্যারী চেহারা সরল করে, দিব্যি বানিয়ে বললেন এ কাজটা তাঁর পক্ষে করা সম্ভব নয় কারণ বাচ্চা দুটোর মা ওদেরকে ফেলে চলে গেছে। আবার বাসায় রেখে আসলে না খেয়েই হয়তো মারা যাবে ওরা। এ কথা বলার পরে, মনে মনে যা আশা করেছিলেন গ্যারী তাই ঘটল। মার্গো এবং মা ওর পক্ষে চলে এলেন।

'বেচারীদেরকে না খেয়ে মরতে দিতে পারি না আমরা,' বলল মার্গো।

'ওদেরকে রেখে দিলে কোন ক্ষতি হবে বলে তো মনে হচ্ছে না,' বললেন মা।

'এ জন্যে পরে তোমাদেরকে পস্তাতে হবে,' বলল ল্যারী। 'খাল কেটে কুমির আনছ তোমরা। বাড়ির একটা রুমও ওদের কবল থেকে

নিস্তার পাবে না। ঘরের সমস্ত মূল্যবান জিনিসপত্র লুকিয়ে রাখতে হবে আমাদেরকে। ওদের জন্যে সশস্ত্র গার্ড রাখতে হবে বলে দিলাম। এ স্রেফ পাগলামি।'

'এতে পাগলামির কিছু নেই, বাছা,' মসৃণ গলায় বললেন মা। 'ওদেরকে খাঁচায় রেখে দেব আর শুধু এক্সারসাইজের সময় বের করব।'

'এক্সারসাইজ!' আঁতকে উঠল ল্যারী। 'ঠোঁটে শত ড্রাকমার নোট ঝুলিয়ে ওরা ফরফর করে উড়ে বেড়াবে আর সেটাকে তুমি নিশ্চয়ই এক্সারসাইজ বলতে পারো না।'

গ্যারী প্রতিশ্রুতি দিলেন অমন কোন কাজ তাঁর ম্যাগপাইরা করবে না। কোনভাবেই তাদেরকে চুরি-চামারি করতে দেয়া হবে না। ল্যারী চোপসানো মুখে তাকাল গ্যারীর দিকে। গ্যারী সবাইকে মনে করিয়ে দিলেন বাচ্চা দুটোর এখনও কোন নামকরণ করা হয়নি। তবে অনেক ভেবেও কোন নাম নির্বাচন করা গেল না।

'এই ছাতামাতাগুলারে দিয়া কি করবেন?' জিজ্ঞেস করল স্পাইরো।

কটমট করে স্পাইরোর দিকে তাকালেন গ্যারী, বললেন এগুলোকে পুষবেন। আর এরা মোটেই ছাতামাতা নয়। এরা হলো ম্যাগপাই।

'কি নাম কইলেন?' খ্যাঁক করে উঠল স্পাইরো।

'ম্যাগপাই, স্পাইরো, ম্যাগপাই,' ধীরে ধীরে, পরিষ্কার গলায় নামটা উচ্চারণ করলেন মা।

এরকম নাম কখনও শোনেনি স্পাইরো, মুখস্থ করার মত বিড়বিড় করে নামটা বলতে লাগল সে।

'ম্যাগেনপাই,' শেষে বলল সে, 'ম্যাগেনপাই, না?'

'ম্যাগপাই, স্পাইরো,' তাকে শুধরে দিল মার্গো।

'ওই হইল আর কি,' নিজের উচ্চারণের প্রতি অবিচল স্পাইরো। 'ম্যাগেনপাই।'

বাচ্চা দুটোর জন্যে নাম খুঁজে না পেয়ে শেষতক ওদেরকে ম্যাগেনপাই ডাকাই সাব্যস্ত হলো।

ম্যাগেনপাই দুটো বড় হচ্ছে, ল্যারী হঠাৎই ওদের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠল। পাখি দুটোর চুরি-চামারির অভ্যাসের কথা ভুলে গিয়ে ওদেরকে নিয়েই পড়ে থাকল সে। বড় হবার সাথে সাথে মোটা আর তাজা হয়ে উঠল ম্যাগেনপাইরা। এখন ঝুড়ির ওপর বসে ডানা

ঝাপটাতেও পারে। খুব নিরীহ আর সরল মনে হচ্ছিল ওদেরকে। তবে শান্ত ভাবটা বজায় থাকল যতদিন উড়তে শিখল না ততদিন পর্যন্ত। উড়তে শেখার পরে তাদের অন্য রকম চেহারা।

উড়তে শেখার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে টেবিল থেকে লাফ মেরে বারান্দা পর্যন্ত যেতে শুরু করল ওরা। দিন দিন বেড়ে চলল সাহস। তারপর একদিন ডানা ঝাপটে উড়াল দিল আকাশে, চক্কর মারল গ্যারীদের বাড়ি ঘিরে। ওড়ার সময় খুব সুন্দর লাগল ম্যাগেনপাইদের। লম্বা লেজে সূর্যের আলো পড়ে ঝলমল করছে, বাতাসে শিস কেটে যাচ্ছে ডানা। পরিবারের সদস্যদের ডেকে এনে ওদের ওড়ার দৃশ্যটা দেখালেন গ্যারী। দর্শকদের দেখে ওড়ার উৎসাহ যেন বেড়ে গেল ম্যাগেনপাইদের। দ্রুত হয়ে উঠল গতি, একজন আরেকজনের পেছনে ধাওয়া করল, দেয়ালের সঙ্গে ধাক্কা খাওয়ার এক সেকেন্ড আগে অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতার সাথে বদল করল দিক, তারপর ম্যাগনোলিয়া গাছের ডালে বসে অ্যাক্রোবেটিকদের মত কিছু শরীর চর্চাও দেখাল। গ্যারীরা খুশি হয়ে হাততালি দিলেন। এতে একটি ম্যাগেনপাই দ্বিগুণ উৎসাহে ডাইভ দিল শূন্যে, তবে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের কারণে দূরত্ব পরিমাপে ভুল করে ফেলল, দড়াম করে বাড়ি খেল আঙুরলতার গায়ে, ছিটকে পড়ল বারান্দায়, চিৎ হয়ে চ্যাঁচ্যা করে করুণ স্বরে ডাকতে লাগল। গা থেকে খসে পড়া পালক উড়ছে চারপাশে। গ্যারী ওটাকে তুলে নিলেন মাটি থেকে, গায়ে হাত-টাত বুলিয়ে দিলেন। একটু পরে শক্তি ফিরে পেয়েই আবার আকাশে উড়াল দিল ম্যাগেনপাই।

গ্যারীদের বাড়ির রান্নাঘর পাখি দুটোর খুব পছন্দ হয়েছে। তবে ভেতরে ঢোকে না কখনও, দাঁড়িয়ে থাকে দোরগোড়ায়। ড্রইং বা ডাইনিংরুমে কেউ থাকলে মনের ভুলেও সেদিকে পা বাড়ায় না। বাড়ির সবগুলো বেডরুমের মধ্যে, ওরা বুঝতে পারে একমাত্র গ্যারীর শোবার ঘরেই তাদের প্রবেশাধিকার রয়েছে। মা বা মার্গোর ঘরে ঢুকলেও তাঁরা এটা ধরিস না, ওটা ধরিস না বলে ক্রমাগত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে চলেন বলে তাঁদের বেডরুমের ব্যাপারে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে ম্যাগেনপাইরা। লেসলির জানালার ধারিতে বসার অনুমতি পেলেও ওখানে তারা যায় না প্রাণের ভয়ে। একদিন লেসলি দুর্ঘটনা ক্রমে বন্দুক ফুটিয়ে ফেলেছিল। ম্যাগেনপাইরা খুব ভয় পেয়েছে। গ্যারীর ধারণা, পাখি দুটো ভেবেছে ওদেরকেই আসলে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল লেসলি। তবে যে বেডরুমটি ওদেরকে সবচে' বেশি আকর্ষণ

করে তা হলো ল্যারীর শোবার ঘর। এর কারণ ওরা ল্যারীর ঘরে উঁকি দেয়ার সুযোগ পর্যন্ত পায়নি। জানালার কিনারে বসতে গেলেই এমনভাবে খেঁকিয়ে উঠেছে ল্যারী এবং হাতের কাছে যা পেয়েছে তাই ছুঁড়ে মেরেছে যে ম্যাগেনপাইরা ত্রাহি ত্রাহি রবে ছুটে পালাতে দিশা পায়নি। ল্যারীর তাদের প্রতি এত বিদ্বেষের কার্য-কারণ খুঁজে পায় না ম্যাগেনপাইরা। শেষে তাদের ধারণা হয়, ল্যারী তার ঘরে এমন কিছু লুকিয়ে রেখেছে যা কাউকে দেখতে দেবে না। কাজেই লুকানো জিনিসটা খুঁজে বের করা অবশ্য কর্তব্য মনে করল ম্যাগনেপাইরা। ল্যারীর ওপর নজর রাখল ওরা, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করল। একদিন বিকেলে ল্যারী গেছে গোসল করতে, জানালা খোলা। ভেতরে ঢোকার মোক্ষম একটা সুযোগও পেয়ে গেল ম্যাগেনপাইরা। এতদিন এ সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল ওরা।

ম্যাগেনপাইরা কি কাণ্ড ঘটিয়েছে তা ল্যারী ঘবে না ফেরা পর্যন্ত জানতে পারেননি গ্যারী। পাখিগুলোকে না দেখে ভেবেছেন ওরা পাহাড়ে গেছে আঙুর খেতে। ম্যাগেনপাইরা জানত ওঁরা অত্যন্ত অন্যায় একটি কাজ করেছে। তাই বাকপটু পাখি দুটো হঠাৎই চুপ হয়ে গিয়েছিল। চুপচাপ বসে ছিল জানালার গরাদে। ল্যারী গোসল সেরে এসে দেখে একটা ম্যাগেনপাই বসে আছে জানালার গরাদে। ওটাকে ওখানে বসে থাকতে দেখে অজানা আশঙ্কায় বুক গুড়গুড় করে উঠল ল্যারীর। সে খেঁকিয়ে উঠল পাখিটার ওপর। ম্যাগেনপাই 'কুক কুক' করে সতর্ক ধ্বনি বের করল গলা থেকে। আওয়াজ শুনে ল্যারীর ঘর থেকে বেরিয়ে এল ওটার সঙ্গী। তারপর দু'জনে মিলে উড়ে গিয়ে বসল ম্যাগনোলিয়া গাছের ডালে, ডাকতে লাগল কর্কশ স্বরে। ল্যারী ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকল ছোটভাই'র হাত ধরে টানতে টানতে। নিজের ঘরের দরজা খুলে ভেতরের দৃশ্য দেখে আতঙ্কে জমে গেল সে।

ম্যাগেনপাইরা ঘরটা এমন ভাবে লণ্ডভণ্ড করে রেখেছে যেন সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টরা এসেছিল তাদের হারিয়ে যাওয়া কোন প্ল্যানের সন্ধানে। গাদা গাদা পাণ্ডুলিপি আর টাইপিং পেপার শরতের ঝরা পাতার মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মেঝের ওপর। আর বেশিরভাগ কাগজের মাঝখানটা ফুটো করা। ম্যাগেনপাইরা কাগজ দেখলে লোভ সামলাতে পারে না। কাগজ ফুটো করবেই। টাইপরাইটারটা অবিচল ভঙ্গিতে বসে আছে টেবিলের ওপর, দেখাচ্ছে বুল রিং-এর নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে পড়া ঘোড়ার মত। ওটার রিবন বেরিয়ে এসেছে ভেতর থেকে,

ক্কী বা চাবিগুলোর গা ভর্তি বিষ্ঠা। কার্পেট, বিছানা এবং টেবিল বোঝাই পেপার ক্লিপ। ল্যারীকে বোধহয় ডোপ স্মাগলার ভেবেছে ম্যাগেনপাইরা, বাইকার্বোনেট সোডার টিন খামচে আর ঠুকরে বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। ভেতরের সমস্ত জিনিস লাইন ধরে ছড়িয়ে আছে বইয়ের ওপর, দেখাচ্ছে বরফে ঢাকা পাহাড়চুড়োর মত। টেবিল, মেঝে, পাণ্ডুলিপি, বিছানা, বিশেষ করে বালিশে সবুজ আর লাল কালির অদ্ভুত পায়ের ছাপ ফুটে আছে। যেন পাখি দুটো যে যার পছন্দের কালির মধ্যে পা চুবিয়ে মনের সুখে এসব ছবি এঁকে রেখেছে। তবে নীল কালির বোতলটা চোখে পড়েনি বলে ওটা অক্ষত আছে।

'এই শেষবার,' রাগে কাঁপছে ল্যারীর গলা। 'সাবধান করে দিচ্ছি হয় পাখিগুলোর কোন ব্যবস্থা করবি নয়তো ওগুলোর ঘাড় মুচড়ে দেব।'

গ্যারী প্রতিবাদ করলেন ম্যাগেনপাইদের দোষারোপ করা হচ্ছে বলে। বললেন ওদের স্বভাবই এরকম যে কিছু দেখলে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, নিজেদেরকে সামলে রাখতে পারে না। যেমন সব প্রজাতির কাকই প্রকৃতিগত ভাবে কৌতূহলী স্বভাবের হয়ে থাকে, আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা চালিয়ে যান গ্যারী। তারা বুঝতে পারে না ন্যায়-অন্যায়ের প্রভেদ।

'কাক নিয়ে তোর কাছ থেকে লেকচার শুনতে চাইনি আমি,' ক্রুদ্ধ গলায় বলল ল্যারী। 'ম্যাগপাইদের বুদ্ধিমত্তা নিয়েও আমার কোন আগ্রহ নেই। আমি বলছি হয় ওগুলোকে ছেড়ে দিবি নয়তো খাঁচায় আটকে রাখবি। নইলে একটা একটা করে ডানা ছিঁড়ব আমি ওদের।'

দুই ভাইয়ের চিল্লাচিল্লিতে দুপুরের ঘুমটাই মাটি। পরিবারের সদস্যরা জড়ো হলেন কি ঘটছে দেখার জন্যে।

'গুড হেভেনস! ডিয়ার, কি হচ্ছে এখানে?' উঁকি দিলেন মা।

'মা, বোকার মত প্রশ্নের জবাব দেয়ার মুড আমার নেই,' থমথমে গলায় বলল ল্যারী।

'নিশ্চয়ই ম্যাগেনপাইদের নিয়ে কিছু ঘটেছে,' দার্শনিক ভঙ্গিতে বলল লেসলি। 'কিছু হারিয়েছে নাকি?'

'না, কিছু হারায়নি,' তেতো গলায় জবাব দিল ল্যারী। 'আমার কি দশা করেছে দ্যাখ!'

'তোমার কাগজপত্রগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলেছে দেখছি,' মন্তব্য করল মার্গো।

ল্যারী এক মুহূর্ত কটমট করে তাকাল বোনের দিকে, তারপর দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। 'ভালই বলেছিস। ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলেছে। তোর বোঝার ক্ষমতা দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি।'

'ওভাবে বলছ কেন?' মুখ গোমড়া করল মার্গো।

'ল্যারী আসলে আপসেট হয়ে পড়েছে, বাছা,' বললেন মা।

'আপসেট? আপসেট? ওই শকুনগুলো আমার অর্ধ-সমাপ্ত পাণ্ডুলিপির বারোটা বাজিয়ে দিয়ে গেছে। আর তুমি বলছ আমি আপসেট?'

'আসলে ওরা ইচ্ছে করে তো আর কাজটা করেনি,' বললেন মা। 'বুঝতেই পারেনি…ওরা পাখি মাত্র।'

'তোমাকে সাফাই গাইতে হবে না,' রেগে আগুন হয়ে গেল ল্যারী। 'একটু আগে কাকদের কোনটা করা উচিত আর কোনটা নয় এ নিয়ে বক্তৃতা শুনেছি। এ পরিবারের লোকজন জীবজন্তু নিয়ে যেরকম আদিখ্যেতা দেখায় তা ক্রমেই সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আমার এত বড় ক্ষতি হয়ে গেল অথচ তোমরা পাখিগুলোর পক্ষ নিয়ে কথা বলছ! ওগুলোর পুজো করলেই পারো। তোমাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে এসবের জন্যে আমিই দায়ী। যাকগে, আমি আবারও বলে দিচ্ছি ওই পাখিগুলোর যদি এক্ষুনি কোন ব্যবস্থা না নেয়া হয়, আমি নিজেই ওদের ব্যবস্থা করব।'

বাইশ

ম্যাগেনপাই পাখিগুলোকে ল্যারীর আক্রোশ থেকে বাঁচাবার জন্যে ওগুলোকে কাঁচা ডিমের লোভ দেখিয়ে নিজের ঘরে নিয়ে এলেন গ্যারী। তারপর ঝুড়িতে পুরে চিন্তা করতে লাগলেন এদেরকে নিয়ে কি করবেন। ওদেরকে খাঁচা বন্দী করে রাখা ছাড়া উপায় নেই বুঝতে পারছিলেন তিনি। কিন্তু এজন্যে বেশ বড় খাঁচার দরকার। তবে খাঁচা বানাতে পরিবারের সদস্যদের কাছে সাহায্য চেয়েও পাওয়া যাবে না জানা ছিল গ্যারীর। ঠিক করলেন মি. ক্রালেফস্কির কাছে এ ব্যাপারে

সাহায্য চাইবেন।

নিজের মা এবং পাখি ছাড়া আরেকটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ আগ্রহ ছিল ক্রালেফস্কির। সে একটি কল্পনার জগৎ তৈরি করে নিয়েছিল। তার সেই পৃথিবীতে সারাক্ষণ অদ্ভুত সব রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটতে থাকে। আর সে সব ঘটনার পাত্রপাত্রী দু'জন। একজন ক্রালেফস্কি নিজে। অপরজন কল্পনাশ্রয়ী এক সুন্দরী নারী। তার কোন নাম নেই। ক্রালেফস্কি শুধু তাকে 'লেডি' বলে সম্বোধন করে। তবে ক্রালেফস্কির গল্প শুনে বোঝার উপায় নেই সবই বানানো। কল্পনায় সে তার লেডিকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে, রক্ষা করে ভয়ানক সব বিপদের হাত থেকে। এরকম একটা গল্প হলো:

একদিন বসন্তের এক সকালে ক্রালেফস্কি হাইড পার্কে হাঁটাহাঁটি করছিল। খুব ভোর বেলা বলে পার্কে তেমন কেউ ছিল না। পাখির ডাক ছাড়া পার্কটি ছিল অদ্ভুত নীরব। ক্রালেফস্কি অনেকটা পথ হেঁটে এসেছে, হঠাৎ কানে ভেসে এল কুকুরের ঘেউ ঘেউ। প্রথমে ব্যাপারটাকে পাত্তা দেয়নি ক্রালেফস্কি। ভেবেছে খরগোশ বা কাঠবেড়ালীর পেছনে ধাওয়া করেছে কোন কুকুর। হঠাৎ শুনল কে যেন 'বাঁচাও! বাঁচাও!' বলে চিৎকার করছে। যেদিক থেকে চিৎকার আসছে, সেদিকে ছুটে গেল ক্রালেফস্কি। ভয়াবহ একটা দৃশ্য দেখতে পেল সে।

এক ভদ্রমহিলা, (ক্রালেফস্কির ভাষায় লেডি) একটি গাছের দিকে পেছন ফেরা, দাঁড়িয়ে আছে। তার স্কার্ট শতছিন্ন, পায়ে কামড়ের দাগ, ঝরঝর রক্ত ঝরছে ক্ষত বেয়ে, হাতে একটা ডেকচেয়ার নিয়ে ভয়ঙ্কর চেহারার একটা বুল টেরিয়ারকে তাড়ানোর চেষ্টা করছে। কুকুরটা দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ভদ্রমহিলার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার পাঁয়তারা কষছে। মহিলাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল তার শক্তি ফুরিয়ে আসছে দ্রুত। এখুনি কিছু করা না গেলে ভদ্রমহিলার মৃত্যু অনিবার্য।

ক্রালেফস্কি সাথে সাথে হাতের ভারী ওয়াকিং স্টিকটা উঁচিয়ে সবেগে ছুটে গেল কুকুরটার দিকে। ভয়ানক চিৎকার করে উঠল। কুকুরটা ভদ্রমহিলার দিক থেকে নজর ফেরাল তার দিকে। বিকট গর্জন করে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ক্রালেফস্কি সর্বশক্তি দিয়ে লাঠির বাড়ি মারল বুল টেরিয়ারের মুখে। এতই জোরে আঘাত করেছে যে ওয়াকিং স্টিক ভেঙে দু'টুকরো। অমন বাড়ি খেয়েও দমে যায়নি বুল টেরিয়ার। পূর্ণ শক্তি নিয়ে আবার ছুটে গেল ক্রালেফস্কির দিকে। মুখ হাঁ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল গলা লক্ষ্য করে।

নিরস্ত্র ক্রালেফস্কির তখন একটাই করণীয় ছিল। সেই অসীম সাহসের কাজটাই করল সে। কুকুরটা তাকে লক্ষ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়তেই সে জানোয়ারটার খোলা মুখের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিল, চেপে ধরল জিভ, তারপর প্রচণ্ড জোরে ওটাকে ধরে মোচড়াতে লাগল। কুকুরটার দাঁত বসে গেল ক্রালেফস্কির হাতে, ফিনকি দিয়ে বেরুল রক্ত, কিন্তু জীবনের ঝুঁকি নিয়েও জিভ ছাড়ল না। কুকুরটা দাপাদাপি শুরু করে দিল যন্ত্রণায়, ক্রালেফস্কির হাতে দাঁত ফুটে গেল আরও গভীর হয়ে। ব্যথায় জ্ঞান হারানোর মত অবস্থা। আর সহ্য করতে পারছে না ক্রালেফস্কি। হঠাৎ প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি খেল জানোয়ারটা। তারপর নেতিয়ে পড়ল। দম বন্ধ হয়ে মারা গেছে।

এই গল্পটা বলার সময় ক্রালেফস্কি যেরকম অঙ্গভঙ্গি করেছিল তাতে মনে হচ্ছিল ঠিক যেন চোখের সামনে ঘটনা ঘটছে। গল্প শোনার পরে গ্যারী খুব প্রশংসা করছিলেন ক্রালেফস্কির। বলছিলেন ওভাবে কোন হিংস্র কুকুরের মোকাবিলা করা সত্যি সাহসের ব্যাপার।

গল্প বলতে বলতে চোখ বুজে গিয়েছিল ক্রালেফস্কির। চোখ মেলে তাকিয়ে হেসেছে। বলেছে, 'না। না। এতে সাহসের কিছু নেই। লেডির তখন মস্ত বিপদ। আর ওরকম পরিস্থিতিতে যে কোন ভদ্রলোকের ওই কাজটি করা ছাড়া অন্য উপায়ও ছিল না। বাই জোভ, নো!'

ক্রালেফস্কির অসাধারণ সব গল্প শুনে মন্ত্রমুগ্ধ গ্যারী। বলার ঢঙে তিনি প্রায় বিশ্বাসই করে ফেলছিলেন ওগুলো সত্য। আর ক্রালেফস্কির প্রতিটি গল্পে অনিবার্যভাবে একজন 'লেডি'র আগমন ঘটবেই। সে মুরমানসেজ গেছে ব্যবসার কাজে, পথে জাহাজ ডুবি হয়ে যায়। ক্রালেফস্কি আর তার লেডি টানা দুই হপ্তা একটা আইসবার্গকে সম্বল করে ভেসে চলছিল অজানার উদ্দেশে। তাদের শরীর জমে প্রায় বরফ হয়ে যাচ্ছিল। কাঁচা মাছ আর সিগালের কাঁচা মাংস খেয়ে তারা জীবন ধারণ করেছে। শেষে এক জাহাজের চোখে পড়ার কারণে রক্ষা। তাও ক্রালেফস্কির বুদ্ধির জোরে সেবার তারা বেঁচে গেছে। দূর থেকে জাহাজটিকে দেখে লেডির ফার কোটে আগুন ধরিয়ে দেয় ক্রালেফস্কি। ধোঁয়া দেখে তাদেরকে উদ্ধার করে জাহাজটি।

আরেকবার কল্পনার লেডিকে নিয়ে সিরিয়ার মরুভূমি ধরে যাচ্ছিল ক্রালেফস্কি। লেডিকে প্রাচীন কবর দেখাবে। পথে দস্যুদের কবলে পড়ে তারা। লেডিকে অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায় করার বদমতলব

ছিল দস্যুদের। আর ক্রালেফস্কির মত পুরুষ থাকতে লেডিকে অপহরণ? প্রশ্নই ওঠে না। রক্তপাত যদিও পছন্দ নয় ক্রালেফস্কির, তবু বাধ্য হয়ে সেদিন তার মসকুইটো বুটের তলায় লুকিয়ে রাখা ছুরি বের করে ছয় দস্যুকে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছিল সে।

ক্রালেফস্কির এসব গল্প হাঁ করে শোনেন গ্যারী। কখনও কখনও মনে হয় তিনি নিজেই ক্রালেফস্কির সঙ্গী হয়েছেন। একবার প্যারিসে এক চ্যাম্পিয়ন কুস্তিগীরকে কুস্তির মারপ্যাঁচে কাবু করার গল্প শুনে গ্যারীরও খুব শখ জাগল কুস্তি শিখবেন। বলাবাহুল্য ওই গল্পের কেন্দ্রেও ছিল একজন লেডি আর বাহাদুর ক্রালেফস্কি। লেডিকে চ্যাম্পিয়ন কুস্তিগীর অপমান করেছিল। আর ক্রালেফস্কি সব সইতে পারে, কিন্তু নারীর অপমান কখনও নয়। কাজেই নিজের তিনগুণ ওজনের দানব বিশেষ কুস্তিগীরকে চ্যালেঞ্জ করতে বুক কাঁপেনি তার। এক জাপানী বন্ধুর কাছ থেকে শেখা জুজুৎসুর প্যাঁচে ফেলে নিমেষে কুপোকাত করে ফেলেছে দাম্ভিক কুস্তিগীরকে।

এ গল্প শোনার পর থেকে গ্যারীর মাথায় বাই চাপল কুস্তিগীর হবেন। বলা যায় না কোন মেয়ে বিপদে পড়লে তখন তাকে বাঁচাতে যেতে হতে পারে গ্যারীকে। আর কুস্তি শেখা থাকলে শত্রুপক্ষকে সহজেই কুপোকাত করতে পারবেন তিনি।

ক্রালেফস্কির কুস্তিগীর কুপোকাত করার ঘটনাটা এমনভাবে গেঁথে গেল গ্যারীর মাথায় যে তাঁর সর্বক্ষণের চিন্তা হলো কিভাবে কুস্তি শেখা যায়। ক্রালেফস্কি যেদিন গ্যারীর বাসায় এল ম্যাগেনপাই'র খাঁচা বানাতে, তাকে মনে করিয়ে দিলেন গ্যারী কুস্তি শেখানোর কথা। উৎসাহের বদলে এবার যেন বিরক্ত হলো ক্রালেফস্কি। গ্যারীকে ঠোঁটে আঙুল চাপা দিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'আরে, এসব ব্যাপার নিয়ে পাড়া মাত করতে হয় না।'

কিন্তু সহজে ছেড়ে দেয়ার পাত্র নন গ্যারী। ধরে বসলেন, তাঁকে সাধারণ দু'একটা প্যাঁচ হলেও শেখাতেই হবে। 'ঠিক আছে।' জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল ক্রালেফস্কি। 'শিখিয়ে দেব'খন কয়েকটা প্যাঁচ। তবে পেশাদার কুস্তিগীর হতে হলে সময়ের দরকার, জানোই তো।'

খুশি হয়ে গেলেন গ্যারী। জানতে চাইলেন বারান্দায় তারা কুস্তি শুরু করে দেবেন কিনা যাতে পরিবারের সবাই দর্শক হতে পারে। নাকি নির্জন ড্রইংরুম পছন্দ ক্রালেফস্কির? ড্রইংরুম বেছে নিল ক্রালেফস্কি। ড্রইংরুমের আসবাব ঝটপট সরিয়ে জায়গা খালি করে

ফেললেন গ্যারী। ক্রালেফস্কি অনিচ্ছাসত্ত্বেও খুলল গায়ের কোট। ব্যাখ্যা করল কুস্তির আসল এবং মূল নীতি হলো প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভারসাম্যহীন করে ছুঁড়ে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করা। আর কোমর জড়িয়ে ধরে, চট করে একদিকে টান-মেরে এ কাজটা সহজেই করা সম্ভব। বলে গ্যারীকে ধরে আস্তে করে ছুঁড়ে ফেলে দিল সে সোফার ওপর।

'এবার,' বলল ক্রালেফস্কি। 'বুঝতে পেরেছ তো ব্যাপারটা?'

গ্যারী মাথা ঝাঁকালেন। বুঝতে পেরেছেন।

'এই তো আসল কথা!' বলল ক্রালেফস্কি। 'এবার তুমি আমাকে ধরে ছুঁড়ে ফেলো দেখি।'

ইনসট্রাকটরের কাছ থেকে ক্রেডিট নেয়ার লোভে মহা উৎসাহে কাজটা করলেন গ্যারী। গায়ের সব শক্তি দিয়ে চেয়ারের ওপর ছুঁড়ে মারলেন ক্রালেফস্কিকে।

দুর্ভাগ্যবশত চেয়ার নয়, শক্ত মেঝের ওপর ছিটকে পড়ল সে। এমন জোরে আর্তনাদ করে উঠল, গ্যারীর ভাই-বোন সবাই ছুটে এল বারান্দা থেকে। মেঝে থেকে টেনে তোলা হলো ক্রালেফস্কিকে। মুখ সাদা, গোঙাচ্ছে চ্যাম্পিয়ন কুস্তিগীর। মার্গো ছুটল ব্র্যান্ডি আনতে।

'ওর কি করেছিস তুই?' চোখ রাঙালেন মা।

গ্যারী বললেন কিছুই করেননি অক্ষরে অক্ষরে নির্দেশ পালন করা ছাড়া। ক্রালেফস্কি গ্যারীকে বলেছে ওকে ছুঁড়ে মারতে। গ্যারী তাই করেছেন। এতে গ্যারীর কি দোষ? 'বেচারীকে আরেকটু হলে মেরেই ফেলেছিল,' সহানুভূতি প্রকাশ করল লেসলি।

'এক লোকের কথা জানি কুস্তির প্যাঁচে পড়ে সারা জীবনের জন্যে পঙ্গু হয়ে গেছে,' মন্তব্য ল্যারীর। শুনে জোরে গুঙিয়ে উঠল ক্রালেফস্কি।

'সত্যি, গ্যারী, মাঝে মাঝে এমন সব কাণ্ড বাধিয়ে বসিস না তুই!' মা ছোট ছেলের ওপর খুবই বিরক্ত। ক্রালেফস্কির গোঙানি আর কাতরানি দেখে ধরে নিয়েছেন বাকি জীবনটা তাকে কাটাতে হবে হুইল চেয়ারে।

সবার হুল ফোটানো মন্তব্যে গা জ্বলে গেল গ্যারীর। খানিকটা অসহায় বোধও করছেন। আবার নিজের পক্ষে সাফাই গাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন। বললেন তাঁর কোন দোষ নেই। ক্রালেফস্কিই তাকে ছুঁড়ে ফেলতে বলেছিল।

'তাই বলে এত জোরে নিশ্চয়ই নয়,' বলল ল্যারী। 'বেচারার

শিরদাঁড়ার হাড়টার ভেঙে গেছে কিনা কে জানে। যে লোকটার কথা বললাম তার মেরুদণ্ড ভেঙে টুকরো হয়ে গিয়েছিল...'

শুনে আবার গুটিয়ে উঠল ক্রালেফস্কি। মিনমিন করে বলল, 'আমাকে এক গ্লাস জল খাওয়াতে পারবেন?'

মার্গো ব্র্যান্ডি নিয়ে এসেছে। ওটাই খাইয়ে দেয়া হলো ক্রালেফস্কিকে। আস্তে আস্তে মুখের রঙ ফিরে পেতে লাগল সে। ব্র্যান্ডি গিলে আবার চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। চোখ বুজল।

'দেখুন উঠে বসতে পারেন কিনা।' হাসি মুখে বলল ল্যারী। 'এক আর্টিস্টের কথা জানি মই থেকে পড়ে গিয়ে মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছিল। বিছানায় শুয়ে ছিল সে। আর উঠতে পারে না। পরে জানা যায় বিছানায়, ভাঙা মেরুদণ্ড নিয়েই মৃত্যু হয়েছে তার।'

ক্রালেফস্কি উঠে বসল কাউচে, ফ্যাকাসে হাসল ল্যারীর দিকে তাকিয়ে। 'আপনাদের ড্রাইভার স্পাইরোকে একটু খবর দেবেন? শহরে গিয়ে ডাক্তার দেখাব।'

'ও নিয়ে আপনি ভাববেন না,' বললেন মা। 'থিওডরের ল্যাবরেটরিতে যান। ওখানে একটা এক্স-রে করাবেন।'

ক্রালেফস্কিকে কম্বলে মুড়ে, ধরাধরি করে গাড়িতে ওঠানো হলো।

'আপনার অবস্থা জানিয়ে থিওডর যেন একটা চিঠি লিখে দেয় স্পাইরোর কাছে,' বললেন মা। 'দোয়া করি, তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠুন। যা ঘটেছে তার জন্যে সত্যি আমি দুঃখিত, গ্যারীটা এমন পাজি!'

ক্রালেফস্কি কষ্টে হাসি হেসে বলল, 'না। না। বাচ্চাটাকে দুষবেন না। ওর কোন দোষ নেই। আসলে আমি অনেক দিন ধরে এসব প্র্যাকটিস করি না তো...'

ক্রালেফস্কিকে নিয়ে চলে গেল স্পাইরো।

সন্ধ্যার পরে ফিরল সে। হাতে থিওডরের চিঠি। ওতে লেখা:

প্রিয় মিসেস ডুরেল,

মি. ক্রালেফস্কির এক্স-রে রিপোর্ট দেখে মনে হচ্ছে তাঁর দুটো পাঁজরে চির ধরেছে; এর মধ্যে একটার দশা, দুঃখের সাথেই বলতে হচ্ছে, খুব খারাপ। যদিও কি কারণে আহত হয়েছেন সে ব্যাপারে মুখ খোলেননি ভদ্রলোক, তবে মনে

হচ্ছে খুব জোরে তাঁকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয়েছিল। যাহোক, হপ্তাখানেক প্লাস্টার করা থাকলে তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন।

সবার জন্যে ভালবাসা

আপনার থিওডর।

পুনশ্চ: গত বিষ্যুদবার আপনার বাড়িতে কি ছোট, কালো একটা বাক্স ফেলে এসেছি আমি? ওর মধ্যে খুব চিত্তাকর্ষক অ্যানোফিলিস প্রজাতির মশা ছিল। বাক্সটার খোঁজ পেলে আমাকে জানাবেন কি?

তেইশ

ম্যাগেনপাইদের বাসা বড়সড় হলেও ওরা খুব অস্বস্তিতে দিন কাটাত। কারণ খাঁচা থেকে বেরুতে পারত না। আশপাশে কি ঘটেছে সে ব্যাপারে নাক গলাবার সুযোগ না থাকায় ম্যাগেনপাইরা ক্রমে যেন হতাশ হয়ে উঠছিল। শুধু বাড়ির সামনের অংশটা ওদের নজরের নাগালে ছিল। তাই বাড়ির পেছনের অংশে কিছু ঘটলে তা দেখতে না পারার শোকে প্রায় পাগল হয়ে উঠত। খাঁচার মধ্যে শুধু উড়ত আর কিচিরমিচির ডাকত। গরাদের ফাঁক দিয়ে গলা বাড়িয়ে দেখার ব্যর্থ চেষ্টা করত কি ঘটছে। ওদের বাইরে যাবার সুযোগের অভাবে অবশ্য জেরাল্ড ডুরেলদের একটা সুবিধে হয়েছিল। তাঁরা ম্যাগেনপাইদের পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের নাম শিখিয়ে দিতে পেরেছিলেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে পরিবারের সদস্যদের নাম ধরে ডাকা শিখে যায় ম্যাগেনপাইরা। স্পাইরো গাড়িতে চড়ে পাহাড়ের দিকে যাচ্ছে, ম্যাগেনপাইরা এমন করুণ সুরে 'স্পাইরো...স্পাইরো...স্পাইরো...' বলে ডাকতে থাকত যে স্পাইরো গাড়ি ঘুরিয়ে চলে আসত বাড়িতে কে তাকে পেছন থেকে ডাকছে দেখার জন্যে। ম্যাগেনপাইরা 'চলে যাও!' এবং 'ভেতরে এসো!' এই শব্দ দুটি চমৎকারভাবে মুখস্থ করে নিয়েছিল। গ্রীক এবং ইংরেজি দু'ভাষাতেই এমনভাবে ধমকে উঠত ওরা যে গ্যারীদের কুকুরগুলোর বিষম খাবার জোগাড়!

তবে ম্যাগেনপাইরা বোকা বানিয়ে মজা পেত মুরগীগুলোকে।

মুরগীর দল সারাদিন জলপাই ঝোপের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ায় খাবারের খোঁজে। মাঝে মাঝে কাজের বুয়া রান্নাঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে শিস দিয়ে ওদের ডাকে, কখনও অদ্ভুত হেঁচকি তোলার মত শব্দ করে। শিস এবং হেঁচকির শব্দ শুনে মুরগীরা বুঝতে পারে খেতে ডাকা হচ্ছে তাদেরকে। ভোজবাজির মত তারা হাজির হয়ে যায় রান্নাঘরের খিড়কির দরজায়। ম্যাগেনপাইরা খুব দ্রুত শিখে ফেলল শিস আর হেঁচকির শব্দ তুলে মুরগীদের ডাকার কৌশল। তারপর বোকা বানাতে শুরু করল বেচারী মুরগীগুলোকে। এজন্যে সবচে' বিশ্রী একটা সময় বেছে নিল ওরা। সূর্য তাপে দগ্ধ আর খাবার খুঁজে ক্লান্ত মুরগীর দল যখন চিরহরিৎ বৃক্ষের ছায়ার আড়ালে বসে দিবা নিদ্রার আয়োজন করেছে, ঠিক সেইসময় ডাকতে শুরু করল ম্যাগেনপাইরা। একজন শিস দিতে থাকে, অপরজন মুখ দিয়ে হিক্কার শব্দ তোলে। পরিচিত ডাক শুনে সাড়া পড়ে যায় মুরগীদের মধ্যে। কিন্তু ডাক শুনে যাবে কিনা সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। কারণ ডাকটা রান্নাঘর থেকে নয়, আসছে ভিন্ন জায়গা থেকে। আবার দ্বিগুণ উদ্যমে ডাকতে থাকে ম্যাগেনপাইরা। এবার আত্মবিশ্বাসে ফাটল ধরে দলের এক সদস্যের, সে লাফাতে লাফাতে ছোটে ম্যাগেনপাইদের খাঁচা লক্ষ্য করে। তার দেখাদেখি অন্যরাও ছুটতে থাকে পেছন পেছন। ককর কক ডাকতে ডাকতে ঘাড় লম্বা করে, পরস্পরকে ঠোকর দিতে দিতে ম্যাগেনপাইর খাঁচার গরাদের ফাঁকে খুঁজে বেড়ায় খাবার। কিন্তু খাবার পায় না। শেষে হতাশ হয়ে ওঠে মুরগীর দল, বোকার মত খাঁচার দিকে তাকিয়ে হাঁপাতে থাকে। আর ম্যাগেনপাইরা ওদেরকে ঠকাতে পারার আনন্দে খিকখিক করে হাসতে থাকে।

ম্যাগেনপাইরা অবশ্য কুকুরগুলোকে পছন্দ করত, যদিও সুযোগ পেলেই ওদেরকে জ্বালিয়ে মারত। তবে রজারকে পছন্দ ছিল দু'জনেরই। রজার ম্যাগেনপাইদের তারের খাঁচার কাছে শুয়ে থাকে কান খাড়া করে। কুকুরটার মুখের কাছ থেকে ইঞ্চি তিনেক দূরে বসে ম্যাগেনপাইরা নরম গলায় কিচমিচ করে কথা বলে। মাঝে মাঝে খিকখিক করে হেসে ওঠে। যেন মজার কোন জোক্স্ বলেছে। অন্য কুকুর দুটোকে জ্বালাতন করলেও রজারের সাথে কখনও বেয়াদবী করত না ম্যাগেনপাইরা। রজারকে প্রলুব্ধও করত না খাঁচার খুব কাছে বসতে যাতে লেজ ধরে টানতে পারে। উইডল এবং পুকের সাথে এধরনের ফাজলামি করত ওরা। তবে ডোডোকে প্রথম থেকেই, বিচিত্র

কোন কারণে পছন্দ করতে পারেনি ম্যাগেনপাইরা।

ডোডো শঙ্কর জাতীয় কুকুর। লম্বা, মোটা, গা ভর্তি পশমঅলা বেলুনের মত দেখতে। ধনুকের মত বাঁকা পা, কোটর ঠেলে বেরুনো বড় বড় একজোড়া চোখ, লম্বা, হেলে থাকা কান। ডোডোকে বাড়ি নিয়ে আসেন মা। প্রথম দর্শনে কুকুরটাকে বাড়ির পুরুষ সদস্যদের (গ্যারী ছাড়া) পছন্দ হয়নি। ল্যারীর কাছে মনে হয়েছে সামুদ্রিক আগাছা। যদিও মার্গোর চোখে ডোডো ছিল ভারী মিষ্টি কুকুর। ডোডোর নামের ব্যাপারেও প্রবল আপত্তি ছিল ল্যারীর। চেহারা এবং শরীরের গঠনও মোটেই পছন্দ হয়নি। (ডোডোর পেছনের একটা পা ছিল খোঁড়া) ল্যারীর কাছে ডোডো কিম্ভূত একটা দানব ছাড়া কিছু নয়। যাহোক, ল্যারীর আপত্তি ধোপে টেকেনি। ডোডোর জায়গা হয়ে যায় এ বাড়িতে।

ডোডো আপন মনে ঘুরে বেড়ায় বারান্দায়, বল নিয়ে খেলা করে। কাউকে বিরক্ত করে না। কিন্তু সাঁঝের আঁধার নামার সঙ্গে সঙ্গে যেন তার চেহারা পাল্টে যায়। সন্ধ্যার সময় পরিবারের সদস্যরা একত্র হয়ে বসে কেউ হয়তো মশগুল পড়ায়, কিংবা কেউ কিছু লিখছে বা সেলাই করছে, এমন সময় ডোডো এমন জোরে চিৎকার করে উঠে মেঝেতে গড়াগড়ি খেতে শুরু করে যে সবার পিলে চমকে যায়। পরে দেখা যায়, খোঁড়া পায়ে যে কোনভাবেই হোক ব্যথা পেয়েছে ডেডো। আর তাই অমন মরণ চিৎকার। ডোডোর পা ম্যাসেজ করে দেয়ার পরে সে আরামে ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু একবার মনোযোগ নষ্ট হলে সে কাজ আর কারই বা করতে ইচ্ছে করে? তাই গ্যারীরা কেউ নতুন করে বই পড়া বা কবিতা লেখায় মন দিতে পারেন না। আশ্চর্যের ব্যাপার, প্রায় প্রতিটি সন্ধ্যায় ডোডো একই রকম কাণ্ড ঘটায়।

ঘরে ডোডোর সবচে' প্রিয় মানুষ মিসেস ডুরেল। অবশ্য তিনি জানতেন না ডোডো তাঁকে কত ভালবাসে। এক বিকেলে মা মার্কেটে গেছেন কেনাকাটা করতে, তাঁকে আর দেখতে পাবে না ভেবে ডোডোর সে কি কান্না! সারা বাড়িতে ছোটাছুটি করতে লাগল সে বিলাপ ছেড়ে। তার কান্না দেখে মনে হচ্ছিল খোঁড়া পাখানি জয়েন্ট ছিঁড়ে ছুটে যাবে। মা মার্কেট থেকে ফেরার পরে ডোডোর খুশি দেখে কে! সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে মাকে আর কাছ ছাড়া হতে দেবে না। মা যদি আবার পালিয়ে যায়! তারপর থেকে মা যেখানে, ডোডো সেখানে। মিসেস ডুরেলের পায়ে পায়ে ঘুরতে লাগল সে। মাকে একেবারেই চোখের

আড়াল হতে দিতে রাজি নয়। মা বসলে ডোডো তার পায়ের কাছে বসবে। মা পাশের ঘরে গেছেন বই বা সিগারেট আনতে, ডোডো যথারীতি আছে তাঁর সঙ্গে। এমনকি মা গোসল করার সময়ও পারলে বাথরুমে ঢুকে বসে থাকে ডোডো। মা টাবে বসে অস্বস্তি নিয়ে গোসল করেন, ডোডো নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকে তাঁর দিকে। কোন কারণে বাথরুমের দরজা বন্ধ করলেই ডোডো এমন ঘেউ ঘেউ শুরু করে দেবে এবং দরজার ওপর বারবার লাফিয়ে পড়বে যে বেচারী মিসেস ডুরেল দরজা খোলা রেখেই গোসল করতে বাধ্য হন। ডোডো মনে করে মাকে একা বাথরুমে যেতে দেয়া নিরাপদ নয়। তাই দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে অতন্দ্র প্রহরীর মত।

কিছুদিন পরে দেখা গেল ডোডোর সাথে রজার, উইডল এবং পুকের ভাব হয়ে গেছে। তিনজনের মিল-মহব্বতের কারণেই কিনা কে জানে, একদিন পেট বাধিয়ে বসল ডোডো। ওর বাচ্চাটাও হলো শঙ্কর জাতের। মা'র কদাকার চেহারা আর আকার পেয়েছে, গায়ে অস্বাভাবিক সাদাসাদা দাগ। এ চিহ্নগুলো সম্ভবত ওর বাপের তরফের। হঠাৎ করে মা হয়ে যাবার কারণে প্রায় নার্ভাস ব্রেক ডাউনের শিকার হয়ে পড়ল ডোডো। একদিকে বাচ্চাকে সব সময় নিজের কাছে রাখার বাসনা, অন্যদিকে মিসেস ডুরেলের কাছাকাছি থাকার ইচ্ছা। কি করবে ভেবেই পাচ্ছিল না ডোডো। শেষে একটা বুদ্ধি বের করল সে। মিসেস ডুরেল যেখানে যান, সেখানে সে-ও যাচ্ছে। তবে মুখে থাকছে বাচ্চা। বাচ্চাকে কামড়ে ধরে মিসেস ডুরেলের সঙ্গী হয়ে চলল ডোডো। বাচ্চা বেচারী ব্যথায় কুঁইকুঁই করতে লাগল। সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই ডোডোর। সন্তানের প্রতি হৃদয়হীনতার জন্যে ডোডোকে বকাঝকা করা হলো, বোঝানোর চেষ্টা করা হলো। সবই বৃথা। ডোডোর জ্বালায় মিসেস ডুরেলকে একরকম ঘরে বন্দী হয়েই থাকতে হলো। তাঁর বেরুবার জো নেই। একটু নড়াচড়া করেছেন কি, সতর্ক হয়ে উঠছে ডোডো। সাথে সাথে বাচ্চাকে তুলে নিয়েছে মুখে। মনিবনীকে অনুসরণ করার জন্যে প্রস্তুত। অবশ্য বেশিরভাগ সময়ই বাচ্চার ঘাড় কামড়ে ধরে রাখে ডোডো। এ দৃশ্য দেখে একদিন লেসলি মন্তব্য করল, 'এভাবে ডোডো তার বাচ্চার ঘাড় কামড়ে ধরে রাখলে ওটার ঘাড় তো জিরাফের মত লম্বা হয়ে যাবে।'

'জানি,' বললেন মা, 'কিন্তু করব কি? আমাকে লাইটার জ্বালাতে দেখলেও সে বাচ্চা মুখে তুলে নেয়।'

‘ওটার হাত থেকে নিস্কৃতি পাবার সহজতম উপায় হচ্ছে ওকে পানিতে চুবিয়ে মারা।’ বলল ল্যারী, ‘ওটার চেহারাও তার মায়ের মত কুৎসিত হয়ে উঠতে শুরু করেছে।’

‘না। ওকে চুবিয়ে মারার কথা বলবি না!’ প্রতিবাদ করলেন মিসেস ডুরেল।

‘ভাইয়াটা এমন নিষ্ঠুরের মত কথা বলে!’ বলল মার্গো।

‘ব্যাপারটা কি রকম হাস্যকর একবার চিন্তা করে দ্যাখো! একটা কুকুরের জন্যে সারাক্ষণ গলায় শিকল পরে আছ।’

‘কুকুরটা আমার। আমার ইচ্ছে আমি গলায় শিকল পরে বসে থাকব। তাতে তোর কি?’ কঠিন শোনাল মা’র কণ্ঠ।

‘কিন্তু কতদিন এরকম চলবে?’ প্রশ্ন করল ল্যারী।

‘সে আমি দেখব,’ জবাব দিলেন মা।

সমস্যার সমাধান মিসেস ডুরেল নিজেই করে ফেললেন। তিনি তাদের কাজের বুয়ার ছোট মেয়ে সোফিয়াকে নিয়ে এলেন ডোডোর বাচ্চার দেখাশোনা করার জন্যে। এই ব্যবস্থা খুব পছন্দ হলো ডোডোর। আর মিসেস ডুরেল আবার বাইরে যাবার সুযোগ পেলেন।

কর্ফু দ্বীপের উত্তরে বিশাল একটি লেক আছে, অ্যান্টিনিওটিসা নাম। ডুরেল পরিবারের ছুটি কাটানোর অন্যতম প্রিয় জায়গা। অগভীর পানির লেকটি মাইল খানেক লম্বা, চারদিক ঘিরে আছে বেত আর নলখাগড়ার বন। সাদা ধবধবে ঢেউ খেলানো বালিয়াড়ি লেকটাকে এক প্রান্তে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে সাগর থেকে। ডুরেলরা লেকে বেড়াতে গেলে থিওডর সঙ্গী হবেই। লেকের তীর ঘেঁষা পুকুর, ডোবা এবং জলমগ্ন গর্ত গ্যারী ও তার জন্যে নতুন নতুন প্রাণ আবিষ্কারের মোক্ষম জায়গা। ওখানে লেসলি গেলে সঙ্গে বন্দুক নেবেই। কারণ নলখাগড়ার বনে শিকারের কমতি নেই। আর ল্যারী নেবে প্রকাণ্ড হারপূন। মোহনায় অর্থাৎ যেখানে লেক গিয়ে মিশেছে সাগরে, সেই জলপ্রবাহের সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকবে বড় মাছ শিকারের আশায়। মা সঙ্গে নেবেন অনেকগুলো ঝুড়ি। কয়েকটা ঝুড়িতে খাবার, খালি ঝুড়িগুলো গাছ সংগ্রহ করার জন্যে। এ ছাড়া কিছু ঝুড়ি থাকবে যন্ত্রপাতিতে বোঝাই। ওগুলো বাগান করার যন্ত্র। আর মার্গো যায় সবচে’ হালকা ভাবে। বেদিং সুট, হাতে বড় তোয়ালে এবং এক বোতল সান-ট্যান লোশন। ব্যস, এই তার বেড়ানোর সরঞ্জাম।

লেকে যাবার সর্বোৎকৃষ্ট সময় হলো পদ্ম ফোটার ঋতুতে। পসাগর আর লেকের মাঝখানে, শরীরে চমৎকার বাঁক নিয়ে দাঁড়িয়ে কা বালিয়াড়িতেই শুধু এই সাদা রঙের চমৎকার ফুলগুলো ফোটে। দূর থেকে বালিয়াড়িকে তখন পদ্মের হিমবাহ মনে হয়। ডুরেল পরিবার সবসময় বছরের এ সময়টাতে এদিকে বেড়াতে আসেন। সঞ্চয় করেন অপূর্ব সব অভিজ্ঞতা। ডোডো মা হবার কিছুদিন পরে থিওডর খবর দিল পদ্ম-ফোটার সময় উপস্থিত। ব্যস, লেক অ্যান্টিনিওটিসায় যাবার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল।

'এবার নৌকায় চড়ে যাব আমরা,' কলের করাতের মত দেখতে একটা জার্সি বুনতে বুনতে প্রস্তাব দিলেন মা।

'কেন, নৌকায় গেলে তো দ্বিগুণ সময় লাগবে,' বলল ল্যারী।

'গাড়িতে যেতে পারব না, বাছা, কারণ ডোডো অসুস্থ হয়ে পড়বে। তাছাড়া নৌকায় সবার জায়গাও হবে না।'

'তুমি নিশ্চয়ই তোমার ওই জানোয়ারটাকে নিয়ে যাচ্ছ না। নাকি যাচ্ছ?' আতঙ্কিত গলায় প্রশ্ন করল ল্যারী।

'ওকে নিতেই হবে, বাছা...উলটা ফোঁড় দুই, একবার বাদ...আমি ওকে ফেলে রেখে যেতে পারব না...উলটা ফোঁড় তিন...ওর মেজাজ মর্জির খবর তো জানিসই।'

'বেশ, তাহলে ওটার জন্যে বিশেষ একটা গাড়ির ব্যবস্থা কোরো।'

'ও গাড়িতে যেতে পারবে না। সেটাই তোকে বোঝাতে চাইছিলাম আমি। ডোডো খুব কার-সিক...গাড়িতে উঠলে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এখন চুপ কর তো। ফোঁড়গুলো গুণতে দে।'

'খুবই হাস্যকর যে...' রেগে গেছে ল্যারী।

'সতেরো, আঠারো, উনিশ, বিশ,' জোরে জোরে গুণছেন মা।

'খুবই হাস্যকর ব্যাপার যে আমাদেরকে ঘুরপথে যেতে হবে তোমার আদরের ডোডো গাড়ি দেখলেই বমি করে দেবে সে ভয়ে!'

'ধ্যাত্তেরি!' বিরক্তি মা'র গলায়। 'দিলি তো গোণায় ভুল করে।' উল বোনার সময় আমার সাথে কখনও তর্ক করতে আসবি না।'

'তুমি কি করে বুঝলে সাগর দেখলে অসুস্থ হয়ে পড়বে না ডোডো,' আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল লেসলি।

'যে সব মানুষের গাড়িতে অ্যালার্জি আছে তাদের সাগরে অ্যালার্জি নেই,' ব্যাখ্যা দেন মা।

'বিশ্বাস করলাম না,' বলল ল্যারী। 'এটা ভুয়া কথা। তাই না,

থিওডর?'

'না, ঠিক ওভাবে বলতে চাই না আমি,' বিজ্ঞের মত বলল থিওডর।

'এ কথা আগেও শুনেছি, তবে এর মধ্যে ঠিক···ইয়ে, কি বলে···কোন যৌক্তিকতা নেই, এমনটি বলতে পারব না আমি। নিজের উদাহরণ টেনে অন্তত এটুকু বলতে পারি, গাড়িতে উঠলে আমি কখনও অসুস্থ হই না।'

ল্যারী ফাঁকা দৃষ্টিতে তাকাল থিওডরের দিকে। 'মানে কি বলতে চাইছ তুমি?'

'বলতে চাইছি নৌকায় চড়লে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি,' সরল জবাব থিওডরের।

'বাহ্, বেশ!' বলল ল্যারী। 'গাড়িতে গেলে ডোডো অসুস্থ হয়ে পড়বে আর নৌকায় চড়লে থিওডর। এখন কিসে যাবে তোমরাই ঠিক করো।'

'সাগরে তোমার অ্যালার্জি আছে জানতাম না তো, থিওডর,' বললেন মা।

'দুর্ভাগ্যক্রমে ভাল রকমই আছে।'

'তবে এ সময়ে সমুদ্র খুব শান্ত থাকে। আপনার কোন অসুবিধে হবে না,' বলল মার্গো।

'দুর্ভাগ্যক্রমে,' আঙুলের ওপর দাঁড়িয়ে গিয়ে দুলতে শুরু করল থিওডর, 'তাতে তেমন কিছুই আসবে-যাবে না। আমি অতি···ইয়ে···অতি সামান্য দুলুনিতেও অসুস্থ হয়ে পড়ি। বেশ কয়েকবার সিনেমা হল-এ গিয়ে পর্দায় ঝড়ো সমুদ্রে দুলতে থাকা জাহাজ দেখেও আমি···ইয়ে···বাধ্য হয়ে চলে এসেছি প্রেক্ষাগৃহ ছেড়ে।'

'সবচে' সহজ উপায় হলো দু'দলে ভাগ হয়ে যাওয়া,' পরামর্শ দিল লেসলি। 'একদল যাবে নৌকায়, আরেকদল গাড়িতে।'

'দারুণ বলেছিস!' খুশি হয়ে উঠলেন মা। 'এই তো সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।'

কিন্তু সমাধান হলো না। দেখা গেল লেকে যাবার রাস্তা ভূমি ধসে আটকে গেছে। কাজেই গাড়িতে যাওয়া অসম্ভব। হয় সমুদ্র পথে যেতে হবে নয়তো বাতিল করে দিতে হবে যাত্রা। অবশেষে নৌকা চড়ে যাওয়াই স্থির হলো।

এক ঝকঝকে উষ্ণ সকালে যাত্রা হলো শুরু। গ্যারীদের দুটি নৌকা বুটল-বামট্রিঙ্কেট এবং সি কাউতে ভাগাভাগি করে উঠে বসল সবাই। ল্যারীর পরামর্শে কুকুরগুলো, সোফিয়া, মিসেস ডুরেল এবং থিওডর বুটল-বামট্রিঙ্কেট-এ, বাকিরা সি কাউতে গাদাগাদি করে উঠে পড়ল। আগে চলল সি কাউ, পেছনে টেনে নিয়ে চলল বুটলকে। তবে ল্যারী একটা ব্যাপার ভেবে দেখেনি সি কাউ'র চলার পথে যে ঢেউ উঠবে তাতে বুটল বামট্রিঙ্কেট-এর যাত্রীদের দফা সারা হয়ে যেতে পারে। সি কাউ'র স্টার্ন থেকে নীল কাঁচের মত বড় বড় ঢেউ তুলল শান্ত সাগরে, আছড়ে পড়তে লাগল বুটল বামট্রিঙ্কেটের গায়ে। ঢেউ'র ধাক্কায় বুটল একবার আকাশে উঠে গেল, পরক্ষণে ধপাস করে পানিতে পড়ল। এঞ্জিনের শব্দে গ্যারীরা প্রথমে লক্ষই করেননি বুটলের যাত্রীদের ত্রাহি চিৎকার। নৌকা থামানোর পরে দেখা গেল শুধু থিওডর বা ডোডোই নয়, অন্য সবাই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এমনকি রজারের মত সমুদ্র যাত্রায় অভিজ্ঞ কুকুরও। শেষে ওদেরকে তুলে নেয়া হলো সি কাউতে, শুইয়ে দেয়া হলো পাশাপাশি এক কাতারে। স্পাইরো, ল্যারী, মার্গো এবং গ্যারী জায়গা বদল করলেন, উঠে বসলেন বুটল বামট্রিঙ্কেটে। অ্যান্টিনিওটিসার কাছাকাছি চলে এসেছে নৌকা, দেখা গেল সবাই সুস্থ হয়ে উঠেছে। থিওডর ছাড়া। সে নৌকার এক ধারে গুটিসুটি মেরে বসে আছে। নিজের জুতোর দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে কি যেন বলছে।

সি কাউ এবং বুটল-বামট্রিঙ্কেট ঢুকে পড়ল লেকের মুখে, প্রশস্ত নীল উপসাগরে। মুক্তোর মত সাদা বালিয়াড়ি, হাজার হাজার পদ্ম পেছনে রেখে এগিয়ে চলল ওরা সামনের দিকে। ফুলের মিষ্টি গন্ধে ম ম করছে বাতাস। সর্বশেষ ভট ভট শব্দ তুলে থেমে গেল এঞ্জিন, খানিক প্রতিধ্বনি তুলল পাহাড়ের গায়ে বাড়ি খেয়ে, তারপর প্রায় নিঃশব্দে তীরের দিকে এগিয়ে চলল নৌকাদুটি।

তীরে মালপত্র নামিয়ে রেখে যে যার খুশি মত বেরিয়ে পড়ল। ল্যারী আর মার্গো অগভীর পানিতে চিৎ হয়ে ভাসতে লাগল চোখ বুজে। মিসেস ডুরেল একটা ঝুড়ি আর ট্রোয়েল (Trowel) নিয়ে বাগানে পোঁতা যায় এমন উদ্ভিদের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। শুধু শর্টস পরা স্পাইরো, যাকে রোমশ প্রাগৈতিহাসিক মানুষের মত লাগছে, লেক থেকে সাগরে পড়া জলপ্রবাহের মধ্যে নেমে গেল। হাঁটু পানিতে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ নজর রাখল নিচের দিকে। স্বচ্ছ পানিতে তার পায়ের

কাছে ঘুরঘুর করছে মাছ। সুযোগ পেলেই ওগুলোকে ধরে ফেলবে স্পাইরো। থিওডর আর গ্যারীর সাথে লেসলির তর্ক বাধল লেকের কোন দিকটা কারা দখল করবে। শেষে একজন গেল দক্ষিণে, অপরজন উত্তরে।

লাঞ্চের সময় আবার একত্রিত হলো সকলে। পেটে তীব্র ক্ষুধা। লেসলি হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে এল শিকার করা প্যাট্রিজ, কোয়েল, কাদা খোঁচা আর বুনো কবুতরের ঝাঁক। থিওডর আর গ্যারী তাদের টেস্ট-টিউব বোঝাই করে ফেলেছেন ছোটখাট নানা জলজ প্রাণীতে। আগুন জ্বালানো হলো, খাবার সাজিয়ে রাখা হলো কম্বলের ওপর। মদের বোতল সাগরের ধারে রাখা হয়েছিল ঠাণ্ডা করার জন্যে। ওগুলোও নিয়ে আসা হলো। ল্যারী বসল বালিয়াড়ির দিকে মুখ করে, পদ্ম দেখবে বলে। থিওডর শিরদাঁড়া টানটান করে বসে আস্তে ধীরে খেতে লাগল। মার্গো সূর্য তাপ উপভোগ করছে, সেই সাথে ফল আর সব্জি খাচ্ছে। মিসেস ডুরেল ডোডোকে নিয়ে বসলেন বড় ছাতাটার ছায়ায়। লেসলি বসেছে বালুর ওপর, বন্দুক কোলের ওপর। এক হাতে বড়সড় এক খণ্ড মাংস। চিবুচ্ছে, অন্য হাত দিয়ে অস্ত্রটাকে আদর করছে। কাছে, আগুন জ্বেলে মোটাসোটা গোটা সাতেক কাদা খোঁচা পাখি রোস্ট করতে ব্যস্ত স্পাইরো। ঘাম বেয়ে পড়ছে তার রোমশ মুখ থেকে।

'কি শান্তির জায়গা!' মুখ ভরা খাবার নিয়ে অস্পষ্ট গলায় বলে ল্যারী, 'যেন স্বর্গে এসেছি।' ঝলমলে ফুলগুলোর দিকে ওর দৃষ্টি। 'এ জায়গাটা যেন আমার জন্যেই তৈরি করা হয়েছে। এখানে সারা জীবন শুয়ে থাকতে চাই আমি। আমাকে মদ আর খাবার খাইয়ে দেবে অপূর্ব সুন্দরী, নগ্ন বনপরীরা। শত বছর এখানে থাকব আমি সুগন্ধী এই বাতাসের মাঝে, গায়ে সুগন্ধী মেখে। তারপর একদিন বনপরীরা দেখবে আমি আর নেই। চলে গেছি। শুধু গন্ধটা রয়ে গেছে। আমাকে রসালো একটা ডুমুর ছুঁড়ে দেবে কেউ?'

'একবার লাশ তাজা করে বাখার জন্যে সুগন্ধী লেপনের ওপর একটা বই পড়েছিলাম,' উৎসাহ নিয়ে বলল থিওডর। 'তবে মিশরে এ কাজটা করতে প্রচুর হাঙ্গামা করতে হত। আমি বলতে চাইছি...মানে...নাক দিয়ে মগজ বের করে নেয়ার ব্যাপারটা সত্যি অদ্ভুত ছিল।'

'হুক জাতীয় কিছু একটা নাকের মধ্যে ঢুকিয়ে মগজ বের করে আনা হত, তাই না?' প্রশ্ন করে ল্যারী।

'ল্যারী, বাছা, খাওয়ার সময় এসব কথা বলে না।'

দুপুরের খাওয়া শেষে কাঁছের জলপাই ঝোপের ছায়ায় পুরো বিকেলটা ভাত ঘুম দিয়ে কাটাল ডুরেল পরিবার। দু'একজন জেগে উঠে সাগরে একটা ডুব দিয়ে এসে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। চারটার দিকে ঘুম ভেঙে গেলে চায়ের আয়োজন করতে লাগল স্পাইরো। আস্তে ধীরে উঠে পড়ল অন্য সবাই। চা খেতে খেতে অলস বিকেলটা উপভোগ করছে। এমন সময় একটা রবিন বেরিয়ে এল ফুলের ঝোপের আড়াল থেকে। ডুরেলদের কাছ থেকে ছয়/সাত হাত দূরে দাঁড়িয়ে পড়ল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে ওদেরকে। ডুরেলদেরকে গান শুনিয়ে আনন্দ দেয়া উচিত ভেবেই হয়তো পাখিটা একজোড়া ধনুক আকারের পদ্মের নিচে গিয়ে বেশ একটা পোজ নিয়ে দাঁড়াল। তারপর বুক ফুলিয়ে মিষ্টি গলায় জুড়ে দিল গান। গান শেষ করে মাথা নিচু করে ফেলল রবিন, যেন বো করছে ডুরেলদেরকে, ঝট করে ঢুকে পড়ল ফুলের ঝোপে ওদের উচ্চকিত হাসির শব্দে ভয় পেয়ে।

'ভারী সুন্দর এই রবিনগুলো,' বললেন মা। 'ইংল্যান্ডে যখন বাগানের কাজে ব্যস্ত থাকতাম তখন এরকম একটা রবিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার সঙ্গে লেগে থাকত। যেভাবে ওরা ছোট্ট বুকগুলোকে ফুলিয়ে তোলে দেখতে মজা লাগে আমার।'

'যেভাবে ওটা শরীরে ঝাঁকি মারল মনে হচ্ছিল আমাদেরকে যেন কুর্নিশ করছে,' বলল থিওডর। 'ও যখন বুক ফোলাল...আ...কি বলব তখন দৃশ্যটা দেখে আমার এক স্ফীত বক্ষা অপেরা গায়িকার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল।' একটু বিরতি দিল সে। তারপর কি মনে পড়তে জ্বলজ্বল করে উঠল চোখ। 'তোমাদের কি কর্ফুতে দেখা অপেরার গল্পটা বলেছিলাম?'

ডুরেলরা সমস্বরে জানালেন অপেরার কোন গল্প বলেনি থিওডর। গল্প শোনার আগ্রহে সবাই নড়েচড়ে আরাম করে বসল। থিওডরের গল্প শোনার মজাই আলাদা।

'ওটা ছিল...ইয়ে...ভ্রাম্যমাণ একটি অপেরা দল। এথেন্স থেকে এসেছিল ওরা, ইতালিও হতে পারে। সে যাকগে, ওদের প্রথম নিবেদন ছিল টোসকা। যে মেয়েটি নায়িকার ভূমিকায় পাঠ গাইছিল সে ছিল অসাধারণ...আ...কি বলে...দেহবল্লরীর অধিকারিণী। অবশ্য থিয়েটার দলের নায়িকারা অমনই হয়ে থাকে। অপেরার শেষ দৃশ্যে নায়িকা দুর্গ বা প্রাসাদ থেকে লাফিয়ে পড়বে। প্রথম রাতে নায়িকা প্রাসাদের

দেয়ালে উঠে এল, জীবনের শেষ গান গাইতে শুরু করল। এরপর তার নিচে লাফিয়ে পড়ার কথা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত স্টেজের লোক দেয়ালের নিচে নরম কিছু রাখতে ভুলে গিয়েছিল। ফলে যা হবার হলো। নায়িকা গান শেষ করে দেয়াল থেকে লাফিয়ে পড়ল নিচে। আমরা দুড়ুম করে একটা শব্দ শুনতে পেলাম, একই সাথে ভেসে এল নায়িকার যন্ত্রণাকাতর বিকট চিৎকার। আর তার চিৎকার ঢাকা দেয়ার জন্যে আরেক গায়ক, যে নায়িকার মৃত্যুতে বিলাপ করবে, সে হেঁড়ে গলায় গান শুরু করে দিল। যাহোক, নায়িকা কষ্টেসৃষ্টে নিজেকে সামলে নিল। দৃশ্যটা আবার দেখানো হবে। মঞ্চের লোকেরা তাড়াতাড়ি দেয়ালের নিচে ম্যাট্রেস পেতে দিল। যাতে নায়িকা প্রপাত ধরণীতল হয়ে আবার আহত না হয়।

আবার শেষ দৃশ্য অভিনীত হলো মঞ্চে। নায়িকা দেয়াল বেয়ে উঠল ওপরে, গাইল শেষ গান, তারপর আত্মাহুতি দেয়ার জন্যে লাফ মারল নিচে। নায়িকার দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, তার নিরাপদ অবতরণের জন্যে স্প্রিং-এর অনেকগুলো ম্যাট্রেস পাতা হয়েছিল নিচে, তা ছিল বেজায় শক্ত। নায়িকা ম্যাট্রেসের ওপর পড়ল ঠিকই, কিন্তু পরক্ষণে ছিটকে উঠে গেল শূন্যে। আবার ম্যাট্রেসে পড়ল, আবার স্প্রিং-এর ধাক্কায় ওপরে উঠে গেল। তখন অন্যান্য অভিনেতারা দ্রুত ফুটলাইটের কাছে এসে বলতে লাগল যুদ্ধে নায়িকার মৃত্যু হয়েছে। অথচ তখনও নায়িকাকে ম্যাট্রেসের ওপর ডিগবাজি খেয়ে তারস্বরে চিৎকার করতে দেখে ধন্ধে পড়ে গিয়েছিল দর্শক।'

রবিনটা, গল্প বলার সময় পায়ে পায়ে আবার এগিয়ে এসেছিল ডুরেলদের কাছে, ভয়ের চোটে ছুটে পালাল ওরা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ার কারণে।

'সত্যি, থিওডর,' বলল ল্যারী। 'আমি নিশ্চিত তুমি তোমার অবসর সময় কাটিয়ে দাও এসব গল্প বানিয়ে।'

'আরে, না। না।' দাড়ি নাড়িয়ে হাসছে থিওডর। 'এটা বানানো গল্প নয়। সত্যি ঘটনা।'

চা খাওয়া শেষ। থিওডর গ্যারীকে নিয়ে লেকের ধারে গেল আরও নতুন কোন জলজ প্রাণী পাওয়া যায় কিনা দেখতে। সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে আসা পর্যন্ত ওখানেই সময় কাটাল দু'জনে, তারপর ফিরে এল সৈকতে। স্পাইরো আগুন জ্বেলে মাছের রোস্ট বানাচ্ছে। পাহাড়ের মাথায় উঁকি দিল চাঁদ। রঙ বদলে হঠাৎ করেই রুপোলি হয়ে উঠল পদ্ম

ফুলগুলো। গাছের ডালে বসে পেঁচা ডাকছে। জোনাকির আলো জ্বলছে আর নিভছে।

ডিনারটা লেকের পাড়ে বসেই সেরে নিল ডুরেল পরিবার। তারপর জিনিসপত্র নিয়ে উঠে পড়ল নৌকায়। উপসাগরের মুখে এসে পেছন ফিরে দেখলেন গ্যারী। চাঁদের আলোয় পদ্ম ফুলগুলোকে বরফের মাঠের মত লাগছে, জলপাই ঝোপ আলোকিত হয়ে আছে জোনাকির আলোয়। স্পাইরোর জ্বালানো আগুন প্রায় নিভে এসেছে, ফুলের ঝোপের ধারে লাল পাথরের মত দেখাচ্ছে।

'এটা খুব…আ…খুবই মনোহর জায়গা,' বলল থিওডর।

'অপূর্ব একটা জায়গা,' বললেন মিসেস ডুরেল। 'এখানেই যেন আমাকে কবর দেয়া হয়।'

খকখক করে কাশছিল এঞ্জিন, হঠাৎ গভীর গলায় গর্জে উঠল; গতি ফিরে পেয়েছে সি কাউ, উপকূল ধরে এগিয়ে চলল পেছনে বুটল-বামট্রিঙ্কেটকে টেনে নিয়ে। ঢেউয়ের ধাক্কায় কালো পানিতে মাকড়সার জালের মত অসংখ্য ফসফরাস জ্বলতে লাগল। ডুরেলরা ফিরে চললেন বাড়িতে।

চব্বিশ

বাড়ির নিচে, পাহাড় সারির মাঝখানের জায়গাটার নাম চেসবোর্ড ফিল্ড। সাগর এখানের উপকূলে মোড় নিয়ে তৈরি করেছে উপসাগর, অগভীর এবং উজ্জ্বল। সমতল ভূমির ধারে শুয়ে আছে জটিল নকশা নিয়ে সরু সরু খাল যা একসময় ছিল লবণাক্ত গর্ত। খালের পাড়ের জমি সবুজ হয়ে আছে ভুট্টা, আলু, ডুমুর আর আঙুরের ঝাড়ে। চেসবোর্ড ফিল্ডের এই ছোট ছোট মাঠগুলো দূর থেকে বহুবর্ণের দাবার বোর্ডের মত দেখায়। তাই এর নাম চেসবোর্ড ফিল্ড।

এ জায়গাটি জেরাল্ড ডুরেলের ঘুরে বেড়ানোর প্রিয় স্থানগুলোর একটি। ছোট ছোট খালের তলায় বিভিন্ন জলজ প্রাণী তাঁর অন্যতম আকর্ষণ। চেসবোর্ড ফিল্ডের বেশিরভাগ মাঠের মালিক গ্যারীর কৃষক

বন্ধুরা। এরা পাহাড়ে বাস করে। কাজেই এখানে এলে সময়টা ভালই কেটে যায় তাঁর। মাঠ দিয়ে সোজা হেঁটে গেলে চোখে পড়বে খালের তীরে রোদ পোহাচ্ছে কাছিম, মানুষের সাড়া পেলে নেমে পড়ে মাটিতে। হাঁটতে হাঁটতে এসে পড়বেন সে জায়গায় যেখানে সবগুলো চ্যানেল প্রশস্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে, মিশে গেছে বিরাট বালুময় খেতের মধ্যে, গতরাতের স্রোতের কারণে অসংখ্য ভাগে ভাগ হয়ে গেছে।

এদিকে জাহাজডুবি হওয়া কত বিচিত্র রকমের জিনিস যে ভেসে আসে! জায়গাটাকে পাখিদের রাজ্য বললেও হয়। কাদা খোঁচা, অয়েস্টার ক্যাচার, ডানলিন এবং টার্ন (শঙ্খচিল জাতীয় সামুদ্রিক পাখি) ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ছিটিয়ে থাকে সমুদ্রের ধারে। খিদে পেলে অগভীর পানিতে সহজেই শিকার করা যায় সুস্বাদু চিংড়ি। কাঁচাই খাওয়া যায়। আঙুরের মত মিষ্টি। আছে বড় বড় গেঁড়ি-শামুক। মাংসটা সামান্য পিচ্ছিল তবে খেতে মজা।

এক বিকেলে হাতে কোন কাজ না থাকায় গ্যারী কুকুরগুলোকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন চেসবোর্ড ফিল্ডের উদ্দেশে। ওল্ড প্লপকে ধরার চেষ্টা করবেন, সাগরে সাঁতার কাটবেন। ফেরার পথে চাষী বন্ধু পেট্রোর সাথে আড্ডা মেরে আসবেন। ওল্ড প্লপ হলো বড়সড় একটা কাছিম, খালে থাকে। এক মাসেরও বেশি সময় ধরে ওটাকে বাগে আনতে চাইছেন গ্যারী। পারছেন না। খালের তীরে কাছিমটা যখন ঘুমাচ্ছে, খুব সাবধানে তার দিকে এগিয়ে গেলেও সে জেগে যাবে, পা জোড়া সবেগে নাড়তে নাড়তে পিচ্ছিল ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়বে পানিতে। প্রচুর টেরাপিন বা নদী তীরের কাছিম ধরেছেন গ্যারী, কিন্তু ওল্ড প্লপটাকে কিছুতেই কব্জা করা যাচ্ছে না। এ পর্যন্ত যত টেরাপিন দেখেছেন তিনি, ওটা সবার থেকে বড়। ওল্ড প্লপের বয়সও অনেক, এবড়োখেবড়ো খোল আর কালো হয়ে ওঠা কোঁচকানো চামড়া দেখলেই বোঝা যায়। টেরাপিনের পিঠে সোনালি বুটি বুটি দাগ থাকে। বয়সের কারণে ওল্ড প্লপের পিঠ মিশমিশে কালো রঙ ধরেছে। গ্যারী প্রতিজ্ঞা করেছেন ওল্ড প্লপকে ধরবেনই। তাই আজ আবার এসেছেন আরেকটা হামলা চালাতে।

কিন্তু খালের ধারে গিয়ে দেখা মিলল না ওল্ড প্লপের। তবে সে যেন এখানে কিছুক্ষণ আগেও ছিল বোঝা গেল পানিতে বুদ্বুদ উঠতে দেখে। খুব রাগ লাগল গ্যারীর। কিন্তু চুপচাপ বসে রইলেন ওখানে। অপেক্ষা করছেন কুকুরগুলোর জন্যে। ওদেরকে ফেলে রেখে আগে ছুটে

এসেছেন তিনি ওল্ড প্লপকে ধরবেন বলে। কিন্তু ব্যর্থ হতে হলো।

কুকুরগুলো এখনও আসছে না দেখে রাগ মাথায় চড়ে গেল গ্যারীর। দূর থেকে ওদের ডাক শুনেছেন একবার। তারপর আর কোন সাড়াশব্দ নেই। একটু পরে এক সাথে ঘেউ ঘেউ শুরু করে দিল সবক'টা। গলা শুনে মনে হলো কিছু একটা দেখতে পেয়েছে ওরা। কি হতে পারে ভেবে কুকুরগুলোর দিকে ছুটলেন জেরাল্ড ডুরেল।

পানির কিনারে, অর্ধবৃত্ত আকারের একটা ঘাসের চাপড়ার সামনে দাঁড়িয়ে আছে কুকুরগুলো, গ্যারীকে দেখে লেজ নাড়তে নাড়তে ছুটে এল। উত্তেজিত। রজার ওপরের পাটির দাঁত বের করে হাসল। গ্যারী এসে পড়ায় খুশি। প্রথমে গ্যারী বুঝতে পারেননি ওদের উত্তেজনার কারণ। তারপর চোখে পড়ল ওগুলোকে। একজোড়া ওয়াটার-স্নেক, পরস্পরের সাথে কুণ্ডুলী পাকিয়ে বসে আছে ঘাসের মধ্যে। বাদামী রঙের মোটাসোটা সাপ দুটোর চোখ রুপোলি রঙের, মাথা কোদালের মত। সাপ জোড়াকে দেখে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন গ্যারী। ওল্ড প্লপকে না পাবার দুঃখ ভুলে যাবেন যদি ওদেরকে ধরতে পারেন। অনেকদিন ধরেই তার খায়েশ ওয়াটার-স্নেক ধরবেন। কিন্তু অসম্ভব দ্রুত গতি আর ভাল সাঁতারু হবার কারণে মনের আশা পূরণ হয়নি গ্যারীর। কুকুরগুলো এই চমৎকার জোড়াটির দেখা পেয়েছে। ওরা ওখানে শুয়ে আছে যেন গ্যারীর হাতে ধরা পড়ার জন্যেই।

মনিবের হাতে তাদের আবিষ্কার তুলে দেয়ার পরে কর্তব্য শেষ হয়ে গেছে ভেবে কুকুরগুলো নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে দাঁড়াল (কারণ সরীসৃপে তাদের বিশ্বাস নেই)। গ্যারীর দিকে তাকিয়ে থাকল কৌতূহল নিয়ে। তিনি কি করবেন দেখতে চায়। গ্যারী আস্তে আস্তে তাঁর প্রজাপতি ধরার জাল মাটিতে নামিয়ে রাখলেন। তাঁর কাছে একটা লাঠিও আছে যা দিয়ে সাপ ধরা যায়। কিন্তু একখানা লাঠি দিয়ে দুটো সাপ ধরবেন কিভাবে? এসব ভাবছেন গ্যারী, দেখলেন কুণ্ডলি থেকে একটা সাপ ছাড়িয়ে নিল নিজেকে, তারপর দ্রুত নেমে পড়ল পানিতে, চকচকে ছুরির মত শরীর নিয়ে সাঁতার কাটতে লাগল। মেজাজ খারাপ করে সাপটাকে চলে যেতে দেখছেন তিনি, খুশি হয়ে উঠলেন মাটির একটা ঢিবি দেখে, পানির ওপর মাথা জাগিয়ে আছে, সারফেসে ছড়িয়ে গেছে গোলাপ ফুলের মত। সাপটা ঢিবির নিচে গিয়ে আশ্রয় নিল। গ্যারী বুঝতে পারলেন তিনি যতক্ষণ চলে না যাবেন ওটা ওখানেই থাকবে। এবার সঙ্গীর দিকে নজর ফেরালেন গ্যারী। ওটাকে লাঠি দিয়ে

মাটির সাথে চেপে ধরলেন। লাঠিটাকে শরীর দিয়ে জড়িয়ে ধরল ওয়াটার-স্নেক, গোলাপি মুখ খুলে হিস হিস করে উঠল। খপ করে ওটার ঘাড় চেপে ধরলেন গ্যারী, সাদা পেটে খোঁচা মারতেই কুঁকড়ে গেল। সাপটাকে সযত্নে নিজের ঝুড়িতে ঢোকালেন গ্যারী। তারপর প্রস্তুত হলেন বাকিটাকে ধরার জন্যে।

খালের তীর ধরে কয়েক পা হেঁটে গেলেন গ্যারী, প্রজাপতি ধরার জালের খুলে নেয়া হ্যান্ডেল পানিতে চুবিয়ে পরখ করে নিলেন খালের গভীরতা। তিন ফুট উঁচু নরম কাদামাটির ওপরে মাত্র দুই ফুট গভীর পানি। অস্বচ্ছ পানির তলে ঘাপটি মেরে আছে সাপ। গ্যারী ঠিক করলেন গেঁড়ি-শামুক খোঁজার মত কাদায় পা টিপে পরখ করে নেবেন সাপটা ঠিক কোথায় আছে।

স্যান্ডেল খুলে নিলেন গ্যারী, নেমে পড়লেন উষ্ণ পানিতে। তরল কাদা ডুবে গেল আঙুলের ফাঁকে, ঢেকে ফেলল পা, ছাই'র মত নরম। প্রায় উরু অবধি উঠে এল কাদার দুটো বিশাল মেঘ, ছড়িয়ে পড়ল খালের পানিতে। সাপটাকে যেখানে লুকোতে দেখেছেন সেদিকে পা বাড়ালেন গ্যারী, খুব সাবধানে এগোলেন। হঠাৎ পায়ের নিচে নড়ে উঠল কিলবিলে শরীরটা, ঝট করে উবু হয়ে হাত বাড়িয়ে খামচে ধরতে গেলেন ওটাকে। হাত ঢুকে গেল কাদার মধ্যে, আঙুল হাতড়ে চলেছেন, ধীর গতিতে কাদামাটির মেঘ উঠে এল পাতাল থেকে। নিজের ভাগ্যকে অভিসম্পাত করছেন গ্যারী, দেখলেন ভুশ করে পানির ওপর ভেসে উঠেছে সাপ, সাঁতরে চলে যাচ্ছে। উল্লসিত চিৎকার দিয়ে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ওটার ওপর।

কালো পানির মধ্যে চুবুনি খেলেন গ্যারী, কাদা ঢুকে গেল কান, নাক এবং মুখের মধ্যে। তবে উদ্দেশ্য সফল হয়েছে তাঁর। বাঁ হাতের মুঠোর মধ্যে ধরা পড়ে প্রবল বেগে মোচড় খাচ্ছে সরীসৃপ। হাঁপাতে হাঁপাতে, কাদা পানি চার দিকে ছিটিয়ে খালের তীরে উঠে এলেন গ্যারী।

সাপটার ঘাড় চেপে ধরলেন এবার যাতে কামড় দিতে না পারে। তারপর অনেকক্ষণ ধরে থু থু করতে লাগলেন। মুখে অনেকখানি কাদা ঢুকে গেছে। শেষে সিধে হলেন গ্যারী, ঘুরে দাঁড়ালেন। অবাক হয়ে দেখলেন কুকুরগুলো তাকিয়ে আছে এক লোকের দিকে। লোকটা কখন এসেছে টেরই পাননি গ্যারী। সে কুঁজো হয়ে লক্ষ করছে গ্যারীকে। দৃষ্টিতে কৌতূহল এবং বিস্ময়।

লোকটা বেঁটে খাটো, গাট্টাগোট্টা গড়ন, বাদামী মুখ। মাথায়

তামাক পাতা রঙের চুল। বড় বড় নীল চোখে ঝিলিক দিচ্ছে কৌতুক, নাকটা ছোট তবে বাজপাখির ঠোঁটের মত বাঁকানো। গায়ের নীল সুতির শার্টটা দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে রঙ উঠে জ্বলে গেছে। পরনে পুরানো গ্রে ফ্লানেল ট্রাউজার্স। লোকটাকে চিনতে পারলেন না গ্যারী। ধারণা করলেন উপকূলবর্তী কোন গ্রামের জেলে হবে। গ্যারী তীরে উঠে এলে তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসল লোকটা।

'খুব করিৎকর্মা তুমি,' গভীর, ভরাট কণ্ঠ তার।

জবাবে গ্যারীও হাসলেন। তারপর ব্যস্ত হয়ে পড়লেন নিজের কাজে। দ্বিতীয় সাপটাকেও পুরে ফেললেন ঝুড়িতে। ভেবেছিলেন ওয়াটার-স্নেকের পেছনে দৌড়াদৌড়ি করে ওদেরকে পাকড়াও করার কাজটা কতটা বিপজ্জনক সে বিষয়ে হয়তো একটা লেকচার ঝেড়ে দেবে লোকটা। কিন্তু কিছুই বলল না সে। চুপচাপ দেখতে লাগল গ্যারীর কাণ্ড। সাপটা ঝুড়িতে রাখার পরে খালের পানিতে হাত ধুয়ে এলেন গ্যারী। তারপর বন্ধু টাকির বাগান থেকে নিয়ে আসা আঙুর মুখে পুরলেন, আগন্তুককে ভাগ দিলেন খানিকটা। লোকটা আঙুর খাওয়ার পরে পকেট থেকে তামাক বের করল, আঙুলের ফাঁকে সিগারেট পাকাতে লাগল।

'তুমি এখানে নতুন?' সিগারেট ধরিয়ে তৃপ্তি ভরে একটা টান দিল লোকটা।

গ্যারী জানালেন তিনি ইংরেজ, পরিবার নিয়ে থাকেন পাহাড়ের ওপরে একটি বাড়িতে। তারপর অপেক্ষা করতে লাগলেন গতানুগতিক প্রশ্নগুলোর জন্যে: তোমার বয়স কত, বাড়িতে কে কে আছে, তারা কে কি করে, কর্ফুতে কেন থাকছ, ইত্যাদি ইত্যাদি। কৃষকরা এধরনের প্রশ্নই সব সময় করে থাকে। তবে এতে বিরক্ত হবার কিছু নেই। আন্তরিকতার সাথে তারা পরিবারের খোঁজ-খবর জানতে চায় নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয় হলেও। আশা করে তার সম্পর্কেও জানতে চাইবে নতুন মানুষটি। নইলে দুঃখ পায় কর্ফুর কৃষক সম্প্রদায়ের মানুষ। কিন্তু গ্যারীকে এসব কিছু জিজ্ঞেস করল না লোকটা। বসে বসে ধুয়োর মেঘ তুলে ছুঁড়ে মারতে লাগল আকাশের দিকে। বসে থাকতে ভাল্লাগছিল না গ্যারীর। ঠিক করলেন সাগরে গিয়ে গোসল করবেন। গা ভর্তি কাদা। উঠে দাঁড়ালেন তিনি, ঝোলা আর নেট তুলে নিলেন কাঁধে। কুকুরগুলোও গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল, হাই তুলল গ্যারী বিনীত গলায় জানতে চাইলেন লোকটা যাচ্ছে কোথায়। এ

ধরনের প্রশ্ন করা হচ্ছে ভদ্রতা। এতে লোকটির প্রতি অপর জনের আগ্রহ প্রকাশ করা হয়।

'আমি সাগরে যাব,' হাত তুলে দেখাল লোকটা। 'আমার নৌকায়...তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

গ্যারী জানালেন তিনিও সাগরে যাবেন। প্রথমে গোসল করবেন। তারপর গেঁড়ি-শামুক খুঁজবেন খাওয়ার জন্যে।

'চলো, তোমার সঙ্গে যাই,' সিধে হলো লোকটা, শরীরের আড়মোড়া ভাঙল। 'আমার নৌকায় প্রচুর শামুক আছে, ইচ্ছে করলে খেতে পারো।'

দু'জনে নীরবে হাঁটতে লাগল মাঠ দিয়ে, বালুর কাছে আসতে লোকটা হাত তুলে তার নৌকা দেখাল দূরে। ছোট ছোট ঢেউ'র ধাক্কায় দুলছে। নৌকার দিকে যেতে যেতে গ্যারী জানতে চাইলেন লোকটা জেলে কিনা এবং কোত্থেকে এসেছে।

'আমি পাহাড় থেকে এসেছি,' জবাব দিল সে। 'আমার বাড়ি এদিকেই। তবে বর্তমানে থাকছি ভিডোতে।'

শুনে অবাক হয়ে গেলেন গ্যারী। ভিডো কর্ফুর প্রান্তে ছোট একটা খাঁড়ি। যদ্দূর জানেন ওখানে সাজাপ্রাপ্ত আসামী ছাড়া কেউ থাকে না। ওটা আসলে স্থায়ী কারাগার। ব্যাপারটা জানালেন তিনি লোকটাকে।

'তা জানি আমি,' বলল সে, 'আমিও একজন আসামী।'

গ্যারী ভাবলেন লোকটা ঠাট্টা করছে, কিন্তু চেহারা দেখে তেমন কিছু মনে হলো না। সে কি জেল পালিয়ে এসেছে? জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'না, না। আমার ভাগ্য খারাপ,' হেসে উঠল সে। 'আরও দু'বছরের সাজা ভোগ করতে হবে আমাকে। তবে ভাল কয়েদী হিসেবে সুনাম আছে আমার। সবাই বিশ্বাস করে। তাই সাপ্তাহিক ছুটির দিনে ওরা আমাকে বাড়ি যেতেও দেয়। আমি আবার সোমবার সকালেই ফিরে আসি।'

ইংল্যান্ডে কয়েদীদের সাপ্তাহিক ছুটিতে বাড়ি যেতে দেয়ার নিয়ম নেই। কিন্তু কর্ফুর কথা আলাদা। এখানে সব কিছুই ঘটতে পারে। লোকটা কি অপরাধ করেছে জানার জন্যে কৌতূহলী হয়ে উঠলেন গ্যারী। তবে নৌকার ধারে আসার পরে কৌতূহলটা চলে গেল হলুদ ঠ্যাংঅলা, কালো পিঠের একটা শঙ্খচিলকে দেখে। হলুদ চোখে কটমট করে তাকাল সে গ্যারীর দিকে। তিনি লোকটার ওপর আগ্রহ হারিয়ে

কৌতূহলী হয়ে উঠলেন শঙ্খচিলের প্রতি। হাত বাড়িয়ে দিলেন ওটাকে ছোঁয়ার জন্যে।

'সাবধান...ওটা কিন্তু শয়তান!' সাবধান করে দিল লোকটা।

কিন্তু সাবধানবাণী শোনার আগেই শঙ্খচিলের গায়ে হাত দিয়েছেন গ্যারী, পিঠের মখমলের মত লোমে আঙুল বোলাতে লাগলেন। কুঁকড়ে গেল শঙ্খচিল, সামান্য ফাঁক হলো ঠোঁট, কালো চোখের তারায় ফুটে উঠল বিস্ময়। গ্যারীর দুঃসাহসিকতায় এতটাই অবাক হয়ে গেছে যে কিছুই করতে পারল না। 'স্পিরিডিয়ন!' অবাক গলায় বলল লোকটা, 'ও বোধহয় তোমাকে পছন্দ করে ফেলেছে; কেউ ওকে ছুঁতে গেলেই ঠোক্কর মেরেছে ও।'

পাখিটার ঘাড়ের কাছে সাদা পালকের মধ্যে আঙুল চালিয়ে দিলেন গ্যারী, চুলকে দিলেন মাথা, হলুদ চোখ জোড়া ঢুলু ঢুলু হয়ে উঠল আরামে। গ্যারী জিজ্ঞেস করলেন এমন চমৎকার একটা পাখি কোত্থেকে জোগাড় করল লোকটা।

'খরগোশ শিকার করতে আলবেনিয়া গিয়েছিলাম, একটা বাসার মধ্যে এটাকে পেয়ে যাই আমি। তখন আরও ছোট ছিল। এবং তুলোর মত নরম। এখন তো রীতিমত হাঁসের মত তাগড়া হয়ে উঠেছে।' শঙ্খচিলের দিকে তাকাল সে, 'মোটকু হাঁস, কুৎসিত হাঁস, হিংস্র হাঁস, তাই নও কি তুমি?'

শঙ্খচিল এ সম্বোধনে একটা চোখ মেলে চাইল। তারপর সংক্ষিপ্ত কর্কশ ডাক ছাড়ল, যেন স্বীকার করছে তাকে যা বলা হচ্ছে সে তাই। লোকটা ঝুঁকে নৌকার পাটাতনের নিচ থেকে বড় একটা ঝুড়ি বের করল। ওটা ভর্তি মাংসল শামুকে। নৌকায় বসে শামুক খেতে খেতে শঙ্খচিলটিকে দেখতে লাগলেন গ্যারী। ওটার বরফ-সাদা বুক, লম্বা বাঁকানো ঠোঁট, জ্বলন্ত চোখ, প্রশস্ত পিঠ, শক্তিশালী ডানা সব কিছুই তার কাছে দারুণ চিত্তাকর্ষক মনে হলো। খাওয়া শেষে হাত মুখ ধুয়ে নিলেন গ্যারী। লোকটাকে জিজ্ঞেস করলেন আসছে বসন্তে একটা শঙ্খচিলের বাচ্চা তাঁর জন্যে জোগাড় করে দিতে পারবে কিনা।

'তুমি শঙ্খচিলের বাচ্চা চাইছ!' অবাক দেখাল লোকটাকে। 'এটাকে পছন্দ হয়েছে?'

গ্যারী বললেন এমনই পছন্দ হয়েছে যে এর বিনিময়ে তিনি নিজের আত্মা বিক্রি করে দিতেও রাজি।

'তাহলে এটিকে তুমি নিয়ে যাও,' নিরাসক্ত গলায় বলল লোকটা।

শঙ্খচিলের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে।

নিজের কানকে বিশ্বাস হলো না গ্যারীর। এরকম অবিশ্বাস্য সুন্দর একটা উপহার কেউ এভাবে দিয়ে দিতে পারে কল্পনাতেও ছিল না তাঁর। পাখিটাকে কি তার দরকার নেই? জানতে চাইলেন গ্যারী।

'হ্যাঁ, ওটাকে আমার বেশ পছন্দ,' জবাব দিল লোকটা, ধ্যান মগ্ন দৃষ্টিতে তাকাল শঙ্খচিলের দিকে। 'তবে ওটা খুব পেটুক। এত খাবার জোগাড় দিতে পারি না আমি। আর খুব শয়তানও। সবাইকে কামড়ে দেয়। ওকে ছেড়ে দিতে চেয়েছিলাম। যায়নি। আবার ফিরে এসেছে। ভাবছিলাম আলবেনিয়ায় গিয়ে ফেলে রেখে আসব। কাজেই তুমি এটাকে চাইলে নিয়ে যেতে পারো।'

গ্যারী তো শঙ্খচিলকে নিয়ে যেতে এক পায়ে খাড়া। ওটাকে তাঁর দেবদূতের মত মনে হচ্ছে। হাঁস সাইজের খুরের মত ধারাল ঠোঁটের এ জিনিস বাড়ি নিয়ে গেলে পরিবারের সদস্যরা কি রকম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারেন তা আমলেই আনলেন না গ্যারী। লোকটা আবার মত বদলে ফেলতে পারে সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি জামা-কাপড় খুলে সাগরে নেমে পড়লেন তিনি, যত দ্রুত সম্ভব গা থেকে কাদা ধুয়ে ফেললেন। চটপট ডুব দিয়ে আবার জামা-কাপড় পরে নিলেন। শিস দিয়ে ডাকলেন কুকুরগুলোকে তারপর প্রস্তুত হলেন উপহার বাড়ি নিয়ে যেতে।

লোকটা শঙ্খচিলের পায়ের রশি খুলে ফেলল, দু'হাতে তুলে আনল নৌকা থেকে, দিল গ্যারীকে। ওটাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরলেন গ্যারী। আকারে প্রকাণ্ড হলেও ওজন খুবই হালকা শঙ্খচিলের। এত চমৎকার উপহারের জন্যে লোকটাকে বারবার ধন্যবাদ দিলেন তিনি। 'ওর একটা নাম আছে,' দু'আঙুলে শঙ্খচিলের ঠোঁট ধরে বলল সে। 'আলেকো। নাম ধরে ডাকলেই সাড়া দেবে।'

নিজের নাম শুনে সজোরে পা ঝাড়া দিল আলেকো, হলুদ চোখ তুলে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল গ্যারীর দিকে।

'ওকে মাছ খেতে দিয়ো,' বলল লোকটা। 'কাল সকাল আটটায় নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়ব আমি। তুমি এলে দু'জনে মিলে অনেক মাছ ধরতে পারব।'

গ্যারী বললেন তাহলে বেশ মজাই হবে। আলেকোও ডেকে উঠল সায় দেয়ার ভঙ্গিতে। লোকটা নৌকার গলুই'র ওপর ঝুঁকল, সাগরে ভাসাবে নৌকা। এমন সময় গ্যারীর মনে পড়ল লোকটার পরিচয়ই

জানা হয়নি। তার কি নাম, জেলে গেছে কেন ইত্যাদি জিজ্ঞেস করলেন তিনি। শুনে হাসল লোকটা।

'আমার নাম কোস্তি,' জবাব দিল সে। কোস্তি পানোপোলুস। 'আমি আমার বউকে খুন করেছি।'

নৌকা ধরে ঠেলা মারল সে, বালির ওপর দিয়ে সর সর করে পানিতে নেমে গেল ওটা। লাফিয়ে নৌকায় উঠে পড়ল কোস্তি। বৈঠা তুলে নিল হাতে।

'কাল দেখা হবে, কেমন?' বলল সে। তারপর বৈঠা বাইতে শুরু করল।

ঘুরে দাঁড়ালেন গ্যারী, মূল্যবান উপহারটিকে বগলে চেপে বাড়ির পথ ধরলেন।

ফেরার পথে খুব ঝামেলা করল আলেকো। কুকুরগুলোকে কামড়ে দিতে চাইল, ঠোকর মারল গ্যারীকেও। ওর ঠোকরে ভীষণ ব্যথা। গ্যারী রেগেমেগে রুমাল দিয়ে ঠোঁট বেঁধে ফেললেন আলেকোর। তারপর বাড়িতে ঢুকলেন।

ড্রইংরুমের মেঝেতে শোয়ালেন আলেকোকে, খুলতে লাগলেন বাঁধন। সাথে সাথে এমন জোরে কর্কশ গলায় ডেকে উঠল ওটা যে রান্নাঘর থেকে দৌড়ে এলেন মা এবং মার্গো।

'কি এটা?' হাঁপাতে হাঁপাতে জানতে চাইলেন মা।

'কত্তবড় পাখি!' চেঁচিয়ে উঠল মার্গো। 'ঈগল নাকি?'

পরিবারের লোকজনের পক্ষীবিজ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞতা সবসময়ই বিরক্তির উদ্রেক করে গ্যারীর। তেতো গলায় জবাব দিলেন ওটা ঈগল নয়, শঙ্খচিল। ব্যাখ্যা করলেন কিভাবে পাখিটাকে জোগাড় করেছেন।

'কিন্তু ওকে খাওয়াব কি?' জিজ্ঞেস করলেন মা। 'ও মাছ খায়?'

আলেকো, হাসিমুখে জানালেন গ্যারী, সবই খায়। ওকে ধরার চেষ্টা করলেন তিনি ঠোঁট থেকে রুমাল খুলে দেয়ার জন্যে। আলেকো ভাবল তার ওপর হামলা হতে যাচ্ছে। সে ঠোঁট বাঁধা অবস্থাতেই গগনবিদারী চিৎকার করে উঠল। তার কর্কশ ডাকে এবার ল্যারী আর লেসলি চলে এল কি ঘটছে অনুসন্ধান করার জন্যে।

'এমন বিশ্রী সুরে ব্যাগ পাইপ বাজাচ্ছে কে?' ঘরে ঢুকে চেঁচাল ল্যারী।

এক মুহূর্ত বিরতি দিল আলেকো, আগন্তুককে জরিপ করল ঠাণ্ডা চোখে, তারপর আরও জোরে চিৎকার করে উঠল।

'মাই গড!' এক লাফে পিছু হঠল ল্যারী, পড়ল গিয়ে লেসলির গায়ে। 'কি ওটা?'

'গ্যারীর নতুন পাখি,' জানাল মার্গো। 'খুব ভয়ঙ্কর দেখতে না?'

'ওটা শঙ্খচিল,' ল্যারীর কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি মারল লেসলি। 'কি বিকট গলা।'

'আরে দূর,' বলল ল্যারী। 'এটা অ্যালবাট্রস।'

'না। শঙ্খচিল।'

'বোকার মত কথা বলিস না। শঙ্খচিল এত বড় হয় নাকি?'

'এটা অবশ্যই অ্যালবাট্রস।'

আলেকো এগিয়ে গেল ল্যারীর দিকে, আবার হাঁক ছাড়ল। 'ওটাকে ডেকে নে,' আদেশ করল ল্যারী। 'ডাক দিয়ে নিয়ে যা হারামজাদাকে। আমাকে আক্রমণের মতলব করছে।'

'স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকো। কিছু বলবে না,' পরামর্শ দিল লেসলি।

'গ্যারী, পাখিটাকে ধর বলছি।'

'অত জোরে চিল্লাসনে, বাছা। ভয় পেয়ে যাবে।'

'রক পাখির মত একটা জিনিস সবাইকে হামলার পাঁয়তারা কষছে আর আমি চিল্লাব না!'

পেছন থেকে আলেকোকে জাপ্টে ধরলেন গ্যারী, তারপর ঠোঁট থেকে খুলে নিলেন রুমাল। তারপর ছেড়ে দিলেন। বার কয়েক গা ঝাড়া দিল ওটা, ঠোঁট দিয়ে মেঝে ঠোকরাল।

'শব্দ শোনো!' চেঁচিয়ে উঠল ল্যারী। 'দাঁত শানাচ্ছে ওটা।'

'শঙ্খচিলের দাঁত নেই,' জানাল লেসলি।

'অবশ্যই আছে। আমি পরিষ্কার শুনলাম দাঁতে দাঁত ঘষছে ব্যাটা। মা এ জিনিস নিশ্চয়ই ঘরে জায়গা দেবে না তুমি? এটা সাংঘাতিক বিপজ্জনক। চোখ দেখলেই বোঝা যায়। আর অপয়াও।'

'অপয়া কেন?' জিজ্ঞেস করলেন মা। কুসংস্কারে তার গভীর বিশ্বাস।

'এটা সবাই জানে। এ পাখির পালক বাড়িতে রাখলেও প্লেগ বা এধরনের অসুখের হাত থেকে রক্ষা পাবে না তোমরা। পাগলও হয়ে যেতে পারো।'

'সে তো ময়ূরের পালক বাড়িতে রাখলে হয় শুনেছি, বাছা।'

'না। অ্যালবাট্রসের পালক রাখলে হয়। সবাই জানে।'

'উঁহু। ময়ূর হলো অপয়া।'

'সে যাই হোক। এ জিনিস আমরা বাড়িতে রাখতে পারি না। এ যে রকম বিপজ্জনক, একদিন সকালে উঠে দেখবে তোমার চোখ নেই। খেয়ে ফেলছে শয়তানটা।'

'দুরো। কি যাতা বলছিস। এটাকে আমার মোটেই বিপজ্জনক মনে হচ্ছে না।'

ঠিক তখন ডোডো নিতান্ত কৌতূহলের বশে এগিয়ে এল আলেকোর দিকে। এরকম জিনিস এই প্রথম বোধহয় দেখেছে সে। ঘন ঘন শ্বাস পড়তে লাগল তার উত্তেজনায়, কোটর ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল চোখ, আলেকোর দিকে মুখ বাড়িয়ে দিল। গা শুঁকবে। ঝলসে উঠল আলেকোর ঠোঁট, ছোবল মারল। গ্যারী চিৎকার করে উঠেছিলেন বলে মাথা ঘুরিয়ে নিয়েছিল ডোডো। নইলে ছোবলটা লাগলে তার নাক দু'ভাগ হয়ে যেত। কেঁউ কেঁউ করে ছুটে পালাল ডোডো। ঢুকল টেবিলের নিচে আর আলেকো উত্তেজিত হয়ে এমন জোরে ডানা ঝাপটাতে শুরু করল যে একটা ল্যাম্প প্রায় উড়িয়ে ফেলে দিচ্ছিল।

'দেখলে তো!' উল্লসিত গলায় বলল ল্যারী। 'কি বললাম একটু আগে? পাঁচ মিনিটও হয়নি ওটা ঘরে ঢুকেছে, কুকুরটাকে মেরে ফেলার তাল করেছে।'

মা এবং মার্গো ডোডোর পা ম্যাসেজ করে দিতে লাগলেন নীরবে। ছুটতে গিয়ে পায়ে ব্যথা পেয়েছে ডোডো।

মা গ্যারীকে বললেন, 'এটাকে বাইরে রেখে এলে হয় না, বাছা?' গ্যারী জানালেন ম্যাগেনপাইদের খাঁচা একটু বড় করে ওখানে আলেকোকে রাখবেন ঠিক করেছেন। মা কোন আপত্তি করলেন না। খাঁচা বানাবার আগ পর্যন্ত আলেকোকে বারান্দায় রাখার ব্যবস্থা করা হলো। গ্যারী সবাইকে নিষেধ করে দিলেন আলেকোর ধারেকাছেও যেন কেউ না যায়।

দুপুরে খেতে বসে ল্যারী বলল, 'যদি ঝড় হয় তার জন্যে আমাকে কিন্তু দুষতে পারবে না তোমরা।'

'ঝড় হবে কেন রে?' জিজ্ঞেস করলেন মা।

'অ্যালবাট্রস সব সময় খারাপ আবহাওয়া নিয়ে আসে সঙ্গে করে। কারণ ওরা অপয়া।'

'কিন্তু ময়ূররা অপয়া বলেই জানি আমি,' বললেন মা। 'এক কথা তোকে আর কতবার বলব? আমার এক খালা বাড়িতে ময়ূরের পালক রেখেছিল। কয়েকদিন পরে তার বাবুর্চিটা মারা যায়।'

'মাইভিয়ার মাদার, সারা দুনিয়ায় অ্যালবাট্রস অপয়া পাখি বলে পরিচিত। দেখবে ওর জন্যে একদিন বাড়িতে আগুন লেগে গেছে কিংবা জলোচ্ছ্বাসের কবলেও পড়তে পারি।'

'তুমি তো ঝড়ের কথা বললে,' বলল মার্গো।

'শুধু ঝড় এবং জলোচ্ছ্বাস নয়।' বলল ল্যারী, 'সাথে ভূমিকম্প এবং অগ্ন্যুৎপাতও শুরু হয়ে যেতে পারে যদি ওই হারামজাদাটাকে বাড়িতে রেখে দাও।'

'কোথায় পেলি ওটাকে?' গ্যারীকে জিজ্ঞেস করল লেসলি।

ওয়াটার-স্নেকের প্রসঙ্গটা বাদ দিয়ে কোস্তির সাথে পরিচয়ের কথা বললেন গ্যারী। কিভাবে পাখিটা পেয়েছেন জানালেন।

'এভাবে কেউ কাউকে উপহার দেয় না,' বলল লেসলি। 'লোকটা আসলে কে?'

সরল মনে জবাব দিলেন গ্যারী, 'একজন আসামী।'

'আসামী?' আঁতকে উঠলেন মা। 'আসামী মানে?'

গ্যারী জানালেন কোস্তি আসামী হলেও লোক ভাল। তাই ভিডোর জেলখানা থেকে সাপ্তাহিক ছুটি ছাটায় তাকে বাড়ি যেতে দেয়া হয়। পরদিন তিনি কোস্তির সাথে মাছ ধরতে যাচ্ছেন তাও জানালেন।

'কাজটা বোধহয় ঠিক হবে না,' বললেন মা। 'একজন দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীর সাথে তোর কোথাও যাওয়াটা পছন্দ হচ্ছে না আমার। তাছাড়া তুই তো জানিস না সে কি কারণে জেল খাটছে।'

গ্যারী বললেন, 'ভাল করেই জানি ও কেন জেল খাটছে। কোস্তি তার বউকে খুন করেছে।'

'খুনী?' শুনে মা হতভম্ব। 'একজন খুনী মুক্তভাবে ঘুরে বেড়ায় কিভাবে? ওকে ওরা ফাঁসিতে লটকে দিচ্ছে না কেন?'

'এখানে ডাকাতি ছাড়া অন্য কোন অপরাধের জন্যে মৃত্যুদণ্ডের বিধান নেই,' জানাল লেসলি। 'খুনের জন্যে সর্বোচ্চ সাজা তিন বছর আর ডিনামাইট ফাটিয়ে মাছ ধরার সাজা পাঁচ বছর।'

'হাস্যকর!' মুখ ঝাঁকালেন মা। 'এরকম হাস্যকর সাজার কথা শুনিনি কোনদিন। সে যাইহোক, একটা খুনীর সঙ্গে তোকে ঘুরতে দেব না আমি। তোকেও ও খুন করতে পারে।'

মা'র সাথে তর্ক বেধে গেল গ্যারীর। ঝাড়া এক ঘণ্টা তর্ক-বিতর্ক, অনুরোধ-উপরোধের পরে মা রাজি হলেন গ্যারীকে কোস্তির সাথে মাছ ধরতে যেতে দিতে। বললেন লেসলি আগে দেখবে লোকটাকে।

পরদিন সকালে কোস্তির সাথে মাছ ধরতে গেলেন গ্যারী। প্রচুর মাছ ধরলেন। আলেকোর অনেক দিন চলে যাবে। কোস্তিকে বাসায় যাবার আমন্ত্রণ জানালেন গ্যারী। বললেন মা তার সঙ্গে দেখা করতে চান।

মা কয়েকটা গ্রীক শব্দ শিখে নিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন কোস্তির সাথে গ্রীক ভাষায় কথা বলবেন। কিন্তু কোস্তির মত খুনীর সামনে এসে সব তালগোল পাকিয়ে ফেললেন, ভুলে গেলেন মুখস্থ শব্দগুলো। আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকলেন বারান্দায়, কোস্তির কথা অনুবাদ করে মাকে শোনালেন গ্যারী।

'লোকটাকে ভালই মনে হলো,' কোস্তি যাবার পরে মন্তব্য করলেন মা। 'দেখে খুনী মনে হয় না।'

'খুনীদের চেহারা কি রকম হবে বলে তোমার ধারণা?' জিজ্ঞেস করল ল্যারী। 'খরগোশের মত ঠোঁট, গোদা পা, হাতে "বিষ" লেখা বোতল?'

'ধ্যাত, আমি তা বলেছি নাকি? তবে ওকে ঠিক আমার...খুনী বলে মনে হয়নি।'

'চেহারা দেখে মানুষের বিচার করতে যেয়ো না,' বলল ল্যারী। 'কর্ম দেখে বিচার কোরো। তবে ও যে খুনী তা আমি বুঝতে পেরেছি।'

'কিভাবে?' জানতে চাইলেন মা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ল্যারী, 'খুনী না হলে কেউ কি গ্যারীকে অ্যালবাট্রসের মত একটা খুনে পাখিকে উপহার দিতে পারে?'

পঁচিশ

ক্রালেফস্কি একদিন জেরাল্ড ডুরেলের মাকে জানাল তাঁর ছেলেকে যতটা পড়ানো দরকার সে পড়িয়েছে। এখন উচ্চ শিক্ষার জন্যে গ্যারীর ইংল্যান্ড বা সুইজারল্যান্ডের কোথাও যাওয়া উচিত। গ্যারী বললেন এতদিনে তেমন কিছুই শিখতে পারেননি। তাঁর আরও পড়াশোনা করা দরকার। কাজেই কর্ফুদ্বীপ শীঘ্রি ত্যাগ করার কোন ইচ্ছে তাঁর নেই।

কিন্তু বাধ সাধলেন মা। ছেলের কথায় কান দিলেন না। সিদ্ধান্ত

নিলেন ইংল্যান্ড চলে যাবেন। ওখানে মাসখানেক থাকবেন তাঁরা। তারপর ঠিক করা যাবে কোথায় ভর্তি হবেন গ্যারী।

তবে স্বর্গের মত সুন্দর কর্ফুদ্বীপ ছেড়ে যেতে রাজি নয় পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। মা তাদেরকে বোঝালেন এক মাসের জন্যে তো। মনে হবে পিকনিকে যাচ্ছেন। তারপর আবার ফিরে আসবেন কর্ফুতে।

মা'র কথার ওপর কারও কথা চলে না। কাজেই জিনিসপত্র বাঁধা-ছাঁদা শুরু হয়ে গেল। পাখি আর কাছিম বয়ে নেয়ার জন্যে তৈরি করা হলো খাঁচা। কুকুরগুলোর গলায় নতুন কলার পরিয়ে দেয়ায় তারা অস্বস্তি এবং সন্দেহে ভুগতে লাগল। গ্যারীরা কর্ফু ত্যাগ করার দিন ওঁদের সঙ্গে দেখা করতে এল গ্রামের কৃষকরা। তারপর গাড়ি বোঝাই মাল-সামান নিয়ে ওঁরা রওনা হয়ে গেলেন জাহাজ ঘাটার দিকে।

পাহাড় প্রমাণ মালপত্র গাড়ি থেকে নামিয়ে জড়ো করা হলো কাস্টমস শেডের নিচে। মা বিরাট এক চাবির গোছা হাতে দাঁড়িয়ে রইলেন মালের পাশে। আর বাইরে, ঝকমকে সূর্যের আলোতে পরিবারের বাকি সদস্যরা অপেক্ষা করতে লাগল কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স পাবার জন্যে। ওদের সঙ্গে থিওডর এবং ক্রালেফস্কিও আছে। কিছুক্ষণ পরে দেখা মিলল কাস্টমস অফিসারের। পাহাড় সমান মালপত্র দেখে তার ভুরু কুঁচকে গেল। বিশেষ করে একটা খাঁচা থেকে ম্যাগেনপাইদের উঁকিঝুঁকি দিতে দেখে তার কপালের ভাঁজ আরও গভীর হলো। নার্ভাস ভঙ্গিতে হাসলেন মা, চাবির গোছা ধরে নাড়া দিলেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল এত মালপত্র এনে যেন বিরাট অপরাধ করে ফেলেছেন। কাস্টমস অফিসার মাকে আর মালপত্র পালা করে দেখল। শক্ত করে আটকাল বেল্ট। কপাল কুঁচকেই আছে।

'এগুলো আপনার?' যেন নিশ্চিত হবার জন্যে জিজ্ঞেস করল সে।

'জ্বী। জ্বী। সব আমার,' কলকল করে উঠলেন মা, চাবিতে আঙুল বোলালেন। 'কোন কিছু খুলে দেখাতে হবে?'

ঠোঁট টিপে কি যেন ভাবল অফিসার। তারপর খ্যাক করে উঠল, 'নতুন জাকপ্পির নাছেন?'

'জ্বী?' বুঝতে পারলেন না মা।

'নতুন জাকপ্পির নাছেন?'

মা অসহায়ের মত এদিক-ওদিক তাকালেন। স্পাইরোকে খুঁজছেন।

'মাফ করবেন। আমি ঠিক বুঝতে...'

'নতুন জাকপ্পির নাছেন...নতুন জাকপ্পির?'

'দুঃখিত। আপনি ঠিক কি বোঝাতে চাইছেন...'

রেগে গেল অফিসার। ঝুঁকে এল কাউন্টারের ওপর। 'ম্যাডাম, ইংরেজি কইতে প্যারেন?'

'জ্বী, জ্বী,' চেঁচিয়ে উঠলেন মা। এতক্ষণে লোকটার দুর্বোধ্য ভাষা পরিষ্কার হয়েছে তাঁর কাছে। 'জ্বী, পারি। অল্প অল্প।'

ঠিক তখন, মাকে উদ্ধার করার জন্যেই যেন ওখানে আগমন ঘটল স্পাইরোর। প্রচণ্ড গরমে দরদর করে ঘামছে। মা'র কাছে ব্যাপার কি জেনে কাস্টমস অফিসারের সঙ্গে স্থানীয় ভাষায় কথা বলল সে। জানা গেল অফিসার মার কাছে আসলে জানতে চেয়েছে লাগেজে নতুন কোন জামা কাপড় আছে কিনা। স্পাইরো বলল নতুন কোন জামা কাপড় কেনা হয়নি। তাই লাগেজেও নেই। কাস্টমস অফিসে তার যে যথেষ্ট প্রভাব আছে আগেও সে একবার প্রমাণ করেছে। এবারও তার পুনরাবৃত্তি ঘটল। দ্রুত সমস্ত বাক্স প্যাঁটরা নিয়ে এল জেটিতে। তারপর কাস্টমস অফিসারের কাছ থেকে চক এনে ব্যাগেজের প্রতিটির গায়ে নিজের হাতে মার্কিং করল। ফলে অন্যদের মালের সঙ্গে এগুলোর মিলে যাবার ভয় থাকল না।

'বিদায় শব্দটা আমি উচ্চারণ করব না,' গ্যারীদের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করার সময় বিড়বিড় করল থিওডর। 'বলব দেখা হবে। আশা করি শীঘ্রি—উম্...তোমরা ফিরে আসবে।'

'বিদায়, বিদায়,' সবার সঙ্গে কোলাকুলি করল ক্রালেফস্কি। 'তোমাদের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় থাকব। ইংল্যান্ডে সুন্দর সময় কাটুক তোমাদের। সত্যিকার ছুটির মত যেন কাটে দিন। ওটাই আসল কথা!'

স্পাইরো নীরবে হাত মেলাল প্রত্যেকের সাথে, তারপর স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। হাত দিয়ে ক্যাপটা মোচড়াচ্ছে।

'আমিও কই বিদায়,' ভাঙা শোনাল তার কণ্ঠ, তারপর হঠাৎ করে কেঁদে ফেলল। দাড়ি ভর্তি গাল বেয়ে পড়তে লাগল অশ্রু। 'খোদার কসম, আমি কানতে চাইনি,' ফোঁপাচ্ছে স্পাইরো, বিশাল পেটটা ফুলে ফুলে উঠছে। 'কিন্তু নিজের মানুষরে বিদায় দেয়ার মত কষ্ট আর কিছুতে নাই। তোমরা তো আমার আপন লোকই ছিলা।'

স্পাইরোকে শান্ত করতে বেগ পেতে হলো গ্যারীদের। তারপর জাহাজে উঠলেন তাঁরা। জেটিতে দাঁড়িয়ে থাকল ওরা তিনজন।

থিওডর স্যালুটের ভঙ্গিতে উঁচিয়ে আছে হাতের ছড়িখানা, ক্রালেফস্কি প্রবল বেগে হাত নেড়ে বিদায় জানাল; আর স্পাইরো রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে হাত নাড়ল।

সাগরের গভীরে ছুটে চলেছে জাহাজ। আস্তে আস্তে কর্ফুদ্বীপ দিগন্ত রেখায় অস্পষ্ট এবং ম্লান হয়ে উঠল। ইংল্যান্ডে না পৌঁছা পর্যন্ত প্রত্যেকেরই মন দারুণভাবে খারাপ হয়ে রইল। ব্রিন্দিসি থেকে সুইজারল্যান্ড হয়ে ওঁরা দেশে পৌঁছাবেন। ট্রেনে।

ট্রেনে উঠেও চুপ হয়ে রইলেন সবাই। ওঁদের মাথার ওপর, র‍্যাকে ফিঞ্চ পাখিরা খাঁচার মধ্যে গান গাইছে। ম্যাগেনপাইরা ঠোঁট ঠোকাঠুকিতে ব্যস্ত। আর আলেকো মাঝে মাঝে করুণ গলায় বিলাপ করে উঠছে। গ্যারীদের পায়ের নিচে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে কুকুরগুলো। সুইস সীমান্তে ঢোকার পরে ওদের পাসপোর্ট পরীক্ষা করতে এল এক অফিসার। পাসপোর্ট দেখে এক টুকরো কাগজসহ ওগুলো ফেরত দিল মিসেস ডুরেলকে। তারপর বো করে, গম্ভীর মুখে চলে গেল কামরা থেকে।

কিছুক্ষণ পরে মিসেস ডুরেল হাতের কাগজে চোখ বুলালেন। একটা ফর্ম। পূরণ করে দিয়েছে অফিসার। কাগজটা পড়তে গিয়ে কপালে ভাঁজ পড়ল মা'র। 'দ্যাখ লোকটা কি লিখেছে,' মা'র গলায় বিরক্তি। 'গাধা আর কাকে বলে।'

ল্যারী কাগজটা পড়ে নাক সিটকাল। 'লোকটার আর কি দোষ। তোমাদের দেখলে এরকম ধারণা যে কেউ করবে।'

গ্যারী উঁকি দিলেন। ফর্মটার মাথায় 'যাত্রীর বিবরণ'-এর জায়গায় বড় বড় হস্তাক্ষরে লেখা, 'এরা সার্কাস পার্টি। ভ্রমণে যাচ্ছে।'

'আমরা সার্কাস পার্টি!' মা'র বিরক্তি তখনও যায়নি। 'গবেট মানুষ কত কিছুই না ভাবে!' গ্যারী মুচকি হাসলেন। কোন মন্তব্য করলেন না। ট্রেন ছুটে চলল ইংল্যান্ডের দিকে।

***